দলিল লিখন ও রেজিসট্রেসন পদ্ধতি

দলিল লিখন ও রেজিসট্রেসন পদ্ধতি

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম. এ.

অ্যাকাডেমিক পাবলিসার্স
১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন : কলিকাতা-৯

পিতৃদেব ৺তুলসীচরণ মুখোপাধ্যায়-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মাতৃভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহার করবার জন্য আমাদের সরকার সচেষ্ট; আয়োজনও চলেছে নানাভাবে; অদূর ভবিষ্যতে সরকারী প্রচেষ্টা সফল হবে নিশ্চিত। আইনগুলিকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা এজন্য বিশেষ প্রয়োজন। রেজিস্ট্রেসন আইন সম্পর্কে কম-বেশী জ্ঞান অধিকাংশ নাগরিকেরই দরকার। তা ছাড়া যাঁরা দলিল লেখেন, এবং যাঁরা রেজিস্ট্রেসন সংস্থায় কর্মরত তাঁদের সকলেরই নিবন্ধীকরণ আইন এবং দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত অন্যান্য আইন ও নিয়মাবলী বিশেষভাবে জানা প্রয়োজন; এসকল প্রয়োজন মেটাবার জন্য এই বই লেখা।

আমি প্রায় আট বৎসরকাল রেজিস্ট্রেসন ডিপার্টমেণ্টে কর্মরত। আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা এবং কতকগুলি প্রামাণ্য পুস্তকের সহায়তায় এ বই লিখেছি। হয়ত কিছু ভুল ত্রুটী থেকে গেছে সময় ও সুযোগের অভাবে। সহানুভূতি পেলে পরবর্তীকালে শোধরাতে চেষ্টা করব; পাঠকের মতামত এজন্য সাদরে গৃহীত হবে।

এ বই লিখতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছি: তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রেসন সার্ভিসের একাধিক অফিসারের নিকট থেকে আমি উপদেশ পেয়েছি; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারেরও উৎসাহ এবং উপদেশ আমি পেয়েছি; কয়েকজন বেসরকারী আইনজ্ঞ ব্যক্তিও আমায় প্রয়োজনে উপদেশ দিয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন; প্রয়োজনে যাঁদের কাছেই গিয়েছি সকলেই সহযোগিতা করেছেন; তাঁদের সহৃদয়তায় আমি মুগ্ধ ও অভিভূত। ছন্দা দেবী ও কল্যাণকুমার আমার লেখার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা ব্যবহার করেছি; উদ্দেশ্য, এইভাবে পরিভাষা ব্যবহার করতে করতে ওগুলি আপন হয়ে যাবে; সংগে সংগে অবশ্য চলতি ইংরাজী প্রতিশব্দ লিখে দিয়েছি বোঝবার সুবিধার জন্য।

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১১. ৬. ৬৫

বারাসাত, ২৪ পরগণা।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম পরিচ্ছেদ—রেজিস্ট্রেসন আইন ১—৬৬

রেজিস্ট্রেসন আইনের উদ্দেশ্য ১; রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯০৮—সূচনা ১; রেজিস্ট্রেসন সংস্থা ৪; নিবন্ধীকরণযোগ্য দলিল সম্পর্কে ৬; দলিল দাখিলের সময় ১৬; নিবন্ধীকরণের স্থল ২০; নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল ২৩; সম্পাদনকারিগণের দ্বারা সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা ৩১; উইল এবং দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্র দাখিলকরণ সম্পর্কে ৩৩; উইল আমানত সম্পর্কে ৩৪; নিবন্ধীকরণ এবং অনিবন্ধীকরণের ফল সম্পর্কে ৩৬; রেজিস্টারিং অফিসারের ক্ষমতা এবং কর্তব্য সম্পর্কে ৩৯; রেজিস্টারিং বহি এবং ইন্‌ডেক্স বহি সম্পর্কে ৩৯; নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিবার পরবর্তী প্রণালী ৪২; অবর-নিবন্ধকের বিশেষ কর্তব্যকর্ম ৪৪; নিবন্ধকের বিশেষ কর্তব্যকর্ম ৪৫; ফটোগ্রাফির দ্বারা দলিল নকল সম্পর্কে ৪৮; নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে ৫৭; টাউটদিগের সম্পর্কে ৫৮; দলিল লেখকদিগের সম্পর্কে ৫৯; শাস্তিবিধান সম্পর্কে ৬০; বিবিধ ৬৩।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—রেজিস্ট্রেসন নিয়মাবলী, ১৯৬২ ৬৭—১২১

ভূমিকা ৬৭; অধ্যায়-১, ৬৭; রেজিস্টার বহির প্রমানীকরণ ৭১; বিভিন্ন জেলায় স্বীকৃত সাধারণ ভাষা ৭৩; আঞ্চলিক বিভাগ ৭৪; নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গৃহীত হইবার পূর্ববর্তী প্রণালী ৭৪; ভিজিট ও কমিশন ৮৪; ২৫ (১) এবং ৩৪ (১) ধারামতে প্রদেয় জরিমানা ৮৫; নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল লইবার পরবর্তী প্রণালী ৮৭; শপথ গ্রহণ এবং রেকর্ডকরণ ৯৮; নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গৃহীত হইবার পরবর্তী প্রণালী ৯৮; দলিলের মেমোরাণ্ডা এবং কপি ১০৪; ইনডেক্স ১০৫; মোক্তারনামার বিশেষ ব্যবস্থা ১০৮; উইল সম্পর্কে প্রণালী ১০৯; সমন ১১১; দলিলের নকলাদি এবং রেজিস্টার বহি হইতে সংবাদ পরিবেশন ১১২; সীল ১১৪; অফিসের কার্য প্রণালী ১১৪; দলিল-লেখক ১১৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—রেজিস্ট্রেসন ফিস্ তালিকা ১২২—১৩৯

সাধারণ ফিস্ ১২২ ; অতিরিক্ত ফিস্ ১৩০ ; সিডিউল ১৩৮ ; রিফাণ্ডেবল বা প্রত্যর্পণযোগ্য ফিস্ ১৩৮।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ষ্ট্যাম্প আইন ও সিডিউল ১৪০—২০৬

ষ্ট্যাম্প আইন ১৪০ ; সিডিউল [১এ] ১৬০ ; সাধারণ ক্ষেত্রে রেহাই ১৯০ ; সারচার্জসহ আর্টিকেল ১৫ ও ১৬, ২০৩ ; এক নজরে কয়েকটি দলিলের ষ্ট্যাম্পের হার ২০৪।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নানাবিধ দরখাস্তের নমুনা ২০৭—২১৭

মেয়াদগতে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত ২০৭ ; মেয়াদগতে সম্পাদন স্বীকারের জন্য কারণ দর্শাইয়া দরখাস্ত ২০৭ ; মৃত সম্পাদনকারীর ওয়ারিশগণ দ্বারা সম্পাদন স্বীকারের জন্য দরখাস্ত ২০৮ ; দানকর্তার মৃত্যুর পর দানপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত ২০৮ ; উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত ২০৯ ; সমনের দরখাস্ত ২০৯ ; আবাসে দলিল দাখিল লইয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত ২১০ ; কমিশনে মোক্তারনামা অথেনটিকেশনের জন্য দরখাস্ত ২১১ ; কমিশনে দলিল রেজিস্ট্রীর জন্য দরখাস্ত ২১১ ; নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল লইবার জন্য দরখাস্ত ২১১ ; আমমোক্তারনামা রদের দরখাস্ত ২১২ ; আমমোক্তারনামা রদের নোটিশ ২১২ ; দলিলের রসিদ হারাইলে দলিল ফেরৎ পাইবার জন্য দরখাস্ত ২১৩ ; ডুপ্লিকেট দলিল দাখিলের জন্য দরখাস্ত ২১৩ ; দলিল লেখকের লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইবার জন্য দরখাস্ত ফরম ২১৪ ; লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক পার্টিকে যে রসিদ দিবেন তাহার নমুনা ২১৪ ; লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখকের রেজিস্টার বহি (নিয়ম ১২৮) ২১৫ ; তল্লাস কিম্বা পরিদর্শনের জন্য দরখাস্তের ফরম ২১৬ ; নকলের জন্য দরখাস্ত ফরম ২১৭।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপদেশাবলী ২১৮—২৩৮খ

সমন ২১৮ ; কলিকাতা এবং হাওড়া করপোরেশন এলাকার সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে ষ্ট্যাম্প মাশুল ২১৮ ; বিশেষ রেজিস্টার বহি ২১৯ ;

রেজিস্ট্রেসন অ্যাক্ট ফি-বহি ২১৯; ইম্পাউণ্ড রেজিস্টার ২১৯; দলিলাদির বিনাশকরণ ২১৯ ; রেজিস্টার বহি ইত্যাদিতে রেজিস্টারিং অফিসারের যদি স্বাক্ষর না থাকে ২২০ ; রেজিস্ট্রেসনের সময় ষ্ট্যাম্প ও দলিল সম্পর্কে যে যে বিষয়ের প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন ২২০, বিলম্বের জন্য ফাইন প্রদানের নিয়ম ২২২ ; প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদন স্বীকার ২২২ ; টিপের নিয়ম ২২২ ; যে সকল ক্ষেত্রে দলিল দাখিল সম্ভব হইবেনা ২২৩ ; যে সকল ক্ষেত্রে দলিলের নিবন্ধীকরণ অগ্রাহ্য হইবে ২২৪ ; অস্বীকৃত সম্পাদন ২২৪ ; নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে ২২৫ ; বোবা এবং কালা সম্পাদনকারী সম্পর্কে ২২৫ ; ইম্পাউণ্ড সম্পর্কে ২২৬ ; কভারিং লেটারের নমুনা ২২৭ ; ষ্ট্যাম্প খরিদ সম্পর্কে ২২৮ ; রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠায় দলিল নম্বর ২২৮ ; অজ্ঞাত ভাষায় স্বাক্ষরিত দলিল ২২৮ ; দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণ ২২৮ ; দলিল ডেলি-ভারী ২২৯ ; ৫২-ধারা অনুসারে প্রদত্ত রসিদ বিনাশ এবং দলিল ফেরৎ লইবার প্রণালী ২৩০ ; তল্লাস এবং পরিদর্শনের ফিস্ যে সকল স্থানে দিতে হয়না ২৩১ ; তল্লাসকারী ব্যক্তির কর্তব্য ২৩২ ; তল্লাস বা নকলের রসিদ হারাইলে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় ২৩২ ; আপীল ও আবেদন ২৩৩ ; বিকৃত মস্তিষ্কের সম্পত্তি হস্তান্তর ২৩৩ ; সম্পাদনকারী দলিল পাঠ করিতে অক্ষম হইলে দলিলখানি পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে ২৩৪ ; দলিল একাধিক কালিতে লিখিত হইতে পারে ২৩৪ ; দলিল দাখিলের সময় ২৩৪ ; স্বল্পমূল্য বিবেচিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল ২৩৪ ; দলিলের সাক্ষী ২৩৫ ; প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা এজেন্ট দ্বারা দলিল দাখিল ২৩৫ ; ফাইন ২৩৫ ; প্রকাশ্যে সম্পাদন অস্বীকার ২৩৫ ; প্রমাণীকৃত মোক্তারনামার সার্টিফায়েড কপিসহযোগে দলিল দাখিল ২৩৫ ; নাবালকের দলিল দাখিল করিবার অধিকার ২৩৫ , রেজিস্ট্রেসন সংস্থার কর্মচারিদিগের প্রতি ২৩৬ ; দলিল-লেখকদিগের প্রতি ২৩৭ : নোটিশ প্রদানের নিয়ম ২৩৮ (ক) ; সাধারণ হস্তান্তর-পত্রের নোটিশ ফরম ২৩৮(ক) ; পার্টিসান দলিলের নোটিশ ফরম ২৩৮(খ) ; সিডিউল ২৩৮(খ) ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—দলিলের আদর্শ ২৩৯—৩৭৩

দানপত্র—পরিচিতি ২৩৯ ; দানপত্র-১, ২৪০ ; দানপত্র-২, ২৪১ ; দান-পত্র-৩, ২৪৩ ; হেবানামা—পরিচিতি ২৪৩ ; হেবাবিল এওয়াজনামা ২৪৪ ; হেবা বিল এওয়াজ ২৪৫ ; বিক্রয়-কোবালা—পরিচিতি ২৪৬ ;

বিক্রয়-কোবালা-১, ২৪৭ ; বিক্রয় কোবালা-২, ২৪৯ ; পুস্তক-স্বত্ব বিক্রয়-কোবালা-৩, ২৪৯ ; সম্পত্তি সূত্রে বিক্রয়-কোবালা-৫, ২৫০ ; অংশীদারের অংশ বিক্রয়-৬, ২৫১ ; অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর উল্লেখে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়-৭, ২৫২ ; ইজমেণ্ট স্বত্বের হস্তান্তর-৮, ২৫৩ ; বিক্রয়-কোবালা-৯, ২৫৪ ; একরারনামা—পরিচিতি ২৫৪ ; একরারনামা-১, ২৫৫ ; একরারনামা-২, ২৫৬ ; নোকরনামা (চাকরি করিবার একরার)-৩, ২৫৭ ; একরারনামা-৪, ২৫৮ ; সালিশের একরার-৫, ২৫৮ ; ভাড়া খরিদ চুক্তিপত্র-৬, ২৫৯ ; বিবাহ-বিচ্ছেদ চুক্তিপত্র-৭, ২৬০ ; বায়নানামা—পরিচিতি ২৬২ ; বায়নাপত্র-১, ২৬২ ; বায়নাপত্র-২, ২৬৩ ; বায়নাপত্র-৩, ২৬৪; ঋণ স্বীকারপত্র ২৬৫ ; দত্তকগ্রহণ—পরিচিতি ২৬৬ ; দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্র ২৬৭ ; দত্তকগ্রহণপত্র ২৬৮ ; পুত্র দত্তকগ্রহণে সম্মতিপত্র ২৬৮ ; সাপ্লিমেণ্টারি দলিল—পরিচিতি ২৬৯ ; পূর্ব সম্পাদিত দলিল বা বাহালকরণপত্র ২৬৯ ; সম্মতিজ্ঞাপকপত্র ২৭০ ; দলিল সংশোধনপত্র ২৭০ ; এফিডেভিট—পরিচিতি ২৭১ ; এফিডেভিট-১, ২৭১ ; এফিডেভিট-২, ২৭২ ; এফিডেভিট-৩, ২৭২ ; এফিডেভিট-৪, ২৭৩ ; নিয়োগপত্র—পরিচিতি ২৭৩; নিয়োগপত্র-১, ২৭৪ ; পানুচ্‌নামা ২৭৫ ; ডিক্লারেশন অব্‌ ট্রাস্ট—পরিচিতি ২৭৫ ; বিশ্বাস স্থাপনার স্বীকারপত্র ২৭৬ ; অছি নিয়োগপত্র ২৭৬; মূল্য নির্ধারণপত্র—পরিচিতি ২৭৮ ; মূল্য নির্ধারণপত্র ২৭৯ ; শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্র—পরিচিতি ২৭৯ ; শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্র ২৮০ ; অ্যাওয়ার্ড বা বিনির্ণয়—পরিচিতি ২৮০ ; অ্যাওয়ার্ড-১, ২৮১ ; অ্যাওয়ার্ড-২, ২৮১ ; বণ্ড বা তমস্থক—পরিচিতি ২৮২ , বণ্ড-১, ২৮৩ ; বণ্ড ২-৪, ২৮৪ ; বণ্ড ৫-৬, ২৮৫ ; ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র—পরিচিতি ২৮৬ ; ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র-১, ২৮৬ ; ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র-২, ২৮৭ ; জামিননামা—পরিচিতি ২৮৮ ; জামিননামা-১, ২৮৮ ; আপস-রফাপত্র—পরিচিতি ২৮৯ ; আপস-রফাপত্র ২৮৯ ; পারিবারিক বন্দোবস্ত (বা রফা) পত্র—পরিচিতি ২৯০ ; পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র ২৯১ ; বন্দোবস্তপত্র—পরিচিতি ২৯২ ; বন্দোবস্তপত্র ২৯৩ ; বিবাহ-বিচ্ছেদনামা—পরিচিতি ২৯৩ ; তালাকনামা ২৯৩ ; খুলানামা ২৯৪ ; বিনিময়পত্র—পরিচিতি ২৯৪ ; বিনিময়পত্র ২৯৬ ; বন্ধকনামা পরিচিতি ২৯৭ ; সাধারণ বন্ধকনামা-১, ২৯৯ ; খাইখালাসী বন্ধকনামা-২, ৩০০ ; কট-কোবালা-৩, ৩০০ ; ইংলিশ মর্টগেজ ৩০১ ; ইকুইটেবল মর্টগেজ-৫, ৩০২ ; বন্ধকনামা-৬, ৩০২ ; ফসল বন্ধকনামা-৭, ৩০৩ ; অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামা-৮, ৩০৪ ; পুনঃ

দায়সংযুক্তিপত্র—পরিচিতি ৩০৫ ; পুনঃ সমর্পনপত্র ৩০৬ ; না-দাবি বা মুক্তিপত্র—পরিচিতি ৩০৭ ; না-দাবি-১, ৩০৭ ; না-দাবি ২-৪, ৩০৮ ; না-দাবি-৫, ৩০৯ ; বণ্টননামা—পরিচিতি ৩০৯ ; বণ্টননামা ৩১২ ; অংশনামা—পরিচিতি ৩১৩ ; অংশনামা ৩১৫ ; মোক্তারনামা—পরিচিতি ৩১৬ ; খাসমোক্তারনামা (অথেনটিকেটকৃত) ৩১৯ ; খাসমোক্তারনামা-১, (নিবন্ধীকৃত) ৩১৯ ; খাসমোক্তারনামা-৩, ৩২০ ; খাসমোক্তারনামা-৪, (প্রামাণিক) ৩২০ ; আমমোক্তারনামা-৫, ৩২১ ; রহিতকরণ অযোগ্য আমমোক্তারনামা ৩২৪ ; আমমোক্তারনামা-৭, ৩২৫ , হ্যাণ্ডনোট—পরিচিতি ৩২৫ ; হ্যাণ্ডনোট ৩২৬ ; বচনপত্র ৩২৬ ; রিনিউকৃত হ্যাণ্ডনোট ৩২৬ ; রসিদপত্র ৩২৭ ; লীজ—পরিচিতি ৩২৮ ; মোকররি পাট্টা ৩৩৩ ; জেরিপেশগী লীজ-২, ৩৩৪ ; ভাগ কবুলতি-৩, ৩৩৪ ; ভাড়াটিয়া কবুলতি-৪, ৩৩৫ ; লীজ-৫ (পাট্টা ও কবুলতি একত্রে) ৩৩৬ ; ফলকর কবুলতি-৬, ৩৩৭ ; কবুলতি-৭, ৩৩৮ ; কবুলতি-৮ (অগ্রিম ভাড়ার) ৩৩৯ ; হাটের ইজারার কবুলতি-৯, ৩৩৯ ; বাজারে বসতি প্রজার কবুলতি-১০, ৩৪০ ; ফেরিঘাটের কবুলতি-১১ ৩৪১ ; জলকরের কবুলতি-১২ ৩৪২ ; নিরূপণপত্র—পরিচিতি ৩৪৩ ; নিরূপণপত্র-১ (জীবন স্বত্বে) ৩৪৪ ; নিরূপণপত্র-২ ৩৪৫ ; নিরূপণপত্র ৩-৪, ৩৪৬; নিরূপণপত্র ৫-৬, ৩৪৭ ; নিরূপণপত্র-৭, ৩৪৮ ; নিরূপণপত্র-৮ (অর্পণনামা : ট্রাস্টনামা) ৩৪৯ ; নিরূপণপত্রের একরার-৯, ৩৫০ ; ওয়াকফনামা—পরিচিতি ৩৫১ ; ওয়াকফনাম ৩৫১ ; কাবিননামা—পরিচিতি ৩৫২ ; বন্ধকনামা-১, ৩৫৩ ; বন্ধকনামা-২, ৩৫৩ ; ইস্তফানামা—পরিচিতি ৩৫৪ ; ইস্তফানামা ৩৫৪ ; ইস্তফানামা ১-২, ৩৫৫ ; হস্তান্তরপত্র—পরিচিতি ৩৫৬ ; হস্তান্তরপত্র ৩৫৬ ; ডিক্রী হস্তান্তরপত্র ৩৫৭ ; প্রজাই স্বত্বের হস্তান্তরপত্র ৩৫৭ ; উইল—পরিচিতি ৩৫৮ ; উইল-১-২, ৩৬০ ; উইল-২, ৩৬১ ; আছিয়ৎনামা-৪, ৩৬২ ; উইল-৫, ৩৬৩ ; উইলের ক্রোড়পত্র-৬, ৩৬৩ ; মাসহারাপত্র—পরিচিতি ৩৬৪ ; মাসহারাপত্র-১, ৩৬৪ ; চিরস্থায়ী মাসহারা-২, ৩৬৫ ; জীবনস্বত্বে মাসহারা-৩, ৩৬৬ ; বৃত্তিত্যাগপত্র—পরিচিতি ৩৬৭; চিরস্থায়ী মাসহারা ত্যাগপত্র ৩৬৭ ; রহিতকরণপত্র—পরিচিতি ৩৬৮ ; নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামা রহিতকরণপত্র ৩৬৯; (অথেন্টিকেটেড) মোক্তারনামা রহিতকরণ ৩৬৯ ; নিরূপণপত্র রহিতকরণ ৩৭০ ; অছিনামা রহিতকরণপত্র ৩৭০ ; অংশনামা রহিতকরণপত্র—পরিচিতি ৩৭১ ; অংশনামা

-রহিতকরণপত্র ৩৭২ ; উইল রহিতকরণপত্র ৩৭২ ; সংশোধনপত্র সম্পর্কে মন্তব্য ৩৭৩।

পরিশিষ্ট ৩৭৪—৩৭৭

কাবিননামা সম্পর্কে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় ৩৭৪ ; প্রত্যক্ষ কর (সংশোধন) আইন, ১৯৬৪, ৩৭৪ ; লীজ সম্পর্কে মন্তব্য ৩৭৪ ; ডুপ্লিকেট দলিলের জন্ত ডিনোটেশনের দরখাস্ত ৩৭৫ ; দলিল লেখকগণের পারিশ্রমিক ৩৭৫ ; দলিল-লেখকের লাইসেন্স ফিস ৩৭৬ ; লাইসেন্স রিনিউয়াল ফিস্ ৩৭৬ ; ষ্ট্যাম্প টেবল শুদ্ধিপত্র ৩৭৭।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ৩৭৮—৩৮৮

পরিভাষা

অথেনটিকেট করা — প্রামাণিক করা

অফিসার — আধিকারিক

অ্যাক্‌ট — আইন

অ্যাটেস্ট করা — প্রত্যায়ন করা

আজ্ঞপ্তি — ডিক্রী

ইনস্ট্রুমেণ্ট — নিদর্শনপত্র

এজেণ্ট — নিযুক্তক

কালেকটার — সমাহর্তা

কোড অব্ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর — ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা

ডকুমেণ্ট — দলিল

গেজেট — ঘোষপত্র

[illegible]ভেলিং [illegible]লাউন্স — পাথেয়

নির্দেশপত্র — অর্ডার

পেনাল কোড — দণ্ডসংহিতা

প্রোভাইজো — অনুবিধি

ভলান্‌টারি — স্বতঃপ্রবৃত্ত

মার্‌জিন — উপান্ত, পৃষ্ঠাদেশ

রুল্ — নিয়ম

রেজিস্ট্রার — নিবন্ধক

রেজিস্ট্রেশন — নিবন্ধীকরণ

ল—বিধান

সাব-রেজিস্ট্রার — অবর-নিবন্ধক

সেটেলমেণ্ট — নিরূপণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

রেজিস্ট্রেসন আইন

রেজিস্ট্রেসন আইনের উদ্দেশ্য :—

(১) দলিলের অকৃত্রিমতা ও বিশুদ্ধতার চূড়ান্তরূপে নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি প্রদান করা ;

(২) সংব্যবহার অথবা কার্য সম্পাদনের প্রচারকাযে সুযোগ প্রদান করা ;

(৩) প্রতারণা নিবারণ করা ;

(৪) কোন সম্পত্তি ইতঃপূর্বে হস্তান্তরিত হইয়াছে কিনা তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ প্রদান করা ;

(৫) সম্পত্তির উপর উচিত অধিকারের প্রমাণস্বরূপ দলিলকে নিরাপত্তা প্রদান করা এবং মূল দলিল হারাইলে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রমাণ করিবার সুযোগ প্রদান করা।

রেজিস্ট্রেসন কোন্ কোন্ বিষয় সম্পন্ন করিতে পারে না :—

(১) কেবলমাত্র রেজিস্ট্রেসন কোন দলিলের সম্পাদন সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে না।

(২) কেবলমাত্র রেজিস্ট্রেসন সম্পত্তির ন্যায়সংগত অধিকার, স্বত্বাগম বা বিশ্বস্ততা প্রমাণ করে না।

(৩) যে দলিল মূলতঃ প্রতারণামূলক, বে-আইনী বা আইনবহির্ভূত রেজিস্ট্রেসন সেই দলিলকে বৈধতা প্রদান করে না।

রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯০৮

প্রথম অংশ—সূচনা

ধারা ১ঃ এই আইনকে ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন, ১৯০৮, (রেজিস্ট্রেসন অ্যাক্ট অব নাইন্টিন হাণ্ড্রেড অ্যাণ্ড এইট) বলা হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত ইহা ভারত ভূখণ্ডে প্রযোজ্য। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে কোন অঞ্চলকে এই আইনের আওতা হইতে বাদ দিতে পারেন। ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ইহা কার্যকরী।

ধারা ২ঃ কতকগুলি শব্দের আইনগত সংজ্ঞা ২ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে।

(১) অ্যাডিসান বা ঠিকানাঃ ইহার অর্থ এই যে কোন ব্যক্তির ঠিকানা অর্থে সেই ব্যক্তির বাসস্থান বা গ্রাম, পেশা, জাতি, পিতার নাম অথবা যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি মাতার সন্তানরূপে পরিচিত সেখানে মাতার নাম।

(২) বুক বা বহিঃ নিবন্ধীকরণ অফিসে যে সকল রেজিস্টার-বহি থাকে সেই বহি বা তাহার একাংশ।

(৩) ডিস্‌ট্রিক্ট বা সাব-ডিস্‌ট্রিক্ট (জেলা বা উপ-জেলা) বলিতে এই আইনের দ্বারা গঠিত জেলা বা উপ-জেলা।

(৪) ডিস্‌ট্রিক্ট-কোর্ট অর্থে জেলা কোর্ট এবং হাইকোর্ট ধরিতে হইবে।

(৫) 'এনডোর্সমেণ্ট' ও 'এনডোর্সড্' শব্দগুলির অর্থ এই যে রেজিস্ট্রেসনের নিমিত্ত দলিলাদিতে রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা লিখিত মন্তব্য প্রভৃতি; এক কথায়, 'পৃষ্ঠলেখ' বলা হইয়া থাকে।

(৬) ইম্‌মুভেবল প্রপারটি বা স্থাবর সম্পত্তিঃ ইহার অর্থ নিম্নলিখিতরূপঃ— জমিজমা, গৃহাদি, ক্রমাগত বা বংশগত ভাতা (হেরেডিটারি অ্যালাউন্স), পথের অধিকার, আলোক, ফেরি, মৎস্য ধরিবার অধিকার, অথবা ভূমিজাত অন্য যে কোন প্রকার লাভ বা সুবিধা এবং যাহা মাটির সহিত সংলগ্ন অথবা যাহা স্থায়িভাবে কোন কিছুর সহিত সংলগ্ন এবং সেই 'কোন কিছু' মাটির সহিত সংলগ্ন তাহাই স্থাবর সম্পত্তি। কিন্তু ঘাস, বর্ধমান শস্য, বাড়ী-ঘর নির্মাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঠের জন্য দণ্ডায়মান গাছ (টিম্বার) ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্রষ্টব্যঃ 'ক্রমাগত বা বংশগত ভাতা'র এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবেঃ সরকারী অধিদেয় বা ভাতা; ভূমি এবং গৃহ বাবদ প্রাপ্ত আয় হইতে চিরস্থায়িভাবে যে অধিদেয় বা ভাতা প্রদান করা হয় সেই ভাতা; এবং বংশগত অফিসবাবদ যে ভাতা প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই ভাতা—মাত্র এই তিন প্রকার ভাতা 'ক্রমাগত বা বংশগত ভাতা' অর্থে ধরিতে হইবে।

ফেরিঃ—টোলরূপে পয়সা লইয়া মানুষ, পশু, এবং জিনিসপত্র নৌকায় করিয়া নদী পারাপার করিবার অধিকার বুঝিতে হইবে।

মাটির সহিত সংলগ্নঃ—সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে তিন প্রকারের কথা লিখিত আছে; যথা—(১) গাছ ইত্যাদি, যাহার শিকড় প্রাকৃতিক নিয়মে মাটিতে সংলগ্ন; (২) দেয়াল, গৃহ ইত্যাদি, যাহা মাটির সহিত অভিন্নভাবে যুক্ত;

(৬) জানালা, দরজা ইত্যাদি, যাহা এমন বস্তুর সহিত সংযুক্ত (যেমন ঘর, বাড়ির সহিত) যে 'এমন বস্তুটি' (অর্থাৎ বাড়ী, ঘর ইত্যাদি) চিরস্থায়িভাবে ভোগ করা হয়।

(৭) 'লিজ' অর্থে কবুলিয়ত, প্রতিলিপি, ইজারা লইবার চুক্তি এবং অধিকার বা চাষ করিবার অংগীকারও ধরিতে হইবে।

(৮) নাবালক বা মাইনর অর্থে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি পার্সোনাল ল'এর নিয়মানুসারে উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয় নাই সেই ব্যক্তি বুঝিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য: রেজিস্ট্রেসন আইনের জন্য পার্সোনাল ল'এর ক্ষেত্রে ১৮৭৫ সালের ভারতীয় মেজরিটি আইন প্রযোজ্য হইবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি আঠার বৎসর সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলে প্রাপ্তবয়স্ক বা সাবালকরূপে গণ্য হইবে। কিন্তু ইহা সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের গার্জেন বা অভিভাবক কোন কোর্টের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে অথবা যে সকল অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার কোন কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের উপর অর্পিত, সেই সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিগণ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইবে একুশ বৎসর বয়স সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিবার পর।

(৯) অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে বাড়ী-ঘর নির্মাণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাঠের জন্য নির্ধারিত বৃক্ষ, ঘাস, ফসল, বৃক্ষের রস ও ফল এবং স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য যে কোন প্রকার সম্পত্তি।

দ্রষ্টব্য: 'স্থাবর' ও 'অস্থাবর' শব্দ দুইটি দলিল নিবন্ধীকরণ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, স্থাবর সম্পত্তির নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক হইলেও অস্থাবর সম্পত্তির নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে; আবার, স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল ১নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া থাকে এবং অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া থাকে। কিন্তু কোন সম্পত্তি স্থাবর কি অস্থাবর তাহা নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন, বৃক্ষের কথাই ধরুন; 'বৃক্ষ' স্থাবর না অস্থাবর? কোন বৃক্ষ স্থাবর কি অস্থাবর তাহা দলিলের বর্ণনা হইতে বুঝিতে হইবে; যদি দলিলের মর্ম হইতে উপলব্ধ হয় যে হস্তান্তরের পর বৃক্ষটি কাটিয়া টিম্বাররূপে ব্যবহার করা হইবে তাহা হইলে উহা অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিতে হইবে। কিন্তু বিক্রয়ের পরও যদি বৃক্ষটি কাটিয়া ফেলা না হয় এবং উহার উপস্বত্ব ভোগের জন্য পূর্বের ন্যায় রক্ষিত হয় তাহা হইলে উহা স্থাবর সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে। সম্পত্তি স্থাবর কি অস্থাবর তাহা

দলিল পাঠে বুঝিতে হইবে ; কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিলে দাতা-গ্রহীতাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে হইবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি এবং সেই অনুসারে দলিল সংশোধন করিয়া লিখিতে নির্দেশ দিতে হইবে। যেমন, একটি মেসিনের কথা চিন্তা করুন। কাজল তাহার হাস্‌কিং মেসিনটি আমিনার নিকট বিক্রয় করিল। মেসিনটি যেখানে প্রোথিত আছে সেখানকার জমির পরিচয় (অর্থাৎ দাগ নং, খতিয়ান নং) তপশীলে বর্ণনা করিল। দলিলে কেবলমাত্র এই অল্প কথা লেখা থাকিলে সঠিক বোঝা যাইবে না মেসিনটি স্থাবর কি অস্থাবর। যদি পার্টির উদ্দেশ্য হয় মেসিনটি বরাবরের জন্য দলিলে বর্ণিত জমিতে প্রোথিত থাকিবে তবে ঐ মেসিনের হস্তান্তর স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তররূপে গণ্য করিতে হইবে।

(১০) প্রতিনিধি বা রিপ্রেজেনটেটিভ : নাবালকের গার্জেন, পাগল অথবা ইডিয়টের (নির্বোধ ব্যক্তি ; জড়ধী) তদারকী এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত গার্জেন বুঝিতে হইবে ; আইনের ভাষায় এই গার্জেনকে 'কমিটি', 'কিউরেটর' বলা হয়।

দ্বিতীয় অংশ—রেজিষ্ট্রেসন সংস্থা

ধারা ৩ : মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক—রাজ্যের জন্য রাজ্য সরকার মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক নিয়োগ করেন ; রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে এই অফিসারের কর্তব্য-কর্ম অন্য আধিকারিকের উপর ন্যস্ত করিতে পারেন ; মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক একই সংগে সরকারের অন্য পদাধিকারীও হইতে পারেন।

ধারা ৪ : নিরসিত।

ধারা ৫ : রাজ্য সরকার এই আইনের নিমিত্ত জেলা বা উপ-জেলা গঠন করিবেন, প্রয়োজনে রদ-বদল করিবেন ; সরকারী ঘোষপত্রে এইসকল বিষয় প্রজ্ঞাপিত হইবে ; প্রজ্ঞাপনের পরে নির্ধারিত দিন হইতে কোন পরিবর্তন চালু হইবে।

দ্রষ্টব্য : কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলের জন্য রেজিস্ট্রেসনের জেলা সাধারণ শাসন বিভাগীয় জেলার অনুরূপ।

ধারা ৬ : রাজ্য সরকার জেলা এবং উপ-জেলার জন্য নিবন্ধক ও অবর-নিবন্ধক নিয়োগ করেন।

ধারা ৭ : রাজ্য সরকার জেলা এবং উপ-জেলাতে যথাক্রমে নিবন্ধক এবং

অবর-নিবন্ধকের করণ স্থাপন করিবেন। রাজ্য সরকার নিবন্ধকের করণের অধীনস্থ কোন অবর-নিবন্ধকের করণ একত্রীভূত করিতে পারেন ; এবং সরকার ইচ্ছা করিলে উক্তরূপ অবর-নিবন্ধকের উপর তাঁহার নিত্য কর্তব্যকর্মের অতিরিক্ত নিবন্ধকের ক্ষমতা এবং কর্তব্যকর্মও অর্পণ করিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ ক্ষমতা লাভের ফলে কোন অবর-নিবন্ধক স্ব-আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

ধারা ৮ঃ রাজ্য সরকার রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলি পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারেন এবং এইসকল আধিকারিকের কর্তব্য-কর্মও নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

পরিদর্শকগণ মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের অধীনে থাকিবেন।

ধারা ৯ঃ নিরসিত।

ধারা ১০ঃ কর্তব্য কর্ম ব্যতীত যখন কোন নিবন্ধক—জেলা নিবন্ধক এবং প্রেসিডেন্সী সহরের নিবন্ধক ব্যতীত—তাঁহার জেলাতে অনুপস্থিত থাকেন, অথবা যদি নিবন্ধকের পদ অস্থায়ী কালের জন্য শূন্য থাকে তাহা হইলে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক ঐ শূন্য স্থান পূরণের ব্যবস্থা করিতে পারেন ; অন্যথা, সেই জেলার জেলা-বিচারক—যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা না করেন, —ততদিন সেই জেলার নিবন্ধকের কাজ করিবেন।

জেলা এবং প্রেসিডেন্সী শহরের নিবন্ধকের অনুপস্থিতি কালে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক শূন্যস্থান পূরণের ব্যবস্থা করিবেন। রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে।

ধারা ১১ঃ জেলা নিবন্ধক তাঁহার করণ হইতে অনুপস্থিত থাকিবার কালে কোন অবর-নিবন্ধককে অথবা সেই জেলার অন্য কোন আধিকারিককে নিবন্ধকের সমস্ত কার্য—অবশ্য ৬৮ ও ৭২ ধারার কর্তব্যকর্ম ব্যতীত—পরিচালনা করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

ধারা ১২ঃ কোন অবর-নিবন্ধক অফিসে অনুপস্থিত থাকিলে, অথবা কোন অবর-নিবন্ধক অফিস অফিসার-শূন্য থাকিলে জেলা নিবন্ধক—যতদিন না ঐ শূন্যপদ নিয়মিত পূর্ণ হয়—সেই জেলার কোন অবর-নিবন্ধককে বা অপর কোন ব্যক্তিকে ততদিনের জন্য অথবা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবর-নিবন্ধকরূপে নিয়োগ করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্যঃ জেলা নিবন্ধকের উপরিউক্ত ক্ষমতাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু

১৩ ধারা পরোক্ষভাবে উপরিউক্ত নিয়োগ ব্যবস্থা মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের ও রাজ্য সরকারের অনুমোদন শর্তাধীন করিয়াছে।

ধারা ১৩ঃ ১০, ১১, ১২ ধারার নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক রাজ্য সরকারকে জানাইবেন। রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে এই রিপোর্ট সাধারণ বা বিশেষ হইতে পারে।

ধারা ১৪ঃ [প্রথম অংশ অপসৃত হইয়াছে]

এই আইনের দ্বারা গঠিত অফিসগুলির জন্য রাজ্য সরকার যথোচিত সংস্থার ব্যবস্থা করিবেন।

ধারা ১৫ঃ নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকগণ মোহর ব্যবহার করিবেন; এই সিলমোহরগুলিতে ইংরাজীতে এবং রাজ্য সরকারের ইচ্ছানুযায়ী অপর কোন ভাষায় ঘোষিত থাকিবে "...এর নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের সিল"।

ধারা ১৬ঃ এই আইনের জন্য প্রয়োজনীয় বহি ইত্যাদি প্রতি রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার গ্রহণ করিবেন।

উপরিলিখিত বহিগুলিতে থাকিবে রাজ্য সরকারের অনুমোদিত মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের দ্বারা নির্দেশিত ফর্ম্‌গুলি। বহিগুলির পৃষ্ঠাসকল ধারাবাহিক ভাবে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত থাকিবে। এবং যে অফিসার ঐ বহি কার্যের জন্য ব্যবহার করিবেন, তিনি প্রথমেই সেই বহির প্রথম পৃষ্ঠাতে বহির পৃষ্ঠা সংখ্যা সম্পর্কে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

রাজ্য সরকার প্রতি নিবন্ধকের অফিসে একটি করিয়া অদাহ্য বাক্স সরবরাহ করিবেন এবং দলিল সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি নিরাপত্তার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

তৃতীয় অংশ—নিবন্ধীকরণযোগ্য দলিল সম্পর্কে

ধারা ১৭ঃ (১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে লিখিত দলিলগুলির নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

(এ) স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দানপত্র দলিল।

দ্রষ্টব্যঃ সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে 'দান'-এর সংজ্ঞা লিখিত আছে; দানপত্র দাতা দান করিবার সময় তাঁহার যে সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা যদি কোন ব্যক্তিকে দান করেন এবং দানপত্র গ্রহীতা বা তাঁহার পক্ষে অন্য কেহ সেই দান গ্রহণ করেন তাহা হইলে উহা আইনতঃ 'দানরূপে' গ্রাহ্য

হইবে, দাতার জীবদ্দশাতে গ্রহীতা দান গ্রহণ করিবেন। দান গ্রহণ করিবার পূর্বেই যদি দান-গ্রহীতা লোকান্তরিত হন, তাহা হইলে দানপত্র নাকচ হইবে। দান করিবার কালে দানপত্র দাতা যেন দান করিতে সক্ষম থাকেন।

দলিলে অন্ততঃপক্ষে দুইজন সাক্ষী থাকিবে।

স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক; কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দান রেজিস্ট্রেসন মারফৎ করা যাইতে পারে অথবা কেবলমাত্র ডেলিভারি বা সমর্পণ দ্বারা করা যাইতে পারে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১২৬ ধারায় দানপত্রের রহিত-করণ সম্পর্কে লিখিত আছে। কোন দানপত্রে দাতা এবং গ্রহীতা যদি এমন চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে যে ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটিলে দানপত্র রহিত হইবে তাহা হইলে সেইরূপ দানপত্র রহিত হইতে পারে; তবে যে নির্দিষ্ট ঘটনার কথা দলিলে উল্লিখিত হইবে তাহা শুধুমাত্র দানপত্র দাতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে না। কোন নির্দিষ্ট ঘটনা যদি কেবলমাত্র দানপত্র দাতার ইচ্ছানুরূপ হয়, তবে সেইরূপ শর্তে দানপত্র রহিত করিতে পারা যাইবে না। অর্থাৎ, দাতার মন-গড়া ঘটনার উল্লেখ মাত্রেই দলিল রহিত-করণ আইনসংগত হইবে না।

(বি) একশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তি উইল ভিন্ন অন্য প্রকার দলিলের দ্বারা যদি কোন কায়েমী বা শর্তসূচক অধিকার স্বত্বাগম (টাইটল), স্বার্থ-সুবিধা (ইনটারেস্ট), বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করিতে সূচিত করে, জ্ঞাপন করে, হস্তান্তর করে, সীমিত করে, অথবা বিলোপ-সাধন করে তবে সেই প্রকার দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

দ্রষ্টব্য: 'কায়েমী' এবং 'শর্তসূচক বা সাপেক্ষ' শব্দ দুইটির অর্থ সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১৯ এবং ২১ ধারায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপ ধরিতে হইবে। ধরিলাম, ক, খ-কে খ-এর জীবদ্দশায় কোন সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য দান করিল; উপরন্তু দলিলে লিখিত হইল যে খ-এর মৃত্যুর পর খ-এর সাবালক পুত্র গ সেই সম্পত্তির অধিকারী হইবে। এখানে, খ-এর কায়েমী স্বার্থ এবং গ-এর সাপেক্ষ (কনটিনজেণ্ট) স্বার্থ; খ-এর মৃত্যু হইলে এবং গ-এর সাবালকত্ব আসিলে গ-এর স্বার্থ কায়েমী (ভেস্টেড) হইবে।

(সি) উপরের (বি)-অংশে বর্ণিত বিষয়গুলির জন্য যদি কোন দলিল দ্বারা টাকার আদানপ্রদান হয়, তাহা হইলে সেইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণও বাধ্যতামূলক।

(ডি) স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত যে সকল লিজ দলিলে বাৎসরিক খাজনা নির্ধারিত আছে সেই দলিলের অথবা এক বৎসরের অধিক কাল মেয়াদি লিজ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

দ্রষ্টব্য : বাৎসরিক খাজনা অর্থে কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য প্রদত্ত লিজের খাজনা নয় ; একাধিক বৎসরের জন্য প্রদত্ত লিজের বাৎসরিক খাজনা ধরিতে হইবে।

সম্পত্তির মূল্য বা খাজনার পরিমাণের উপর লিজ দলিলের রেজিস্ট্রেসন নির্ভর করে না ; একাধিক বৎসরের জন্য বা একাধিক বৎসরের জন্য খাজনা কিনা তাহাই লিজ দলিলের দ্রষ্টব্য বিষয়।

[(ই) যদি উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলের দ্বারা আদালতের কোন আজ্ঞপ্তি (ডিক্রী), বা আদেশ (অর্ডার), বা রোয়েদাদ হস্তান্তরিত হয় এবং যদি উক্ত আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ একশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কায়েমী বা শর্তসূচক অধিকার, স্বত্বাগম, স্বার্থ-সুবিধা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করে, জ্ঞাপন করে, হস্তান্তর করে, সীমিত করে অথবা বিলোপ সাধন করে তাহা হইলে সেই আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ সংক্রান্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।]

অবশ্য শর্ত এই যে রাজ্য সরকারের সরকারী ঘোষপত্রে ঘোষণার দ্বারা লিজ সংক্রান্ত উপরিলিখিত (ডি)-উপধারার প্রয়োগ হইতে কোন জেলা বা জেলার অংশ মুক্ত রাখিতে পারেন ; মুক্ত অঞ্চলের কেবলমাত্র সেই সকল সম্পাদিত লিজ এই সুবিধা প্রাপ্ত হইবে যে সকল লিজের মেয়াদ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নহে এবং যাহাতে বার্ষিক খাজনা পঞ্চাশ টাকার অধিক নহে।

(২) (১)-উপধারার অন্তর্গত (বি) ও (সি) দফা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না :

(i) কোন বন্দোবস্ত বা আপস্-রফা দলিল (কম্পোজিসান ডিড) ;

দ্রষ্টব্য : কম্পোজিসান কথার অর্থ এই নয় যে শুধুমাত্র মোকদ্দমা বা পার্থক্যের মীমাংসা। এই প্রকার দলিলের দ্বারা খাতক (ডেটর) উত্তমর্ণের (ক্রেডিটরের) সহিত আপসে ঋণ মিটাইয়া ফেলেন। প্রায়োগিক বা টেকনিকাল অর্থে কম্পোজিসান হইতেছে এক প্রকার চুক্তি যাহাতে উত্তমর্ণ খাতকের নিকট হইতে উত্তমর্ণের প্রাপ্য অপেক্ষা কম টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হন ; এই আবশ্যিক শর্তের অবর্তমানে অথবা যদি সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান করিবার

চুক্তি থাকে তবে সেইরূপ দলিলকে বন্দোবস্তপত্র বলা যাইবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ষ্ট্যাম্প আইনে বন্দোবস্তের ব্যাখ্যা উপরিলিখিত ব্যাখ্যার অনুরূপ নহে ; বন্দোবস্তপত্রের নমুনা যেখানে প্রদান করা হইয়াছে সেখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ষ্ট্যাম্প আইনের ব্যাখ্যা অনুসারে রচিত কম্‌পোজিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। বোম্বাই হাইকোর্ট বলিয়াছেন ষ্ট্যাম্প আইনের ব্যাখ্যা অনুসারে রচিত কম্‌পোজিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে ; কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল অপর একটি কেসে রায় দিয়াছেন যে এইরূপ দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

(ii) যদিও কোন যৌথ কারবারের পরিসম্পৎ (অ্যাসেট) সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক স্থাবর সম্পত্তি হয়, তথাপি সেই যৌথ কারবারের মূলধনের শেয়ার সম্পর্কিত কোন দলিল।

দ্রষ্টব্য ঃ কোম্পানীর শেয়ার বিষয়ক কোন দলিল যদিও কার্যতঃ স্থাবর সম্পত্তি পরোক্ষভাবে হস্তান্তর করে তথাপি ইহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে। কিন্তু এইরূপ কোন দলিল যদি কারবারের শেয়ার এবং একশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করে তাহা হইলে সেইরূপ দলিল রেজিস্ট্রি করিতে হইবে।

(iii) নিম্নলিখিত ডিবেনচারের ক্ষেত্রেও উপরিলিখিত (১)-উপধারার অন্তর্গত (বি) ও (সি)-দফা প্রযোজ্য নহে :—যৌথ কোম্পানীর দ্বারা ইস্যু করা কোন ডিবেনচার বা ঋণপত্র যাহার মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তির উপর কোন অধিকার, স্বত্বাগম বা স্বার্থ-সুবিধা ইত্যাদি সৃষ্টি, জ্ঞাপন, হস্তান্তর, সীমিত বা বিলোপ করিবে না ; কিন্তু নিবন্ধীকৃত দলিল যেমন গ্রহীতাকে নিরাপত্তা প্রদান করে সেইরূপ নিরাপত্তার অধিকার দিবে ও এইরূপ নিবন্ধীকৃত দলিলের দ্বারা যৌথ কোম্পানী তাহার স্থাবর সম্পত্তির সামগ্রিক বা আংশিকভাবে অথবা স্থাবর সম্পত্তিজাত কোন স্বার্থ-সুবিধা ট্রাস্টী বা ন্যাসপালের নিকট ঋণপত্র গ্রহীতার মংগলার্থে বন্ধক, সমর্পণ, বা অন্য প্রকার হস্তান্তর করে।

দ্রষ্টব্য ঃ ডিবেনচার হইতেছে সেই প্রকার দলিল যাহা ঋণ সৃষ্টি করে অথবা ঋণ স্বীকার করে। ডিবেনচার সম্পর্কে রেজিস্ট্রেসন আইন জটিলতাপূর্ণ। বর্তমানে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে যদি কোন ডিবেনচার কোন কোম্পানীর স্থাবর সম্পত্তির উপর স্থির অথবা পরিবর্তনশীল দায় (ফিক্‌স্‌ড্‌ বা ফ্লোটিং চার্জ) সৃষ্টি করে তবে সেইরূপ ডিবেনচার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

রেজিস্টেসন দুইবার দুইটি আইন অনুসারে করিতে হইবে—ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন এবং ভারতীয় কোম্পানী আইন।

দফা-(iii) সেই সকল ডিবেনচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে সকল ডিবেনচার নিবন্ধীকৃত কোন ট্রাস্ট দলিলের বলে ইস্যু করা হয়। অর্থাৎ সেই সকল ডিবেনচারের নিবন্ধীকরণ প্রয়োজন হয় না, যে ডিবেনচারের জন্য পূর্বেই কোন ডিবেনচার ট্রাস্ট দলিল নিবন্ধীকৃত হইয়াছে।

(iv) যৌথ কোম্পানী দ্বারা ইস্যুকৃত ডিবেনচার দলিলে পৃষ্ঠলেখ অথবা কোন ডিবেনচার হস্তান্তর পত্র।

(v) যে দলিল একশত টাকা বা ততোধিক মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তির উপর কোন অধিকার, স্বত্বাগম, বা স্বার্থ-সুবিধা ইত্যাদি সৃষ্টি, জ্ঞাপন, হস্তান্তর, সীমিত অথবা বিলোপসাধন করে না কিন্তু কেবলমাত্র অপর একখানি দলিল—যাহা সম্পাদিত হইলে অধিকার, স্বত্বাগম, বা স্বার্থ-সুবিধা ইত্যাদি সৃষ্টি, জ্ঞাপন, হস্তান্তর, সীমিত অথবা বিলোপসাধন করিবে সেই দলিল লাভ করিবার অধিকার প্রদান করে সেই প্রকার দলিল।

দ্রষ্টব্য : একটি উদাহরণ সহযোগে উপরিলিখিত দফাটীর অর্থ ভালভাবে বুঝিতে পারা যাইবে; আমরা জানি যে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত না-দাবি, পার্টিসান, অথবা বন্ধকনামা ইত্যাদির নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; কারণ, এই সকল দলিল-মূলে অধিকার, স্বত্বাগম ইত্যাদি হস্তান্তরিত বা বিলোপ সাধিত ইত্যাদি হইয়া থাকে। কিন্তু না-দাবি, পার্টিসান ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন চুক্তিপত্র বা একরারনামার নিবন্ধীকরণও কি বাধ্যতামূলক ?—নিশ্চয় নহে; কারণ উপরের (v)-দফায় বলা হইয়াছে যে এইরূপ চুক্তিপত্র নিবন্ধীকৃত না হইলেও চলিবে; চুক্তিপত্রখানি কোন অধিকার ইত্যাদি হস্তান্তর করে না, উক্ত চুক্তিপত্র অনুসারে ভবিষ্যতে যে না-দাবি, পার্টিসান ইত্যাদি সম্পাদিত হইবে তাহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। অনুরূপে বায়নাপত্রের নিবন্ধীকরণও বাধ্যতামূলক নহে যদিও পণের আংশিক টাকা বায়নার সময় প্রদান করা হয়; কারণ, সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের (১৮৮২) ৫৪ ধারায় বলা হইয়াছে যে বিক্রয়ের চুক্তিপত্র বা বায়নানামা সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ-সুবিধা বা চার্জ সৃষ্টি করে না। সুতরাং বলা যায় যে একখানি সাধারণ বায়নানামার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে; চার্জযুক্ত বায়নাপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। বর্তমানে চার্জযুক্ত বায়নাপত্র অনেক ক্ষেত্রে নিবন্ধীকৃত হইতেছে।

(iv) কোর্টের নির্দেশনামা বা আজ্ঞপ্তি [আদালতের বিচারাধীন নহে এমন কোন স্থাবর সম্পত্তির সম্পর্কে আপস মীমাংসার দ্বারা রচিত আজ্ঞপ্তি বা নির্দেশনামা ব্যতীত] অথবা,

(vii) সরকার কর্তৃক কোন স্থাবর সম্পত্তি অনুদান। অথবা,

(viii) কোন রাজস্ব আধিকারিক কৃত কোন বণ্টননামা নিদর্শনপত্র। অথবা,

(ix) ১৮৭১ সালের অথবা ১৮৮৩ সালের ভূমি উন্নয়ন আইনের অধীনে অনুদত্ত কোলেটারাল সিকুরিটি নিদর্শনপত্র অথবা কোন ঋণ অনুদান সম্পর্কে প্রদত্ত অর্ডার বা নির্দেশপত্র।

(x) ১৮৮৪ সালের কৃষি ঋণ আইনের অধীনে ঋণ অনুদান সম্পর্কে রচিত নির্দেশপত্র বা ঋণ পরিশোধ সুনিশ্চিত করিবার জন্য লিখিত নিদর্শনপত্র।

(xএ) ১৮৯০ সালের দাতব্য উৎসর্জন আইনের (চ্যারিটেবল এনডাওমেণ্ট আইন) বলে দাতব্য উৎসর্জন সংস্থার কোষাধ্যক্ষকে কোন সম্পত্তি প্রদান করিবার অথবা তাঁহাকে কোন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার নির্দেশপত্র।

(xi) কোন মর্টগেজ দলিলের পৃষ্ঠে সামগ্রিক বা আংশিক বন্ধকী-অর্থ প্রদান সম্পর্কে এন্‌ডোর্স্‌মেণ্ট বা পৃষ্ঠলেখ এবং মর্টগেজ-মূলে প্রদেয় অর্থ প্রদানের জন্য প্রদত্ত এমন রসীদ যাহা মর্টগেজের বিলোপ সাধন করে না।

(xii) কোন পৌর বা রাজস্ব আধিকারিক দ্বারা সরকারী নিলামে বিক্রীত কোন সম্পত্তি সম্পর্কে ক্রেতাকে প্রদত্ত বিক্রয়ের প্রমাণপত্র।

[**ব্যাখ্যা:** কোন দলিলে বায়না বাবদ অর্থ অথবা ক্রয়মূল্য বাবদ সামগ্রিক বা আংশিক অর্থ প্রদান সম্পর্কে বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও সেই দলিল যদি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের চুক্তিমাত্র হয় তাহা হইলে সেইরূপ চুক্তিপত্র দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে এবং অতীতেও কখনো এইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক ছিল না।

(৩) কোন উইলের দ্বারা অর্পিত হয় নাই কিন্তু ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর পর হইতে সম্পাদিত কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক।

দ্রষ্টব্য: স্বামী দলিলের দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর পর দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার প্রদান করিয়া থাকেন। দত্তক গ্রহণ করিবার

প্রাধিকার মৌখিক বা লিখিত হইতে পারে; উইলের মাধ্যম ব্যতীত অন্য প্রকার দলিলে লিখিত উপরিউক্ত প্রাধিকারপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। দাতার মৃত্যুর পর কার্যকরী হইবে—এই শর্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করণই হইতেছে উইল। সেইজন্য উইল নামাংকিত কোন দলিল যদি সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে কোন বিবরণ না প্রদান করিয়া কেবলমাত্র দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে সেইরূপ দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; তবে, দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার যদি কোন প্রকৃত উইলের মাধ্যমে প্রদত্ত হয় তবে সেই দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে; কারণ, উহা মূলতঃ উইল, এবং উইলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

দত্তক গ্রহণের প্রাধিকারপত্র এবং দত্তক গ্রহণ পত্র দুই প্রকারের দলিল; প্রথম প্রকারের দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; কিন্তু দত্তক গ্রহণ পত্র রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক নহে। দত্তক গ্রহণ পত্রে থাকে অতীতে যে দত্তক গৃহীত হইয়াছে তাহার বর্ণনা মাত্র।

এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে পার্টিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক কি ঐচ্ছিক সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই। বরং মৌখিক পার্টিসান স্বীকৃত হইয়াছে (জিয়ান্নেসা বনাম মোবারক)। কিন্তু রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭ ধারার বিধান অনুসারে একশত টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত পার্টিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; এবং পার্টিসানের শর্ত সংক্রান্ত মৌখিক সাক্ষ্য এভিডেন্স্ (বা সাক্ষ্য) আইনের ৯১ ধারা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত পার্টিসান দলিলের নিবন্ধীকরণ অবশ্য কর্তব্য। ভূমি সংস্কার আইনের নির্দেশানুসারে পার্টিসান দলিলের সহিত প্রয়োজনীয় নোটীশ দিতে হইবে। ভূমি সংস্কার আইনের পার্টিসান সংক্রান্ত ধারা আলোচনা করুন।

ধারা ১৮ঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কিত দলিল এই আইনের দ্বারা নিবন্ধীকৃত হইতে পারে; অর্থাৎ ইহাদের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে ঃ—

(এ) একশত টাকা অপেক্ষা কম মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তি উইল এবং দানপত্র ভিন্ন অন্য প্রকার দলিলের দ্বারা কোন কায়েমী বা শর্তসূচক অধিকার, স্বত্বাগম, স্বার্থ-সুবিধা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করে, জ্ঞাপন করে হস্তান্তর করে, সীমিত করে, অথবা বিলোপ সাধন করে তাহা হইলে সেইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

(বি) (এ)-উপধারায় বর্ণিত বিষয়গুলির জন্য যদি কোন দলিল-মূলে অর্থের আদান-প্রদান হয় তাহা হইলে সেইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

(সি) অনধিক এক বৎসরের জন্য স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত লিজের এবং যে সকল লিজ ১৭ ধারা অনুসারে নিবন্ধীকরণ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে সেই সকল লিজের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

দ্রষ্টব্য ঃ সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৭ ধারা অনুসারে লিজের মেয়াদ যত কালেরই হউক না কেন সে লিজের নিবন্ধীকরণ কিন্তু বাধ্যতামূলক। সুতরাং, (সি)-দফা প্রধানতঃ কৃষির উদ্দেশ্যে লিজ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

[(সি সি) যদি কোন দলিলের দ্বারা আদালতের কোন আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ হস্তান্তরিত হয় এবং যখন ঐরূপ আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ একশত টাকা অপেক্ষা কম মূল্যের কোন স্থাবর সম্পত্তিতে কায়েমী বা শর্তসূচক অধিকার, স্বত্বাগম, স্বার্থ-সুবিধা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সৃষ্টি করে, জ্ঞাপন করে, হস্তান্তর করে, সীমিত করে, অথবা বিলোপ সাধন করে তাহা হইলে সেই প্রকার একশত টাকা অপেক্ষা কম মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় আজ্ঞপ্তি, আদেশ বা রোয়েদাদ নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

(ডি) যদি অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল কোন অধিকার, স্বত্বাগম, অথবা স্বার্থ-সুবিধা সৃষ্টি করে, জ্ঞাপন করে, হস্তান্তর করে, সীমিত করে, বা বিলোপ সাধন করে তবে সেইরূপ দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

(ই) উইল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

দ্রষ্টব্য ঃ উইল সম্পর্কে পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত উইলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে। উইল বে-আইনী-ভাবে নিবন্ধীকৃত হইলেও কার্যকরী হইবে। নিরূপণপত্র এবং উইলের মধ্যে পার্থক্য এই যে নিরূপণপত্র সম্পাদন করিবার অব্যবহিত পর হইতেই কার্যকরী হইতে পারে, কিন্তু উইল কার্যকরী হইবে উইল-দাতার মৃত্যুর পরে। উইল করিতে বা উইল রহিত করিতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। উইলের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেসন আইনের ২১ ধারা প্রযোজ্য নহে; অর্থাৎ উইলে সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ না দিলেও চলে। নিবন্ধীকরণের জন্য যে কোন অফিসে উইল দাখিল করা যাইতে পারে।

(এফ্) ১৭ ধারার যে সকল দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা

হইয়াছে সেই সকল দলিল ব্যতীত অন্যান্য যে কোন প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

ধারা ১৯ঃ কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যথাযথ দাখিল করা সত্ত্বেও যদি সেই দলিলের ভাষা রেজিস্টারিং অফিসারের অজ্ঞাত হয় এবং সেই ভাষা যদি জেলায় সাধারণের ব্যবহৃত ভাষা না হয় তবে উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ রেজিস্টারিং অফিসার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু ঐরূপ দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে যদি ঐ দলিলের একটি হুবহু নকল এবং জেলাতে ব্যবহৃত ভাষায় উক্ত দলিলের একটি প্রকৃত অনুবাদ-সহ দলিলখানি দাখিল করা হয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে রেজিস্টারিং অফিসারের অজ্ঞাত ভাষায় দলিল লিখিত অথচ ঐ ভাষা জেলার সাধারণ ভাষা তবে সেই দলিল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য বিবেচিত হইবে না।

ধারা ২০ঃ যদি কোন দলিলে ইন্‌টারলাইনেশান (তোলাপাঠে লেখা), ব্ল্যাঙ্ক (শূন্যতা), ইরেজার (ঘষিয়া মুছিয়া ফেলা), অথবা অলটারেশান (পরিবর্তন) থাকে তাহা হইলে সেই ত্রুটিগুলি সম্পাদনকারী স্বাক্ষর দ্বারা প্রত্যয়ন করিবে; অন্যথা, রেজিস্টারিং অফিসার স্ববিচক্ষণতায় ঐরূপ দলিল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

কিন্তু উপরিউক্ত কোন প্রকার ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যদি কোন দলিল রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্টারী করেন তাহা হইলে উক্ত দলিল নকল করিবার সময়ে রেজিস্টার বহিতে দলিলের ইন্‌টারলাইনেশান, ব্ল্যাংক, ইরেজার অথবা অলটারেশান সম্পর্কে মন্তব্য লিখিয়া রাখিবেন।

ধারা ২১ঃ (১) স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলে লিখিত সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য সন্তোষজনক বিবরণ না থাকিলে উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের নিমিত্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) শহরাঞ্চলের গৃহ (এই গৃহ যখন দলিল-মূলে বিক্রয় করা হইবে) সম্মুখস্থিত রাস্তার (রাস্তার নাম উল্লেখ করিতে হইবে) উত্তরে কি দক্ষিণে তাহা লিখিতে হইবে; গৃহের অতীত এবং বর্তমান মালিকানার উল্লেখ করিতে হইবে: এবং বাড়ীর নম্বর থাকিলে সেই নম্বরও দিতে হইবে।

(৩) অন্যান্য গৃহাদিও অনুরূপে বর্ণিত হইবেঃ

যদি বাড়ীর নাম থাকে তবে বাড়ীর নাম এবং যে স্থানে অবস্থিত সেই অঞ্চলের নাম দ্বারা, বাহ্যিক আধেয় দ্বারা, যে সকল রাস্তা এবং সম্পত্তি প্রান্তে

অবস্থিত সেই সকল রাস্তা ও সম্পত্তির উল্লেখ দ্বারা, বর্তমান মালিকানার দ্বারা, এবং সম্ভব হইলে সরকারী ম্যাপ বা জরীপের নথিপত্রের উল্লেখ দ্বারা গৃহাদির বর্ণনা দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ গৃহ বা বাড়ী অর্থে দোকানঘর, গুদাম ঘর, পণ্যাগার, গোয়ালঘর, অনুরূপ গৃহাদিও ধরিতে হইবে।

(৪) উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলে কোন ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত থাকিলে সেই ম্যাপ বা প্ল্যানের প্রকৃত নকল এক কপি না দিলে সেই দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে না ; একাধিক জেলায় অবস্থিত সম্পত্তি বিষয়ক ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত থাকিলে, যতগুলি জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত, ততগুলি ম্যাপ বা প্ল্যানের প্রকৃত নকল দিতে হইবে।

ধারা ২২ ঃ (১) রাজ্য সরকারের মতে শহরাঞ্চলের গৃহাদি ব্যতীত অন্যান্য গৃহাদি এবং জমি যদি সরকারী ম্যাপ অথবা নথিপত্র-মূলে বর্ণনা করা সম্ভব হয়, তবে রাজ্য সরকার এই আইনের অধীনে রুল প্রণয়ন করিয়া ২১ ধারার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উক্ত গৃহাদি এবং জমি সরকারী ম্যাপ অথবা জরীপের নথিপত্র-মূলে বর্ণনা করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) যদি ২২ ধারার (১)-উপধারা-মূলে অন্য কোন প্রকার রুল প্রণয়ন না করা হয়, তবে ২১ ধারার (২)- এবং (৩)-উপধারায় বর্ণিত শর্তগুলি কোন দলিলে সম্পত্তির বিবরণ প্রদানকালে পুংখানুপুংখরূপে পালিত না হইলেও সেই দলিল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য হইবে না যদি দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ সেই সম্পত্তি সনাক্তকরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ ২২ ধারার (১)-উপধারা-মূলে রাজ্য সরকার রুল প্রণয়ন করিতে পারে ; এই রুলের দ্বারা সম্পত্তির বিবরণ প্রদান সম্পর্কে শর্ত আরোপ করা যাইতে পারে ; যদি এমন রুল প্রণীত হয় যে ২১ ধারার (২)-এবং (৩)-উপধারার শর্তগুলি পূরণ করিতেই হইবে তাহা হইলে ২১(২)-এবং ২১(৩)-এর শর্ত পালন না করিলে দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে না। ২২(১)-উপধারা-মূলে যদি কোন রুল প্রণীত না হয় তবে ২১(২)-এবং ২১ (৩)-এর শর্ত পূরণ না হইলেও ২২ (২)-উপধারা-মূলে কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে যদি দলিলে লিখিত সম্পত্তির বর্ণনা সেই সম্পত্তি সনাক্তকরণের পক্ষে যথেষ্ট হয়।

চতুর্থ অংশ—দলিল দাখিলের সময়

ধারা ২৩ঃ ২৪, ২৫ এবং ২৬ ধারার শর্তসাপেক্ষে, উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণযোগ্য হইবে না যদি সেই দলিল উপযুক্ত আধিকারিকের নিকট দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারিমাসের মধ্যে দাখিল করা না হয়।

কিন্তু ডিক্রী অথবা অর্ডার যে তারিখে প্রদত্ত হইয়াছে সেই তারিখ হইতে চারিমাসের মধ্যে অথবা যে ক্ষেত্রে উক্ত ডিক্রী বা অর্ডার আপীলযোগ্য সে সকল ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ডিক্রী বা অর্ডার প্রদানের দিন হইতে চারিমাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সাধারণতঃ সম্পাদনের তারিখ হইতে চারিমাসের মধ্যে নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল উপযুক্ত রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ডিক্রী অথবা অর্ডার যে তারিখে বিচারক দ্বারা স্বাক্ষরিত হয় সেই তারিখ হইতে চারিমাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

'মাস' অর্থে ইংরাজী মাস বুঝিতে হইবে। সম্পাদনের তারিখ হইতে চারিমাস গণনা করিতে হইলে সম্পাদনের তারিখ বাদ দিতে হইবে। একটি চার্ট সুবিধার জন্য দেওয়া হইল ঃ

চার্ট

সম্পাদনের তারিখ	চারিমাস কাল শেষ হইবার তারিখ
২৭ ফেব্রুয়ারী	২৭ জুন
ফেব্রুয়ারীর শেষ তারিখ	৩০ জুন
৩১ মার্চ	৩১ জুলাই
২৯ আগস্ট	২৯ ডিসেম্বর
২৯ অক্টোবর	২৮ ফেব্রুয়ারী (লিপইয়ার হইলে ২৯ ফেব্রুয়ারী)
৩০ অক্টোবর	ঐ তারিখ
৩১ অক্টোবর	ঐ তারিখ

ধারাঃ ২৩ [এ]ঃ নিবন্ধীকরণ আইনে এই ধারার প্রতিকূল কিছু

লিখিত থাকিলেও ২৩ [এ] ধারা নাকচ করা চলিবে না। নিবন্ধীকরণযোগ্য কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যদি কোন নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধক এমন এক ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত দলিল দাখিল লইয়া রেজিস্ট্রী করেন যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সেই দলিল দাখিল করিবার যোগ্য নহে তাহা হইলে সেই দলিলের গ্রহীতা যে দিন প্রথম বুঝিতে পারিবেন যে দলিলের নিবন্ধীকরণ আইনানুগ হয় নাই সেইদিন হইতে চারি মাসের মধ্যে উক্ত গ্রহীতা জেলা-নিবন্ধকের নিকট ষষ্ঠ অংশের শর্তানুযায়ী পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য উক্ত দলিলখানি দাখিল করিবেন অথবা উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা দাখিল করাইবেন। এবং জেলা-নিবন্ধক যদি নিশ্চিত হন যে সত্যই উক্ত দলিল এমন এক ব্যক্তির দ্বারা দাখিল হইয়াছে যে ব্যক্তি সেই দলিল দাখিল করিবার যোগ্য নহে, তাহা হইলে তিনি উক্ত দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন; এইরূপ পুনর্নিবন্ধীকরণ এই শর্তে হইবে যে যেন উক্ত দলিল পূর্বে নিবন্ধীকৃত হয় নাই, যেন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দ্বিতীয়বার দাখিল এই আইনের চতুর্থ অংশে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হইয়াছে। এবং দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত এই আইনে বর্ণিত সকল শর্তই এইরূপ পুনর্নিবন্ধীকৃত দলিলের উপরও বর্তাইবে। এবং যদি এই ধারার শর্তানুসারে পুনর্নিবন্ধীকৃত হয় তাহা হইলে প্রথম নিবন্ধীকরণের তারিখ হইতে উক্ত দলিল নিবন্ধীকৃত হইয়াছে এইরূপ ধরিতে হইবে।

অবশ্য অনুবিধি এই যে ১৯১৭ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে তিন মাসের মধ্যে কোন গ্রহীতা যদি এই ধারা তাঁহার দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, দলিলখানি পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য স্বয়ং বা অন্যের দ্বারা দাখিল করিতে পারেন তা যে কোন সময়েই তিনি জানিয়া থাকুন না কেন যে দলিলখানির নিবন্ধী-করণ অসিদ্ধ।

দ্রষ্টব্য: ...দলিলের গ্রহীতা প্রথম যেদিন বুঝিতে পারিবেন.. উপরের ধারায় লিখিত এই অংশটীর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

'দলিলের গ্রহীতা' অর্থে নিবন্ধীকরণ আইনের ৩২ এবং ৪০ ধারায় যে সকল ব্যক্তির নাম করা হইয়াছে তাহাদের সকলকেই বুঝিতে হইবে; ৩২ এবং ৪০ ধারা পাঠ করুন।

"প্রথম যেদিন বুঝিতে পারিবেন" ইহার অর্থ সুস্পষ্ট নহে; কোন বিচারের রায়ে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত সাধারণতঃ

'গ্রহীতা'র বক্তব্যই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ, 'গ্রহীতা' যে তারিখের কথা তাহার বক্তব্যে উল্লেখ করিবে নিবন্ধক যেন তাহা অবিশ্বাস না করেন ; অর্থাৎ, নিবন্ধক বক্তব্যে উক্ত তারিখ সত্যরূপে মানিয়া লইলে আইনের উদ্দেশ্য সফল হইল জানিতে হইবে। নিবন্ধকই এক্ষেত্রে স্বয়ং বিচার করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ; দেওয়ানী আদালতের ইহা বিচার্য নহে। আবার, অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা অনুসারে দিন বা তারিখ সাব্যস্ত করিতে হইবে। কোন একটি মামলার কথা ধরুন। এই মামলা সংক্রান্ত কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ বিচারকারী আদালত-সিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল ; কিন্তু উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হওয়ায় আপীল আদালত রায় দিল যে উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ অসিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে আপীল আদালতের দ্বারা রায় প্রদানের তারিখ হইতে চারি মাস গণনা করিতে হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে 'অন্যের' দ্বারা অর্থে আইন-গ্রাহ্য অন্য ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে ; এই তৃতীয় ব্যক্তির রেজিস্ট্রেসন আইন অনুসারে দলিল দাখিল করিবার আইনতঃ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

২৩ [এ] ধারাস্থ অনুবিধির সুবিধা যাঁহারা লাভ করেন তাঁহাদের প্রথম জানিবার দিন সম্পর্কে কোন প্রকার আইনের নিষেধাজ্ঞা নাই, অর্থাৎ গ্রহীতা যে কোন সময়ে অবগত হইয়া থাকিতে পারেন, সে বিষয়ে নিবন্ধকের জানিবার কোন কিছু নাই।

ধারা ২৪ঃ যদি কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকে এবং সম্পাদনকারিগণ ভিন্ন ভিন্ন তারিখে সম্পাদন করেন তাহা হইলে সেইরূপ নিবন্ধীকরণ এবং পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য প্রত্যেক সম্পাদনকারীর দ্বারা দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দাখিল করা যাইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ২৪ ধারা অনুসারে একখানি দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য একাধিকবার দাখিল করা যাইতে পারে। ধরুন, একখানি বিক্রয় কোবালা দলিলে তিনজন বিক্রেতা আছে ; তাহারা একত্রে দলিলখানি সম্পাদন করিয়া নিবন্ধীকরণের জন্য হাজির হইতে পারিল না ; প্রথম বিক্রেতা দলিলখানি সম্পাদন করিয়া দাখিল করিল ; দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইল ; দলিলখানির নিবন্ধীকরণ সমাপ্ত হইবার পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিক্রেতা সেই দলিলখানি পুনরায় সম্পাদন করিয়া পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারে এবং দাখিল করিবার জন্য তাহাদের সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাস সময় পাইবে।

ধারা ২৫ঃ (১) যদি জরুরী প্রয়োজন অথবা অপরিহার্য দুর্ঘটনা হেতু ভারতে সম্পাদিত কোন দলিল, ডিক্রী বা অর্ডার পূর্ব বর্ণিত সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে) নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যে সকল ক্ষেত্রে দলিল দাখিল করিতে বিলম্ব চারি মাসের অধিক নহে সেই সকল ক্ষেত্রের জন্য নিবন্ধক নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐরূপ দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্য, নিবন্ধীকরণযোগ্য করিতে হইলে জরিমানাও দিতে হইবে; এই জরিমানা উক্ত দলিলে ধার্য যোগ্য রেজিস্ট্রেসন ফিস্-এর দশ গুণের অধিক হইবে না।

(২) নিবন্ধকের নিকট হইতে উক্ত নির্দেশ পাইবার প্রত্যাশায় অবর-নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করা যাইতে পারে; অবর-নিবন্ধক এইরূপ দরখাস্ত প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহা সেই নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন তিনি (অবর-নিবন্ধক) যে নিবন্ধকের অধীন আধিকারিক।

দ্রষ্টব্য : সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দলিল দাখিল করিতে না পারিলে এই ধারার সাহায্যে আরো চারি মাস সময় পাওয়া যাইতে পারে। এই অধিক সময় প্রদান করিবার ক্ষমতা জেলা-নিবন্ধকের; এই ক্ষমতা নিবন্ধক স্ববিবেকে ব্যবহার করিবেন। নিবন্ধক চারি মাসের অধিক সময় প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলে দলিল গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিবেন; তবে তিনি জরিমানা ধার্য করিতে বাধ্য; এই জরিমানা কখনো উচিত রেজিস্ট্রেসন ফিস-এর দশগুণের অধিক হইবে না।

বিলম্বের জন্য সময় প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত সরাসরি নিবন্ধকের নিকটও করা যাইতে পারে। দরখাস্তের মধ্যে কি জন্য সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দলিল দাখিল করা সম্ভব হয় নাই তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে; 'জরুরী প্রয়োজন' অথবা 'অপরিহার্য দুর্ঘটনা' সম্পর্কে দরখাস্তে বিবৃত করিয়া নিবন্ধককে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। নিবন্ধক দরখাস্ত পাঠে সন্তুষ্ট না হইলে বিলম্বের জন্য সময় নাও দিতে পারেন।

ধারা ২৬ঃ যদি কোন দলিল সকল অথবা সকলের মধ্যে কয়েকজন সম্পাদনকারীর দ্বারা ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হয় এবং সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল না করা হয় তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত শর্তগুলি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে উচিত

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ গ্রহণ করিয়া উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিতে পারেন।

(এ) দলিলখানি যে ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হইয়াছিল সে সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

(বি) দলিলখানি যে ভারতে আগমনের দিন হইতে চারি মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রেসনের জন্য দাখিল করা হইয়াছে সে সম্পর্কেও রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত দলিল কিন্তু জরিমানা প্রদান করিয়া ২৫ ধারামতে বিলম্বের কারণ দর্শাইয়া আরো চারি মাস সময় পাইবে না। উক্ত দলিল ভারতে অনুপ্রবেশের পর হইতে তিন মাসের মধ্যে ষ্ট্যাম্প যুক্ত করা যাইবে (ষ্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯, ১৮ ধারা)।

রেজিস্টারিং অফিসার, দলিল ভারতে প্রবেশের তারিখ সম্পর্কে স্ববিবেকে সন্তুষ্ট হইবেন; রেজিস্টারিং অফিসার কি কারণে প্রবেশের তারিখ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন তাহা কোন দেওয়ানী আদালত প্রশ্ন করিতে পারেন না।

ধারা ২৭ ঃ উইল নিবন্ধীকরণের জন্য অথবা আমানতের জন্য যে কোন সময় দাখিল করা যাইতে পারে। উইল আমানতের (ডিপসিটের) নিয়ম পরে লিখিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ উইলই একমাত্র দলিল যাহার দাখিল করিবার সময় সীমাবদ্ধ নহে। সম্পাদনের তারিখ হইতে যে কোন সময় উইল দাখিল করা যাইতে পারে।

পঞ্চম অংশ

নিবন্ধীকরণের স্থল

ধারা ২৮ ঃ এই অংশে ভিন্ন প্রকারে কিছু লিখিত না থাকিলে, ১৭ (১)-উপধারার (এ), (বি), (সি), (ডি) এবং (ই) দফায় এবং ১৭ (২)-উপধারায় বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল এবং ১৮ ধারার (এ), (বি), (সি) এবং (সিসি) দফায় উল্লিখিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য কেবলমাত্র সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসে দাখিল করিতে হইবে যাঁহার উপ-জেলায় (এলাকার মধ্যে) দলিলে বর্ণিত সমগ্র সম্পত্তি অথবা আংশিক সম্পত্তি অবস্থিত।

দ্রষ্টব্য ঃ স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিতে হইলে সম্পত্তি যে অবর-নিবন্ধকের এলাকায় অবস্থিত সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। অন্যথা, নিবন্ধীকরণ সিদ্ধ হইবে না। ২৮ ধারা অমান্য করিলে ৮৭ ধারার দ্বারাও সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। স্থাবর সম্পত্তি যদি দুই বা ততোধিক অবর-নিবন্ধকের উপ-জেলায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে যে কোন একজন অবর-নিবন্ধকের অফিসে ঐরূপ সম্পত্তি বিষয়ক দলিল রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারে। তবে এই ধারার সুযোগ লইয়া অনেকে নিকটতম রেজিস্ট্রেসন অফিসে ভিন্ন এলাকার সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য উক্ত নিকটতম রেজিস্ট্রেসন অফিসের এলাকাধীন অপ্রকৃত বা মিথ্যা কোন সম্পত্তির উল্লেখ করিয়া দলিল নিকটতম অবর-নিবন্ধকের অফিস হইতে রেজিস্ট্রী করান। এইরূপ পন্থা যে আইনতঃ সিদ্ধ নহে তাহা একাধিক বিচারে প্রমাণিত হইয়াছে।

কোন দলিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির কিছু অংশ ভারতে অবস্থিত এবং অবশিষ্ট অংশ ভারতের বাহিরে অবস্থিত হইলেও সেইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণ ভারতে সম্ভব।

ধারা ২৯ ঃ (১) ২৮ ধারায় যে সকল দলিলের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল দলিল ব্যতীত এবং ডিক্রী বা অর্ডারের কপি ব্যতীত অন্যান্য যে কোন প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা হয় সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসে যাঁহার এলাকার মধ্যে উক্ত দলিল সম্পাদিত হইয়াছে; অথবা দলিলের দাতা এবং গ্রহীতাগণের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যে কোন অবর-নিবন্ধকের অফিসে দাখিল করা যাইতে পারে।

(২) যে অবর-নিবন্ধকের এলাকার মধ্যে মূল ডিক্রী বা অর্ডার প্রকাশিত হয় সেই অবর-নিবন্ধকের নিকট উক্ত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে হইবে; অথবা, যদি ডিক্রী বা অর্ডার স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত না হয়, তাহা হইলে ডিক্রী বা অর্ডারের গ্রহীতাগণের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্য সরকারের অধীনস্থ যে কোন অবর-নিবন্ধকের অফিসে উক্ত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি একাধিক অবর-নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইতে পারে; যে অবর-নিবন্ধকের এলাকার মধ্যে ডিক্রী বা অর্ডার প্রদানকারী কোর্ট অবস্থিত

সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসে উক্ত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যায়; আবার, উক্ত ডিক্রী বা অর্ডার যে অবর-নিবন্ধকের এলাকাস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত, সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসেও উক্ত ডিক্রী বা অর্ডারের কপি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে; পার্টি সুবিধামত যে কোন এক অফিসে নিবন্ধীকরণের জন্য ডিক্রী বা অর্ডারের কপি দাখিল করিতে পারেন।

ধারা ৩০ঃ (১) কোন নিবন্ধক তাঁহার স্ববিবেকে সেই সকল দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল লইতে পারেন যে সকল দলিল উক্ত নিবন্ধকের অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকগণ রেজিস্ট্রী করিতে পারেন। (অর্থাৎ জেলা নিবন্ধক জেলাস্থিত যে কোন অঞ্চলের সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল লইতে পারেন।)

(২) প্রেসিডেন্সী সহরের নিবন্ধক ২৮ ধারায় বর্ণিত যে কোন প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল লইতে পারেন। এইরূপ দলিল ভারতের যে কোন অংশে অবস্থিত সম্পত্তি বিষয়ক হইতে পারে।

দ্রষ্টব্যঃ কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ—এই তিনটী শহরকে প্রেসিডেন্সী শহর বলা হয়।

ধারা ৩১ঃ সাধারণতঃ এই আইনের অধীনে কোন দলিল নিবন্ধীকরণ অথবা দলিল আমানত সেই আধিকারিকের অফিসে করিতে হইবে যিনি নিবন্ধীকরণ অথবা আমানতের জন্য উক্ত দলিল গ্রহণ করিতে প্রাধিকৃত হইয়াছেন।

অবশ্য, কোন ব্যক্তি যদি দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য তাঁহার আবাসে উক্ত দলিল দাখিল করিতে অথবা কোন উইল আমানত দিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উপরিউক্ত আধিকারিককে বিশেষ কারণ দর্শাইলে আধিকারিক সেই ব্যক্তির আবাসে গমন করিয়া নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গ্রহণ করিতে অথবা আমানতের জন্য উইল লইতে পারেন।

দ্রষ্টব্যঃ 'বিশেষ কারণ'-এর পর্যাপ্তি সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং। কোন আদালত তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করিতে পারিবে না। পার্টি দরখাস্তে যে বিশেষ কারণের উল্লেখ করিবেন তাহা পাঠ করিয়া রেজিস্টারিং অফিসার সন্তুষ্ট হইলেই হইল; রেজিস্টারিং অফিসার সন্তুষ্ট না হইলে তিনি পার্টির প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিতে পারেন। সুতরাং

মনে রাখিবেন উচিত কারণ না দর্শাইতে পারিলে বা কোন কারণ না দর্শাইলে রেজিস্টারিং অফিসার কোন ব্যক্তির গৃহ ইত্যাদিতে যাইয়া নিবন্ধীকরণের জন্ম দলিল দাখিল লইবেন না।

যেহেতু ৩১ ধারায় অত্যধিক জরুরী অবস্থার জন্ম ব্যবস্থা করা আছে, সেজন্ম কোন রেল স্টেশন, আদালত গৃহ ইত্যাদিতেও নিবন্ধীকরণের জন্ম দলিল রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করা যাইতে পারে।

কোন ব্যক্তি তাঁহার গৃহে গমন করিয়া দলিল দাখিল লইবার প্রার্থনা জানাইলে রেজিস্টারিং অফিসারকে স্বয়ং যাইতে হইবে। দলিল দাখিল লইবার জন্ম তিনি কোন কমিশনার প্রেরণ করিতে পারেন না।

ষষ্ঠ অংশ

নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল

ধারা ৩২ : ৩১, ৮৮ এবং ৮৯ ধারায় বর্ণিত কেসগুলি ব্যতীত, এই আইনের অধীনে নিবন্ধীকরণের জন্ম (নিবন্ধীকরণ আবশ্যিক বা ঐচ্ছিক—যাহাই হউক না কেন) প্রত্যেক দলিলই যথাযথ রেজিস্ট্রেসন অফিসে দাখিল করিতে হইবে—

(এ) দলিলের দাতা অথবা গ্রহীতার দ্বারা ; ডিক্রী অথবা অর্ডারের কপির ক্ষেত্রে গ্রহীতার দ্বারা ; অথবা,

(বি) উক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতিনিধি বা অ্যাসাইনের (রিপ্রেসেনটেটিভ বা অ্যাসাইনের) দ্বারা ; অথবা,

(সি) উক্ত ব্যক্তিগণ বা প্রতিনিধি বা অ্যাসাইনের নিযুক্তকের (এজেন্টের) দ্বারা ; নিযুক্তক মোক্তারনামা দ্বারা প্রাধিকৃত হইলে দলিল দাখিল করিতে পারিবেন ; মোক্তারনামা কি-প্রকারে সম্পাদন এবং প্রমাণীকরণ করিতে হইবে তাহা পরবর্তী ধারাতে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ অ্যাসাইন অর্থাৎ যাহাকে কোন সম্পত্তি অথবা অধিকার হস্তান্তর করা হয় সেই ব্যক্তি। দলিলের দাতা অথবা গ্রহীতা অ্যাসাইনকে নিবন্ধীকরণের জন্ম দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারে। ধরুন, রাম যদুর অনুকূলে একখানি বন্ধকনামা সম্পাদন করিল ; যদু তখন উক্ত বন্ধকনামাজাত তাহার অধিকার মধুর অনুকূলে হস্তান্তর করিল (অর্থাৎ অ্যাসাইন

করিল)। এই অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় মধু উক্ত বন্ধকনামা নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারে।

উপরিলিখিত ধারা হইতে আমরা জানিতে পারি নিবন্ধীকরণের জন্য কোন্ কোন্ ব্যক্তি দলিল দাখিল করিতে পারেন; সুবিধার জন্য, নামগুলি বিশদ-ভাবে নিম্নে প্রদত্ত হইল:

(১) দলিল সম্পাদনকারী বা দাতা; বা, (২) দাতার প্রতিনিধি অথবা অ্যাসাইন; বা, (৩) দাতা, অথবা দাতার প্রতিনিধি অথবা দাতার অ্যাসা-ইনের নিযুক্তক (এজেণ্ট); বা, (৪) দলিলের গ্রহীতা; বা, (৫) গ্রহীতার প্রতি-নিধি অথবা অ্যাসাইন; বা. (৬) গ্রহীতা, অথবা গ্রহীতার প্রতিনিধি, অথবা গ্রহীতার অ্যাসাইনের নিযুক্তক।

কেবলমাত্র সাবালক ব্যক্তি দলিল দাখিল করিতে পারিবে: নাবালক দলিল দাখিল করিতে পারে না।

ধারা ৩৩: (১) ৩২ ধারার প্রয়োজনে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত মোক্তার-নামাগুলি গ্রাহ্য হইবে:

(এ) যদি মোক্তারনামাদাতা মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার সময়ে ভারতের মধ্যে এমন কোন অঞ্চলে বসবাস করেন, যে অঞ্চলে এই রেজিস্ট্রেসন আইন বলবৎ, তাহা হইলে মোক্তারনামাদাতা যে জেলায় বা উপ-জেলায় বসবাস করেন সেই জেলার বা উপ-জেলার নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের সম্মুখে যে মোক্তারনামা সম্পাদন করেন এবং যাহা নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধক দ্বারা প্রমাণীকৃত (অথেনটিকেটেড্) হয় সেই প্রকার মোক্তারনামা।

দ্রষ্টব্য: প্রমাণীকৃত মোক্তারনামা নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের সম্মুখে সম্পাদন করিতে হইবে। অবশ্য, যে সকল মোক্তারনামা কমিশন দ্বারা প্রমাণী-কৃত তাহা সহি-সম্পাদন করিয়া অপর ব্যক্তির দ্বারা দাখিল করা চলে; অথবা আবাসেও দাখিল করা চলে। প্রমাণীকৃত মোক্তারনামা-মূলে সম্পাদিত দলিল নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের অফিসে দাখিল করা যায়। মোক্তারনামা প্রমাণী-কৃত না হইলে সেই মোক্তারনামা-বলে অপর কোন সম্পাদিত দলিল দাখিল করা যায় না। প্রমাণীকৃত মোক্তারনামা এবং নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামার পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামার বলে প্রিন্সিপাল দ্বারা সম্পাদিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যায় না। নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামা ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া থাকে; প্রমাণীকৃত মোক্তারনামার কোন নকল

থাকে না ; ইহার একটী সারাংশ রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্টার বহিতে লিখিয়া রাখেন। একই মোক্তারনামার অবশ্য, প্রমাণীকরণ এবং নিবন্ধীকরণ—দুইই হইতে পারে। এ সম্পর্কে পরে আলোচিত হইয়াছে। মোক্তারনামা আবার দুই প্রকারের হইয়া থাকে ; যথা, খাসমোক্তারনামা এবং আমমোক্তারনামা। খাসমোক্তারনামায় মোক্তারকে একটী মাত্র কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা থাকে ; আমমোক্তরনামায় একাধিক ক্ষমতা প্রদান করা থাকে।

(বি) যদি মোক্তারনামাদাতা মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার সময়ে ভারতের এমন কোন অঞ্চলে বসবাস করেন যে অঞ্চলে এই আইন বলবৎ নয়, তাহা হইলে মোক্তারনামাদাতা কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোক্তারনামাখানি সম্পাদন করিবেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট উহা প্রামাণিক করিবেন।

(সি) যদি মোক্তারনামাদাতা মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার সময়ে ভারতের বাহিরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে কোন একজনের সম্মুখে মোক্তারনামাখানি সম্পাদন করিতে হইবে ; এবং যাঁহার সম্মুখে মোক্তারনামাখানি সম্পাদিত হইবে তিনিই উহা প্রামাণিক করিবেন ;

লেখ্য প্রমাণক (নোটারি পাবলিক) ; আদালত ; বিচারক ; বাণিজ্যদূত (কন্‌সাল) ; উপ-বাণিজ্যদূত (ভাইস্-কন্‌সাল) অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিনিধি।

অবশ্য, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে এই ধারার (এ) ও (বি)-দফার শর্ত পূরণার্থে মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার জন্য কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসে বা কোন বিচারালয়ে হাজির হইতে হইবে না :—

(i) যে সকল ব্যক্তি দৈহিক অক্ষমতা হেতু রেজিস্ট্রেসন অফিসে অথবা বিচারালয়ে মারাত্মক অসুবিধা বা ঝুঁকি ব্যতীত হাজির হইতে পারেন না ;

(ii) দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী বিধানানুসারে যে সকল ব্যক্তি জেলে আবদ্ধ ;

(iii) যে সকল ব্যক্তি সশরীরে কোর্টে হাজির হইবার দায় হইতে বিধিসংগত ভাবে মুক্ত।

(২) উপরিলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে নিবন্ধক, অবর-নিবন্ধক অথবা শাসক (ম্যাজিষ্ট্রেট) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে মোক্তারনামা সম্পাদনকারীর দ্বারা স্বেচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে তাহা হইলে উক্ত আধিকারিক মোক্তার-

নামাদাতাকে অফিসে অথবা কোর্টে হাজির হইবার দায় হইতে অব্যাহতি দান করিয়া মোক্তারনামাখানির সম্পাদন প্রত্যয়ন (অ্যাটেস্ট) করিতে পারেন।

(৩) মোক্তারনামার **স্বতঃপ্রবৃত্ত** সম্পাদন সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি লইবার জন্য নিবন্ধক, অবর-নিবন্ধক অথবা শাসক স্বয়ং মোক্তারনামাদাতার আলয়ে অথবা মোক্তারনামাদাতা যদি কোন কারাবাসে অন্তরীণ থাকেন তবে কারাবাসে গমন করিতে পারেন এবং মোক্তারনামাদাতাকে পরীক্ষা করিতে পারেন; অথবা, নিবন্ধক, অবর-নিবন্ধক বা শাসক মোক্তারনামাদাতাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিতে পারেন।

(৪) এই ধারায় বর্ণিত মোক্তারনামা যদি পূর্ব বর্ণিত রীতিতে সম্পাদিত এবং প্রমাণীকৃত হয় তবে আর অতিরিক্ত প্রমাণ ব্যতীতই উক্ত মোক্তারনামা প্রদর্শন মাত্রে উহার সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে।

ধারা ৩৪ : (১) এই অংশের এবং ৪১, ৪৩, ৪৫, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮৮ ও ৮৯ ধারার বিধানাধীনে এই আইনের বলে কোন দলিল নিবন্ধীকৃত হইবে না যদি দলিল সম্পাদনকারিগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তকগণ ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৬ ধারার অধীনে দলিল দাখিল করিবার জন্য যে সময় প্রদান করা হইয়াছে সেই সময়ের মধ্যে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট হাজির না হন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে জরুরী প্রয়োজন অথবা অপরিহার্য দুর্ঘটনা হেতু যদি সকল সম্পাদনকারী সময়মত হাজির হইতে না পারেন তবে যে সকল ক্ষেত্রে হাজির হইবার বিলম্বের কাল চারি মাসাধিক নহে সেই সকল ক্ষেত্রে জেলা-নিবন্ধক নির্দেশ দিতে পারেন যে উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের অনধিক দশগুণ জরিমানা প্রদান করিলে উক্ত দলিল নিবন্ধীকৃত হইতে পারে। (২৫ ধারা মতে প্রদেয় জরিমানার সহিত এই জরিমানার কোন সম্পর্ক নাই; নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলিল দাখিল না করিলে এবং সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির না হইলে উভয় জরিমানাই দিতে হইবে।)

(২) ৩৪ (১)-উপধারা মতে সম্পাদনকারিগণ এক সময়ে অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হাজির হইতে পারেন।

(৩) সম্পাদনকারিগণ হাজির হইলে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানিবেন; (এ) সম্পাদনকারিগণ

সত্যসত্যই দলিল সম্পাদন করিয়াছেন কিনা তাহা রেজিস্টারিং অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিবেন ;

(বি) দলিল সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে হাজির হইবেন তাঁহাদের পরিচয় সম্পর্কে জানিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইবেন ;

(সি) প্রতিনিধি, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তকরূপে কোন ব্যক্তি হাজির হইলে তাঁহার উক্ত অধিকারের যোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া রেজিস্টারিং অফিসার সন্তুষ্ট হইবেন।

(৪) ৩৪ (১)-উপধারার অনুবিধি অনুসারে নির্দেশ লাভ করিবার জন্য (নিবন্ধকের নির্দেশের জন্য) দরখাস্ত অবর-নিবন্ধকের নিকট পেশ করা যাইতে পারে ; অবর-নিবন্ধক বিলম্ব না করিয়া উক্ত দরখাস্ত তাঁহার ঊর্ধ্বতন নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) এই ধারার কোন সর্তই ডিক্রী অথবা অর্ডার-এর কপির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ দলিল দাখিল করিতে বিলম্ব হইলে ২৫ ধারা মতে সময় প্রার্থনা করা যাইতে পারে ; সম্পাদনকারী হাজির হইতে বিলম্ব করিলে ৩৪ (১)-এর অনুবিধি অনুসারে সময় প্রার্থনা করা যাইতে পারে। যে কোন একটি দলিল ২৫ ধারার এবং ৩৪ (১) অনুবিধির সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

৩৪ (৩)-উপধারা অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসার যে অনুসন্ধান করিবেন তাহা সীমাবদ্ধ; তিনি শুধু জানিবেন সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করে কি না। সম্পাদনের বিষয়ে কোনরূপ সাক্ষ্য রেজিস্টারিং অফিসার গ্রহণ করিতে পারেন না। সম্পাদনকারী ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া অথবা তাঁহার নিকট দলিলের বিষয়বস্তু ভ্রমপূর্ণ বর্ণনা করায় তিনি দলিল সম্পাদন করিয়াছেন কিনা সে সকল বিষয়ে রেজিস্টারিং অফিসার কোন অনুসন্ধান করিতে পারে না। পণের বাবদ অর্থ যথাযথ প্রদান করা হইয়াছে কিনা সে বিষয়েও রেজিস্টারিং অফিসার কোন অনুসন্ধান কারতে পারেন না।

রেজিস্ট্রেসন আইনে 'সম্পাদন' শব্দটিব ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই। স্ট্যাম্প আইনে 'সম্পাদন' অর্থে 'স্বাক্ষর' লিখিত হইয়াছে ; অর্থাৎ দলিল স্বাক্ষরিত হইলে সম্পাদিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন আইনের জন্য কলিকাতা ধর্মাধিকরণ (হাইকোর্ট) 'সম্পাদন' শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যা আমাদের রেজিস্ট্রেসন আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কলিকাতা ধর্মাধিকরণ 'সম্পাদন' শব্দের অর্থে সম্পাদনকারীর দ্বারা 'স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর' করা বলিয়াছিলেন। যদি সম্পাদনকারীকে অবরুদ্ধ করিয়া, অথবা শারীরিক ক্ষতির ভয় প্রদর্শন করিয়া অথবা বল প্রয়োগ করিয়া স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করা হয় তবে সেইরূপ সম্পাদন গ্রাহ্য হইবে না; কারণ, এইরূপ সম্পাদন স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্পাদন নহে। কিন্তু ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়াও যদি সম্পাদনকারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বাক্ষর করেন তবে সেইরূপ স্বাক্ষর রেজিস্ট্রেসন আইনে সম্পাদনরূপে গ্রাহ্য হইবে। 'ভুল ধারণা'র প্রতিকার পাইতে হইলে দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় লইতে হইবে। কিন্তু, অনেকে ভিন্নমতও পোষণ করেন: প্রসন্ন বনাম মথুরা; নওয়াব বনাম অরঞ্জন প্রভৃতি বিচারের রায়ে এমন মতামত প্রকাশিত হইয়াছে যে রেজিস্টারিং অফিসারের ক্ষমতা এ ব্যাপারে খুবই সীমিত; রেজিস্ট্রেসনের ব্যাপারে "সম্পাদন-স্বীকার" অর্থে 'স্বাক্ষর স্বীকার' বুঝিতে হইবে; স্বাক্ষর কিভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার কোন প্রকার অনুসন্ধান করিতে পারেন না। আবার সাদা কাগজে সহি করাইয়া দাতার অনভিপ্রেত এমন কিছু লিখিয়া দাখিল করিলে এবং দাতা সে বিষয় রেজিস্টারিং অফিসারের গোচরে আনয়ন করিলে সে দলিলের সম্পাদন অস্বীকৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে, রেজিস্টারিং অফিসার দলিলখানি রিফিউজ করিবেন। [এবাদত বনাম ফরিদ; যোগেশ প্রসাদ বনাম রাম)। (ভৌমিক পৃঃ ১৪০)]

এই আইনের ৩৪ ধারার জন্য বিবাহিতা নাবালিকার পিতা নাবালিকার প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন রূপে গ্রাহ্য হইবে না। পিতা অবশ্য বৈধিক অভিভাবক হইতে পারেন।

ধারা ৩৫ঃ (১) (এ) যদি দলিলের সকল সম্পাদনকারীর রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হন এবং সম্পাদনকারিগণকে রেজিস্টারিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে জানেন অথবা রেজিস্টারিং অফিসার যদি অন্যভাবে সন্তুষ্ট হন যে উপস্থিত ব্যক্তিগণ সত্য সত্যই দলিলের সম্পাদনকারী এবং উক্ত সম্পাদনকারিগণ দলিলের সম্পাদন স্বীকার করেন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার ৫৮ হইতে ৬১ ধারার নির্দেশ অনুসারে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন।

(বি) যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তক রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট উপস্থিত হইয়া দলিলের সম্পাদন

স্বীকার করেন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিলখানি ৫৮ হইতে ৬১ ধারার নির্দেশ অনুসারে রেজিস্ট্রী করিবেন।

(সি) দলিল সম্পাদনকারীর মৃত্যু হইলে যদি সেই মৃত সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সম্পাদন স্বীকার করেন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার ৫৮ হইতে ৬১ ধারার নির্দেশ অনুসারে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন।

(২) যে সকল ব্যক্তি রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাঁহাদের সেই অধিকারে উপস্থিত হইবার যোগ্যতা সম্পর্কে অথবা রেজিস্ট্রেসন আইনে বর্ণিত অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবার জন্য রেজিস্টারিং অফিসার অফিসে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে পারেন।

(৩) (এ) যে ব্যক্তির দ্বারা দলিল সম্পাদিত হইয়াছে তিনি যদি সম্পাদন অস্বীকার করেন ; অথবা

(বি) যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট নাবালক, জড়ধী (অর্থাৎ নির্বোধ ব্যক্তি বা ইডিয়ট) অথবা পাগল বা বিকৃতমস্তিষ্ক (লুনাটিক) রূপে প্রতীয়মান হয় ; অথবা

(সি) যদি মৃত সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করেন।

তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত সম্পাদন অস্বীকারকারী ব্যক্তিগণের এবং নাবালক, জড়ধী, পাগলের দলিলের রেজিস্ট্রী করিতে অস্বীকার করিবেন (অর্থাৎ রেজিস্টারিং অফিসার দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখান করিবেন)।

অবশ্য, এই রেজিস্টারিং অফিসার যদি নিবন্ধক হন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের ১২ অংশে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসারে কার্য করিবেন।

(পুনশ্চ, অনুবিধি এই যে রাজ্য সরকার ইচ্ছা করিলে সরকারী ঘোষপত্রে কোন অবর-নিবন্ধকের নাম প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করিতে পারেন যে উক্ত অবর-নিবন্ধক সম্পাদন অস্বীকৃত দলিল সম্পর্কে উপরিলিখিত উপধারার জন্য এবং এই আইনের ১২ অংশের জন্য নিবন্ধকরূপে কার্য করিবেন।)

দ্রষ্টব্য ঃ যে ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি অথবা সম্পত্তির অধিকার সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক হস্তান্তর করা যায় সেই ব্যক্তিকে অ্যাসাইন বলা যায়।

কলিকাতা ধর্মাধিকরণ দানপত্র দলিলের গ্রহীতাকে দানপত্র দাতার

'অ্যাসাইন'রূপে গণ্য করিয়াছেন; সুতরাং দানপত্রদাতা দানপত্র সম্পাদন করিয়া উক্ত দানপত্র নিবন্ধীকরণের পূর্বে মারা গেলে দানপত্রের গ্রহীতা অ্যাসাইনরূপে উক্ত দলিল রেজেস্ট্রী করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে দানপত্র-দাতার বৈধ প্রতিনিধির সম্মতি না লইয়া নিবন্ধীকরণ আইনানুগ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয় নাই এরূপ আপত্তি করিলেও রেজিস্টারিং অফিসার দলিলখানি রিফিউস করিতে পারেন না। তাঁহার কর্তব্য হইতেছে সম্পাদনকারী প্রকৃতপক্ষে দলিল সম্পাদন করিয়াছে কি না সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। সম্পাদন অর্থে সবক্ষেত্রে সহি বা স্বাক্ষর নহে, দাতার নাম দলিলে লিখিয়া, অপর ব্যক্তি প্রাধিকৃত হইলে সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন, অর্থাৎ দাতা স্বয়ং বা এজেণ্টের মারফত হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন। ইহা প্রিভি কাউন্সিলের রায়। সুতরাং, উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, যদি কোন দলিলে 'ক'এর এজেণ্টরূপে 'খ' স্বাক্ষর করে তাহা হইলে 'গ' সেই সম্পাদন রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট স্বীকার করিতে পারে যদি 'গ' 'ক'-এর দ্বারা আমমোক্তার মূলে উক্ত মর্মে প্রাধিকৃত হয়।

দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলে অথবা সম্পাদন স্বীকার করিতে ইহবে বলিয়া স্বেচ্ছায় অফিসে হাজির হইতে অবহেলা করিলে বুঝিতে হইবে যে সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করিয়াছে; যেমন, সমন পাইয়াও কোন সম্পাদনকারী নির্দিষ্ট দিনে অফিসে হাজির না হইলে, সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করে নাই বিবেচনা করিতে হয়; এরূপ দলিল রেজিস্টারিং অফিসার ৩৫ ধারা মতে নাকচ করিবেন, কারণ এরূপ আচরণ সম্পাদন অস্বীকারের সামিল। দাতা প্রকাশ্যে সরাসরি দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করিলে দলিলখানি ৩৫ ধারা মতে নাকচ হইবে; তবে এক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলখানি পার্টিকে ডেলিভারী দিবেন না; বরং তিনি উক্ত অস্বীকার সম্পর্কে একটী রিপোর্ট সহ দলিলখানি কালবিলম্ব না করিয়া জেলা নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

সপ্তম অংশ

সম্পাদনকারিগণের দ্বারা সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা

ধারা ৩৬ঃ যদি কোন দলিল দাখিলকারী অথবা দলিল দাখিল করিতে সক্ষম কোন দলিলের গ্রহীতা উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ব্যক্তির উপস্থিতি বা সাক্ষ্য প্রয়োজন মনে করিয়া সেই মর্মে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার স্ববিবেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অফিসার বা কোর্টকে সমন ইস্যু করিতে প্রার্থনা জানাইতে পারেন। এই সমনে কোন নির্দিষ্ট সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে অথবা সেই ব্যক্তির প্রাধিকৃত নিযুক্তককে রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে হাজির হইতে নির্দেশ প্রদান করা থাকে।

দ্রষ্টব্য ঃ 'স্ববিবেক যুক্তিযুক্ত এবং অভ্রান্ত হওয়া প্রয়োজন ; খামখেয়ালী বা স্বেচ্ছাচারী এবং অসংযত বা কল্পনা-পূর্ণ স্ববিবেক আইনানুগ হইবে না।

রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত অফিসার অথবা কোর্টকে সমন ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ জানাইবেন ঃ—

(১) রেজিস্টারিং অফিসার যখন (এ) জেলার সদরে কর্মনিরত থাকেন, অথবা, (বি) জেলার সদর মহকুমার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে কর্মনিরত থাকেন তখন জেলা সমাহর্তাকে (জেলা কলেক্টর) ;

(২) রেজিস্টারিং অফিসার যখন (এ) সদর মহাকুমা ব্যতীত অন্য কোন মহাকুমা সদরে, অথবা, (বি) সেই মহকুমার মধ্যে অন্য যে কোন অঞ্চলে কর্মনিরত থাকেন তখন মহকুমা শাসককে ;

অবশ্য, উপরিলিখিত (১) (বি) এবং (২) (বি)র ক্ষেত্রে যদি মুনসীফের বিচারালয় এবং অবর-নিবন্ধকের অফিস একই অঞ্চলে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার মুনসীফের কোর্টকে সমন ইস্যু করিতে অনুরোধ করিবেন।

ধারা ৩৭ঃ এইরূপ ক্ষেত্রে প্রদেয় পিওনের ফিস্ প্রদান করা হইলে অফিসার বা কোর্ট প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে নিবন্ধীকরণ অফিসে হাজির হইবার জন্য সমন জারি করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

ধারা ৩৮ঃ (১) (এ) যে ব্যক্তি দৈহিক অক্ষমতা হেতু রেজিস্ট্রেসন অফিসে মারাত্মক অসুবিধা বা ঝুঁকি ব্যতীত হাজির হইতে পারেন না ; অথবা

(বি) দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি জেলে অবরুদ্ধ ; অথবা

(সি) যে ব্যক্তি বিধিসংগতভাবে সশরীরে কোর্টে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্ত এবং এই রেজিস্ট্রেসন আইনের পরবর্তী বিধানানুসারে যে ব্যক্তি রেজিস্ট্রেসন অফিসে সশরীরে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্ত ;

সেই সকল ব্যক্তিকে নিবন্ধীকরণ অফিসে সশরীরে হাজির হইতে হইবে না।

(২) উপরিলিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং সম্পাদনকারীর আলয়ে অথবা সম্পাদনকারী জেলে কারারুদ্ধ থাকিলে সেই কারাবাসে যাইয়া জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিবেন অথবা জিজ্ঞাস্য বিষয় জানিবার জন্য কমিশন ইস্যু করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ পর্দানশীন মহিলা, রাজ্য সরকার যে সম্মানীয় ব্যক্তিগণকে আদালতে হাজির হইবার দায় হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তি এবং রেজিস্ট্রেসন আইনের ৮৮ ধারায় বর্ণিত সরকারী কর্মচারিগণ বিধিসংগত-ভাবে রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্ত।

জেলে কমিশন করাইতে হইলে কমিশন প্রার্থনাকারী পূর্ব হইতে জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইবেন।

লক্ষণীয় যে ৩৮ (১) (এ) ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি শারীরিক অক্ষমতা হেতু অফিসে আসিতে অক্ষম হইলে, সে ক্ষেত্রে কমিশনের প্রার্থনা জানাইতে পারা যাইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে শারীরিক ক্ষমতা বা অক্ষমতা কেমনে প্রমাণিত হইবে। ইহা রেজিস্টারিং অফিসারের ডিস্‌ক্রিসনারি পাওয়ার বা স্ববিবেকীয় ক্ষমতা। তিনি সন্তুষ্ট হইলে কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণাদির প্রয়োজন নাই। যদি তিনি কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণাদি দাবী করেন (যেমন ডাক্তারের সার্টিফিকেট ইত্যাদি) তবে তাহা প্রদান করিতে হইবে। অন্যথা, তিনি কমিশন প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিতে পারেন। সম্পাদন-কারীর গৃহে যাইয়া যদি বিবেচিত হয় যে সম্পাদনকারী অফিসে যাইয়া রেজিস্ট্রী কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম তবে রেজিস্টারিং অফিসার নিবন্ধীকরণ কার্য অসমাপ্ত রাখিয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন এবং মিথ্যা উক্তির জন্য মামলা রুজু করিতে পারেন।

ধারা ৩৯ ঃ এই আইনের বিধানানুসারে সমন, কমিশন প্রভৃতি সমন,

কমিশন এবং সাক্ষীকে হাজির হইতে বাধ্যকরণ সম্পর্কে প্রচলিত বিধি অনুসারে হইবে; এবং দেওয়ানী আদালতের বিচার্য মামলায় উক্তরূপ ক্ষেত্রের জন্য পারিশ্রমিকের যেমন ব্যবস্থা আছে রেজিস্ট্রেসন আইনের অধীনেও তদ্রূপ ব্যবস্থা থাকিবে; অবশ্য ইতঃপূর্বে যে ধারাগুলি লিখিত হইল সেগুলি ব্যতীত এই সকল প্রচলিত বিধি রেজিস্ট্রেসন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

অষ্টম অংশ—উইল এবং দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্র দাখিল করণ সম্পর্কে

ধারা ৪০ঃ (১) উইলকারী অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর সেই উইলের একজিকিউটর (বা অছি) বা সেই উইলে উল্লিখিত অপর কোন ব্যক্তি (যেমন লিগেটী বা উত্তরদায়-গ্রাহক) নিবন্ধীকরণের জন্য নিবন্ধক বা অবর নিবন্ধকের নিকট উইল দাখিল করিতে পারেন।

(২) কোন দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের দাতা অথবা দাতার মৃত্যুর পর গ্রহীতা অথবা দত্তকপুত্র নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধীকরণের জন্য প্রাধিকারপত্র দাখিল করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্যঃ উইল অর্থে উইলের ক্রোড়পত্র (কডিসিল) এবং দাতার মৃত্যুর পর কার্যকরী হইবে এই শর্তে লিখিত স্বতঃপ্রবৃত্ত কোন সম্মতিপ্রদানপত্র বুঝিতে হইবে।

৪০ ধারা মতে উইলকারীর জীবিতাবস্থায় একমাত্র উইলকারীই উইল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারেন। কিন্তু ৪২ ধারা মতে উইলকারী স্বয়ং অথবা প্রাধিকৃত নিযুক্তকের দ্বারা নিবন্ধকের নিকট উইল ডিপসিট রাখিতে পারেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সে উইল ডিপসিট এবং উইল নিবন্ধীকরণ দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবস্থা। উইল ডিপসিট বা জমা রাখিলেই উইল নিবন্ধীকৃত হয় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে যেহেতু উইলকারীর জীবিতাবস্থায় উইলকারী ভিন্ন অপর কেহই নিবন্ধীকরণের জন্য উইল দাখিল করিতে পারে না সেইহেতু কমিশনে উইল নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করিতে হইলে, উইল আবাসেই দাখিল করিতে হইবে; এবং

ফিস্-টেবলের আর্টিকেল 'জে' অনুসারে ৩০'০০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে। "অপর কোন ব্যক্তি" অর্থে উত্তরদায়-গ্রাহক (বা লিগেটী) অথবা যাহার অনুকূলে উইল সম্পাদিত হইয়াছে সেইরূপ ব্যক্তিকে (ডিভাইসী) বুঝিতে হইবে।

দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের গ্রহীতা অথবা দত্তকপুত্র যদি নাবালক হয় তবে উক্ত নাবালকের অভিভাবক উক্ত প্রাধিকারপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারেন।

উইলদাতার মৃত্যুর এগ্‌জিকিউটর উইলখানি রেজিস্ট্রি করিতে পারেন; এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি লইতে হয়; ইহার এন্‌ডোরসমেণ্ট পৃথক; সরকারী ম্যানুয়ালের এনডোরসমেণ্ট কেমন হইবে তাহার নমুনা দেওয়া আছে।

ধারা ৪১ঃ (১) উইলকারী অথবা প্রাধিকারপত্রদাতা উইল অথবা প্রাধিকারপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিলে অন্যান্য দলিল যে প্রকারে নিবন্ধীকৃত হয় উক্ত উইল অথবা প্রাধিকারপত্রও সেই প্রকারে নিবন্ধীকৃত হইবে।

(২) উইলকারী অথবা প্রাধিকারপত্রদাতা ভিন্ন অন্য কেহ উপযুক্ত ব্যক্তি উইল অথবা দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিলে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিবেন :—

(এ) যে উইল অথবা প্রাধিকারপত্র উইলকারী অথবা প্রাধিকারপত্রদাতার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল;

(বি) যে উইলকারী অথবা প্রাধিকারপত্রদাতা মৃত; এবং

(সি) যে উইল বা প্রাধিকারপত্র দাখিলকারী ৪০-ধারা মতে উক্ত দলিল দাখিল করিবার যোগ্য।

নবম অংশ—উইল আমানত সম্পর্কে

ধারা ৪২ঃ উইলকারী স্বয়ং অথবা বিধিসংগতভাবে প্রাধিকৃত নিযুক্তকের দ্বারা শীলমোহরাঙ্কিত খামে আবৃত উইল কোন নিবন্ধকের নিকট আমানত রাখিতে পারেন। উইলকারীর নাম এবং তাঁহার নিযুক্তকের নাম (যদি

নিযুক্তক মারফত উইল ডিপজিট করা হইয়া থাকে) এবং খামের মধ্যস্থিত দলিলের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি বিবরণ খামের উপরিভাগে লিখিত থাকিবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ৪২-ধারায় যে নিযুক্তকের বা এজেন্টের কথা বলা হইয়াছে সেই নিযুক্তক প্রাধিকৃত হইবে প্রচলিত সাধারণ বিধান অনুসারে ; রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৩-ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে এইরূপ নিযুক্তক প্রাধিকৃত হইবার প্রয়োজন নাই।

৪২-ধারা হইতে ৪৬-ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে শীলমোহরাঙ্কিত খামের মধ্যে রক্ষিত উইলের বিষয়বস্তু উইলকারীর জীবিতাবস্থায় গোপন থাকিবে ; উইলকারীর মৃত্যুর পর উইলের বিষয়বস্তু প্রকাশিত হইবে।

উইলকারীর জীবদ্দশায় যে কোন সময়ে উইল নিবন্ধকের নিকট আমানত রাখা যাইবে। কোন অবর-নিবন্ধকের নিকট উইল আমানত রাখা যায় না।

ধারা ৪৩ ঃ (১) এইরূপ খাম প্রাপ্ত হইলে নিবন্ধক স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবেন যে উইল আমানতের জন্য দাখিলকারী ব্যক্তিই উইলকারক অথবা তাঁহার নিযুক্তক ; নিবন্ধক সন্তুষ্ট হইবার পর উইল আবৃত খামের বহির্ভাগে লিখিত বিষয় ৫নং রেজিস্টার বহিতে নকল করিবেন ; ঐ রেজিস্টার বহিতে এবং খামের উপরে খাম দাখিলের এবং খাম গ্রহণের বৎসর, মাস, দিন এবং সময় লিখিয়া রাখিবেন, উইলকারকের অথবা তাঁহার নিযুক্তকের সনাক্তকারীর নাম এবং খামের সিলের উপর পঠনযোগ্য উৎকীর্ণ লিপিও নিবন্ধক ৫নং রেজিস্টার বহিতে এবং খামের উপর লিখিয়া রাখিবেন।

(২) তারপর নিবন্ধক শীলমোহরাঙ্কিত খাম অদাহ্য বাক্সের মধ্যে সংরক্ষণের জন্য স্থাপন করিবেন।

ধারা ৪৪ ঃ যে উইলকারক ঐরূপ খাম আমানত রাখিয়াছেন তিনি উহা তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিলে স্বয়ং অথবা বিধিসংগতভাবে প্রাধিকৃত নিযুক্তক দ্বারা সেই নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন যে নিবন্ধক উক্ত খাম আমানত রাখিয়াছেন ; এবং উক্ত নিবন্ধক যদি নিশ্চিন্ত হন যে দরখাস্তকারীই উক্ত উইলকারক বা উইলকারকের নিযুক্তক তাহা হইলে নিবন্ধক খামখানি প্রত্যর্পণ করিবেন।

ধারা ৪৫ ঃ (১) যে ব্যক্তি ৪২-ধারা মতে শীলমোহরাঙ্কিত খামে করিয়া দলিল আমানত রাখিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর পর যে কোন ব্যক্তি নিবন্ধকের

নিকট (যে নিবন্ধকের নিকট উক্ত খাম জমা আছে সেই নিবন্ধকের নিকট) উক্ত খাম খুলিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন ; এবং উক্ত নিবন্ধক যদি নিশ্চিন্ত হন যে উইলকারক মারা গিয়াছেন তাহা হইলে তিনি দরখাস্তকারীর উপস্থিতিতে খামখানি খুলিবেন ; এবং দরখাস্তকারীর ব্যয়ে ৩নং রেজিস্টার বহিতে উক্ত উইল নকল করাইবেন।

(২) নকল হইবার পর নিবন্ধক পুনরায় উক্ত উইল আমানত রাখিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ উইলকারীর মৃত্যুর পর যে কোন ব্যক্তি খাম খুলিবার জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন। তবে নিবন্ধক কোর্টের বিনা অনুমতিতে কখনই শীলমোহরাঙ্কিত খামে রক্ষিত উইল পরিত্যাগ করিবেন না।

ধারা ৪৬ ঃ (১) পূর্ববর্ণিত কোন শর্তেই ১৮৬৫ সালের ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের ২৫৯-ধারার বিধান অথবা ১৮৮১ সালের প্রোবেট এবং প্রশাসন আইনের ৮১-ধারার বিধান অথবা বিচারালয়ে উইল প্রদর্শন করাইবার জন্য বিচারালয়ের আদেশ দানের ক্ষমতা কোনক্রমেই পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

(২) বিচারালয় দ্বারা ঐরূপ কোন আদেশ হইলে নিবন্ধক, ৪৫-ধারা মতে ইতঃপূর্বে উইল নকল না হইয়া থাকিলে, খাম খুলিয়া ৩নং বহিতে উইলখানি নকল করাইবেন এবং বিচারালয়ের আদেশে যে উইলখানি বিচারালয়ে প্রেরিত হইয়াছে সেই মর্মে নকলের স্থানে মন্তব্য লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন।

দশম অংশ—নিবন্ধীকরণ এবং অনিবন্ধীকরণের ফল সম্পর্কে

ধারা ৪৭ ঃ নিবন্ধীকরণের দিন হইতে দলিল ক্রিয়াবান হয় না ; নিবন্ধীকরণ না হইলেও যে দিন হইতে দলিল কার্যকর হয় সেইদিন হইতেই দলিল ক্রিয়াবান হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সাধারণতঃ সম্পাদনের তারিখ হইতে দলিল ক্রিয়াবান হয়। তাহা হইলে একই সম্পত্তি সম্পর্কে দুইখানি দলিল নিবন্ধীকৃত হইলে কোন্‌খানি কার্যকরী হইবে ?—দুইখানি দলিলের মধ্যে যে দলিলের সম্পাদন প্রথমে হইয়াছে সেই দলিলখানি সাধারণতঃ ক্রিয়াবান হইবে।

আবার ধরুন, রাম শ্যামকে কিছু সম্পত্তি দলিল-মূলে বিক্রয় করিল ; কিন্তু সেই দলিল নিবন্ধীকৃত হইবার পূর্বেই শ্যাম উক্ত সম্পত্তি যদুকে দলিল-মূলে বিক্রয় করিয়া উক্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিয়া দিল। কিন্তু রাম প্রথমে যে দলিল শ্যামের অনুকূলে সম্পাদন করিয়াছিল সেই দলিল পরে রেজিস্ট্রি করিয়া দিল। এইরূপ ব্যবস্থা বে-আইনী নহে।

সম্পাদনের তারিখ হইতে সাধারণতঃ দলিল ক্রিয়াবান হয় সত্য, কিন্তু কয় প্রকার দলিলের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম প্রণিধানযোগ্য ঃ যেমন, দানপত্র দলিল দানগ্রহণের তারিখ হইতে ক্রিয়াবান হয় ; উইল ক্রিয়াবান উইলকারকের মৃত্যুর পর হইতে ; যদি দলিলের পার্টি সিদ্ধান্ত করেন যে কোন নির্দিষ্ট সর্ত পূরণ না হইলে দলিল কার্যকরী হইবে না, তাহা হইলে সর্ত পূরণের পূর্বে দলিলখানি কার্যকরী হইতে পারে না। সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ পত্রে হস্তান্তর-করণের কোন নির্ধারিত দিন দলিলে লিখিত থাকিলে সেই নির্ধারিত দিন হইতে দলিল ক্রিয়াবান হইবে—সম্পাদনের তারিখ হইতে নহে। অবশ্য, কোন নির্ধারিত তারিখের উল্লেখ না থাকিলে সম্পাদনের তারিখ হইতে দলিল ক্রিয়াবান হইবে।

ধারা ৪৮ ঃ রেজিস্ট্রেসন আইনের অধীনে নিবন্ধীকৃত উইল ভিন্ন সকল প্রকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল ঐ সম্পত্তি সম্পর্কিত অপর কোন মৌখিক চুক্তি বা ঘোষণা অগ্রাহ্য করিয়া বলবৎ হইবে। অবশ্য এই সর্ত সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যে সকল ক্ষেত্রে উক্ত মৌখিক চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অথবা অব্যবহিত পরেই সম্পত্তির উপর দখল হস্তান্তরিত হইয়াছে। এবং এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত বিধান অনুসারে আইনানুগ হইবে।

অবশ্য অসুবিধি এই যে ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৮-ধারায় ব্যাখ্যাত স্বত্বাগম-দলিল (টাইটেল ডিড্, অর্থাৎ সম্পত্তির উপর ন্যায্য অধিকারের প্রমাণস্বরূপ দলিল) আমানত দ্বারা বন্ধকীপত্র সেই সম্পত্তি সম্পর্কে পরে সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত অপর কোন বন্ধকীপত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া বলবৎ রহিবে।

ধারা ৪৯ ঃ নিবন্ধীকরণ আইনের ১৭-ধারা অনুসারে অথবা ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তরকরণ আইনের যে কোন বিধান অনুসারে যে সকল দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামুলক সেই সকল দলিল নিবন্ধীকৃত না হইলে উক্ত অনিবন্ধীকৃত দলিল—

(এ) স্থাবর সম্পত্তির (মালিকানায়) পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না ; অথবা

(বি) দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না ; অথবা

(সি) স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত অথবা দত্তক গ্রহণের জন্য ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত কোন সংব্যবহারের বা কার্যসম্পাদনের সাক্ষ্য বা প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

অবশ্য অনুবিধি এই যে স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন অনিবন্ধীকৃত দলিল যাহার এই আইনে অথবা সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক সেইরূপ অনিবন্ধীকৃত দলিল ১৮৭৭ সালের বিশেষ প্রতিকার আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত স্বতন্ত্র কার্য সম্পাদনঘটিত মামলায় কোন চুক্তির সাক্ষ্য বা প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য হইবে ; অথবা, ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৩ [এ]-ধারার নিমিত্ত কোন চুক্তির আংশিক কার্য সম্পাদনের প্রমাণস্বরূপ উক্ত অনিবন্ধীকৃত দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে ; অথবা, যাহা কোন নিবন্ধীকৃত দলিলমূলে কার্যকরী করিতে হয় না সেইরূপ সহায়ক কিন্তু অপ্রধান কার্যসম্পাদনের প্রমাণস্বরূপ উক্ত অনিবন্ধীকৃত দলিল গ্রহণযোগ্য হইবে।

ধারা ৫০ : (১) ১৭-ধারার অন্তর্গত (১)-উপধারার অধীনে (এ), (বি), (সি) এবং (ডি) খণ্ডে বর্ণিত এবং ১৮-ধারার (এ) এবং (বি) খণ্ডে বর্ণিত সকল প্রকার দলিল যথাযথ নিবন্ধীকৃত হইলে উক্ত দলিল যে সম্পত্তি সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে, সেই সম্পত্তি সম্পর্কে অনিবন্ধীকৃত অন্য যে কোন প্রকার দলিল—অবশ্য, ডিক্রী এবং অর্ডার ব্যতীত—কার্যকরী হইবে না।

(২) ১৭-ধারার (১)-উপধারার অনুবিধি অনুসারে রেহাইপ্রাপ্ত কোন লিজ দলিলের ক্ষেত্রে ; অথবা ১৭-ধারার (২)-উপধারা অনুসারে রেহাইপ্রাপ্ত অন্য কোন দলিলের ক্ষেত্রে ; অথবা এই আইন কার্যকরী হইবার প্রারম্ভে তৎকালে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী অগ্রগণ্যতা বা পূর্বিতা ছিল না এমন নিবন্ধীকৃত দলিলের ক্ষেত্রে ৫০-ধারার (১)-উপধারা প্রযোজ্য হইবে না।

ব্যাখ্যা : (উপরে যে অনিবন্ধীকৃত দলিলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত অনিবন্ধীকৃত দলিল বুঝিতে হইবে) :—কোন অনিবন্ধীকৃত দলিল সম্পাদিত হইয়াছিল এমনই স্থানে এবং এমনই সময়ে যে স্থানে এবং যে সময়ে ১৮৬৪ সালের ১৬নং আইন, অথবা ১৮৬৬ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন প্রচলিত ছিল ; 'অনিবন্ধীকৃত' অর্থে উক্ত আইনের

বিধানানুসারে নিবন্ধীকৃত নহে বুঝিতে হইবে। এবং যে ক্ষেত্রে ১৮৭১ সালের ১লা জুলাই-এর পর দলিল সম্পাদিত হইয়াছে কিন্তু ১৮৭১ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ অথবা ১৮৭৭ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন অথবা অত্র আইনের বিধানানুসারে যে দলিল নিবন্ধীকৃত নহে এমন অনিবন্ধীকৃত দলিল।

একাদশ অংশ—রেজিষ্টারিং অফিসারের ক্ষমতা এবং কর্তব্য সম্পর্কে

[এ] রেজিস্টার বহি এবং ইন্‌ডেক্‌স্ বহি সম্পর্কে

ধারা ৫১ঃ (১) নিম্নলিখিত বহিগুলি বিভিন্ন রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত হইবে ঃ

এ. প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে থাকিবে—

১নং বহি ঃ উইল ভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলের রেজিস্টার বহি।

২নং বহি ঃ কোন দলিল রেজিস্টারি করিতে অস্বীকার করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবার রেজিস্টার বহি।

৩নং বহি ঃ উইল এবং দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের রেজিস্টার বহি।

৪নং বহি ঃ অন্যান্য প্রকার দলিল সংক্রান্ত রেজিস্টার বহি।

বি. কেবলমাত্র নিবন্ধকের অফিসে থাকিবে—

৫নং বহি ঃ উইল আমানতের রেজিস্টার বহি।

(২) ১৭, ১৮ ও ৮৯ ধারা মতে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত উইল ভিন্ন সকল প্রকার দলিল ১নং বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে, অথবা মেমোরাণ্ডা ফাইল করা হইবে।

(৩) ১৮-ধারার (ডি) এবং (এফ) খণ্ডে বর্ণিত অস্থাবর সম্পর্কিত দলিল ৪নং রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করা হইবে।

(৪) যেখানে নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকের একই অফিস সেখানে একাধিক সেট্ রেজিস্টার বহির প্রয়োজন হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন দলিল যথাযথ রেজিস্টার বহিতে নকল না হইয়া ভিন্ন

রেজিস্টার বহিতে নকল হইলে উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ নাকচ হয় না। ৬৮-ধারা মতে জেলা-নিবন্ধকের অনুমতিক্রমে এইরূপ ভ্রম সংশোধিত হয়।

ধারা ৫২ : (১) (এ) কোন দলিল দাখিলের সময় তারিখ, ঘণ্টা, দলিল দাখিলের স্থান (অর্থাৎ কোথায় দলিল দাখিল হইল) এবং দলিল দাখিল-কারকের স্বাক্ষর প্রত্যেক দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিবে ;

(বি) এইরূপ দাখিলীকৃত দলিলের জন্য রেজিস্টারিং অফিসার একখানি রসিদ্ দলিল-দাখিলকারীকে প্রদান করিবেন ; এবং

(সি) ৬২-ধারার বিধানাধীনে, যে সকল দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হয় সেই সকল দলিল গ্রহণের ক্রম অনুসারে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া নির্দিষ্ট রেজিস্টার বহিতে নকল করিতে হইবে।

(২) এই সকল রেজিস্টার বহি মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ধারিত সময় অন্তর প্রামাণিক করা হইবে।

ধারা ৫৩ ঃ প্রত্যেক বৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় লিপিবদ্ধকরণ ধারাবাহিক-ভাবে হইবে। অর্থাৎ সংখ্যাগণনা ধারাবাহিকভাবে বৎসরের প্রথমে আরম্ভ হইবে এবং শেষ হইবে বৎসরান্তে।

ধারা ৫৪ ঃ উক্ত রেজিস্টার বহিতে লিখিত বিষয়বস্তুর ইনডেক্স্ ভিন্ন ভাবে রক্ষিত হইবে ; যতদূর সম্ভব দলিল নকল হইবার অথবা মেমোরাণ্ডাম ফাইল করিবার পরই উহাদের ইনডেক্সের কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন দলিলের ইনডেক্স্ ভুলক্রমে না হইলেও উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ নাকচ হয় না।

ধারা ৫৫ ঃ (১) প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে চারিখানি ইনডেক্স্ থাকিবে, যথা—১নং ইনডেক্স্, ২নং ইনডেক্স্, ৩নং ইনডেক্স্, এবং ৪নং ইনডেক্স্।

(২) ১নং ইনডেক্সে ১নং রেজিস্টার বহিতে নকলীকৃত দলিলের এবং ফাইলকৃত মেমোরাণ্ডামের সকল দাতার এবং গ্রহীতার নাম ও অ্যাডিসান লিখিত থাকিবে।

(৩) ২১ ধারা অনুযায়ী উপরিউক্ত প্রতি দলিলে এবং মেমোরাণ্ডামে লিখিত সম্পত্তির বিবরণাদি মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নির্দেশানুসারে ২নং ইনডেক্সে লিখিত থাকিবে।

(৪) ৩নং ইনডেক্সে থাকিবে উইলের এবং দত্তকগ্রহণ প্রাধিকার পত্রের

সম্পাদনকারীদিগের নাম এবং অ্যাড্রিসান; উইলে লিখিত এগ্‌জিকিউটার-দিগের এবং প্রাধিকার পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের নাম এবং অ্যাড্রিসানও উল্লিখিত থাকিবে। উইলকারীর এবং প্রাধিকার পত্রদাতার মৃত্যুর পর (কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে নহে) উইলের এবং প্রাধিকারপত্রের গ্রহীতাগণের নাম ও অ্যাড্রিসান ৩নং ইনডেক্‌সে লিখিত থাকিবে।

(৫) ৪নং ইনডেক্‌সে ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকলীকৃত দলিলের দাতা এবং গ্রহীতার নাম ও অ্যাড্রিসান লিপিবদ্ধ থাকিবে।

(৬) প্রতি ইনডেক্‌স্ মহানিবন্ধ পরিদর্শকের নির্দেশানুযায়ী প্রস্তুত হইবে এবং তাঁহার নির্দেশানুসারে অন্যান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিবে।

ধারা ৫৬ঃ ১৯২৯ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ (সংশোধন) আইনের ২-ধারার দ্বারা ৫৬-ধারা নিরসন করা হইয়াছে।

ধারা ৫৭ঃ উপযুক্ত ফিস্ প্রদান করিলে ১নং এবং ২নং রেজিস্টার বহি এবং ১নং বহিতে নকলীকৃত দলিল সম্পর্কে লিখিত ১নং এবং ২নং ইনডেক্‌স্ যে কোন ব্যক্তি পরিদর্শন করিতে পারেন; এবং, ৬২-ধারার বিধানাধীনে কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে উক্ত বহিতে লিখিত বিষয়ের নকল পাইবেন।

(২) ৬২-ধারার বিধানাধীনে সম্পাদনকারীগণ অথবা তাঁহাদের নিযুক্তকগণ ৩নং রেজিস্টার বহিতে এবং ৩নং ইনডেক্‌সে স্ব-স্ব দলিল সম্পর্কে লিখিত বিষয়ের নকল লইতে পারিবেন।

(৩) ঐ একই ধারার বিধানাধীনে সম্পাদনকারী, গ্রহীতা, তাঁহাদের নিযুক্তক, অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধি ৪নং রেজিস্টার বহিতে এবং ৪নং ইনডেক্‌সে স্ব স্ব দলিল সম্পর্কে লিখিত বিষয়ের নকল লইতে পারিবেন।

দ্রষ্টব্যঃ ১নং রেজিস্টার বহি ও ১নং ইনডেক্‌স্ যে কোন ব্যক্তি যে কোন দলিল সম্পর্কে স্বয়ং তল্লাস এবং পরিদর্শন করিবেন; এবং নকলও পাইবেন; ৩নং-এর ক্ষেত্রে সে সুযোগ নাই। ৩নং রেজিস্টার বহি এবং ৩নং ইনডেক্‌স্ উইল ও প্রাধিকারপত্র সম্পর্কে রচিত। দাতা বা তাঁহার নিযুক্তক কেবলমাত্র সেই উইলের বা প্রাধিকারপত্রের নকল লইতে পারিবেন, যে উইল বা প্রাধিকারপত্র তিনি সম্পাদন করিয়া রেজেস্ট্রি করিয়াছেন; তাঁহার মৃত্যুর পর যে কোন ব্যক্তি উক্ত সুযোগ ভোগ করিতে পারিবেন; ৩নং রেজিস্টার বহির তল্লাস স্বয়ং রেজিস্টারিং অফিসার করিবেন।

আবার, ৪নং-এর ক্ষেত্রেও ১নং-এর ন্যায় সুযোগ নাই; ৪নং রেজিস্টার

বহি এবং ৪নং ইনডেক্স্ যে কোন ব্যক্তি তল্লাস-পরিদর্শন করিতে পারেন না বা নকলও লইতে পারেন না। দলিলের দাতা, গ্রহীতা অথবা তাঁহাদের নিযুক্তক বা প্রতিনিধি কেবলমাত্র সেই দলিলের নকল লইতে পারিবেন যে দলিলের তিনি দাতা অথবা গ্রহীতা (অথবা তাঁহাদের নিযুক্তক বা প্রতিনিধি)। ৪নং রেজিস্টার বহির তল্লাস স্বয়ং রেজিস্টারিং অফিসার করিবেন।

(৪) কেবলমাত্র রেজিস্টারিং অফিসার এই ধারার অধীনে ৩নং এবং ৪নং রেজিস্টার বহিতে লিখিত বিষয়ের প্রয়োজনীয় তল্লাস করিবেন।

(৫) এই ধারা-মূলে প্রদত্ত সকল নকলই রেজিস্টারিং অফিসার স্বাক্ষর করিবেন এবং শীলমোহরাঙ্কিত করিবেন। মূল দলিলের বিষয়বস্তু প্রমাণের জন্য এইরূপ নকল গ্রাহ্য হইবে।

[বি] নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিবার পরবর্তী প্রণালী

ধারা ৫৮ঃ (১) কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করা হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে উক্ত দলিলে লিখিতভাবে মন্তব্য করা থাকিবে; তবে, কোন ডিক্রী অথবা অর্ডারের কপির ক্ষেত্রে অথবা ৮৯ ধারামূলে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরিত কপির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য নহে।

(এ) সম্পাদন স্বীকারকারীর স্বাক্ষর এবং অ্যাডিসান এবং যদি দলিলের সম্পাদন প্রতিনিধি, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তকের দ্বারা স্বীকৃত হয় তাহা হইলে উক্ত প্রতিনিধি, অ্যাসাইন অথবা নিযুক্তকের নাম এবং অ্যাডিসান সম্পর্কে দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিতভাবে মন্তব্য করা থাকিবে।

(বি) এই আইনের কোন বিধানানুসারে উক্ত দলিলের জন্য অপর যে যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়, তাঁহাদের স্বাক্ষর এবং অ্যাডিসান সম্পর্কে দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিতভাবে মন্তব্য করা থাকিবে। (সাধারণতঃ সনাক্তকারীর নাম ও অ্যাডিসান দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিত হয়।)

(সি) রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে দলিলের সম্পাদন হেতু কোন অর্থপ্রদান অথবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণ সম্পর্কে এবং সামগ্রিক বা আংশিক পণের টাকা প্রাপ্তি স্বীকার সম্পর্কে উক্ত দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিতভাবে মন্তব্য করা থাকিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি দলিলের সম্পাদন স্বীকার করা সত্ত্বেও উক্ত দলিলে তাহা অনুমোদন স্বরূপে স্বাক্ষর না করেন তাহা হইলেও রেজিস্টারি অফিসার

উক্ত দলিল রেজেস্ট্রি করিবেন ; তবে রেজিস্টারিং অফিসার ঐরূপ অস্বীকার উক্তি সম্পর্কে একটি মন্তব্য দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিবেন।

ধারা ৫৯ : কোন দলিলে ৫২- এবং ৫৮-ধারামতে লিখিত এনডোর্সমেণ্ট-গুলি এবং রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে লিখিত এনডোর্সমেণ্টগুলি রেজিস্টারিং অফিসার তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

দ্রষ্টব্য : রেজিস্টারিং অফিসার পার্টির উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য নহেন ; দিনের শেষে তিনি সমস্ত দলিলে স্বাক্ষর একই সংগে করিতে পারেন।

ধারা ৬০ : (১) দাখিলীকৃত দলিলে ৩৪, ৩৫, ৫৮ এবং ৫৯ ধারার বিধানগুলি পালিত হইবার পর সেই দলিলে রেজিস্টারিং অফিসার একটি প্রমাণপত্র লিখিয়া দিবেন। ঐ প্রমাণপত্রে "নিবন্ধীকৃত" এই কথাটি থাকিবে ; যে রেজিস্টার বহিতে উক্ত দলিল নকল করা হয়, সেই রেজিস্টার বহির নম্বর এবং যে পৃষ্ঠায় নকল করা হয় সেই পৃষ্ঠায় নম্বরও উক্ত প্রমাণপত্রে লিখিত থাকিবে।

(২) এইরূপ প্রমাণপত্রে রেজিস্টারিং অফিসারের তারিখসহ স্বাক্ষর এবং শীলমোহর থাকিবে ; এইরূপ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে আইনের বিধানানুযায়ী উক্ত দলিল নিবন্ধীকৃত হইয়াছে এবং ৫৯-ধারামতে সকল এন্‌ডোর্সমেণ্টই যথাযথ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য : যদি কোন কারণে ৬০-ধারা অনুসারে প্রমাণপত্র না প্রদান করা হয়, তাহা হইলেও দলিলের বৈধতা নষ্ট হয় না।

ধারা ৬১ : (১) ৫৯- এবং ৬০-ধারায় যে সকল এন্‌ডোর্সমেণ্ট্ এবং প্রমাণ-পত্রের কথা উক্ত হইয়াছে, সেগুলি রেজিস্টার বহিতে পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে নকল করিতে হইবে ; এবং ২১-ধারামতে ম্যাপ অথবা প্ল্যানের কপি প্রদান করিলে, সেই কপি ১নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করা হইবে।

(২) উক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার পর কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; এবং তখন দলিলদাখিলকারীকে অথবা ৫২-ধারামতে প্রদত্ত রসীদে লিখিত মনোনীত ব্যক্তিকে দলিলখানি ফেরত দিতে হইবে।

ধারা ৬২ : (১) ১৯-ধারামতে অজানা ভাষায় লিখিত কোন দলিল নিবন্ধী-করণের জন্য দাখিল করা হইলে উক্ত দলিলের অনুবাদ যথাযথ রেজিস্টার বহিতে মূল দলিলের ন্যায় নকল করা হইবে, এবং উক্ত অনুবাদ ও অজানা ভাষায় লিখিত মূল দলিলের কপিটি রেজিস্ট্রেসন অফিসে ফাইল করা থাকিবে।

দ্রষ্টব্য : যে দলিলের ভাষা জেলাতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না এবং যে

ভাষা রেজিস্টারিং অফিসারের অজানা সেইরূপ দলিলের একখানি অবিকল নকল, এবং প্রচলিত ভাষায় লিখিত একখানি অনুবাদ উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিবার সময় ১৯-ধারামতে প্রদান করা বাধ্যতামূলক।

(২) ৫৯- এবং ৬০-ধারামতে এন্‌ডোর্সমেণ্ট এবং প্রমাণপত্র মূল দলিলে লিখিত হইবে; এবং ৫৭, ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬ ধারামতে কপি ও মেমোরাণ্ডা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে অনুবাদ দলিলকেই মূল দলিলরূপে গণ্য করিয়া কার্য করিতে হইবে।

ধারা ৬৩ : (১) প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার বিবেচনা করিলে, এই আইনের বিধানাধীনে যে কোন পরীক্ষিত ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ করাইতে পারেন।

(২) যে সকল ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণ করান হয়, রেজিস্টারিং অফিসার বিবেচনা করিলে সেই সকল ব্যক্তির বক্তব্য লিখিয়া রাখিতে পারেন; তারপর তিনি বক্তব্যবিষয় শপথকারীকে পাঠ করিয়া শুনাইবেন; যদি লিখিত বক্তব্যের ভাষা শপথকারী বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে শপথকারী যে ভাষা জানেন সেই ভাষাতে রেজিস্টারিং অফিসার শপথকারীকে লিখিত বক্তব্যের মর্ম বুঝাইয়া দিবেন। শপথকারী লিখিত বক্তব্যবিষয়ের সত্যতা স্বীকার করিলে রেজিস্টারিং অফিসার উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) কোন্ ব্যক্তি কিরূপ অবস্থায় উক্ত বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উপরিউক্ত স্বাক্ষরযুক্ত বক্তব্যপত্র গ্রাহ্য হইবে।

[সি] অবর-নিবন্ধকের বিশেষ কর্তব্যকর্ম

ধারা ৬৪ : কোন অবর-নিবন্ধক উইল ভিন্ন অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিবার সময় যদি তাঁহার এলাকাধীন সম্পত্তির বিবরণ ভিন্নও অন্য কোন (এক বা একাধিক) অবর-নিবন্ধকের এলাকাধীন সম্পত্তির বিবরণ উক্ত দলিলে প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে প্রথম অবর-নিবন্ধক দ্বিতীয় অবর-নিবন্ধকের নিকট দ্বিতীয় অবর-নিবন্ধকের এলাকাধীন হস্তান্তরিত সম্পত্তি সম্পর্কে একটি মেমোরাণ্ডাম এবং উক্ত দলিলে লিখিত এন্‌ডোর্সমেণ্ট এবং সার্টিফিকেট কিছু থাকিলে তৎসহ প্রেরণ করিবেন। মেমোরাণ্ডাম প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় অবর-নিবন্ধক উহা ১নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করিবেন; তবে শর্ত এই যে, মেমোরাণ্ডাম এক অবর-নিবন্ধক অপর অবর-নিবন্ধককে তখনই সরাসরি পাঠাইতে পারিবেন যে সকল ক্ষেত্রে তাঁহারা একই নিবন্ধকের অধীন।

ধারা ৬৫ : (১) কোন অবর-নিবন্ধক উইল ভিন্ন অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিবার সময় যদি উক্ত দলিলে তাঁহার এলাকাধীন সম্পত্তির বিবরণ ব্যতীত ভিন্ন জেলাস্থিত সম্পত্তির বিবরণ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই অবর-নিবন্ধক উক্ত জেলার নিবন্ধকের নিকট উক্ত দলিলের নকল, উক্ত দলিলে লিখিত এন্‌ডোর্সমেণ্ট ও সার্টিফিকেট কিছু থাকিলে তৎসহ, এবং উক্ত দলিলের সহিত ২১-ধারামতে কোন ম্যাপ বা প্ল্যান থাকিলে সেই ম্যাপ বা প্ল্যানের কপিসহ প্রেরণ করিবেন।

(২) উক্ত নিবন্ধক দলিলের নকল ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া উহা ১নং রেজিস্টার বহিতে ফাইল করিবেন ; এবং যে সকল উপ-জেলায় উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত সেই সকল উপ-জেলার অবর-নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধক মেমোরাণ্ডাম প্রেরণ করিবেন ; তখন অবর-নিবন্ধক উক্ত মেমোরাণ্ডাম ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ একই জেলার মধ্যে কোন সম্পত্তি যদি দুই বা ততোধিক উপ-জেলায় অবস্থিত হয়, তবে উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল কেবলমাত্র সেই সকল অবর-নিবন্ধকের অফিসে নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে যে অবর-নিবন্ধকের উপ-জেলায় দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির কিছু অংশও অবস্থিত। এরূপ ক্ষেত্রে যে অবর-নিবন্ধকের অফিসে দলিল প্রথম নিবন্ধীকৃত হয়, তাঁহার দায়িত্ব হইতেছে সেই দলিল সম্পর্কে মেমোরাণ্ডাম সরাসরি অন্যান্য সেই সকল অবর-নিবন্ধকের অফিসে প্রেরণ করা, যে সকল অবর-নিবন্ধকের উপ-জেলায় দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির কোন অংশও অবস্থিত ; মনে রাখিতে হইবে যে এই সকল অবর-নিবন্ধক একই জেলা-নিবন্ধকের অধীন। কিন্তু কোন দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলায় অবস্থিত হয়, তবে কোন জেলার যে অঞ্চলে দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত সেই অঞ্চলের জন্য নিয়োজিত অবর-নিবন্ধকের অফিসে দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে ; তখন সেই অবর-নিবন্ধকের দায়িত্ব হইবে সেই দলিলের অবিকল নকল ইত্যাদি অন্য জেলার নিবন্ধকের নিকট প্রেরণা করা ; অন্য জেলার নিবন্ধক তখন সেই কপিমূলে মেমোরাণ্ডাম তাঁহার অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকের অফিসে ফাইল করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

[ডি] নিবন্ধকের বিশেষ কর্তব্যকর্ম

ধারা ৬৬ ঃ (১) উইল ভিন্ন অন্য কোন দলিল নিবন্ধীকরণের সময় নিবন্ধকের

অধীনস্থ কোন অবর-নিবন্ধকের উপ-জেলাস্থিত সম্পত্তির বিবরণ উক্ত দলিলে থাকিলে সেই দলিল (নিবন্ধকের দ্বারা) নিবন্ধীকরণের সময় নিবন্ধক উক্ত দলিলের মেমোরাণ্ডাম তাঁহার অধীনস্থ উক্ত অবর-নিবন্ধকের অফিসে প্রেরণ করিবেন।

(২) কোন দলিলে ভিন্ন ভিন্ন জেলাস্থিত সম্পত্তির বিবরণ থাকিলে উক্ত দলিল যে নিবন্ধকের দ্বারা নিবন্ধীকৃত হইবে তিনি অন্য যে জেলায় দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির অংশ আছে সেই জেলার নিবন্ধকের নিকট উক্ত দলিলের নকল এবং ২১-ধারামতে ম্যাপ বা প্ল্যানের কপি—যদি অবশ্য দলিলের সহিত ম্যাপ বা প্ল্যান কিছু থাকে—প্রেরণ করিবেন।

(৩) ভিন্ন জেলার নিবন্ধক দলিলের নকল ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া উহা ১নং বহিতে ফাইল করিবেন ; এবং তাঁহার জেলাস্থিত যে সকল উপ-জেলায় দলিলের নকলে বর্ণিত সম্পত্তি অবস্থিত, সেই সকল উপ-জেলার অবর-নিবন্ধকের নিকট মেমোরাণ্ডাম প্রেরণ করিবেন।

(৪) অবর-নিবন্ধক উক্তরূপ মেমোরাণ্ডাম প্রাপ্ত হইয়া ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

ধারা ৬৭ : ৩০ ধারার (২)-উপধারামতে কোন দলিল নিবন্ধীকৃত হইলে এন্‌ডোর্সমেণ্ট এবং প্রমাণপত্র-সহ উক্ত দলিলের নকল সেই সকল নিবন্ধকের নিকট প্রেরিত হইবে যাঁহাদের জেলায় উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির অংশ অবস্থিত। নিবন্ধক নকল প্রাপ্ত হইয়া ৬৬-ধারার (১)-উপধারা মতে উক্ত নকল সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

দ্রষ্টব্য : ৩০-ধারার (২)-উপধারা মতে কেবলমাত্র কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ শহরের লেখ্য নিবন্ধকগণ (রেজিস্ট্রার অব্ অ্যাস্যুরেন্স্) ভারতের যে কোন অংশের সম্পত্তি সম্পাকত দলিল রেজিস্ট্রি করিতে পারেন। জেলা-নিবন্ধকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব জেলাস্থিত সম্পত্তির বর্ণনা দলিলে অন্ততঃপক্ষে সামান্যতম অংশ না থাকিলে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রি করিতে পারে না। জেলা-নিবন্ধক এবং লেখ্য-নিবন্ধকগণের মধ্যে পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য।

৬৪-ধারা হইতে ৬৭-ধারা পর্যন্ত রেজিস্টারিং অফিসারের বিশেষ কর্তব্য-কর্ম সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে ; কোন রেজিস্টারিং অফিসার কোন দলিল সম্পর্কে এই কয়টি ধারার প্রয়োগে ভুল করিলে তাহার জন্য দলিলখানির নিবন্ধীকরণ অসিদ্ধ হইবে না।

[ই] নিবন্ধক এবং মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে

ধারা ৬৮ : (১) জেলা নিবন্ধকের তত্ত্বাবধানে এবং অধীনে সেই জেলাস্থিত অবর-নিবন্ধকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব অফিসের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করিবেন।

(২) প্রত্যেক নিবন্ধক প্রয়োজন মনে করিলে অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকদিগকে অবর-নিবন্ধকদিগের কোন কর্ম সম্পর্কে অথবা কর্তব্যকর্মে অবহেলা বা ত্রুটি সম্পর্কে বর্তমান রেজিস্ট্রেসন আইন অনুযায়ী আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ; অবর-নিবন্ধকগণ ভুলক্রমে উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে কোন দলিল নিবন্ধীকরণের নিমিত্ত নকল না করিয়া অপর কোন বহিতে নকল করিয়া থাকেন তবে নিবন্ধক উক্ত বিচ্যুতি সংশোধনের আদেশ প্রদান করিতে পারেন ; কোন দলিল উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন অফিসে নিবন্ধীকৃত না হইয়া ভুলক্রমে অপর কোন অফিসে নিবন্ধীকৃত হইলে, নিবন্ধক উক্ত বিচ্যুতি সংশোধনের আদেশ প্রদান করিতে পারেন। (নিবন্ধক এই সকল আদেশ প্রদানের প্রাধিকার পাইয়াছেন সর্ব সময়ের জন্য,— কোন অভিযোগ বা নালিশ প্রাপ্ত হইবার শর্ত সাপেক্ষ নহে।)

ধারা ৬৯ : (১) মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক রাজ্য সরকারের অধীনস্থ সকল নিবন্ধীকরণ অফিস তত্ত্বাবধান করিবেন ; এবং নিবন্ধাকরণ আইনের সমঞ্জসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মাবলী মধ্যে মধ্যে প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে :—

(এ) বহি এবং দলিলপত্রের নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কে নিয়ম প্রণয়ন করিবেন ;

(বি) প্রতি জেলাতে কোন্ ভাষা সাধারণতঃ প্রচলিত সে সম্পর্কে (নিয়ম প্রণয়ন করিয়া) ঘোষণা করিবেন ;

(সি) ২১-ধারার জন্য কোন্ আঞ্চলিক বিভাগ স্বীকৃত হইবে সে সম্পর্কে (নিয়ম প্রণয়ন করিয়া) ঘোষণা করিবেন।

(ডি) ২৫ এবং ৩৪-ধারামতে প্রদেয় জরিমানার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে নিয়ম প্রণয়ন করিবেন।

(ই) ৬৩-ধারা অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসারদের উপর ন্যস্ত স্ববিবেকের (অর্থাৎ ডিস্‌ক্রিসানের) ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিয়ম রচনা করিবেন।

(এফ) দলিলের মেমোরাণ্ডা যে ফর্মে করিতে হইবে তাহা নিয়ম করিয়া নিধারণ করিবেন।

(জি) ৫১-ধারামতে নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকের দ্বারা তাঁহাদের অফিসে সে সকল বহি রক্ষিত হয় সেই সকল বহির প্রমাণীকরণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিয়ম রচনা করিবেন।

(জিজি) ৮৮-ধারার (২)-উপধারা মূলে দলিলাদি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিবার রীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া নিয়ম রচনা করিবেন।

(এইচ্) ১, ২, ৩ এবং ৪ নং ইন্ডেক্সে কোন্ কোন্ বিষয়ের বিবরণ থাকিবে সে সম্পর্কে (নিয়ম রচনা করিয়া) ঘোষণা করিবেন।

(আই) রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলিতে কোন্ কোন্ ছুটি পালিত হইবে সে সম্পর্কে (নিয়ম প্রণয়ন করিয়া) ঘোষণা করিবেন। এবং

(জে) সাধারণতঃ নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকদিগের কার্যবাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করিবেন।

(২) এই সকল বিষয়ে নিয়ম রচনা করিয়া রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে; অনুমোদন লাভের পর উক্ত নিয়মাবলী সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত হইবে; প্রকাশিত হইবার পর উক্ত নিয়মাবলী এই আইনের অধীনে রচিত হইয়াছে এইরূপ জ্ঞানে কার্যকরী হইবে।

ধারা ৭০ঃ মহানিবন্ধ পরিদর্শক স্ববিবেকে যথাযথ রেজিস্ট্রেসন ফিসের অতিরিক্ত ২৫ বা ৩৪-ধারামতে প্রদানযোগ্য জরিমানা সম্পূর্ণ বা আংশিক মকুব করিতে পারেন।

একাদশ [এ]অংশ—ফটোগ্রাফির দ্বারা দলিল নকলের সম্পর্কে

এই অংশটী কেবলমাত্র বোম্বাই রাজ্যে (বর্তমানে গুজরাট ও মহারাস্ট্রে) প্রচলিত বলিয়া এখানে লিখিত হইল না।

দ্বাদশ অংশ—দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে

ধারা ৭১ঃ (১) কোন অবর-নিবন্ধক কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে প্রয়োজন বোধ করিলে, একটী প্রত্যাখ্যানাদেশ দিবেন এবং ২নং বহিতে সেই প্রত্যাখ্যানাদেশের কারণ লিখিয়া রাখিবেন; আর সেই দলিলে 'নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত' (রেজিস্ট্রসন রিফিউস্‌ড্) এই কয়টি কথা লিখিয়া দিবেন। উক্ত দলিলের দাতা বা গ্রহীতার যে কেহ দরখাস্ত

দ্বারা প্রার্থনা করিলে উক্ত প্রত্যাখ্যানাদেশ সম্পর্কে লিখিত কারণের একটি নকল বিনাব্যয়ে এবং অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব না করিয়া প্রদান করা হইবে। অবশ্য ব্যতিক্রম এই যে যদি দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি অবর-নিবন্ধকের উপ-জেলাস্থিত না হয়, তাহা হইলে সেই দলিল উক্ত অবর-নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিলে, তিনি দলিলখানি লিখিতভাবে ৭১(১)-ধারা অনুসারে প্রত্যাখ্যান করিবেন না ; (এইরূপ ক্ষেত্রে অবর-নিবন্ধক দাখিলকারীকে দলিলখানি ফেরত দিয়া উপযুক্ত অফিসে দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ দিবেন মাত্র)।

(২) কোন দলিলে "নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত" এইরূপ লিখিত থাকিলে সেই দলিল, পরবর্তী বিধানানুসারে নিবন্ধীকরণের নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত, কোন রেজিস্টারিং অফিসার নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

দ্রষ্টব্য ঃ (ক) **মণিকা** বনাম **জিয়াবুদ্দিন** বিচারের রায়ে আদালত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে অবর-নিবন্ধক প্রত্যাখানাদেশ রেকর্ড না করিলে বা দলিলে 'নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত' এই আদেশ লিপিবদ্ধ না করিলেও ৭১-ধারার কার্যবাহ ব্যাহত হয় না ; অর্থাৎ অবর-নিবন্ধকের এই ত্রুটির জন্য ৭১-ধারার প্রয়োগ শিথিল হইবে না। সুতরাং, সমন জারি হওয়া সত্ত্বেও যদি সম্পাদনকারী নির্দিষ্ট দিনে অবর-নিবন্ধকের সমীপে উপস্থিত না হন, তাহা হইলে অবর-নিবন্ধক রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৫-ধারা মতে সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করিয়াছেন এই মর্মে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিবেন ; সেজন্য, দুই নম্বর রেজিস্টার বহিতে প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড করিবেন ; এবং প্রত্যাখ্যাত দলিলের পৃষ্ঠাদেশে 'নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত' আদেশ লিখিবেন। কিন্তু অবর-নিবন্ধক ভুলবশতঃ এইরূপ কার্যবাহ গ্রহণ না করিয়া যদি দলিলখানি দাখিলকারককে প্রত্যর্পণ করেন এবং দলিলের পৃষ্ঠাদেশে লেখেন 'দাখিল-কারকের অনুরোধে দলিলখানি প্রত্যর্পিত হইল' তবে তাঁহার এই ভুলের জন্য ৭১-ধারার কার্যবাহ ব্যাহত হইবে না ; অর্থাৎ, দলিলখানি যথাযথ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে এইরূপ গণ্য হইবে (**শিবরাম** বনাম **কৃষ্ণ**)। বিশদ আলোচনার জন্য ভৌমিকের রেজিস্ট্রেসন আইন, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬ দেখুন।

(খ) ৭১-ধারায় লিখিত হইয়াছে যে বিনা ব্যয়ে দাতা বা গ্রহীতা ২নং রেজিস্টার বহিতে লিখিত প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল পাইবেন। 'ব্যয়' অর্থে রেজিস্ট্রেসন আইনের দ্বারা ধার্য ফিস্-সংক্রান্ত 'ব্যয়' বুঝিতে হইবে। কিন্তু দাতা, গ্রহীতা ভিন্ন অপর কেহ উক্ত আদেশের জন্য নকল প্রার্থনা করিলে

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ টেবেলে বর্ণিত আর্টিকেল [এফ্] অনুসারে ফিস্ দিতে হইবে। এমন কি দাতা, গ্রহীতা প্রথমবার ভিন্ন দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি বারে উক্ত আদেশের জন্য নকলের প্রার্থনা করিলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

শ্রী ভৌমিক তাঁহার রেজিস্ট্রেসন আইন পুস্তকের ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে উপরিউক্ত প্রতি ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল ২৪ অনুসারে উক্ত আদেশ লইবার জন্য স্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু, সম্ভবতঃ বাংলা-রাজ্যের ক্ষেত্রে শ্রীভৌমিকের এই উক্তি সত্য নহে। ১৯২৮ সালের বেঙ্গল ম্যানুয়ালের ১৮০ প্যারাতে লিখিত আছে সত্য, যে স্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু ১৯৩০ সালের সরকারী নির্দেশে জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে **লিগাল্ রিমেম্-ব্রান্সারের** মতানুসারে ১৮০ প্যারা সংশোধিত হইয়াছে। লিগাল্ রিমেম্-ব্রান্সারের মতানুসারে প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল লইতে প্রথমবারে দাতা বা গ্রহীতাকে কোন স্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না। তবে, দাতা, গ্রহীতা ভিন্ন অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তি উক্ত আদেশের নকল প্রার্থনা করিলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ও স্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে (১৯৩১ সালের ২২শে এপ্রিল আদেশ দেখুন) [বেঙ্গল ম্যানুয়াল ১৯২৮ এবং উক্ত সংশোধন শ্লিপ আলোচনা করুন]। সুতরাং, হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টের ভিন্ন রুলিং ব্যতিরেকে পশ্চিমবংগে উক্ত আদেশের নকল লইবার জন্য কোন প্রকার স্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

তবে, এমন মতামত প্রকাশ করা বোধ হয় অমূলক হইবে না যে, পশ্চিমবংগ সরকারের উপরিউক্ত নির্দেশ স্ট্যাম্প আইনের নির্দেশ বিরোধী এবং অযৌক্তিক। স্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল ২৪ অনুসরণ করিলে যখন রেজিস্ট্রেসন আইনের কোন ধারার কার্যবাহ ব্যাহত হয় না, তখন স্ট্যাম্প আইনের নির্দেশ অমান্য করা যৌক্তিকতার পরিচায়ক নহে। চূড়ান্ত বিচারের ভার অবশ্য মাননীয় আদালতের।

(গ) 'নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত' এই আদেশ প্রদানের পর অবর-নিবন্ধক স্ব-ইচ্ছায় উক্ত দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন না। এইরূপ আদেশ লিখিত হইবার পর হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত অবর-নিবন্ধকের উপরিতন আধিকারিক নিবন্ধকের নিকট পার্টিকে আবেদন জানাইতে হইবে। এই বিষয়-সংক্রান্ত একটী জটিল প্রশ্নের আলোচনা করা যাইতে পারে। ধরুন, একখানি দলিলে অবর-নিবন্ধক 'ক' এবং অবর-নিবন্ধক 'খ' উভয়ের

এলাকাধীন সম্পত্তির হস্তান্তর সম্পর্কে লিখিত আছে; দলিলখানি প্রথমে অবর-নিবন্ধক 'ক'-এর অফিসে দাখিল হইল; কিন্তু তিনি দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। পার্টি যথারীতি নিবন্ধকের নিকট আবেদন জানাইলেন। নিবন্ধক দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। এখন প্রশ্ন, পার্টি কি অবর-নিবন্ধক 'খ'-এর অফিসে দলিলখানি দ্বিতীয়বার দাখিল করিতে পারেন? **পূর্ণ** বনাম **কিরণ** বিচারের রায়ে কলিকাতা হাইকোর্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পার্টিকে অবর-নিবন্ধক 'ক'-এর অফিসেই দলিলখানি দ্বিতীয়বার দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু শ্রী ভৌমিক ভিন্নমত পোষণ করেন; কয়েকটি যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে পার্টির উক্ত যে কোন অফিসে দ্বিতীয়বার দলিল দাখিল করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। [ভৌমিক—রেজিস্ট্রেসন—পৃষ্ঠা ২২৬-২২৮] আমাদের মনে হয় শ্রী ভৌমিক আইনের প্রায়োগিক দিকটি যথাযথ বিবেচনা করেন নাই। লিখিত আইন হইতে যুক্তির মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা অনবদ্য হইলেও প্রয়োগে উহা অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করিবে। ইহা ব্যতীত, যেমন, দ্বিতীয়বার দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য শুধুমাত্র যে অবর-নিবন্ধক 'খ'-এর অফিসে দাখিল করা যাইবে তাহা নহে; পশ্চিমবংগের যে কোন জেলা, নিবন্ধক, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এর যে কোন অ্যাস্যুর‍্যান্স্ অফিসেও, শ্রী ভৌমিকের ব্যাখ্যানুসারে, দাখিল করা যাইতে পারে। লিখিত আইনকে প্রশাসনিক দিক হইতে কেমন করিয়া প্রয়োগ করা সম্ভব হইবে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, ৭২ এবং ৭৩-ধারা অনুধাবন করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, যে অবর-নিবন্ধক দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কেবলমাত্র সেই অবর-নিবন্ধকের উপরিতন নিবন্ধকের নিকট আপীল বা আবেদন করা যাইতে পারে। বিপরীত কার্যবাহে স্বাধীনতার দাবী কেন?

তৃতীয়তঃ, রেজিস্ট্রেসন আইনের কার্যবাহ এই ক্ষেত্রে কতখানি বিচার-কার্যক্রম বা কতখানি প্রশাসনিক কার্যবাহ সে সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হইলে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর সম্ভব নয় মনে করি।

ধারা ৭২ঃ (১) সম্পাদন অস্বীকার হেতু (কোন দলিলের সম্পাদন অস্বীকৃত হইলে সেই দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইবে) প্রত্যাখান ব্যতীত

কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ (এই নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক বা ঐচ্ছিক—যাহাই হউক না কেন) অন্য যে কোন কারণে প্রত্যাখান করা হইলে, অবর-নিবন্ধকের ঐরূপ আদেশের বিরুদ্ধে প্রত্যাখানাদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত অবর-নিবন্ধকের উর্ধতন জেলা-নিবন্ধকের নিকট আপীল করা যাইবে।

(২) নিবন্ধক দলিলখানি নিবন্ধীকরণের আদেশ প্রদান করিলে এবং আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত দলিল অবর-নিবন্ধকের নিকট যদি যথাযথ ভাবে দাখিল করা হয়, তবে অবর-নিবন্ধক যতদূর সম্ভব ৫৮, ৫৯ ও ৬০ ধারার কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিয়া দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন। এইরূপ নিবন্ধীকরণ প্রথম দাখিলের তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ যদি দলিলের সম্পাদনকারী উক্ত দলিলের সম্পাদন রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই দলিলের নিবন্ধীকরণ রেজিস্টারিং অফিসার প্রত্যাখ্যান করিবেন ; এইরূপ সম্পাদন অস্বীকার হেতু প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাইতে হইলে ৭৩-ধারা মতে নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। আমরা জানি আরো অনেক কারণে কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে ; এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিকার পাইতে হইলে ৭২-ধারা মতে 'আপীল' করিতে হয়। 'আপীল' এবং 'আবেদনের' (দরখাস্তের দ্বারা) পার্থক্য লক্ষণীয়।

দলিলের দাতা বা গ্রহীতা প্রয়োজনানুসারে আপীল করিতে পারে ; সম্ভবতঃ দাতা বা গ্রহীতার প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা নিযুক্তকও আপীল করিতে পারে।

৭২-ধারা মতে আপীল এবং ৭৩-ধারা মতে দরখাস্ত নিবন্ধকের নিকট প্রত্যাখ্যানাদেশের একটি কপি এবং প্রত্যাখ্যাত মূল দলিলসহ লিখিতভাবে করিতে হইবে।

আপীল বা দরখাস্ত ডাকযোগে নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা যায় কিনা, —সে সম্পর্কে একাধিক মত পাওয়া যায়। বিচারালয়ের কোন রায়ে স্বীকৃত হইয়াছে যে আপীল বা দরখাস্ত ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইতে পারে ; কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাহিক আজ্ঞায় বলা হইয়াছে যে আপীল বা দরখাস্ত ব্যক্তিগতভাবে নিবন্ধকের নিকট দাখিল করিতে হইবে ; অন্যথা, প্রেরিত আপীল বা দরখাস্ত সম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না। সুতরাং, ব্যক্তিগতভাবেই আপীল বা দরখাস্ত করা বিধেয়।

অবশ্য, যদি কোন ব্যক্তি ভুলক্রমে 'দরখাস্ত'কে 'আপীল' নামে অভিহিত করিয়া, অথবা আপীলকে দরখাস্ত নামে অভিহিত করিয়া নিবন্ধকের নিকট উহা পেশ করেন তাহা হইলে ঐরূপ দরখাস্ত বা আপীল অগ্রাহ্য হইবে না।

৭২, ৭৩ এবং ৭৭-ধারার জন্য ত্রিশ দিন গণনা করা হইবে সেই দিন হইতে যেদিন ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে পার্টিকে সংবাদ প্রদান করা হয়। কিন্তু অবর-নিবন্ধক প্রত্যাখ্যানাদেশের কপি প্রদান করিতে যে সময় ব্যয় করেন তাহা উক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে ধরিতে হইবে। সেইজন্য, প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে লিখিত কারণের কপি অযথা বিলম্ব না করিয়া প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে।

দরখাস্ত বা আপীল ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পরে পেশ করিলে, নিবন্ধক কোন প্রকার অনুসন্ধান না করিয়াই উক্ত দরখাস্ত বা আপীল অগ্রাহ্য করিবেন। নিবন্ধকের আদেশ যথার্থ হইলে ৭৭-ধারা অনুসারে আদালতে কোন কেস করা চলিবে না।

আপীলে কোর্ট-ফি স্ট্যাম্প লাগে ; কিন্তু দরখাস্তে উহার প্রয়োজন হয় না।

৭২-ধারা অনুসারে জেলা-নিবন্ধকের নিকট আপীল চলে ; কিন্তু সেজন্য জেলা-নিবন্ধকের অফিস আদালতরূপে গণ্য হইবে না এবং তিনি কোন সাক্ষীকে তাঁহার সমীপে হাজির হইতে বাধ্য করিতে পারেন না। ৭২-ধারা হইতে ৭৫ (৪)-ধারার পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। ৭৫ (৪)-ধারার নির্দেশানুসারে নিবন্ধক কোন সাক্ষীকে তাঁহার সমীপে হাজির হইতে বাধ্য করিতে পারেন। তবে, ৭২-ধারার কার্যক্রমে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষ্য ইত্যাদি প্রদান করে তবে নিবন্ধক তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, ৭২-ধারায় জেলা-নিবন্ধককে নিতান্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। তিনি কেবলমাত্র অনুসন্ধান করিবেন : কেন সম্পাদনকারী নির্দিষ্ট সময় মধ্যে (সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাস) অবর-নিবন্ধকের সমীপে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নিবন্ধকের চূড়ান্ত ক্ষমতা হইতেছে এই যে তিনি দলিলখানির নিবন্ধীকরণের আদেশ দিতে পারেন, অথবা নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

ধারা ৭৩ : (১) কোন দলিলের সম্পাদনকারী বা সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি, বা অ্যাসাইন উক্ত দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করিলে, অবর-নিবন্ধক সম্পাদন অস্বীকার করিবার কারণে উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) প্রত্যাখ্যান করিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, উক্ত দলিলের গ্রহীতা বা

গ্রহীতার প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা নিযুক্তক দলিলখানির নিবন্ধীকরণের জন্য উক্ত অবর-নিবন্ধকের উপরিতন নিবন্ধকের নিকট অবর-নিবন্ধক কর্তৃক দলিলখানি প্রত্যাখ্যাত হইবার পর হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিতে পারেন।

(২) এইরূপ দরখাস্ত লিখিতভাবে করিতে হইবে; ৭১-ধারা অনুসারে লিখিত প্রত্যাখ্যানাদেশের কপি উক্ত দরখাস্তের সহিত দিতে হইবে। আরজির সত্য-পাঠ যেমন প্রচলিত বিধি অনুসারে প্রতিপাদিত হয়, এই দরখাস্তের সত্য-পাঠও দরখাস্তকারীর দ্বারা অনুরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ সম্পাদনকারী এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু নিযুক্তক পারেন না। তবে গ্রহীতা, বা তাঁহার প্রতিনিধি, অ্যাসাইন, বা নিযুক্তক দরখাস্ত করিতে পারেন। অবর-নিবন্ধকের প্রত্যাখ্যানাদেশ এরূপ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ৩৫-ধারার ৩(এ) বা ৩(সি) উপধারা অনুসারে হইবে।

ধারা ৭৪ ঃ ৭৩-ধারার ক্ষেত্রে এবং যে ক্ষেত্রে নিবন্ধকের সমীপে দাখিলীকৃত দলিলের সম্পাদন অস্বীকৃত হয় সেই সকল ক্ষেত্রে নিবন্ধক যত শীঘ্র সম্ভব নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন :—

(এ) দলিলখানি সম্পাদিত হইয়াছে কিনা ;

(বি) দলিলখানি রেজিস্ট্রেসনের যোগ্য করিবার জন্য দরখাস্তকারী বা দলিল-দাখিলকারী প্রচলিত বিধির শর্তগুলি পালন করিয়াছেন কিনা।

দ্রষ্টব্য ঃ প্রচলিত বিধি অর্থে বর্তমান রেজিস্ট্রেসন আইনের বিধি বুঝিতে হইবে।

'সম্পাদন' প্রমাণ করিতে হইলে সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন।

ধারা ৭৫ ঃ (১) যদি দলিলখানির সম্পাদন প্রমাণিত হয় এবং যদি আইনের প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পালিত হয়, তাহা হইলে নিবন্ধক উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসন) আদেশ দিবেন।

(২) উপরিউক্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দলিলখানি যথাযথ দাখিল করা হইলে ৫৮, ৫৯ এবং ৬০-ধারার বিধানগুলি যথাসম্ভব পালন করিয়া রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন।

(৩) প্রথম যে সময় দলিলখানি যথাযথ দাখিল করা হইয়াছিল সেই সময় হইতে উক্ত দলিলের রেজিস্ট্রেসন কার্যকরী হইবে।

(৪) দেওয়ানী আদালতের ন্যায় নিবন্ধক ৭৪-ধারা অনুসারে অনুসন্ধানের জন্য সাক্ষীগণের উপস্থিতি তলব এবং বাধ্য করিতে পারেন; (এবং দেওয়ানী আদালতের ন্যায়) তিনি সাক্ষীদিগকে সাক্ষ্য প্রদান করিতে বাধ্য করিতে পারেন; উপরিউক্ত অনুসন্ধান কার্যের জন্য কাহাকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে, সে সম্পর্কে নিবন্ধক নির্দেশ দিতে পারেন; এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার অধীনে কোন মামলায় যেমন মামলার ব্যয় আদায় হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ আদায় হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ 'দেওয়ানী আদালতের ন্যায়' এইরূপ লিখিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে নিবন্ধক দেওয়ানী আদালত নহে।

৭৫-ধারার কার্যক্রমে অবর-নিবন্ধক যখন পুনরায় দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন তখন সম্পাদনকারীর সম্মতির জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না। এক্ষেত্রে তিনি নিবন্ধকের 'আদেশ' মান্য করিবেন মাত্র। সুতরাং, দ্বিতীয়বার ৩২-ধারার নিয়মানুসারে দলিলখানি দাখিল করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একথাও স্বীকার্য যে দ্বিতীয়বার যথাযথ দলিলখানি ৩২-ধারা অনুসারে দাখিল না করিয়া, অবর-নিবন্ধককে নিবন্ধকের আদেশ দেখাইয়া রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য করা যায় না; তবে, **ছোটি** বনাম **কলেক্‌টর** বিচারের রায়ে লর্ড বাক্‌মাস্টার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে যখন সম্পাদন প্রমাণিত হইয়াছে এবং প্রথমবারে যথাযথ দলিলখানি দাখিল হইয়াছিল, তখন দ্বিতীয়বার ৩২-ধাবা মতে যথাযথ দাখিল করিবার কোন প্রয়োজন নাই। **লক্ষণীয়, অবর-নিবন্ধকের দ্বিতীয়বার দলিলখানি দাখিল লইবার ক্ষমতা আছে; এবং নিবন্ধকের ৭৫-ধারার 'আদেশ' সে ক্ষমতা হরণ করিতে পারে নাই।**

৭৭-ধারার অন্তর্গত **অম্বা**-বনাম **শ্রীনিবাস** বিচারের রায়ে আদালত নির্দেশ দিয়াছিলেন যে ত্রিশ দিনের মধ্যে পুনরায় দলিলখানি দাখিল করা হইলে অবর-নিবন্ধক দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন; দ্বিতীয়বার দলিলখানি একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ ৩২-ধারানুসারে নহে) অবর-নিবন্ধকের নিকট দাখিল করায় দলিলখানির নিবন্ধীকরণ বিচারে নাকচ হইয়া যায়।

ধারা ৭৬ঃ (১) কোন নিবন্ধক, (এ) দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি তাঁহার জেলাস্থিত নহে অথবা দলিলখানি কোন অবর-নিবন্ধকের অফিসে রেজিস্ট্রী করা উচিত—এই দুইটী কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ

(রেজিস্ট্রেসন) প্রত্যাখান করিলে অথবা (বি) ৭২ বা ৭৫-ধারা অনুসারে কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে, তিনি ঐরূপ প্রত্যাখানের কারণ ২নং বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন। এবং দলিলের দাতা বা গ্রহীতা যে কেহ দরখাস্ত করিলে তিনি অহেতুক বিলম্ব না করিয়া উক্ত লিখিত কারণের একটী নকল প্রদান করিবেন।

(২) এই ধারা (অর্থাৎ ৭৬-ধারা) এবং ৭২-ধারা মূলে নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিবে না।

দ্রষ্টব্য : ৭১ (১)-ধারা মতে যেমন অবর-নিবন্ধকদিগকে দলিলের পৃষ্ঠায় "নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত" এই কথা দুইটী লিখিতে হয়, ৭৬-ধারা মতে নিবন্ধক-দিগকে দলিলে এইরূপ লিখিবার কোন স্পষ্ট ব্যবস্থা নাই; আইনের এই অস্পষ্টতা প্রণিধানযোগ্য।

ধারা ৭৭ : যে ক্ষেত্রে নিবন্ধক ৭২ এবং ৭৬-ধারা অনুসারে দলিল রেজিস্ট্রী করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, এইরূপ দলিলের গ্রহীতা এবং গ্রহীতার প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা নিযুক্তক নিবন্ধক দ্বারা উক্ত আদেশদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমা রুজু করিবেন যে আদালতের আদিম ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমার মধ্যে সেই রেজিস্ট্রেসন অফিস অবস্থিত যেখানে দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। মামলাটি দায়ের করা হইবে সেইরূপ ডিক্রী লাভের প্রত্যাশায় যাহাতে নির্দেশ প্রদান করা থাকিবে যে ডিক্রী প্রদানের পর হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দলিলখানি উক্ত রেজিস্ট্রেসন অফিসে যথারীতি দাখিল করিলে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ যেন সম্পন্ন করা হয়।

(২) উক্ত ডিক্রী অনুসারে কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা হইলে সেই দলিলের ক্ষেত্রে ৭৫-ধারার (২) এবং (৩) উপধারা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে প্রযোজ্য হইবে। এবং এই আইনে (রেজিস্ট্রেসন আইনে) অপর কিছু সন্নিবেশিত থাকিলেও এইরূপ মকদ্দমায় সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য দলিলখানি গ্রহণযোগ্য হইবে।

দ্রষ্টব্য : (ক) ৭২ হইতে ৭৭-ধারা পর্যন্ত লিখিত হইয়াছে কেমন করিয়া একখানি প্রত্যাখ্যাত দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। পুনরায় নিবন্ধীকরণের আদেশ হওয়া সত্ত্বেও কি অবর-নিবন্ধক উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ পুনরায় প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন? পার্টি রেজিস্ট্রেসন

আইনে নির্দেশিত নিয়মগুলির যে কোন একটি পালন করিতে বিচ্যুত হইলে, অবর-নিবন্ধক পুনরায় দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন।

(খ) ৭৫ বা ৭৭-ধারার কার্যক্রমানুসারে কোন দলিল নিবন্ধীকৃত হইলে সেই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে এবং প্রথমবার যখন যথাযথ দাখিল করা হইয়াছিল সেই সময় হইতে কার্যকরী হইবে, ৭৫ বা ৭৭-ধারার কার্যক্রমে যেদিন বাধ্যতামূলক ভাবে রেজিস্ট্রী হইল সেইদিন হইতে নহে। এক্ষেত্রে ৪৭-ধারার প্রয়োগ বিধেয় নহে।

ত্রয়োদশ অংশ—রেজিস্ট্রেসন তল্লাস এবং নকলের ফিস্ সম্পর্কে

ধারা ৭৮ : রাজ্য সরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রদেয় ফিসের একটি তালিকা বা সারণী প্রণয়ন করিবেন :—

(এ) দলিল নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য প্রদেয় ফিসের তালিকা ;

(বি) রেজিস্টার বহি তল্লাস করিবার জন্য প্রদেয় ফিসের তালিকা ;

(সি) কোন দলিলের, কোন লিখিত এন্ট্রির, অথবা কোন লিখিত কারণের নকল প্রদান করিবার জন্য প্রদেয় ফিসের তালিকা ; এবং রাজ্য সরকার

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রদেয় অতিরিক্ত ফিসের একটী সারণী প্রণয়ন করিবেন :—

(ডি) ৩০-ধারা-মূলে রেজিস্ট্রেসনের জন্য ;

(ই) কমিশন ইস্যু করিবার জন্য ;

(এফ্) অনুবাদ ফাইল করিবার জন্য ;

(জি) কাহারো ব্যক্তিগত আবাসে উপস্থিতির জন্য ;

(এইচ্) দলিল নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য এবং দলিল ফেরত দিবার জন্য ; এবং

(আই) এই আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ফিসের তালিকা প্রণয়ন করিবেন।

দ্রষ্টব্য : রাজ্য সরকার মধ্যে মধ্যে ফিসের তালিকা পরিবর্তন করিতে পারেন।

ধারা ৭৯ : উক্ত প্রদেয় ফিসের তালিকা সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত হইবে ; ঐ ফিস-তালিকার একটি কপি ইংরাজীতে এবং আর একটি কপি

জেলাস্থিত ভাষায় প্রতি রেজিস্ট্রেসন অফিসে জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরে রক্ষিত থাকিবে।

ধারা ৮০ : এই আইনমূলে দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য প্রদেয় ফিসাদি দলিল দাখিলের সময় প্রদান করিতে হইবে।

[১৯৪২ সালের বংগীয় টাউট আইন-৫এর ৯-ধারা মূলে নিম্নলিখিতগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

ত্রয়োদশ [এ] অংশ—টাউটদিগের সম্পর্কে

ধারা ৮০ [এ] : (১) প্রত্যেক জেলা নিবন্ধক তাঁহার নিজস্ব অফিসের জন্য ও তাঁহার অধীনস্থ অফিসগুলির জন্য এবং প্রত্যেক মহকুমা শাসক তাঁহার এলাকাধীন রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলির জন্য যে সকল ব্যক্তির সম্পর্কে স্বয়ং বা ৮০ [বি]-ধারা মূলে অবর-নিবন্ধকের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে এই মর্মে যথেষ্ট প্রমাণ পান যে ঐ সকল ব্যক্তি টাউটের কর্মে লিপ্ত, তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তির নামের তালিকা প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন ; এই তালিকা প্রয়োজনানুসারে তাঁহারা পরিবর্তনও করিতে পারেন।

(২) কোন ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্তিকরণের পূর্বে সেই ব্যক্তিকে তাঁহার নাম তালিকাভুক্তিকরণের বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) এই ধারা মূলে মহকুমা শাসক প্রণীত তালিকায় কোন ব্যক্তির নাম সন্নিবেশিত হইলে সেই ব্যক্তি তালিকায় নাম প্রকাশের পর হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই জেলার নিবন্ধকের নিকট তাঁহার নাম তালিকা হইতে অপসারণ করিবার জন্য লিখিতভাবে দরখাস্ত করিতে পারেন ; নিবন্ধক প্রয়োজনানুসারে অনুসন্ধান করিয়া যেরূপ আদেশ দিবেন তাহাই চূড়ান্ত আদেশরূপে গণ্য হইবে।

ধারা ৮০ [বি] : কোন ব্যক্তিকে টাউটরূপে সন্দেহ করিলে তাহার বিরুদ্ধে জেলা নিবন্ধক অথবা মহকুমা শাসক তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকাধীন অবর-নিবন্ধকের নিকট অনুসন্ধান করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন ; উল্লিখিত ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে অবর-নিবন্ধক অনুসন্ধান করিবেন ; ৮০ [এ] (২) উপধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বপক্ষে বলিবার সুযোগ দিবেন। এইরূপে অনুসন্ধান করিবার পর অবর-নিবন্ধক যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে টাউট-

রূপে স্থির করেন তাহা হইলে সেই মর্মে উপযুক্ত প্রাধিকারীর (অথরিটি অর্থাৎ, নিবন্ধক বা মহকুমা শাসক) নিকট রিপোর্ট করিবেন। এবং এই রিপোর্টের বলে উক্ত প্রাধিকারী টাউটের তালিকায় উক্ত ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন। অবশ্য, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম টাউট তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্বেই যদি সেই ব্যক্তি উক্ত প্রাধিকারীর নিকট তাহার বক্তব্য পেশ করিতে চাহে, তাহা হইলে প্রাধিকারী উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য শুনিবেন।

ধারা ৮০ [সি] : প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে উক্ত অফিসের এলাকাস্থিত টাউটের একটি তালিকা ঝুলানো থাকিবে।

ধারা ৮০ [ডি] : রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্ট্রেসন অফিসের সীমার মধ্যে তালিকাভুক্ত টাউটদিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন।

ধারা ৮০ [ই] : রেজিস্টারিং অফিসারের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ৮০ [ডি] ধারা-মূলে বহিষ্কৃত ব্যক্তির কেহ রেজিস্ট্রেসন অফিসের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই ব্যক্তিকে ৮২ [এ] ধারা অনুসারে শাস্তির জন্য টাউটরূপে গণ্য করা হইবে। অবশ্য, এই ধারা সেই সকল টাউট ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যাঁহারা নিবন্ধীকরণের জন্য আনীত কোন দলিলের পার্টি, অথবা যাঁহারা রেজিস্টারিং অফিসার দ্বারা আহূত হইয়াছেন।

ধারা ৮০ [এফ্] : (১) রেজিস্টারিং অফিসার লিখিত আদেশদানের দ্বারা রেজিস্ট্রেসন অফিসের সীমার মধ্যে অনধিকার প্রবেশকারী টাউটকে গ্রেপ্তার করাইয়া তাঁহার সম্মুখে হাজর করাইতে পারেন।

(২) টাউট তাঁহার দোষ স্বীকার করিলে ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৮০ এবং ৪৮১ ধারা-মূলে তাহার বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে। ধৃত টাউট যদি তাহার দোষ স্বীকার না করে তবে উক্ত ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৮২ ধারা-মূলে তাহার বিচার হইবে।

(৩) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার ৪৮০, ৪৮১ এবং ৪৮২-ধারার ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার দেওয়ানী আদালতরূপে গণ্য।

ত্রয়োদশ [বি] অংশ—দলিল-লেখকদিগের সম্পর্কে

ধারা ৮০ [জি] : (১) মহানিবন্ধ পরিদর্শক এই আইনের অধীনে মধ্যে মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন :

(এ) কি প্রকারে এবং কোন্ কোন্ শর্তে দলিল-লেখকদিগকে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

(বি) লাইসেন্স করিবার জন্য কোন ফিস্ দিতে হইলে, ফিসের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। এবং

(সি) যে সকল দলিল-লেখক বিনা লাইসেন্সে রেজিস্ট্রেসন অফিস সীমার বাহিরে দলিলাদি লিখিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে এই আইনের অধীনে টাউট-রূপে গণ্য করিবার শর্তাবলী মহানিবন্ধ পরিদর্শক ঘোষণা করিবেন।

(২) এইরূপে নিয়মাবলী প্রণীত হইবার পর উহা রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হইবে; উক্ত নিয়মাবলী অনুমোদিত হইলে উহা সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত হইবে; তখন উহা এই আইনের অংশরূপে গণ্য হইবে।

চতুর্দশ অংশ—শাস্তিবিধান সম্পর্কে

ধারা ৮১: এই আইনের অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার এবং এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহারা দলিল এন্ডোর্স, নকল, অনুবাদ বা রেজিস্ট্রী করেন—(তাঁহারা) যদি দাখিলীকৃত বা আমানতকৃত দলিল জ্ঞানতঃ অশুদ্ধভাবে এনডোর্স, নকল, অনুবাদ, বা রেজিস্ট্রী করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধী ব্যক্তি জ্ঞানতঃ বা স্বেচ্ছায় অন্যায় কার্য করিবার জন্য ভারতীয় দণ্ড সংহিতায় 'ক্ষতি' শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে সেইরূপ ক্ষতি সাধন করিবার জন্য শাস্তি পাইবেন। এই শাস্তির ফলে সাত বৎসর পর্যন্ত কারাবাস হইতে পারে, অথবা জরিমানা হইতে পারে, অথবা উভয় প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য: দণ্ড সংহিতার ৪৪-ধারায় 'ক্ষতি' অর্থে বেআইনীভাবে কাহারো দেহে, মনে, সুনামে অথবা সম্পত্তিতে অনিষ্ট করা বলা হইয়াছে। নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত কোন কার্য স্বেচ্ছায় বা জ্ঞানতঃ অশুদ্ধভাবে সম্পাদন করিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে। এই দণ্ড বিচারালয়ের দ্বারা নিয়মিত বিচার মারফৎ প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অপরাধ প্রমাণ করিতে হইলে যথারীতি সাক্ষী প্রভৃতির প্রয়োজন হইবে।

ধারা ৮২: (এ) এই আইন নির্বাহের কালে, অথবা এই আইন-মূলে কোন

কার্যবাহ বা অনুসন্ধানের কালে কোন আধিকারিকের সমীপে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় **মিথ্যা বিবরণ—**শপথ গ্রহণে বা বিনা শপথ গ্রহণে, বিবরণ লিপিবদ্ধ হউক বা না হউক—প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

(বি) কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রেজিষ্টারিং অফিসারকে ১৯ অথবা ২১-ধারার কার্যবাহ কালে কোন দলিলের মিথ্যা নকল বা মিথ্যা অনুবাদ অথবা ম্যাপ বা প্ল্যানের কোন মিথ্যা কপি প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

(সি) নিজেকে অপর এক ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান করিয়া কোন ব্যক্তি দলিল দাখিল করিলে, কোন স্বীকৃতি বা এজাহার প্রদান করিলে, অথবা কোন সমনের বা কমিশনের ব্যবস্থা করাইলে অথবা এই আইন-মূলে কোন অনুসন্ধানের বা কার্যবাহের ক্ষেত্রে কোন কার্য করিলে সেই ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন। অথবা

(ডি) কোন ব্যক্তি, এই আইনে শাস্তিযোগ্য, কোন কার্য করিতে প্রোৎসাহিত করিলে সেই ব্যক্তি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন।

উপরিউক্ত সকল ক্ষেত্রেই দণ্ডের পরিমাণ সাত বৎসর পর্যন্ত কারাবাস হইতে পারে, অথবা জরিমানা হইতে পারে, অথবা উভয়ই হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য : 'মিথ্যা বিবরণ' বিশেষ সীমিত অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে; **এই আইনের নির্দেশানুসারে কার্যনির্বাহ কালে** কোন আধিকারিকের সমীপে যদি কেহ **ইচ্ছাকৃত** 'মিথ্যা বিবরণ' প্রদান করেন, তবেই আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন (**সম্রাজ্ঞী** বনাম **জগৎ**; ভৌমিক পৃঃ ২৫৩)। অবর-নিবন্ধক কেবলমাত্র দলিলের সম্পাদন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারেন; সুতরাং, অন্য বিষয়ে অবর-নিবন্ধকের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা নাই; এবং এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বিবরণের জন্য কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করা যাইবে না। মনে করুন, কোন অবর-নিবন্ধকের নিকট এমন একখানি দলিল দাখিল করা হইল, যে দলিল উক্ত অবর-নিবন্ধকের আইনতঃ রেজিস্ট্রী করিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকায় অবর-নিবন্ধক পার্টিকে প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে পার্টি মিথ্যা বিবরণ প্রদান করিতেছে, এরূপ ক্ষেত্রে মিথ্যা বিবরণের জন্য কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা করা অবর-নিবন্ধকের পক্ষে সম্ভব নয়।

[১৯৪২ সালের বংগীয় আইন ৫এর ১০-ধারা মূলে নিম্নলিখিত ধারাটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।]

ধারা ৮২ [এ] : এই আইন-মূলে রচিত টাউট-তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি টাউটের ন্যায় কাজ করিলে দণ্ডনীয় হইবেন ; এই দণ্ড তিন মাস পর্যন্ত কারাবাস হইতে পারে, অথবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে, অথবা উভয়ই হইতে পারে।

ধারা ৮৩ : (১) নিজস্ব অফিসিয়াল পদে আসীন থাকা কালীন কোন রেজিস্টারিং অফিসারের জানিতে এই আইনঘটিত যে কোন অপরাধের জন্য অভিযোগ বা প্রসিকিউসান মহানিবন্ধ পরিদর্শক, নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধক যাঁহার এলাকায় এই অপরাধ করা হইয়াছে তাঁহার অনুমতিক্রমে আনয়ন করা যাইতে পারে ; এইরূপ অভিযোগ মহানিবন্ধ পরিদর্শক, নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকও স্বয়ং আনয়ন করিতে পারেন।

(২) অন্ততঃপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত বা আধিকারিকের দ্বারা এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিচার্য হইবে।

দ্রষ্টব্য : ৮৩(১) উপধারা মতে অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ করিতে পারেন বেসরকারী ব্যক্তি বা এই আইন-মূলে নিযুক্ত কোন অবর-নিবন্ধক, নিবন্ধক, বা মহানিবন্ধ পরিদর্শক ; বেসরকারী কোন ব্যক্তিকে এই ধারা-মূলে অভিযোগ আনয়ন করিতে হইলে প্রথমতঃ মহানিবন্ধ পরিদর্শক, নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ, বেসরকারী ব্যক্তি যে অপরাধ সম্পর্কে অভিযোগ আনয়ন করিবেন সে অপরাধ সম্পর্কে কোন রেজিস্টারিং অফিসার যেন ওয়াকিবহাল থাকেন ; অর্থাৎ রেজিস্টারিং অফিসারের অজ্ঞাতে এই আইনঘটিত কোন অপরাধ করা হইলে সে সম্পর্কে এই ধারা অনুসারে কোন কেস্ করা চলিবে না। মকদ্দমা রুজু করিবাব অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে হাইকোর্ট একমত নহে ; অধিকাংশ হাইকোর্টের মতে পুলিশ বা বেসরকারী ব্যক্তিকে অভিযোগ আনয়ন করিতে এই ধারার শর্ত মানিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু এলাহাবাদ ও রেঙ্গুন হাইকোর্ট বিপরীত মত পোষণ করেন।

ধারা ৮৪ : (১) এই আইনের অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরূপে গণ্য হইবে।

(২) রেজিস্টারিং অফিসারের প্রয়োজনে প্রত্যেক ব্যক্তি রেজিস্টারিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংবাদ দান করিতে আইনতঃ বাধ্য থাকিবে।

(৩) এই আইনের অধীনস্থ কার্যবাহ ভারতীয় দণ্ডসংহিতার ২২৮-ধারায় বর্ণিত "বিচারিক কার্যবাহ" প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্রষ্টব্য : ৮৪ (২) উপধারা হইতে আমরা জানিতে পারি যে রেজিস্টারিং অফিসারের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা বাধ্যতামূলক ; যে কোন ব্যক্তিকে তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন ; কোন ব্যক্তি সংবাদ পরিবেশন করিতে অস্বীকার করিলে তিনি আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবেন। ৮৪ (২) উপধারা অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি সংবাদ পরিবেশন করিতে বাধ্য। অর্থাৎ, সংবাদ পরিবেশন না করিলে দণ্ড সংহিতার ১৭৫-ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। তবে, প্রত্যেক 'ব্যক্তি' অর্থে যে সকল ব্যক্তি অফিসে উপস্থিত বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, লক্ষণীয়, সংবাদ (ইন্‌ফরমেশন), পরিবেশন করিতে বাধ্য—সাক্ষ্য (এভিডেন্‌স) নহে। কখন সংবাদ পরিবেশন করিতে বাধ্য ? সম্ভবতঃ, দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য যেদিন প্রথম অবর-নিবন্ধকের নিকট দাখিল করা হয়, নিবন্ধীকরণের দিন ব্যতীত পরবর্তীকালে সংবাদ পরিবেশন করিতে পার্টি বাধ্য নাও হইতে পারে। ধরুন, রেজিস্টারিং অফিসার সন্দেহ করিলেন যে অফিসে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহিতে কোন দলিলের নকল ট্যাম্‌পার করা হইয়াছে। রেজিস্টারিং অফিসার সন্দেহ অপনোদনের জন্য পার্টিকে মূল দলিলখানি তাঁহার নিকট হাজির করিতে বাধ্য করিতে পারেন না। অর্থাৎ, এরূপ ক্ষেত্রে ৮৪-ধারার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পার্টিকে দণ্ড সংহিতার ১৭৫-ধারা অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন না—(**ফুলচাঁদ ব্রজবাসী প্রসংগে বিচারের রায়**)।

রেজিস্টারিং অফিসার আদালত নহে। কেবলমাত্র দণ্ড সংহিতার ২২৮-ধারার জন্য রেজিস্টারিং অফিসারের কার্যবাহ বিচারিক কার্যবাহরূপে গণ্য হইবে; দণ্ড সংহিতার ২২৮-ধারাতে বিচারিক কার্যবাহে নিযুক্ত কোন অফিসারকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে অপমান বা তাঁহার কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি সম্পর্কে লিখিত আছে।

পঞ্চদশ অংশ—বিবিধ

ধারা ৮৫ : উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল রেজিস্ট্রেসন অফিসে দুই বৎসরের অধিককাল বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে তাহা বিনষ্ট করা যাইতে পারে।

দ্রষ্টব্য : উইল কখনই বিনষ্ট করা হয় না : অন্যান্য দলিল বিনষ্ট হয় ; নিবন্ধী-

কৃত দলিলের ক্ষেত্রে নিবন্ধীকরণের তারিখ হইতে এবং প্রত্যাখ্যাত দলিলের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের তারিখ হইতে দুই বৎসর গণনা করিতে হইবে।

ধারা ৮৬ ঃ সরকারী পদাধিকারবলে যদি কোন রেজিস্টারিং অফিসার কোন কর্ম সরল বিশ্বাসে সম্পন্ন করেন বা প্রত্যাখ্যান করেন তবে সেজন্য কোন মকদ্দমা, দাবী, বা অভিযাচনে তাঁহাকে দায়ী করা যাইবে না।

ধারা ৮৭ ঃ যদিও কোন রেজিস্টারিং অফিসার নিয়োগে ত্রুটি করেন অথবা যদিও কোন রেজিস্টারিং অফিসারের কার্য প্রণালীতে ত্রুটি থাকে তথাপি এই আইন অনুসারে অথবা এতদ্বারা নিরসিত অপর কোন আইন অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসার সরল বিশ্বাসে উক্তরূপ কোন কর্ম সম্পন্ন করিলে তাহা অসিদ্ধরূপে গণ্য হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ অনিচ্ছাপূর্বক রেজিস্টারিং অফিসারগণ কার্য প্রণালীতে কোনরূপ ত্রুটি করিয়া ফেলিলে কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) যাহাতে নাকচ না হয় সেজন্য ৮৭-ধারার বিধান। 'নিয়োগে ত্রুটি' অর্থে রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা নিযুক্ত কোন অফিসারের নিয়োগে ত্রুটি বুঝিতে হইবে ; এইরূপ ত্রুটিপূর্ণভাবে নিযুক্ত কোন অফিসারের দ্বারা নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ ৮৭-ধারা অনুসারে নাকচ হইবে না।

ধারা ৮৮ ঃ (১) এই আইনে অন্য কোনরূপ ব্যবস্থার বিধান থাকিলেও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সশরীরে অথবা নিযুক্তক মারফত কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসে সরকারী প্রাধিকারবলে তাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত অথবা তাঁহাদের অনুকূলে সম্পাদিত কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য অথবা ৫৮-ধারার নির্দেশানুসারে স্বাক্ষর করিবার জন্য হাজির হইতে হইবে না :—

(এ) সরকারী আধিকারিকগণ ; অথবা

(বি) কোন মহাপরিপালক, ন্যাসপাল অথবা কোন সরকারী প্রতিনিধি ;

(সি) কোন মহাধর্মাধিকরণের নিবন্ধক, শেরিফ বা রিসিভার ;

(ডি) রাজ্য সরকার দ্বারা সরকারী ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপিত কোন সরকারী অফিসের পদাধিকারী।

(২) কোন সরকারী আধিকারিক অথবা ৮৮ (১) উপধারায় লিখিত অন্য কোন পদাধিকারী কোন দলিল সম্পাদন করিলে অথবা তাঁহার অনুকূলে কোন দলিল সম্পাদিত হইলে সেই দলিল ৬৭-ধারা-মূলে রচিত নিয়মাবলী অনুসারে নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যাইবে।

(৩) ৮৮-ধারা অনুসারে কোন দলিল রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করা হইলে, রেজিস্টারিং অফিসার প্রয়োজনবোধে উক্ত দলিল সম্পর্কে সরকারের কোন সচিবের নিকট হইতে অথবা ৮৮ (১) উপধারায় বর্ণিত ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ লইবেন ; এইরূপে উক্ত দলিলের সম্পাদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবেন।

ধারা ৮৯ ঃ(১) ১৮৮৩ সালের ভূমি সংস্কার ঋণদান আইন-মূলে যে অফিসার ঋণ প্রদান করেন তিনি—যে রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাধীন সমগ্র বা আংশিক সম্পত্তির উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে অথবা যে সম্পত্তি বন্ধক রাখা হইয়াছে সে সম্পত্তি সম্পর্কে—উক্ত রেজিস্টারিং অফিসারকে তাঁহার আদেশপত্রের একখানি কপি প্রেরণ করিবেন। রেজিস্টারিং অফিসার উহা ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

(২) ১৯০৮ সালের দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা-মূলে কোন বিচারালয়ে কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের সার্টিফিকেট প্রদান করিলে, সেই বিক্রয় সার্টিফিকেটের একখানি কপি যে রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাধীনে উক্ত সম্পত্তি অবস্থিত সেই রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন। রেজিস্টারিং অফিসার উহা ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

(৩) ১৮৮৪ সালের কৃষি ঋণদান আইন-মূলে যে সকল আধিকারিক সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন, সেই সকল আধিকারিক ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত বন্ধকী দলিলের একটি কপি অথবা যদি লিখিত আদেশ দ্বারা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ প্রদান করা হয় তবে সেই লিখিত আদেশের একটি কপি সেই রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, যাঁহার এলাকার মধ্যে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক অবস্থিত। ঐরূপ কপি প্রাপ্ত হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উহা ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

(৪) সরকারী নিলামে বিক্রীত স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে রাজস্ব আধিকারিক ক্রেতাকে যে বিক্রয় প্রমাণপত্র প্রদান করেন, সেই বিক্রয় প্রমাণপত্রের একটি কপি সেই রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যাঁহার এলাকাধীনে উক্ত নিলামে বিক্রীত সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক অবস্থিত। বিক্রয় প্রমাণপত্রের কপি প্রাপ্ত হইয়া রেজিস্টারিং অফিসার উহা ১নং বহিতে ফাইল করিবেন।

ধারা ৯০ ঃ(১) নিম্নলিখিত দলিল বা ম্যাপের কোনকালে প্রয়োজন ছিল না বা প্রয়োজন হইবে না ঃ—

(এ) ভূমি-রাজস্বের ভূ-বাসন কার্যে, অথবা ভূ-বাসন সম্পর্কে পুনঃ পরীক্ষা-কার্যে নিযুক্ত আধিকারিকের দ্বারা যে সকল দলিল উক্ত ভূ-বাসনের রেকর্ড-স্বরূপে ইস্যু করা হয়, গৃহীত হয়, অথবা প্রত্যয়ন (অ্যাটেস্ট) করা হয়, সেই সকল দলিল।

(বি) ভূমি জরীপ কার্যে বা ভূমি জরীপের পুনঃ পরীক্ষা কার্যে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী দ্বারা উক্ত জরীপের রেকর্ডস্বরূপে যে সকল দলিল এবং ম্যাপ ইস্যু করা হয়, গৃহীত হয়, অথবা প্রমাণীকৃত (অথেনটিকেট) করা হয়, সেই সকল দলিল এবং ম্যাপ।

(সি) গ্রামের রেকর্ড প্রণয়নের কার্যে নিযুক্ত কোন পার্টওয়ারিশ বা অন্য কোন অফিসার যে সকল দলিল প্রচলিত আইনমূলে মধ্যে মধ্যে রাজস্ব অফিসে ফাইল করেন, সেই সকল দলিল।

(ডি) যে সকল সনদ, ইনাম টাইট্‌ল্ দলিল অথবা অন্য যে সকল দলিল মারফতে সরকার ভূমি অথবা ভূমির স্বত্ব প্রদান করেন বা স্বত্ব নিয়োগ করেন সেই সকল দলিল। এবং

(ই) বোম্বাই ভূমি-রাজস্ব সংহিতার ৭৪ অথবা ৭৬-ধারা-মূলে প্রদত্ত নোটীশ সকল।

(২) এই আইনের ৪৮ এবং ৪৯-ধারার জন্য উপরিউক্ত সকল প্রকার দলিল এবং ম্যাপ এই আইনমূলে যথাযথ নিবন্ধীকৃত—এইরূপ গণ্য করিতে হইবে।

ধারা ৯১ ঃ রাজ্য সরকার যেমন নিয়ম প্রণয়ন করিবেন এবং ফিস্ প্রদান করিবার যেমন ব্যবস্থা করিবেন, সেই অনুসারে ৯০-ধারায় (এ), (বি), (সি) এবং (ই) খণ্ডে বর্ণিত সকল প্রকার দলিল এবং ম্যাপ এবং (ডি)-খণ্ডে বর্ণিত সকল প্রকার দলিলের রেজিস্টার বহি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং উপরিউক্ত নিয়মাদি অনুসারে উক্ত দলিলাদির নকল জনসাধারণের চাহিদামত প্রদান করা হইবে।

ধারা ৯২ ঃ ১৯৩৭ সালে বর্জিত।

ধারা ৯৩ ঃ ১৯৩৮ সালে নিরসিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রেজিস্ট্রেসন নিয়মাবলী, ১৯৬২

ভূমিকা

নিয়ম ১ঃ পশ্চিম বাংলা নিবন্ধীকরণ নিয়মাবলী, ১৯৬২ নামকরণ করা হইয়াছে।

নিয়ম ২ঃ কতকগুলি বিশেষ শব্দের সংজ্ঞা—

(i) 'এই আইন' অর্থে 'ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইন ১৯০৮' বুঝিতে হইবে।

(ii) 'পরিশিষ্ট' অর্থে এই নিয়মাবলীর পরিশেষে প্রদত্ত পরিশিষ্ট।

(iii) 'রেজিস্টারিং অফিসার' অর্থে নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধক উভয়ই হইতে পারে।

(iv) 'রেজিস্ট্রেসন অফিস' অর্থে নিবন্ধকের অফিস এবং অবর-নিবন্ধকের অফিস—উভয়ই হইতে পারে।

(v) 'রুল বা নিয়ম' অর্থে রেজিস্ট্রেসন আইনমূলে রচিত প্রচলিত নিয়ম বুঝিতে হইবে।

(vi) 'সেক্‌সন বা ধারা' অর্থে রেজিস্ট্রেসন আইনের ধারা বুঝিতে হইবে।

অধ্যায় ১

নিয়ম ৩ঃ ৫১-ধারায় নির্দেশিত ১নং, ৩নং এবং ৪নং রেজিস্টার বহি ১-পরিশিষ্টে প্রদত্ত ১নং ফর্‌ম্ অনুসারে রাখিতে হইবে; ৫১-ধারায় নির্দেশিত ২নং এবং ৫নং রেজিস্টার বহি ১-পরিশিষ্টে প্রদত্ত যথাক্রমে ২নং এবং ৩নং ফর্‌মে রাখিতে হইবে।

নিয়ম ৪ঃ ১, ৩ এবং ৪নং রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে প্রথমেই কাল কালিতে দলিল নম্বর এবং সাল, পরে লাল কালিতে দলিলে প্রদত্ত স্ট্যাম্পের মূল্য, ৪৩-নিয়মে লিখিত সার্টিফিকেটসহ দলিলের অন্যান্য এনডোর্সমেণ্ট, থাম্ব ইম্‌প্রেসান বহির টিপের ক্রমিক নং লাল কালিতে লিখিতে হইবে। কাল কালিতে দলিলের নকল হইবে রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠাতে; দলিল নকল হইবার

পর লাল কালিতে ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডরের এনডোর্সমেণ্ট লাল কালিতে নকল করিতে হইবে। পৃষ্ঠার দক্ষিণ প্রান্তদেশে ২০ (২)-উপধারা অনুসারে প্রয়োজনীয় নোট লাল কালিতে দিতে হইবে।

নিয়ম ৫ঃ (১) প্রয়োজন হইলে একাধিক ১নং এবং ৪নং রেজিস্টার বহি একই সঙ্গে লিখিত হইতে পারে।

(২) ২, ৩ এবং ৫নং রেজিস্টার বহি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বৎসরের পর বৎসর উহাতে লিখিয়া যাইতে হইবে; প্রয়োজনে ১নং এবং ৪নং রেজিস্টার বহি একাধিক বৎসর ব্যবহার করা যাইবে।

অবশ্য পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে ৩নং রেজিস্টার বহি (উক্ত বহির পৃষ্ঠা অলিখিত থাকিলেও) ক্লোজ্ করিয়া দিতে হইবে।

নিয়ম ৬ঃ (১) [এ] ১নং রেজিস্টার বহি ব্যতীত প্রতি অবর-নিবন্ধক এবং জেলা অবর-নিবন্ধক দুইখানি ফাইল-বহি রাখিবেন।

(এ) একখানি ফাইল-বহিতে ৬৪, ৬৫, এবং ৬৬-ধারা-মূলে নিবন্ধীকৃত দলিলের প্রেরিত মেমোরাণ্ডাম ফাইল করিবেন।

(বি) অপর ফাইল-বহিতে ৮৯-ধারা-মূলে প্রেরিত নিম্নলিখিত দলিলগুলি ফাইল করা হইবেঃ—

(i) দেওয়ানী আদালত এবং রেভেনিউ অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সেল সার্টিফিকেটের কপি।

(ii) ১৮৮৩ সালের ভূমি সংস্কার ঋণদান আইন এবং ১৮৮৪ সালের কৃষক ঋণদান আইনমূলে প্রেরিত দলিলাদির কপি।

(বি) প্রত্যেক নিবন্ধক ১নং রেজিস্টার বহির অংশরূপে দুইখানি পৃথক ফাইল-বহি রাখিবেন; (এ) একখানি ফাইল-বহি ৬৫ এবং ৬৬-ধারা-মূলে প্রাপ্ত দলিলের, ম্যাপের ও প্ল্যানের কপির জন্য, এবং (বি) দ্বিতীয়খানি ৬-নিয়মের অন্তর্গত [এ]-ক্লজের (বি)-ক্লজ-মূলে প্রাপ্ত সেলসার্টিফিকেটের এবং দলিলাদির কপির জন্য।

(২) উপরিউক্ত ফাইল-বহিস্থিত যে সকল দলিলপত্রের সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে, সেগুলি ধারাবাহিকভাবে পৃথক নম্বর প্রদান করিয়া সুবিধাজনক ভলুমে বৎসরান্তে বাঁধাইতে হইবে। ১নং রেজিস্টার বহির সহিত একই সিরিজে এই ভলুমগুলিতে নম্বর দিতে হইবে। প্রতি ভলুমের পৃষ্ঠা নম্বরও ধারাবাহিক-ভাবে দিতে হইবে।

নিয়ম ৭ঃ উপরিউক্ত বহিগুলি ব্যতীত নিম্নলিখিত বহিগুলিও প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত হইবে।

(১) ক্যাটালগ অব্ বুক্স্ (পরিশিষ্ট ১, ফর্ম্ ২২)

(২) ক্যাস বহি (পরিঃ ১, ফঃ ২৪)

(৩) আসবাবপত্রের স্টক বহিঃ (পরিঃ ১, ফঃ ২৫)

(৪) ফি বহি (পরিঃ ১, ফঃ ১১)

(৫) ৫২ (১) (বি) ধারার রসীদ বহি (পরিঃ ১, ফঃ ৮)

(৬) মিস্লেনিয়াস রসীদ বহি (পরিঃ ১, ফঃ ১০)

(৭) ২৫ এবং ৩৪-ধারার জন্য ফাইনের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ২৮)

(৮) তল্লাস এবং নকলের দরখাস্তের জন্য রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ১৮)

(৯) ভিজিট ও কমিশন রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৯)

(১০) চালান বহি (পরিঃ ১, ফঃ ২৩)

(১১) রিফাণ্ড রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ২৯)

(১২) মোক্তারনামা রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ১৭)

(১৩) থাম্ব ইম্প্রেসান রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৪)

(১৪) অ্যাড্মিসান পেনডিং রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ২৭)

(১৫) ইমপাউণ্ড রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৭)

(১৬) অন্যান্য অফিস হইতে প্রাপ্ত কপি, মেমোরাণ্ডা, সেল সার্টিফিকেট, সর্ট-নোটের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩১)

(১৭) অন্যান্য অফিসে প্রেরিত কপি, মেমোরাণ্ডা, এবং সর্টনোটের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ২৬)

(১৮) প্রসেস ফিস্ এবং কোর্ট ফিস্ রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩০)

(১৯) প্রাপ্ত চিঠির রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩৪)

(২০) প্রেরিত চিঠির রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩৯)

(২১) অ্যাক্সেপ্ট্যান্স্ পেনডিং রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩৯)

নিয়ম ৮ঃ ৫১-ধারা মতে রক্ষিত ৫নং রেজিস্টার বহি এবং উপরিলিখিত বহি এবং রেজিস্টারগুলি ব্যতীত নিম্নলিখিত অতিরিক্ত রেজিস্টারগুলি নিবন্ধকের অফিসে সংরক্ষিত হইবে:—

(১) ১০৩ নিয়মানুসারে (অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকদিগের অফিস হইতে) প্রাপ্ত বেওয়ারিশ উইল দলিলের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৫)

(২) ৭২-ধারা অনুসারে আপীলের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩২)

(৩) ৭৩-ধারা-মূলে দরখাস্তের এবং ৭৪-ধারা অনুসারে প্রোসীডিংসের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩৩)

(৪) পুনরায় নকলীকৃত রেকর্ডের রেজিস্টার (পরিঃ ১, ফঃ ৩৮)

নিয়ম ৯ ঃ জেলাস্থিত সকল অফিসের রেকর্ডপত্রের কেন্দ্রীয় রেকর্ড অফিস হইতেছে উক্ত জেলাস্থিত সদর অফিস ; এবং সদর অফিসের রেকর্ডের সহিত ১০-নিয়মানুসারে প্রেরিত অন্যান্য অফিসের রেকর্ডপত্রাদিও সংরক্ষিত হইবে।

নিয়ম ১০ ঃ প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে সকল অবর-নিবন্ধক অফিসের নিম্নলিখিত রেকর্ডপত্রাদি উপরিতন জেলানিবন্ধকের অফিসে প্রেরিত হইবে।

(এ) সমাপ্ত ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং রেজিস্টার বহিসকল, মোক্তারনামা রেজিস্টার বহি, মেমো ও কপির ফাইল-বহি ; অবশ্য, ৩নং রেজিস্টার বহি সমাপ্ত না হইলেও উক্ত বহি খুলিবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে সদর অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

(বি) ১, ২, ৩ এবং ৪নং ইনডেক্স্।

(সি) ৬২-ধারা অনুসারে ফাইলকৃত নকল এবং অনুবাদের ফাইল।

(ডি) সমাপ্ত থাম্ব-ইমপ্রেশান রেজিস্টার।

অবশ্য, পরিস্থিতি অনুসারে নিবন্ধক অন্য সময়েও রেকর্ড স্থানান্তরকরণের আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

নিয়ম ১১ ঃ নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি নিবন্ধকের অফিসে স্থায়িভাবে সংরক্ষিত হইবে :—

(১) ক্যাটালগ্স্।

(২) কাজীর রেকর্ড।

(৩) রিফিউসাল রেজিস্টার ব্যতীত অন্যান্য রেজিস্টার বহিসকল এবং ঐ সংক্রান্ত ইনডেক্স এবং বিভিন্ন রেজিস্ট্রেসন আইনমূলে ফাইলকৃত অনুবাদ ও নকল।

(৪) ১৮৬৪ সালের ১৬নং আইন-এর পূর্বেকার রেজিস্টার বহি এবং তৎ-সংক্রান্ত ইন্ডেক্স।

(৫) বিনাশকৃত রেকর্ডের তালিকা এবং বিনাশকরণের রিপোর্ট।

(৬) বিনাশকৃত বেওয়ারিশ দলিলের তালিকা এবং বিনাশকরণের রিপোর্ট।

(৭) কপি, মেমোরাণ্ডা এবং সেল সার্টিফিকেটের ফাইল-বহি।

(৮) ১০৩ নিয়মমূলে রক্ষিত বেওয়ারিশ উইলের রেজিস্টার বহি।

নিয়ম ১২ ঃ অন্যান্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে নিম্নলিখিত রেকর্ডগুলি স্থায়িভাবে সংরক্ষিত হইবে ঃ—

(১) ক্যাটালগ্‌স্; (২) বিনাশকৃত রেকর্ডের তালিকা; (৩) বিনাশকৃত বেওয়ারিশ দলিলের তালিকা।

নিয়ম ১৩ ঃ ১৮৬৪ সালের আইন-১৬, এবং ১৮৬৬ সালের আইন-২০'র অধীনে বর্ণিত 'জেনারেল রেজিস্ট্রী' অফিসের বহি এবং ইনডেক্সসকল কলিকাতা রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত হইবে। কিন্তু, ১৮৬৪ সালের আইন-১৬'র ৪৫-ধারাতে যে সকল ডিক্রী এবং অর্ডারের মেমোরাণ্ডা সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, এবং ৪২-ধারা অনুসারে যে সকল প্রাপ্ত দলিলের সংক্ষিপ্ত সার রেজিস্টার বহিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে সেগুলি সংরক্ষিত থাকিবে না।

নিয়ম ১৪ ঃ প্রত্যেক রেজিস্টারিং অফিসার তাঁহার অফিসের যাবতীয় রেকর্ড-পত্রের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

নিয়ম ১৫ ঃ (১) দুই বৎসরের অধিককাল কোন দলিল রেজিস্ট্রেসন অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে তাহা ৮৫-ধারার নির্দেশানুসারে বিনাশ করা হইয়া থাকে, কিন্তু রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠাতে উক্ত বিনাশিত দলিল নকল করা হইয়াছিল, সেই পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে এইরূপ বিনাশকরণ সম্পর্কে নোট দিতে হইবে; ফি-বহিতেও যে স্থলে দলিলখানি এনট্রী করা হইয়াছিল তাহার শেষ কলমে অনুরূপ নোট দিতে হইবে। বেওয়ারিশ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত দলিল দুই বৎসরান্তে বিনাশ করা হইলে ২নং রেজিস্টার বইতে যেখানে প্রত্যাখ্যানাদেশ লিখিত আছে সেখানে উক্ত বিনাশ সম্পর্কে নোট দিতে হইবে। উক্ত নোটগুলি অবশ্যই রেজিস্টারিং অফিসারের ইনিসিয়াল যুক্ত হইবে।

(২) কোন দলিল বিনাশসাধনের পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলদাখিল-কারীকে উক্ত দলিল ফেরত লইতে প্রবৃত্ত করিবেন।

অধ্যায় ২

রেজিস্টার বহির প্রমাণীকরণ

নিয়ম ১৬ ঃ যখন কোন রেজিস্টার বহি খোলা হয়, তখন উক্ত রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠাগুলি গণনা করিয়া রেজিস্টার বহির প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে বামদিকে

সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে : "এই বহিতে ধারাবাহিকভাবে গণিত··· (পৃষ্ঠাসংখ্যা দিতে হইবে) পৃষ্ঠা আছে।" কোন রেজিস্টার বহি সমাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

রেজিস্টার বহিতে লিখিত অংশের সর্বশেষে : "এই বহি সমাপ্ত হইল" ; এবং প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে দক্ষিণদিকে লিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা, অলিখিত পৃষ্ঠাসংখ্যা, বাতিল পৃষ্ঠাসংখ্যা, দলিল, ম্যাপ, প্ল্যানের সংখ্যা, যে যে পৃষ্ঠায় ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত আছে সেই সেই পৃষ্ঠার নম্বর ইত্যাদি সম্পর্কে আর একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে : "প্রমাণিত করা যাইতেছে যে এই বহিতে···(দলিলের সংখ্যা) দলিল···(পৃষ্ঠা সংখ্যা) পৃষ্ঠায় নকল করা হইয়াছে ; এবং পৃষ্ঠা···(পৃষ্ঠা নম্বর—অলিখিত অথবা বাতিল এবং · (ম্যাপ বা প্ল্যান সংখ্যা) ম্যাপ, প্ল্যান সংযুক্ত করা আছে...(পৃষ্ঠা নম্বর) পৃষ্ঠাতে।"

নিয়ম ১৭ : (১) রেজিস্টার বহিতে নকলীকৃত দলিলের কোন সংশোধন এবং ২০ (২) উপধারামূলে প্রদত্ত নোটগুলি রেজিস্টারিং অফিসার ইনিসিয়াল দ্বারা প্রামাণিক করিবেন।

(২) রেজিস্টার বহির যে সকল পৃষ্ঠাতে দলিল নকল করা হয় সেই সকল পৃষ্ঠাতে রেজিস্টারিং অফিসার ইনিসিয়াল প্রদান করিবেন; এবং প্রত্যেক দলিলের নকল হইবার পর 'সত্য নকল'—এই সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া স্বহস্তে তারিখসহ পূর্ণ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে দলিলের নকল কাল কালি দ্বারা করা হয় সেক্ষেত্রে তোলা-পাঠে লিখন (ইনটারলাইনেশান) এবং সংশোধন লাল কালি দ্বারা করিতে হইবে ; অনুরূপে, যেক্ষেত্রে লাল কালি দ্বারা নকল করা হইয়াছে সেক্ষেত্রে তোলাপাঠে লিখন এবং সংশোধনের জন্য কাল কালি ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) ১৮৭৭ সালের বিশেষ প্রতিকার আইনের ৩৯-ধারা অনুসারে আদালত দ্বারা বাতিলকৃত কোন দলিল সম্পর্কে ডিক্রীর কপি প্রাপ্ত হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল বেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় নকল করা হইয়াছে সেই পৃষ্ঠাতে বাতিলকরণ সম্পর্কে নোট প্রদান করিবেন।

(৫) কোন আদালত যদি কোন দলিল জাল (ফোরজারি) বলিয়া ঘোষণা করেন অথবা আদালত যদি ঘোষণা করেন যে দলিলখানি উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় নাই বা সম্পাদন স্বীকৃত হয় নাই এবং উক্ত বিচারালয় এই সম্পর্কে ডিক্রীর কপি রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিলে রেজিস্টারিং অফিসার

রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠাতে উক্ত দলিল নকল করা হইয়াছে সেই পৃষ্ঠাতে উক্ত বিষয় সম্পর্কে যথাযথ নোট প্রদান করিবেন ; এবং দলিলখানি প্রাপ্ত হইলে উক্ত দলিলেও 'জাল' (ফোরজারি) সম্পর্কে নোট প্রদান করিবেন।

নিয়ম ১৭ [এ] ঃ (১) ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ৩-ধারা-মূলে গঠিত বাউণ্ডারী কমিশনের রোয়েদাদের ফলে যে সকল জেলা এবং উপ-জেলা অংশত পূর্ববঙ্গের এবং অংশত পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেই সকল জেলা এবং উপ-জেলাস্থিত জেলা এবং উপ-জেলাস্থিত রেজিস্ট্রেসন অফিসে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে এবং তাহার পূর্বে যে সকল দলিল নিবন্ধীকৃত হইয়াছে সেই সকল দলিল সংক্রান্ত ৫১(১)-উপধারা মতে সংরক্ষিত বহির (রেজিস্টার) এবং ৫৫-ধারা মতে সংরক্ষিত ইনডেক্সের সকল কপিই সেই সকল সরকারী আধিকারিকের দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে যাহাদের হেপাজতে উক্ত কপিগুলি সংরক্ষিত হয়।

(২) উক্ত পুনরায় নকলীকৃত রেকর্ড সকল নির্ধারিত রেজিস্টারে (পরি : ১, ফঃ ৩৮) ইনডেক্স করিতে হইবে ; এই ইনডেক্সও সেই আধিকারিকের অধীনে সংরক্ষিত হইবে যাহাদের অধীনে উক্ত পুনঃনকলীকৃত রেকর্ডগুলি সংরক্ষিত থাকে।

নিয়ম ১৮ ঃ (১) রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহির ভুল শব্দ ও অঙ্ক মুছিয়া বা চাঁচিয়া ফেলিয়া সংশোধন করা নিষিদ্ধ।

(২) ভুল অঙ্ক বা শব্দ কলম দ্বারা কাটিয়া দিয়া পুনরায় শুদ্ধ অঙ্ক বা শব্দ (পার্শ্বে বা উপরে কালি দ্বারা) লিখিয়া সংশোধন করিতে হইবে ; ভুল দোবারা করিয়া সংশোধন করা চলিবে না।

(৩) উক্ত কাটকুটের উভয় পার্শ্বে ইনিসিয়াল দ্বারা রেজিস্টারিং অফিসার প্রত্যয়ন করিবেন।

অধ্যায় ৩

বিভিন্ন জেলায় স্বীকৃত সাধারণ ভাষা

নিয়ম ১৯ ঃ ১৯-ধারার জন্য নিম্নলিখিত ভাষাগুলি জেলার সাধারণ ভাষা-রূপে গণ্য হইবে ঃ

ইংরাজী এবং বাংলা দার্জিলিং ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলাতে। ইংরাজী হিন্দী এবং বাংলা—দার্জিলিং জেলাতে।

অধ্যায় ৪
আঞ্চলিক বিভাগ

নিয়ম ২০ ঃ ২১ (৩)-উপধারার জন্য নিম্নলিখিত বিভাগগুলি স্বীকৃত :

(এ) রেজিস্ট্রেসন জেলা, উপ-জেলা এবং থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি ;

(বি) পরগণা এবং মৌজা—যেখানে এইগুলি বিদ্যমান ; এবং

(সি) সমাহারকরণ (কালেক্টরেট্) জেলাসকল—যদি সমাহারকরণ জেলাসকল রেজিস্ট্রেসন জেলাগুলি হইতে ভিন্ন হয়।

অধ্যায় ৫
নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গৃহীত হইবার পূর্ববর্তী প্রণালী

নিয়ম ২১ঃ কোন দলিল নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য দাখিল করা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার প্রথমেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বয়ং নিঃসন্দেহ হইবেন :—

(এ) দলিলখানি উপযুক্ত অফিসে দাখিল করা হইয়াছে। (ধারা ২৮,২৯ও৩০)।

(বি) দলিলখানি যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত, অথবা দলিলখানি ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান হইতে রেহাই প্রাপ্ত অথবা দলিলখানিতে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিতে হয় না।

(সি) দলিলখানি যদি রেজিস্টারিং অফিসারের জ্ঞাত ভাষায় এবং জেলাস্থিত সাধারণ ভাষায় (নিয়ম ১৯) লিখিত না হয় তাহা হইলে, উক্ত দলিলের একখানি প্রকৃত অনুবাদ এবং দলিলখানির একটি নকল সংযুক্ত আছে (ধারা ১৯)।

(ডি) দলিলখানিতে কাট্কুট, দোবারা, শূন্যস্থান, পরিবর্তন, অথবা ঘর্ষণ দ্বারা মুছিয়া ফেলা ইত্যাদি সহি দ্বারা প্রত্যয়ন করা আছে অথবা উক্ত কাট্কুট ইত্যাদি সম্পর্কে (দলিলের শেষ পৃষ্ঠায় সর্বশেষে) 'কৈফিয়ৎ' প্রদান করা আছে।

(ই) দলিলখানি উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল হইলে উক্ত দলিলে সম্পত্তির বর্ণনা ২১-ধারা এবং ২২ নিয়ম অনুসারে যথেষ্টরূপে সম্পত্তি সনাক্তকরণের জন্য প্রদান করা আছে।

(এফ্) উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলে ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত থাকিলে, ৬৫ হইতে ৬৭-ধারা অনুসারে যতগুলি উক্ত দলিলের কপি প্রেরণ করিতে হইবে, ততগুলি ম্যাপ বা প্ল্যানের প্রকৃত কপি সংযুক্ত আছে [২১ (৪) ধারা]।

(জি) উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিল হইলে দলিলখানি ২৩-ধারা হইতে ২৬-ধারায় নির্দেশিত সময়ের মধ্যে দাখিল করা হইয়াছে।

(এইচ্) দলিলখানি উপযুক্ত দাখিলকারকের দ্বারা দাখিল করা হইয়াছে (ধারা ৩২, ৪০)।

(আই) ৮৮-ধারার নির্দেশানুসারে রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হইবার দায় হইতে রেহাই প্রাপ্ত কোন সরকারী আধিকারিকের দ্বারা অথবা কোন সরকারী কৃত্যকারীর দ্বারা (পাব্লিক ফাংসনারির দ্বারা) দলিলখানি সম্পাদিত হইয়া থাকিলে অথবা দলিলখানি তাহাদের অনুকূলে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, উক্ত দলিলের সহিত উক্ত আধিকারিক বা কৃত্যকারীর দ্বারা লিখিত একখানি কভারিং চিঠি সংযুক্ত থাকিবে; দলিলখানিতে লিখিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার, দাতা এবং গ্রহীতার নাম এই চিঠিতে লিখিত থাকিবে; উপরন্তু, দলিলখানি উক্ত আধিকারিক বা কৃত্যকারীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, দলিলখানি যে আধিকারিক বা কৃত্যকারীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে সেই মর্মে স্বীকার উক্তি থাকিবে।

(জে) দলিলখানি ১৯৪৯ সালের কর প্রদান আইনের ৩-ধারার আওতায় পড়িলে, দলিলদাখিলকারী দলিলখানির সহিত উক্ত ৩-ধারার নির্দেশানুসারে, রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটখানিও পেশ করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য : কর প্রদান আইনের ৩-ধারায় নির্দেশ আছে যে চাষের জমি ভিন্ন অন্যান্য প্রকার সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন দলিল রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭(১) উপধারার অন্তর্গত (এ), (বি), (সি) বা (ই)-খণ্ডে রেজিস্ট্রী করা যাইবে না যদি আয়কর আধিকারিকের নিকট হইতে সংগৃহীত সার্টিফিকেট দলিলটির সহিত সংযুক্ত না থাকে। যে সকল ব্যক্তি ভারতভূমি চিরতরে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন এবং যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা সম্পত্তি হস্তান্তরকালে দলিলের সহিত আয়কর আধিকারিকের নিকট হইতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিয়া রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট পেশ করিবেন; আয়কর ফাঁকি দিয়া যাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া ভারতভূমি না ত্যাগ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা।

(কে) দলিলখানি ১৯৫৭ সালের ওয়েল্থ্-ট্যাক্স আইনের (১৯৫৭'র xxvii আইন) ৩৪-ধারার আওতায় পড়িলে দলিল দাখিলকারী উক্ত ৩৪-ধারার নির্দেশানুসারে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দলিলখানির সহিত দাখিল করিয়াছেন।

দ্রষ্টব্য : ওয়েলথ-ট্যাক্স আইনের ৩৪-ধারায় নির্দেশ আছে যে ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের (১৯০৮) ১৭ (১)-উপধারার অন্তর্গত ক্লজ্ (এ), (বি), (সি) এবং (ই) অনুসারে যে সকল দলিল নিবন্ধীকরণযোগ্য, সেই সকল দলিলে কৃষি-

জমি ভিন্ন অন্য প্রকার এক লক্ষ টাকা মূল্যের অধিক সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদি করিবার ব্যবস্থা থাকিলে, সেই দলিল ওয়েলথ-ট্যাক্স অফিসারের সার্টিফিকেট ব্যতীত রেজিস্ট্রী করা যাইবে না; ওয়েলথ-ট্যাক্স অফিসার নিম্নলিখিত রূপ সার্টিফিকেট দিবেন :—

(এ) ওয়েলথ-ট্যাক্স আইনের অধীনে যে সকল লায়াবিলিটি আছে তাহা দলিলের সম্পাদনকারী সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়াছেন অথবা পরিশোধ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন;

অথবা (বি) ওয়েলথ-ট্যাক্স আইনের অধীনে যে সকল লায়াবিলিটি আছে তাহা আদায় করিতে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিলে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না।

নিয়ম ২২ : (১) ২১-নিয়মে (সি) হইতে (এইচ্) খণ্ড পর্যন্ত যে কোন একটি শর্ত পূরণ না হইলে অথবা দলিল দাখিলকারী রেজিস্ট্রেসন ফিস প্রদান না করিলে, দলিলখানিতে "নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত" এবং ২নং রেজিস্টার বহিতে উক্ত প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া দলিলখানি দাখিল-কারীকে তৎক্ষণাৎ ফেরত দেওয়া হইবে।

অবশ্য ২৩-ধারা হইতে ২৬-ধারার মধ্যে দলিল দাখিলের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা আছে সেই সময়ের মধ্যে উক্ত দলিল সম্পর্কে আইনের প্রয়োজন মিটাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পার্টি অনুরোধ করিলে দলিলখানি তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান বা রিফিউস না করা যাইতে পারে।

(২) কোন দলিলে সম্পাদনের তারিখ না থাকিলে, অথবা সম্পাদনের তারিখ পরিবর্তন করা হইলে, অথবা উক্ত দলিলের জন্য স্ট্যাম্প কাগজ ক্রয় করিবার তারিখের পূর্বেকার কোন অপ্রকৃত তারিখ সম্পাদনের তারিখরূপে লিখিত থাকিলে দলিলখানি রেজিস্ট্রেসনের জন্য গ্রহণ করা হইবে না; অবশ্য, ২৩, ২৫ বা ২৬-ধারা-মূলে দলিল দাখিল করিবার যে সময় নির্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে সত্য সম্পাদনের তারিখ দলিলে প্রদান করা হইলে দলিল-খানি গৃহীত হইবে।

ব্যাখ্যা : (i) কোন দলিলের সম্পাদনের তারিখ হইতেছে সেইদিন যেদিন সম্পাদনকারী দলিল স্বাক্ষর করেন; সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে দলিলে বর্ণিত তারিখ সম্পাদনের তারিখরূপে গণ্য হইলেও মূলতঃ ঐরূপ ধারণা ভ্রান্ত।

(ii) আদালত সেল সার্টিফিকেটে যে তারিখে স্বাক্ষর প্রদান করেন, সেই

তারিখ আদালত কর্তৃক উক্ত সেল সার্টিফিকেট সম্পাদনের তারিখরূপে গণ্য করিতে হইবে।

(iii) ২৫-ধারা এবং ৩৪-ধারা-মূলে জরিমানা প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে কোন দলিলের সম্পাদন তারিখ পরিবর্তন করা হইলে উক্ত পরিবর্তিত তারিখ গ্রাহ্য হইবে না ; প্রথম যে সম্পাদন তারিখ লিখিত হইয়াছিল সেইটিই গ্রাহ্য হইবে।

নিয়ম ২২ [এ] ঃ (১) ৮৮-ধারার নির্দেশানুসারে পদাধিকারবলে কোন সরকারী আধিকারিক বা কৃত্যকারিক কোন দলিল সম্পাদন করিলে তাঁহাদের অনুকূলে কোন দলিল সম্পাদিত হইলে তাঁহাদিগকে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে সশরীরে বা এজেণ্ট মারফত হাজির হইতে হয় না। তাঁহারা ডাকযোগে অথবা মেসেনজার মারফত দলিল দাখিল করিতে পারেন ; তবে দলিলের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বলিত একটী কভারিং চিঠি থাকিবে :—

(i) দলিলে লিখিত বিষয়বস্তুর সারমর্ম, দাতা এবং গ্রহীতার নাম চিঠিতে লিখিত থাকিবে।

(ii) দলিলখানি তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে কিনা সে সম্পর্কে চিঠিতে লিখিত থাকিবে।

(iii) মেসেনজার মারফত দলিলখানি পাঠান হইয়া থাকিলে চিঠিতে মেসেনজারের নাম থাকিবে।

(২) উক্তরূপে কোন দলিল প্রেরিত হইলে যদি রেজিস্টারিং অফিসার নিশ্চিন্ত হন যে ২১-নিয়মের (সি) হইতে (জি)-ক্লজ পর্যন্ত যে শর্তগুলির সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে সেগুলি পূরণ করা হইয়াছে এবং ফিস্ (রেজিস্ট্রেসন) প্রদান-যোগ্য হইলে সেই ফিস্ প্রদান করা হইয়াছে তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিবেন।

(৩) উক্তরূপ কোন দলিল মেসেনজার মারফত প্রেরিত হইলে ৫২-ধারার নির্দেশানুসারে এন্ডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টস্থ ২নং ফর্মের নোট (১)-এর মত এবং ডাকযোগে প্রেরিত হইলে এনডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টস্থ ২নং ফর্মের নোট (২)-এর মত লিখিত হইবে ; এবং উভয় ক্ষেত্রেই ৫৮-ধারার নির্দেশানুসারে এনডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টস্থ ৩নং ফর্মের নোট(৪)-এ যে ফর্ম্ প্রদান করা হইয়াছে সেইভাবে লিখিত হইবে।

(৪) যদি উক্তরূপ দলিল মেসেনজার মারফত দাখিল করা হয়, প্রেজেন-টেসান-এনডোর্সমেণ্টের নীচে মেসেনজার স্বাক্ষর করিবেন; এবং ৫২-ধারার রসীদ উক্ত মেসেনজারকে প্রদান করিতে হইবে; কিন্তু দলিল ডাকযোগে প্রেরিত হইলে, উক্ত রসীদও প্রেরকের নিকট ডাকযোগে পাঠান যাইতে পারে।

(৫) উক্তরূপ দলিলের জন্য রেজিস্ট্রেসন ফিস্ মণি অর্ডারে প্রেরণ করিলেও গ্রহণ করা যাইতে পারে; অবশ্য শর্ত এই যে দলিল দাখিলের জন্য যে নির্ধারিত সময় নির্দিষ্ট করা আছে, সেই সময়ের মধ্যে যেন উক্ত ফিস্ রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট পৌঁছায়।

(৬) ফিস্ প্রদানযোগ্য এমন কোন দলিল রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট যদি ফিস্ ব্যতীত প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার ৫২-ধারার এন্‌ডোর্সমেণ্ট এবং সম্ভব হইলে ৫৮-ধারার এন্‌ডোর্সমেণ্ট দলিলখানিতে রেকর্ড করিয়া 'পেনডিং অ্যাডমিসান' রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় এন্‌ট্রি করিবেন; এবং ২৫ (২) উপনিয়ম-মূলে রক্ষিত রসীদ-বহি (পরি: ১, ফ: ৮) হইতে একখানি রসীদ দাখিলকারীকে ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

(৭) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিস্ প্রাপ্ত হইলে অ্যাড্‌মিসিবিলিটির সার্টিফিকেটে তাহা নোট করিতে হইবে; এবং তখন দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইবার হেতু ফি-বহিতে এবং পেনডিং অ্যাড্‌মিসান রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় এন্‌ট্রি করা হইবে; যে ব্যক্তি ফিস্ প্রদান করেন, তাঁহাকে একখানি রসীদ (পরি: ১, ফ: ১০, মিস্: রসীদ) প্রদান করিতে হইবে।

(৮) মেসেনজার মারফত অথবা মণি অর্ডারযোগে প্রেরিত ফিস্ যদি ধার্য ফিস্ অপেক্ষা কম হয় তবে তাহা গৃহীত হইবে না।

(৯) উপরিলিখিত কভারিং চিঠি প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক নহে; রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হইবার দায় হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত যে সকল আধিকারিকের সীল এবং স্বাক্ষরের সহিত রেজিস্টারিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত থাকিলে অথবা অন্য কোন প্রকারে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত সীল এবং স্বাক্ষরের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইলে দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইবে; ইহার জন্য আর কোন সংবাদের প্রয়োজন হইবে না।

নিয়ম ২৩ঃ দলিল যেরূপ ধারাবাহিকভাবে দাখিল করা হয়, সেইরূপে সাধারণতঃ গৃহীত হইবে; দাখিল অনুসারে দলিলগুলি পরীক্ষা করা হইবে এবং

উহাতে এনডোর্সমেণ্ট ইত্যাদি লেখা হইবে। দলিল দাখিলের জন্য যে সময় নির্ধারিত আছে সাধারণতঃ সেই সময়ের বাহিরে কোন দলিল গ্রহণ করা হইবে না।

দ্রষ্টব্য : জেলা নিবন্ধকের এবং জেলা অবর-নিবন্ধকের অফিসে বেলা দশ ঘটিকা হইতে বেলা এক ঘটিকা পর্যন্ত সাধারণতঃ দলিল দাখিল লওয়া হয় ; অন্যান্য সকল অবর-নিবন্ধকের অফিসে বেলা দশ ঘটিকা হইতে বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত দলিল দাখিল লওয়া হইয়া থাকে। (অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার নির্ধারিত সময়ের পরেও দলিল দাখিল লইতে পারেন।)

নিয়ম ২৪ : স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল উপযুক্ত রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করা হইলে তিনি উক্ত দলিল গ্রহণ করিয়া রেজিস্ট্রেসন কার্য সম্পন্ন করিবেন যদিও উক্ত দলিলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি দলিল দাখিল হইবার পরে কিন্তু নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) কার্য সম্পন্ন হইবার পূর্বে, উক্ত রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকার বহির্ভূত করা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য উক্ত রেজিস্টারিং অফিসার পুনরায় কোনরূপ ফিস্ গ্রহণ না করিয়া একটি মেমোরাণ্ডাম উক্ত সম্পত্তি যে অফিসের এলাকাভুক্ত হইয়াছে সেই অফিসে ফাইল করিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

কিন্তু যদি স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল রেজিস্টারিং অফিসার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইবার পর উক্ত দলিল নিবন্ধকের নিকট আপীলাধীনে থাকাকালীন অথবা কোন আদালতের বিচারাধীনে থাকাকালীন উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি ভিন্ন রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাভুক্ত হয় তাহা হইলে নিবন্ধক অথবা কোর্ট দলিলখানি নিবন্ধীকরণের আদেশ প্রদান করিলে, উক্ত দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি যে অফিসের এলাকাভুক্ত হইয়াছে সেই অফিসে রেজিস্ট্রেসনের জন্য দলিলখানি পুনরায় দাখিল করিতে হইবে।

নিয়ম ২৫ : (১) কোন অবর-নিবন্ধকের নিকট ২৫(১)-উপধারা মতে কোন দলিল দাখিল করা হইলে, অবর-নিবন্ধক ২১ নিয়মানুযায়ী সকল বিষয়াদি পরীক্ষা করিবেন ; ৫২(১)-উপধারার অন্তর্গত (এ) খণ্ডে এবং সম্ভব হইলে ৫৮-ধারায় বর্ণিত এনডোর্সমেণ্টগুলি দলিলে লিপিবদ্ধ করিবেন। তারপর রেজিস্টারিং অফিসার ২৫(২)-উপধারা মতে প্রদত্ত দরখাস্ত (এই দরখাস্তে পার্টি বিলম্বের কারণ বর্ণনা করিয়া থাকেন) তাঁহার মতামত সহ (অবর-নিবন্ধক দলিল-

খানি গ্রহণ করিবার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে পারেন) নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) ৫২-(১)-উপধারার (বি) খণ্ডানুযায়ী ভিন্ন একখানি রসীদ বহি হইতে উক্ত দলিলের জন্য একখানি রসীদ যথাসম্ভব পূরণ করিয়া প্রদান করা হইবে (১ পরিশিষ্টের ৮নং ফর্মের রসীদ)।

(৩) নিবন্ধক দলিলখানি রেজিস্ট্রেসনের জন্য গ্রহণ করিতে যদি আদেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে অবর-নিবন্ধক দলিল দাখিলকারীকে নিম্নলিখিত বিষয়ের জন্য একখানি নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(i) ২৫ (২) উপ-নিয়মানুসারে যে রসীদ দাখিলকারীকে প্রদান করা হইয়াছিল তাহা রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট পেশ করিতে হইবে ;

(ii) নোটিশে প্রদত্ত তারিখে অথবা প্রদত্ত তারিখের মধ্যে যে কোন একদিন দলিল দাখিলকারীকে অবর-নিবন্ধকের অফিসে হাজির হইতে হইবে ; এবং

(iii) দলিল দাখিলকারীকে দলিলখানি রেজিস্ট্রেসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যদি ইতিপূর্বেই উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকার না রেকর্ড করা হইয়া থাকে। (অর্থাৎ, সম্পাদনকারীকে এবং সনাক্তকারীকে সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য এবং সনাক্তকরণের জন্য অবর-নিবন্ধকের নিকট হাজির করাইবার ব্যবস্থা দলিল দাখিলকারীকে করিতে হইবে।) দলিল দাখিলকারী উপরিউক্ত (ii) এবং (iii)-এর নির্দেশগুলি পূরণ করিলে দলিলখানির রেজিস্ট্রেসন কার্য আরম্ভ করা হইবে।

(৪) উক্ত ফিস্ এবং ফাইন দলিল দাখিলকারকের নিকট হইতে অথবা (২)-উপ-নিয়মানুসারে প্রদত্ত রসীদে দাখিলকারী যে ব্যক্তির নাম লিখিতভাবে অথরাইজ করেন অর্থাৎ বরাত দিয়া থাকেন সেই ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা দলিলের গ্রহীতা যদি দাখিলকারক না হয় তবে দলিল গ্রহীতার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে। তারপর ফি-বহিতে এবং রসীদে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে লিখিতে হইবে। মূল রসীদ প্রদান না করিয়া গ্রহীতা যদি ফিস্ প্রদান করেন, তাহা হইলে গ্রহীতাকে আর একখানি রসীদ প্রদান করা হইবে (রসীদ—পরি : ১, ফ : ১০ অনুসারে হইবে)।

(৫) রেজিস্টারিং অফিসার যদি নিঃসন্দেহে জানিতে পারেন যে (৩)-উপ-নিয়মানুসারে প্রেরিত নোটিশ পার্টি যথাযথ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইলে দলিল দাখিলকারক বা (৪)-উপ-নিয়মে বর্ণিত যে কোন ব্যক্তি নোটিশে

নির্ধারিত দিনে ফিস্ এবং ফাইন প্রদান না করিলে উক্ত দলিল রেজিস্টারিং অফিসার রিফিউস্ করিতে পারেন।

নিয়ম ২৬ : (১) কোন দলিলের সম্পাদনকারী স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে ২০-ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র সম্পাদনকারীই উক্ত দলিলের সকল ইণ্টার-লাইনেশান, ব্ল্যাঙ্ক্, ইরেজার এবং অলটারেশান প্রত্যয়ন (অ্যাটেস্ট) করিবেন।

(২) যদি সম্পাদনকারীর পরিবর্তে তাঁহার প্রতিনিধি বা নিযুক্তক (এজেণ্ট) উপস্থিত থাকেন তাহা হইলে দলিলের কোন ইণ্টারলাইনেশান, ব্ল্যাঙ্ক, ইরেজার বা অলটারেশান গুরুত্বপূর্ণ না হইলে সেগুলি প্রতিনিধি বা নিযুক্তক প্রত্যয়ন করিতে পারেন; অথবা উপরিউক্ত ত্রুটিগুলির জন্য যথাযথ কারণ দর্শাইয়া (রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে) নিযুক্তক বা প্রতিনিধি ইণ্টারলাইনেশান, অলটারেশান ইত্যাদি প্রত্যয়ন করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ কাট্‌কুট, দোবারা, তোলা-পাঠে লিখন, ইত্যাদি সম্পর্কে ২০-ধারা ও ২৬-নিয়মের নির্দেশ মানিতে হইবে।

নিয়ম ২৭ ঃ (১) কোন রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে যে দলিল আইনতঃ নিবন্ধীকৃত হইতে পারে না, সেইরূপ দলিল দাখিল করা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার "উপযুক্ত অফিসে দাখিল করিবার জন্য ফেরত দেওয়া হইল" এই কথা কয়টি লিখিয়া দিয়া দাখিলকারককে দলিলখানি ফেরত দিবেন।

(২) ২৭ (১) উপনিয়মানুসারে কোন দলিল ফেরত দেওয়া হইলে, ২নং রেজিস্টার বহিতে সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য লিখিতে হয় না এবং প্রত্যর্পিত দলিলে কোন সীলও দেওয়া থাকিবে না।

নিয়ম ২৮ ঃ (১) দাখিলীকৃত কোন দলিল যদি উপযুক্তরূপে স্ট্যাম্পযুক্ত না থাকে, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিলখানি দাখিলকারককে ফেরত না দিয়া ১৮৯৯ সালের ভারতীয় স্ট্যাম্প আইনের ৩৩-ধারা মতে ইমপাউণ্ড করিবেন এবং সেই সংগে ইমপাউণ্ড রেজিস্টারে উক্ত দলিল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এরূপ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার কোন ফিস্ গ্রহণ করিবেন না; ২৫ (২) উপনিয়মের জন্য ভিন্নভাবে রক্ষিত রসীদবহি হইতে একখানি রসীদ দলিল দাখিলকারককে প্রদান করিবেন; আর, রসীদের উপর লাল কালিতে লিখিত থাকিবে : "দলিলখানি ইমপাউণ্ড করা হইয়াছে।"

(৩) সমাহর্তার (কালেকটারের) নিকট উক্ত দলিল প্রেরণ করিবার পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিতগুলি দলিলে রেকর্ড করিবেন :—

(i) এই এনডোর্সমেণ্টটি : "১৮৯৯ সালের ভারতীয় স্ট্যাম্প আইনের ৩৮ ধারার অন্তর্গত (২)-উপধারা মতে ইমপাউণ্ড করিয়া সমাহর্তার নিকট প্রেরণ করা হইল।"

(ii) রেজিস্ট্রেসন আইনের ৫২ (১) উপধারার অন্তর্গত (এ)-খণ্ডানুযায়ী এনডোর্সমেণ্ট।

(iii) সম্ভব হইলে ৫৮-ধারার এনডোর্সমেণ্টগুলি।

নিয়ম ২৯ : (১) কালেকটারের নিকট দলিলখানি যথাযথ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া ফেরত আসিলে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুরোধ করিয়া দলিল দাখিলকারককে নোটিশ প্রদান করিবেন : [কালেকটার তিনপ্রকার সার্টিফিকেট প্রদান করিতে পারেন ; যথা, দলিলখানি উপযুক্তরূপে স্ট্যাম্প প্রদান করা আছে, অথবা দলিলখানিতে স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদেয় নহে অথবা ঘাটতি স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদত্ত হইয়াছে।]

(এ) নোটিশে নির্ধারিত তারিখে দলিল দাখিলকারীকে প্রথমে দলিল দাখিল করিবার সময় যে রসীদ প্রদান করা হইয়াছিল সেই রসীদ সহ হাজির হইতে হইবে ;

(বি) নোটিশে নির্ধারিত তারিখে দলিল দাখিলকারীকে প্রয়োজনীয় ফিসআদি প্রদান করিতে হইবে ; এবং

(সি) যদি ২৮-নিয়মানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে সম্পাদন স্বীকার সম্পর্কে দলিলে এনডোর্সমেণ্ট রেকর্ড করা না হইয়া থাকে তবে দলিল দাখিল-কারীকে সে সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

উপরিউক্ত (বি) এবং (সি)-এর শর্তগুলি পূরণ করা হইলে উক্ত দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

(২) উপরিলিখিত ফিস্ দাখিলকারীর নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে, দাখিলকারীর দ্বারা রসীদে উল্লিখিত মনোনীত ব্যক্তির নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে অথবা দলিলে বর্ণিত গ্রহীতার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) উক্তরূপে ন্যায্য ফিস্ প্রদত্ত হইলে, রেজিস্টারিং অফিসার ১নং পরিশিষ্টের ১০নং ফরমে (মিস্‌রিসিট) ফিস্-দাতাকে একখানি রসীদ দিবেন, তারপর ফি-বহিতে এবং ২৫ (২) উপনিয়মে প্রদত্ত রসীদে প্রয়োজনীয় এনট্রী করিবেন।

(৪) উপরের (২) উপনিয়মে লিখিত ব্যক্তির মধ্যে কেহ ফিস্ নোটিশে লিখিত সময়ের মধ্যে প্রদান না করিলে উক্ত দলিল রিফিউস করা হইবে; দলিল-খানি রিফিউস করিবার পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবেন যে প্রেরিত নোটিশ দলিলদাখিলকারক যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

নিয়ম ৩০ : স্ট্যাম্প. ভেন্ডরের এনডোর্সমেণ্টের ভাষা রেজিস্টারিং অফিসার না বুঝিতে পারিলে এবং সেই জেলার সাধারণ ভাষায় উহা লিখিত না হইলে দলিল দাখিলকারীকে উক্ত এনডোর্সমেণ্টের একটি অনুবাদ ফাইল করিতে হইবে; দাখিলকারীকে উক্ত অনুবাদ "সত্য অনুবাদ" এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে; উপরন্তু, দাখিলকারীকে উক্ত অনুবাদ প্রত্যয়ন করিতে হইবে।

নিয়ম ৩১ : (১) যদি কোন দলিল সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকেন তাহা হইলে উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য তাঁহার নিকট দাখিল করা হইলে অথবা অনুরূপ কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মোক্তারনামা প্রামাণিক (বা অথেনটিকেট) করিবার জন্য দাখিল করা হইলে, রেজিস্টারিং অফিসার দাখিলকারীকে ২৯-ধারা, ৩০-ধারা অথবা ৩৩ (১) (এ) ধারার বিধানানুসারে অন্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে উক্ত দলিল বা মোক্তারনামা দাখিল করিবার জন্য সুপারিশ করিবেন।

(২) উক্তরূপ সুপারিশ করা সত্ত্বেও পার্টি সেই রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট উক্ত দলিল বা মোক্তারনামা রেজিস্ট্রী বা অথেন্টিকেট করাইতে একান্ত-ভাবে চাহিলে, রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন বা মোক্তার-নামা প্রামাণিক করিবেন; এই রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং নিবন্ধক না হইলে (অর্থাৎ এই রেজিস্টারিং অফিসার অবর-নিবন্ধক হইলে), তাঁহার উপরস্থ নিবন্ধকের নিকট এই বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন; কিন্তু নিবন্ধক হইলে মহা-নিবন্ধ-পরিদর্শকের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

নিয়ম ৩২ : কোন দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির কিছু অংশ ভারতের মধ্যে (জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত) এবং অপর অংশ ভারতের বাহিরে অবস্থিত হইলে, ভারতস্থিত সম্পত্তি যে রেজিস্টারিং অফিসারের এলাকাভুক্ত সেই রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করা যাইবে; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে নিবন্ধীকরণ প্রমাণপত্রে লিখিত থাকিবে যে কেবলমাত্র ভারতস্থিত সম্পত্তির উপর এই নিবন্ধীকরণ কার্যকরী হইবে।

অধ্যায় ৬
ভিজিট ও কমিশন

নিয়ম ৩৩ : ভিজিটের দরখাস্ত করিতে হয় ৩১-ধারার অনুবিধিমূলে, ৩৩ (৩) উপধারামূলে, অথবা ৩৮ (২) উপধারামূলে ; এবং কমিশন ইস্যু করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে হয় ৩৩(৩) উপধারামূলে অথবা ৩৮(২) উপধারামূলে। উক্ত ভিজিট অথবা কমিশনের জন্য দরখাস্তের সহিত প্রয়োজনীয় ফিসআদি এবং রেজিস্টারিং অফিসার বা কমিশনারের এবং পিওন বা অপর কোন অনুগামী ব্যক্তির পাথেয় প্রদান করিতে হইবে। এই সকল বিষয় ভিজিট কমিশন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। উপরিউক্ত ফিস্ এবং পাথেয় না প্রদান করা হইলে ভিজিট করা হইবে না, অথবা কমিশন ইস্যু করা হইবে না।

অবশ্য, ৩৩(১) উপনিয়মভুক্ত অনুবিধির ক্ষেত্রে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পাথেয় (টি, এ,) সংগে সংগে ধার্য করা সম্ভব হইবে না, সেই সকল ক্ষেত্রে ভিজিট বা কমিশনের কার্য সম্পন্ন হইবার পর পাথেয় ধার্য করিয়া আদায় করা যাইবে।

নিয়ম ৩৪ : ৩১-ধারার অনুবিধিমূলে অথবা ৩৩(৩) উপধারামূলে অথবা ৩৩-নিয়মের অনুবিধি অনুসারে ভিজিটের জন্য ৩৩-নিয়মানুসারে ফিসআদি প্রদান করা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার মিস্‌লেনিয়াস রসীদ বহি হইতে একখানি রসীদ প্রদান করিবেন (মিস্ : রসীদ—পরি : ১, ফঃ ১০)

নিয়ম ৩৫: কমিশনের জন্য দলিলে লিখিবার এনডোর্সমেণ্ট ২নং পরিশিষ্টের ৫নং ফরম অনুসারে হইবে।

নিয়ম ৩৬ : (১) রেজিস্টারিং অফিসার তাঁহার সংস্থার কোন বেতনভুক কর্মচারীকে কমিশন ইস্যু করিতে পারিবেন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে—যে ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিতে হইবে তিনি যদি ভিন্ন জেলা বা উপ-জেলায় অবস্থান করেন তাহা হইলে সেই জেলা বা উপ-জেলার রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট কমিশন ইস্যু করা হইবে। কমিশন-দলিল প্রাপ্ত হইয়া এবং (যদি পাথেয় যে অফিসে দলিল দাখিল করা হইয়াছে সেখানে প্রদান করা না হইয়া থাকে তবে) দরখাস্তকারীর নিকট হইতে পাথেয় প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন জেলা বা উপ-জেলার রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং বা তাঁহার সংস্থার কোন বেতনভুক কর্মচারীকে তিনি আদেশ প্রদান করিলে সেই কর্মচারী কমিশন কার্য সম্পন্ন করিবেন। এনডোর্সমেণ্ট ৩৫-নিয়ম অনুসারে হইবে।

(২) ৩৬ (১) উপনিয়মানুসারে ভিন্ন এলাকার অফিসারকে কমিশন ইস্যু করা

হইলে যদি পাথেয় জমা দেওয়া থাকে তবে উক্ত পাথেয় দরখাস্তকারীর খরচে ভিন্ন এলাকার অফিসারকে প্রেরণ করিতে হইবে ; কমিশন ফিস্ (অর্থাৎ [কে (১) (এ)] বা [জে (১) (এ)]) কিন্তু কমিশন ইস্যুকারী রেজিস্টারিং অফিসার তাঁহার অফিসের অ্যাকাউণ্টে জমা রাখিবেন।

দ্রষ্টব্য : কমিশন দলিল দাখিল করিবার সময় ৩৬(২) উপনিয়মানুসারে পাথেয় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা না করিয়াও যে ভিন্ন এলাকার অফিসার কমিশন কার্য সম্পন্ন করিবেন তাঁহার অফিসে পাথেয় খরচ জমা দেওয়া যাইবে ; এবং এই ব্যবস্থাই শ্রেয়তর।

নিয়ম ৩৭ : রেজিস্টারিং অফিসার কমিশনারকে কমিশন-দলিলের স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্পাদন স্বীকার সম্পর্কে এবং কমিশন-কার্য সম্পাদন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারেন।

নিয়ম ৩৮ : (১) কমিশন-কার্য সম্পন্ন করিবার পর ২-পরিশিষ্টের ৬নং ফরম অনুসারে কমিশন-দলিলে এনডোর্সমেণ্ট লিখিয়া যে অফিস হইতে কমিশন ইস্যু করা হইয়াছিল সেই অফিসে দলিলখানি ফেরত পাঠাইতে হইবে। প্রয়োজনানুসারে এনডোর্সমেণ্ট পরিবর্তন করা যাইবে।

যখন রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং সম্পাদনকারীর গৃহে গমন করিয়া দলিলের সম্পাদন স্বীকার রেকর্ড করেন তখনও ২-পরিশিষ্টের ৬নং ফরম ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) রিপোর্ট সহ দলিল ফেরত আসিলে কমিশন সংক্রান্ত লিখিত রিপোর্টের নীচে ২-পরিশিষ্টের ৭নং ফরম অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসার একটি এনডোর্সমেণ্ট লিপিবদ্ধ করিবেন।

অধ্যায় ৭

২৫ (১) এবং ৩৪ (১) ধারামতে প্রদেয় জরিমানা

নিয়ম ৩৯ : (১) ২৫(১) উপধারা এবং ৩৪(১)-এর অনুবিধিমূলে নিম্নলিখিত স্কেলে জরিমানা ধার্য হইবে :—

বিলম্বের কাল	জরিমানার পরিমাণ
(এ) বিলম্ব সাত দিনের অধিককাল না হইলে	জরিমানা উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের দুই গুণ হইবে।

(বি) বিলম্ব সাত দিনের অধিককাল কিন্তু এক মাসের অধিককাল না হইলে — জরিমানা উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের চারি গুণ হইবে।

(সি) বিলম্ব এক মাসের অধিককাল কিন্তু চারি মাসের অধিককাল না হইলে — জরিমানা উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিসের দশ গুণ হইবে।

(২) উপরিউক্ত জরিমানা উপযুক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিস্ সহ বুঝিতে হইবে। নিবন্ধক যে চিঠির দ্বারা জরিমানা আদায়ে দলিল রেজিস্ট্রী করিতে বা রেজিস্ট্রেসনের জন্য দলিল দাখিল লইতে নির্দেশ প্রদান করেন, সেই চিঠির নম্বর এবং তারিখ সহ আদায়ীকৃত ফাইন ইত্যাদি উক্ত দলিলে নোট করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : উপরিউক্ত স্কেলে জরিমানা প্রদান করিয়া কোন দলিল নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করা হইলে তাহার জন্য পুনরায় রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয় না ; কারণ, ধার্য জরিমানার মধ্যে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ এবং জরিমানা উভয়ই ধরা আছে বুঝিতে হইবে।

নিয়ম ৪০ : ৩৪(১) উপধারার অন্তর্গত অনুবিধি অনুসারে সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির হইতে বিলম্ব করিলে যে ফাইন (বা জরিমানা) প্রদান করিতে হয়, তাহা একই দলিলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এবং সকল পরবর্তীকালে প্রদান করিবার ক্ষেত্রে শেষবার পর্যন্ত মোট যে সময় হয় সেই সময়ের জন্য প্রদেয় মোট জরিমানা হইতে পূর্বে যে জরিমানা প্রদান করা হইয়াছে তাহা বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইবে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার এবং সকল পরবর্তীবারের দেয় জরিমানার পরিমাণ।

দ্রষ্টব্য : ৪০-নিয়ম সেই সকল দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোয্য যে দলিলের সম্পাদনকারী একাধিক এবং সম্পাদনকারিগণ একই সময়ে হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করেন না। জরিমানা প্রদান করিয়া ৩৪(১) অনুবিধিমতে সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য চারি মাস পর্যন্ত সময় পাওয়া যায়। এখন ধরুন, কোন দলিলে তিনজন সম্পাদনকারী আছে ; প্রথম সম্পাদনকারী সাত দিন বিলম্বে হাজির হইল এবং সম্পাদন স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল। অনুরূপে, দ্বিতীয় সম্পাদনকারী ১৫ দিন বিলম্বে হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল ইত্যাদি। এখন, এই একই দলিলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বারে আসিয়া সম্পাদন স্বীকারের জন্য জরিমানা গণনা করিবার রীতি ৪০-নিয়মানুসারে অনুসৃত হইবে।

নিয়ম ৪১ : যে ক্ষেত্রে কোন দলিল এক বা একাধিক হুবহু নকল সহ একই পার্টির দ্বারা একই সময়ে রেজিস্ট্রেসনের জন্য দাখিল করা হয়, সে ক্ষেত্রে ২৫(১) উপধারা এবং ৩৪(১) উপধারার অনুবিধি অনুসারে যদি জরিমানা প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে সেই জরিমানা কেবলমাত্র মূল দলিলখানির উপর ধার্য হইবে ; নকলগুলির জন্য ভিন্নভাবে কোন জরিমানা ধার্য করিতে হইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন দলিল এবং তাহার ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট ইত্যাদি কপির নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য মূল দলিল এবং ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইলেও, ৪১-নিয়মানুসারে ২৫ (১) উপধারা ও ৩৪ (১)-উপধারার অনুবিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জরিমানা দিতে হয় না ; প্রয়োজন হইলে শুধুমাত্র মূল দলিলের জন্যই জরিমানা দিতে হয়।

নিয়ম ৪২ (১) ৭০-ধারামতে উক্তরূপ ফাইন প্রদান হইতে মৌকুফ লাভের জন্য দরখাস্ত রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট করা যাইতে পারে ; কিন্তু জরিমানা প্রথমে প্রদান করিয়া উক্ত দরখাস্ত পেশ করিতে হয় ; জরিমানা জমা না দিলে মৌকুফের জন্য দরখাস্ত গৃহীত হইবে না।

(২) জরিমানা মৌকুফের দরখাস্ত রেজিস্টারিং অফিসার গ্রহণ করিলে তিনি তাহা তাঁহার মতামত সহ নিবন্ধকের মাধ্যমে মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

অধ্যায় ৮

নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল লইবার পরবর্তী প্রণালী

নিয়ম ৪৩ : ২১-নিয়মে যে সকল বিষয়ের সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে সেগুলি বৈধভাবে পালিত হইলে ২-পরিশিষ্টের ১নং ফরম অনুসারে অ্যাডমিসিবিলিটির সার্টিফিকেট দলিলখানির সম্মুখভাগে এনডোর্স করিতে হইবে ; উক্ত এনডোর্সমেন্টের নীচে রেজিস্টারিং অফিসার তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

নিয়ম ৪৪ : একাধিক পৃষ্ঠাযুক্ত দলিল দাখিল হইলে প্রতি পৃষ্ঠাতে (পশ্চাতে) রেজিস্টারিং অফিসার তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন ; অফিস সীল-মোহরের ছাপও প্রতি পৃষ্ঠাতে (পশ্চাতে) থাকিবে।

নিয়ম ৪৫ : (১) ৪৩-নিয়মানুসারে অ্যাড্মিসিবিলিটির সার্টিফিকেট লিখিত

হইবার পর, রেজিস্টারিং অফিসার রেজিস্ট্রেসন ফিস্ গ্রহণ করিবেন; এবং যদি প্রদেয় হয় তবে ২৫ (১) উপধারামতে ফাইনও গ্রহণ করিবেন; উক্ত ফিস্আদি এবং ফাইন যদি প্রদেয় হয় তবে সেই ফাইন অ্যাডমিসিবিলিটির সার্টিফিকেটের নিম্নে লিপিবদ্ধ করিবেন; সেই সংগে ফি বহিতেও প্রয়োজনীয় এনট্রী করিতে হইবে।

(২) প্রদত্ত ফিসের (এবং যদি প্রদেয় হয় তবে ফাইনের) সমষ্টি ১-পরিশিষ্টের ৮নং ফরম অনুসারে রসীদে লিখিয়া ৫২ (১) (বি)-ধারামতে প্রদান করিতে হইবে।

নিয়ম ৪৬ঃ (১) ৫২ এবং ৫৮-ধারামতে এনডোর্সমেণ্টগুলি ২-পরিশিষ্টের ২নং এবং ৩নং ফরমে হইবে।

৪১ (২) উপধারামতে দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্র অথবা উইল নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য গ্রহণের এনডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টের ১১নং ফরমে হইবে।

নিবন্ধক বা দেওয়ানী আদালতের আদেশানুসারে যে দলিলের নিবন্ধীকরণ সম্পন্ন হয়, সেই দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণের এনডোর্সমেণ্ট ২-পরিশিষ্টের ১২ নং ফরমে হইবে।

(২) ৫২, ৫৮ এবং ৬০-ধারামতে অথবা অন্যান্য লিখিত এনডোর্সমেণ্টগুলি লাল কালিতে লিখিত হইবে এবং স্বাক্ষরগুলি তাহাতে কাল কালিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক এনডোর্সমেণ্ট রেজিস্টারিং অফিসারকে স্বহস্তে লিখিতে হইবে; রীতিসিদ্ধ (ফর্মাল) অংশগুলির জন্য অবশ্য রবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করা যাইতে পারে; এ সম্পর্কে বিশেষ ক্ষেত্রে মহানিবন্ধ-পরিদর্শক ভিন্ন আদেশ প্রদান করিতে পারেন।

মহানিবন্ধ-পরিদর্শক রেজিস্টারিং অফিসারকে রেজিস্টারিং অফিসারের কোন করণিক দ্বারা বা তাঁহার অফিসে সংযুক্ত কোন অবর-নিবন্ধক দ্বারা এনডোর্সমেণ্টগুলি লিখাইয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

নিয়ম ৪৭ঃ (১) রেজিস্ট্রেসনের জন্য দাখিলীকৃত কোন দলিলের সম্পাদনকারীর সহিত রেজিস্টারিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না থাকিলে সেই সম্পাদনকারীর সনাক্তকরণের জন্য রেজিস্টারিং অফিসারের পরিচিত কোন ব্যক্তিকে অথবা সম্মানীয় কোন ব্যক্তিকে সনাক্তকারীরূপে হাজির করিতে হইবে।

(২) সনাক্তকারী সত্য সত্যই যে সম্পাদনকারীর পরিচিত সে সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং সন্তুষ্ট হইবেন ; এবং সনাক্তকারী যে ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে চাহেন, সেই ব্যক্তির নাম এবং পরিচয় সনাক্তকারীকে রেজিস্টারিং অফিসার জিজ্ঞাসা করিবেন।

নিয়ম ৪৮ : কোন ব্যক্তি লিখিতে না পারিলে, তিনি ঢেরা-সহি দ্বারা বা কলম স্পর্শ করিয়া স্বাক্ষর করিতে পারেন ; পরে লিখনক্ষম কোন ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির সম্পূর্ণ নাম লিখিয়া নিজ নাম স্বাক্ষর করিবেন এইজন্য যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাঁহার উপস্থিতিতে ঢেরা-সহি প্রদান করিয়াছে অথবা কলম স্পর্শ করিয়াছে।

দ্রষ্টব্য : অন্যের সাহায্যে স্বাক্ষর সাধারণতঃ 'ব-কলমে' স্বাক্ষর নামে পরিচিত ; ধরুন, রমেন্দ্রনাথ ভদ্র লিখিতে পারেন না ; পরিতোষ শীল রমেন্দ্রনাথের নাম নিম্নলিখিতভাবে ব-কলমে স্বাক্ষর করেন :

রমেন্দ্রনাথ ভদ্র
বঃ পরিতোষ শীল

বা

রমেন্দ্রনাথ ভদ্র
লেখক: পরিতোষ শীল

স্বাক্ষর নানাভাবে গ্রাহ্য হয় ; যথা : (১) স্বহস্তে স্বাক্ষর, (২) ঢেরা-সহি অর্থাৎ কলম দিয়া দাগ দেওয়া (×), অথবা (৩) যে কলমে ব-কলমে নামটি লিখিত হয় সেই কলমটি স্পর্শ করিয়া সম্মতিদানসূচক স্বাক্ষর। টিপসহি দ্বারাও স্বাক্ষর হয় ; ইহা সর্বাপেক্ষা প্রচলিত এবং নিরাপদ স্বাক্ষর।

নিয়ম ৪৯ : (১) দলিলের সম্পাদনকারী (i) লিখিতে অক্ষম হইলে, অথবা (ii) রেজিস্টারিং অফিসারের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হইলে তিনি (দলিলের সম্পাদনকারী) দলিলে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিবেন (যদি লিখিতে না জানেন তবে ৪৮-নিয়মানুসারে ব-কলমে স্বাক্ষর করিবেন)। উপরন্তু, বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপও উক্ত দলিলে এবং টিপ-বহিতে দিতে হইবে।

অবশ্য, অনুবিধি এই যে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল ত্রুটিপূর্ণ (অংগহীন) বা আহত হইলে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের বা অপর কোন আঙুলের টিপ-ছাপ লইতে হইবে। কিন্তু কোন সম্পাদনকারী যদি বসন্ত, লেপ্রসী অথবা অন্য প্রকার

সংক্রামক রোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত রোগাক্রান্ত সম্পাদনকারীর টিপ-ছাপ গ্রহণ করিতে হইবে না ; বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুল ভিন্ন অন্য কোন আঙ্গুলের টিপ গ্রহণ করা হইলে, সেই আঙ্গুলের উল্লেখ করিয়া টিপ-বহিতে এবং দলিলে নোট প্রদান করিতে হইবে ; সংক্রামক রোগের জন্য টিপ গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে সে সম্পর্কেও কারণসহ নোট প্রদান করিতে হইবে।

(২) একখানি টিনপ্লেটে ছাপা-কালি (অর্থাৎ যে কালিতে বই ছাপা হয়) উত্তমরূপে লেপন করিয়া সেই টিনপ্লেটের উপর সম্পাদনকারীর আঙ্গুল ঢিলাভাবে ঘুরাইয়া লইয়া টিপ লইতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : টিপ-ছাপ সাধারণতঃ দুইপ্রকারে তোলা হইয়া থাকে : সোজা ছাপ এবং ঘোরানো ছাপ ; আঙ্গুলে কালি লাগাইয়া কোন কাগজের উপর উক্ত আঙ্গুল সোজাসুজি বসাইয়া দিলে যে ছাপ উঠে তাহাকে সোজা ছাপ বলে। ঘোরানো ছাপ লইতে হইলে কালির পাত্রে বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলটি উপুড় করিয়া ঐ অবস্থায় আঙ্গুলটি ঘুরাইয়া আঙ্গুলে কালি মাখাইয়া লইতে হয় এবং পরে কাগজে অনুরূপে আস্তে আস্তে আঙ্গুলটি বাঁকাইয়া ছাপ তুলিতে হয়। জোর প্রয়োগে বা আঙ্গুলে বেশী কালি মাখাইলে ছাপ স্পষ্ট হয় না।

টিনপ্লেটে বা শ্লেটে কালি খুব পাতলা করিয়া লাগাইতে হয় ; পরে রোলার বা আঙ্গুল দ্বারা ভাল করিয়া ঘষিয়া লইতে হয়। শ্লেটে বা টিনপ্লেটে ময়লা বা ধূলা যেন না থাকে।

(৩) টিপ-বহির প্রতি টিপেই রেজিস্টারিং অফিসার ইনিসিয়াল করিবেন ; যে কর্মচারী টিপ গ্রহণ করেন তিনিও প্রতি টিপের ক্ষেত্রে ইনিসিয়াল করিবেন ; পরদানশীন মহিলার ক্ষেত্রে সনাক্তকারী ইনিসিয়াল করিবেন।

(৪) যখন একই সম্পাদনকারী একাধিক দলিল একই দিনে রেজিস্ট্রী করেন, তখন টিপের বহিতে একটিমাত্র টিপ লইলে চলিবে ; যতগুলি দলিল ততগুলি টিপ-ছাপ টিপ-বহিতে লইতে হইবে না (কিন্তু প্রত্যেক দলিলে টিপ-ছাপ লইতে হইবে)।

(৫) কোন পদস্থ ব্যক্তি রেজিস্টারিং অফিসারের অপরিচিত হইলেও যদি তাঁহার সনাক্ত সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ না থাকে তবে সেই সকল ব্যক্তিকে আঙ্গুলের ছাপ প্রদান হইতে রেজিস্টারিং অফিসার স্ববিবেকে অব্যাহতি দিতে পারেন। এই অব্যাহতি প্রদান সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলে নোট প্রদান করিবেন।

(৬) লিখিতে অক্ষম সনাক্তকারীর সম্পর্কেও উপরিউক্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনে প্রযোজ্য হইবে।

দ্রষ্টব্য : যে সনাক্তকারী লিখিতে পারেন না, তাঁহার নাম ব-কলমে স্বাক্ষরিত হইবে ; তাঁহাকেও সম্পাদনকারীর ন্যায় টিপ-ছাপ দিতে হইবে।

নিয়ম ৫০ : রেজিস্টারিং অফিসারের উপস্থিতিতে সম্পাদনকারী বা সনাক্তকারীর টিপ-ছাপ টিপ-বহিতে এবং দলিলে লইতে হইবে।

টিপ-বহিতে আঙ্গুলের ছাপের যে ক্রমিক নং প্রদান করা হয়, সেই ক্রমিক নম্বর দলিলের পৃষ্ঠায় গৃহীত টিপের পাশেও লিখিতে হইবে। ভিজিট-কমিশনের জন্য একখানি পৃথক টিপের বহি থাকিবে।

নিয়ম ৫১ ঃ (১) যদি কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকে এবং একাধিক সম্পাদনকারীর মধ্যে কেহ যদি উক্ত দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করেন, তবে যে ব্যক্তি সম্পাদন অস্বীকার করিবেন, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির সম্পর্কে দলিলখানি আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হইবে ; আর যাঁহারা সম্পাদন স্বীকার করিবেন তাঁহাদের সম্পর্কে দলিলখানি নিবন্ধীকৃত হইবে। পুনরায়, একাধিক সম্পাদনকারী আছে এমন দলিলের কোন কোন সম্পাদনকারী হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিলে, কেবলমাত্র যাঁহারা হাজির হইয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের সম্পর্কে দলিলখানি নিবন্ধীকৃত হইবে ; আর, যাঁহারা সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির হইবেন না, তাঁহাদের সম্পর্কে রেজিস্ট্রেসন প্রত্যাখ্যাত হইবে।

(২) মৃত সম্পাদনকারীর কোন কোন প্রতিনিধি যদি সম্পাদন স্বীকার করেন এবং অপর কয়েকজন সম্পাদন অস্বীকার করেন তবে দলিলখানি ৭৩-ধারার বিধানাধীনে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ৫১ (১) এবং ৫১ (২)এর পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। ৫১ (১)-এ একাধিক সম্পাদনকারীর মধ্যে যাঁহারা সম্পাদন স্বীকার করেন, তাঁহাদের সম্পর্কে দলিলখানি নিবন্ধীকৃত হয়, আর যাঁহারা সম্পাদন অস্বীকার করেন বা সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য অফিসে যথাসময়ে হাজির না হন, কেবলমাত্র এই সকল সম্পাদন অস্বীকারকারীর সম্পর্কেই দলিলখানি আংশিকভাবে রিফিউস্ করা হইবে। কিন্তু, ৫১ (২) নিয়মে সম্পাদনকারীর প্রতিনিধিগণ দ্বারা (রিপ্রেসেনটেটিভ দ্বারা) সম্পাদন স্বীকার সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। কোন দলিলের সম্পাদনকারী দলিলখানির সম্পাদন স্বীকার করিবার পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিলে, সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য প্রতি-

নিধিরূপে সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন; প্রতিনিধি একজন মাত্র হইলে, তিনি সম্পাদন স্বীকার করিলে দলিলখানি নিবন্ধীকৃত হইতে পারে; তিনি সম্পাদন অস্বীকার করিলে দলিলখানি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু যেক্ষেত্রে মৃত সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি একাধিক, এবং প্রতিনিধিদিগের কেহ কেহ সম্পাদন স্বীকার করেন এবং অপরে সম্পাদন অস্বীকার করেন, সেক্ষেত্রে দলিলখানি সম্পূর্ণরূপে রিফিউস্ করা হইবে যদিও সকলের মধ্যে কয়েকজন প্রতিনিধি সম্পাদন স্বীকার করিয়াছেন এবং অপর কয়েকজন সম্পাদন অস্বীকার করিয়াছেন। দশজন প্রতিনিধির মধ্যে একজন মাত্র প্রতিনিধি সম্পাদন অস্বীকার করিলে দলিলখানি সম্পূর্ণরূপে রিফিউস্ করা হইবে। প্রতিনিধি কর্তৃক সম্পাদন অস্বীকৃত হওয়ার জন্য দলিল প্রত্যাখ্যাত হইলে ৭৩-ধারার সুযোগ পার্টি পাইবে।

নিয়ম ৫২ : (১) ২৩-ধারাতে দলিল দাখিল করিবার জন্য যে চারি মাস সময় প্রদান করা আছে, সেই সময়ের মধ্যে অবর-নিবন্ধকের নিকট দলিল দাখিল করা সত্ত্বেও সম্পাদনকারী উক্ত চারি মাসের মধ্যে হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার না করিলে অবর-নিবন্ধক চারি মাসান্তে যথারীতি দলিলখানির নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) প্রত্যাখ্যান করিবেন। তখন পার্টি প্রত্যাখ্যানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ৭২-ধারা মতে নিবন্ধকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে, যদি উক্ত চারি মাস সমাপ্ত হইবার পূর্বে উক্ত দলিলের দাখিলকারক বা গ্রহীতা সম্পাদনকারীকে ৩৬-ধারা মতে হাজির করাইবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন অথবা ৩৮-ধারা মতে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অবর-নিবন্ধক উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ (রেজিস্ট্রেসন) প্রত্যাখ্যান করিবেন না এবং সে সম্পর্কে কোন আদেশও রেকর্ড করিবেন না। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে চারি মাসান্তে অবর-নিবন্ধক প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য নিবন্ধকের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

(২) ৫২ (১) উপনিয়মে উল্লিখিত ৭২-ধারা মতে আপীল কেসে দলিলের সম্পাদনকারীকে নিবন্ধকের নিকট হাজির হইয়া ২৩-ধারা অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবর-নিবন্ধকের সমীপে হাজির হইতে না পারিবার কারণস্বরূপ জরুরী প্রয়োজনের অথবা অনিবার্য দুর্ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রদান করিতে হইবে।

নিবন্ধকের নিকট উক্তরূপে হাজির হইয়া জরুরী প্রয়োজন অথবা অনিবার্য

দুর্ঘটনা সম্পর্কে কারণ দর্শাইলে নিবন্ধক দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার জন্ত অবর-নিবন্ধককে নির্দেশ দান করিবেন। অন্তথা, নিবন্ধক দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দান করিবেন না। নিবন্ধক রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ প্রদান করিলে ৩৪ (১) উপধারার অনুবিধি অনুসারে জরিমানা ধার্য করা হইবে।

(৩) ৫২ (১) উপনিয়মের অনুবিধির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

[৫২(১) উপনিয়মের অনুবিধিতে লিখিত আছে যে দলিল দাখিলকারী অথবা গ্রহীতা ৩৬-ধারা বা ৩৮-ধারা মতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অবর-নিবন্ধক দলিলখানি রিফিউস্ না করিয়া সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসান্তে নিবন্ধকের নিকট রিপোর্ট করিবেন।]

(এ) অবর-নিবন্ধকের নিকট হইতে উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক নির্দেশ দিবেন যে ৩৬-ধারা ও ৩৮-ধারার কার্যবাহ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, দলিলখানি পেন্ডিং রাখিতে হইবে; অবশ্য কোনক্রমেই এই পেন্ডিং রাখিবার কাল সম্পাদনের তারিখ হইতে আট মাসের অধিক হইবে না। যথারীতি সমনজারি হওয়া সত্ত্বেও যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের সমীপে হাজির না হয়, অথবা যখন রেজিস্টারিং অফিসার বা কমিশনার সম্পাদনকারীর গৃহে গমন করেন তখন যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের বা কমিশনারের সমীপে ইচ্ছাপূর্বক হাজির না হয়, তাহা হইলে সাব্‌রেজিস্ট্রার দলিলখানি ৩৫-ধারা মতে রিফিউস্ করিবেন।

(বি) সমন প্রাপ্ত হইয়া সম্পাদনকারী হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিলে তাহা দলিলে রেকর্ড করা হইবে এবং সম্পাদনকারীকে হাজির হইতে বিলম্ব হইবার কারণ দর্শাইয়া একখানি দরখাস্ত অবর-নিবন্ধক মারফৎ নিবন্ধককে করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইবে। এইরূপ দরখাস্ত অবর-নিবন্ধক তাঁহার মতামতসহ নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন। দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক ৩৪ (১) অনুবিধিমুলে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(সি) উক্ত দরখাস্তে বিলম্বে হাজির হইবার যে কারণ বিবৃত হইয়াছে নিবন্ধক তাহা বিবেচনা করিয়া অবর-নিবন্ধককে প্রয়োজনীয় ফাইন বা জরিমানা গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দান করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য: ফাইন নির্ধারিত হয় ৩৪(১) উপধারার অন্তর্গত অনুবিধি অনুসারে; আর, ফাইনের স্কেল সম্পর্কে জানিতে হইবে ৩৯ (১) উপনিয়মে।

(ডি) দরখাস্তে লিখিত বিলম্বের কারণ পাঠে নিবন্ধক সন্তুষ্ট না হইলে নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানির রেজিস্ট্রেসন প্রত্যাখ্যান করিতে নির্দেশ দিবেন।

(ই) যদি সম্পাদনকারী বিলম্বে হাজির হইবার জন্য কারণ দর্শাইতে অস্বীকার করেন অথবা অক্ষম হন তাহা হইলেও অবর-নিবন্ধক নিবন্ধকের নিকট আদেশের জন্য লিখিবেন।

(এফ্) উপরের (ই)-খণ্ডে বর্ণিত রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে নির্দেশ দিবেন।

(জি) উপরের (ডি) এবং (এফ্) খণ্ড মতে নিবন্ধকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অবর-নিবন্ধক ৩৪-ধারা মতে সম্পাদনকারী সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে হাজির না হওয়ার জন্য প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড করিবেন (২নং রেজিস্টার বহিতে)।

(৪) ৫২ (১) উপনিয়মের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে নিবন্ধকের নিকট দাখিলীকৃত দলিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত নিবন্ধকের নিকট কোন আপীল করা চলিবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ অবর-নিবন্ধকের নিকট দলিল দাখিল হইবার পর সে-দলিল প্রত্যাখ্যাত হইলে নিবন্ধকের নিকট আপীল করা যায়; কিন্তু নিবন্ধকের নিকট দলিল দাখিল হইবার পর দলিলখানি প্রত্যাখ্যাত হইলে সেই প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে ঐ নিবন্ধকের নিকট বা রেজিস্ট্রেসন ডিপার্টমেণ্টের অন্য কোন আধিকারিকের নিকট আপীল করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য পার্টিকে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৭৭-ধারা অনুসারে দেওয়ানী আদালতের সাহায্য লইতে হইবে। নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে সেখানে আবেদন করা যাইবে।

নিয়ম ৫৩ : (১) ২৫-ধারা অনুসারে দলিল দাখিল করিবার সময় বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও যদি সম্পাদনের তারিখ হইতে আট মাসের মধ্যে সম্পাদনকারী হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার না করেন তাহা হইলে উক্ত আট মাস সময়ান্তে অবর-নিবন্ধক দলিলখানির নিবন্ধীকরণ যথারীতি প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড করিবেন; পার্টি প্রয়োজন বোধ করিলে প্রত্যাখ্যানাদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ৭২-ধারা অনুসারে নিবন্ধকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে অবর-নিবন্ধক প্রত্যাখ্যানাদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন না যদি দলিল দাখিলকারী বা দলিলের গ্রহীতা উক্ত আট মাস সময় শেষ হইবার পূর্বে ৩৬-ধারা অথবা ৩৮-ধারা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন ; কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে আট মাসান্তে অবর-নিবন্ধক নিবন্ধকের আদেশের জন্য নিবন্ধককে রিপোর্ট করিবেন।

(২) ৭২-ধারামূলে আপীলের ক্ষেত্রে (৫৩ (১) উপনিয়মে লিখিত আপীল-কেসের ক্ষেত্রে) নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার নির্দেশ দিবেন না, যদি না সম্পাদনকারী নিবন্ধক-সমীপে হাজির হইয়া এই মর্মে কারণ প্রদর্শন করেন যে জরুরী প্রয়োজন অথবা অনিবার্য দুর্ঘটনার জন্য ২৫-ধারা মতে বর্ধিত সময়ের মধ্যে অবর-নিবন্ধকের অফিসে (সম্পাদন স্বীকারের জন্য) হাজির হওয়া সম্ভব হয় নাই। নিবন্ধক যদি দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ প্রদান করেন তাহা হইলে ৩৭ (১)-ধারার অনুবিধিমূলে, ২৫ (১)-ধারামূলে প্রদত্ত জরিমানা ছাড়াও, জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) ৫৩ (১) উপনিয়মের অন্তর্গত অনুবিধির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে :—

(এ) অবর-নিবন্ধকের নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে পর নিবন্ধক ৩৬-ধারা বা ৩৮-ধারা মতে কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত দলিলখানি পেন্‌ডিং রাখিতে নির্দেশ দিবেন ; কিন্তু সম্পাদনের তারিখ হইতে কোনক্রমেই বার মাসের অধিককাল উক্ত দলিল পেন্‌ডিং রাখা চলিবে না। যথারীতি সমন প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের সমীপে ইচ্ছাপূর্বক হাজির না হয়, অথবা যখন রেজিস্টারিং অফিসার বা কমিশনার সম্পাদনকারীর গৃহে গমন করেন তখন যদি সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের বা কমিশনারের সম্মুখে ইচ্ছাপূর্বক হাজির না হয়, তাহা হইলে সাব্‌-রেজিস্ট্রার দলিলখানি ৩৫-ধারা মতে রিফিউস্‌ করিবেন।

(বি) সমনপ্রাপ্ত সম্পাদনকারী হাজির হইয়া সম্পাদন স্বীকার করিলে উক্ত সম্পাদন স্বীকারের রেকর্ড করা হইবে ; এবং সম্পাদনকারীকে বিলম্বে হাজির হইবার কারণ দর্শাইয়া একখানি দরখাস্ত অবর-নিবন্ধক মারফত নিবন্ধকের নিকট করিতে হইবে ; অবর-নিবন্ধক এইরূপ দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মন্তব্যসহ দরখাস্তখানি নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(সি) বিলম্বে হাজির হইবার (দরখাস্তে প্রদত্ত) কারণ বিবেচনা করিয়া

নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে ৩৪ (১) উপধারার অন্তর্গত অনুবিধিমূলে জরিমানা গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। ২৫ (১) উপধারা অনুসারে গৃহীত জরিমানার সঙ্গে এই জরিমানার কোন সম্পর্ক নাই ; দুই ধারায় দুই উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সময় প্রদান করা হয় ; দলিল দাখিল করিতে বিলম্ব ঘটায় ২৫ (১)-ধারামূলে জরিমানা প্রদান করা হইয়াছে ; আবার সম্পাদন স্বীকার করিতে বিলম্ব হওয়ায় ৩৪ (১) অনুবিধিমূলে দ্বিতীয়বার জরিমানা দিতে হইতেছে। অতএব, দুইটি জরিমানা দুইবার দিতে হইবে।

(ডি) দরখাস্তে লিখিত বিলম্বের কারণ পাঠে নিবন্ধক সন্তুষ্ট না হইলে নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে নির্দেশ দিবেন।

(ই) যদি সম্পাদনকারী বিলম্বে হাজির হইবার জন্য কারণ দর্শাইতে অস্বীকার করেন অথবা অক্ষম হন তাহা হইলেও অবর-নিবন্ধক নিবন্ধকের নিকট আদেশের জন্য লিখিবেন।

(এফ্) উপরের (ই)-খণ্ডে বর্ণিত রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক অবর-নিবন্ধককে দলিলখানির নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিতে নির্দেশ দিবেন।

(জি) উপরের (ডি) এবং (এফ্)-খণ্ড মতে নিবন্ধকের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অবর-নিবন্ধক ৩৪-ধারামূলে সম্পাদনকারী সম্পাদনের তারিখ হইতে আট মাসের মধ্যে হাজির না হওয়ার জন্য প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড করিবেন (২নং রেজিস্টার বহিতে)।

(৪) ৫৩ (১) উপনিয়মের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে নিবন্ধকের নিকট দাখিলীকৃত দলিলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে উক্ত নিবন্ধকের নিকট কোন আপীল করা চলিবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে আবেদন করা যায়। ৫২ নিয়মের দ্রষ্টব্য দেখুন।

নিয়ম ৫৪ ঃ বিধিমতে সমন জারি হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন দলিলের সম্পাদনকারী নির্ধারিত দিনে রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে ইচ্ছাপূর্বক হাজির না হন তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার ৩৫-ধারা মতে উক্ত দলিল সম্পর্কে প্রত্যাখ্যানাদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

নিয়ম ৫৫ ঃ (১) ২৬-ধারায় (ভারতের বাহিরে সম্পাদিত দলিলের সম্পর্কে

লিখিত ধারা) বর্ণিত দলিলের ক্ষেত্রেও ৫২-নিয়মের প্রণালী প্রযোজ্য হইবে ; কেবলমাত্র ব্যতিক্রম এই যে দলিলখানি ভারতে পৌছানর দিন হইতে সময় গণনা করা হইবে ; সম্পাদনের তারিখ হইতে নহে।

দ্রষ্টব্য ঃ ভারতের মধ্যে সম্পাদিত দলিলের সময় গণনা করা হয় সম্পাদনের তারিখ হইতে ; আর ভারতের বাহিরে সম্পাদিত দলিলের ক্ষেত্রে সময় গণনা করা হয় দলিলখানি ভারতে পৌছানর তারিখ হইতে।

(২) কিন্তু উক্ত দলিল কোন কারণেই ভারতে পৌছানর তারিখ হইতে আট মাসাধিকে রেজিস্ট্রেসনের জন্ম গৃহীত হইবে না।

নিয়ম ৫৬ ঃ কোন দলিলে কয়েকজন সম্পাদনকারী ভারতের মধ্যে (জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত) সম্পাদন করিলে এবং অপর কয়েকজন ভারতের বাহিরে সম্পাদন করিলে দলিল দাখিলকারী ইচ্ছানুসারে ২৬-ধারার পরিবর্তে ২৩- অথবা ২৫-ধারামূলে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন ; এরূপ ক্ষেত্রে ২৩- বা ২৫-ধারার বিধানাবলী উক্ত দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

নিয়ম ৫৭ ঃ (১) কোন দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দাখিল করা না হইলে বা কোন দলিলের সম্পাদন উক্ত সময়ের মধ্যে স্বীকৃত না হইলে নিবন্ধক উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দিতে পারেন ; এরূপ ক্ষেত্রে—

(এ) তিনি স্বয়ং দলিলখানি প্রয়োজনীয় ফিস এবং ফাইল গ্রহণে রেজিস্ট্রী করিতে পারেন ; (এখানে সাধারণ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ এবং ফাইন ছাড়াও 'এইচ' ফিস্ লইতে হইবে)। অথবা

(বি) উপযুক্ত অবর-নিবন্ধককে ফাইন গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) এই সকল ক্ষেত্রে যে তারিখে নিবন্ধকের নিকট হইতে তাঁহার নির্দেশের জন্ম দরখাস্ত করা হইয়াছিল সেই তারিখে দলিলখানি দাখিল করা হইয়াছে এইরূপ সাব্যস্ত করিতে হইবে।

নিয়ম ৫৮ ঃ (১) ৭১-বা ৭৬-ধারামূলে রেজিস্টারিং অফিসার কোন দলিল রিফিউস্ করিলে সেই প্রত্যাখ্যানাদেশ স্বহস্তে ২নং রেজিস্টার বহিতে (পরি : ১ ফঃ ২) কারণসহ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) একাধিক সম্পাদনকারীর মধ্যে যদি কোন সম্পাদনকারী বিধান মানিতে অস্বীকার করে তবে প্রত্যাখ্যানাদেশের মধ্যে সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিতে

হইবে। রেজিস্টারিং অফিসার সম্পাদন স্বীকারকারীর পরিচয় সম্পর্কে সন্দিহান হইলে সন্দেহের কারণও প্রত্যাখ্যানাদেশে লিখিতে হইবে।

অধ্যায় ৯

শপথ গ্রহণ এবং রেকর্ডকরণ

নিয়ম ৫৯ : শপথমূলে গৃহীত বিবৃতি দলিলে লিখিত হইবে না ; রেজিস্টারিং অফিসার ৬৩-ধারা অনুসারে শপথ লইবেন না।

নিয়ম ৬০ : ৬৩-ধারামূলে রেজিস্টারিং অফিসার যে শপথ বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবেন তাহা ১৮৭৩ সালে রচিত ভারতীয় শপথ আইনের ৭-ধারামূলে কলিকাতা হাইকোর্ট দ্বারা প্রণীত নির্ধারিত ফরমে হইবে ; ইহা পরিশিষ্ট-৩-এ প্রদত্ত হইয়াছে।

নিয়ম ৬১ : শপথমূলে গৃহীত বিবৃতি দলিলে লিখিত হইবে না ; রেজিস্টারিং অফিসার স্বহস্তে ভিন্ন কাগজে লিখিয়া গার্ড ফাইলে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন ; অবশ্য এই সম্পর্কে দলিলে নোট দিবেন।

অধ্যায় ১০

নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গৃহীত হইবার পরবর্তী প্রণালী

নিয়ম ৬২ : কোন দলিলের সম্পাদন স্বীকৃত হইলে এবং বিধির অন্যান্য শর্তাবলী পালিত হইলে পর দলিলখানি উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে নকল করা হইবে।

নিয়ম ৬৩ : একই দলিলের একাধিক কপি মূল দাললের সংগে একই সময়ে রেজিস্ট্রেসনের জন্য গৃহীত হইলে, মূল দলিল এবং কপিগুলির নম্বর, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিতে হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফি-বহি ও রেজিস্টার বহিভুক্ত করিতে হইবে ; প্রত্যেক কপিতেই সমস্ত এনডোর্সমেণ্টগুলি লিখিত হইবে, কিন্তু রেজিস্টার বহিতে একাধিকবার দলিলখানি নকল করিবার প্রয়োজন নাই। ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট বা অন্যান্য কপির এনডোর্সমেণ্ট (স্ট্যাম্প ভেন্ডরের এনডোর্সমেণ্ট সহ) এবং কৈফিয়ৎ নকল করিতে হইবে ; আর নকলের ক্ষেত্রে মূল দলিলের নম্বর, যে রেজিস্টার বহিতে মূল দলিল নকল করা হইয়াছে সেই

রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠা এবং ভল্যুম নম্বর নিম্নলিখিতভাবে লিখিয়া রাখিতে হইবে :—

মূল দলিল নং·········নকল করা হইয়াছে····· ······নং পৃষ্ঠাতে········· সালের·········ভল্যুমে ।

নিয়ম ৬৪ : কোন দলিলে ২১(৪) উপধারামূলে ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত থাকিলে সেই ম্যাপ বা প্ল্যানের কপির সত্যতা নির্ণয়ার্থে ঐ ম্যাপ বা প্ল্যানের কপিতে উক্ত দলিলের সম্পাদনকারী বা নিযুক্তক স্বাক্ষর-যুক্ত করিবেন। মূল ম্যাপ বা প্ল্যান দলিল গ্রহণের পর রেজিস্টারিং অফিসার তারিখসহ তাঁহার স্বাক্ষর-যুক্ত করিবেন এবং সীলমোহরের ছাপও দিবেন।

দ্রষ্টব্য : আমরা জানি, কোন দলিলের সহিত ম্যাপ বা প্ল্যান সংযুক্ত করিয়া দিলে, রেজিস্ট্রেশন অফিসে সংরক্ষণের জন্য উক্ত প্ল্যান বা ম্যাপের হুবহু কপি দিতে হয় ; এই কপি যে মূল প্ল্যান বা ম্যাপের সত্য কপি তাহা সূচিত করিবার জন্য কপিতে সম্পাদনকারী বা এজেন্ট (নিযুক্তক) স্বাক্ষর করিবেন।

নিয়ম ৬৫ : ম্যাপ অথবা প্ল্যান সংযুক্ত কোন দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণের (রি-রেজিস্ট্রেসনের) জন্য দাখিল করা হইলে, পার্টিকে এরূপ ক্ষেত্রে ২১(৪) ধারামতে নূতন করিয়া ম্যাপ বা প্ল্যানের কপি দিতে হইবে না; তবে রেজিস্টারিং অফিসার পুনরায় নিবন্ধীকৃত দলিল রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় নকল হইয়াছে, সেখানে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট দিবেন যে পুনরায় নিবন্ধীকৃত এই দলিল সংক্রান্ত ম্যাপ বা প্ল্যানের কপি, দলিলখানি যখন প্রথম রেজিস্ট্রী করা হইয়াছিল তখন দাখিল করা হইয়াছিল।

নিয়ম ৬৬ : পুনরায় নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিলীকৃত দলিল সর্বপ্রকারে নূতন দলিলের ন্যায় গণ্য হইবে ; ইহা পুনরায় নকল করা হইবে ; সম্পূর্ণ ফিস্ দিতে হইবে ; নূতন এনডোর্সমেণ্টের জন্য প্রয়োজনে ৭৩নং নিয়মানুসারে নূতন পৃষ্ঠা উক্ত দলিলে যুক্ত করিতে হইবে। কেবলমাত্র নূতন এনডোর্সমেণ্টগুলি এবং অ্যাড্মিসিবিলিটির সার্টিফিকেট নকল করিবার সময় রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠার বাম উপান্তে লিখিত হইবে ; দলিলখানি পূর্বে রেজিস্ট্রী করিবার কালে যে সকল এনডোর্সমেণ্ট দলিলে লিখিত হইয়াছিল, সেগুলি পৃষ্ঠার মধ্যে (রেজিস্টার বহির) দলিলখানি নকলের সংগে সংগে লাল কালিতে পর পর লিখিত হইবে।

নিয়ম ৬৭ : (১) ১৯ এবং ৬২-ধারামূলে দলিলের যে অনুবাদ এবং কপি দিবার নির্দেশ আছে তাহা কার্টিজ কাগজে লিখিত হইবে।

দ্রষ্টব্য : ভিন্ন ভাষায় লিখিত দলিলের কপি এবং অনুবাদ উক্ত দলিল রেজিস্ট্রীকালীন দিতে হয় ; ১৯ এবং ৬২-ধারা দেখুন।

(২) এই অনুবাদ এবং কপি পৃথক ফাইলে সংরক্ষিত হইবে ; এবং রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় অনুবাদ নকল করা হইয়াছে, সেই পৃষ্ঠার দক্ষিণ উপান্তে ঐরূপ ফাইলকরণ সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

(৩) যথেষ্ট সংখ্যক অনুবাদ এবং কপি উক্ত ফাইলে জমা হইলে উহা একখানি ভল্যুমে বাঁধাইতে হইবে।

(৪) অনুবাদ নকল করিবার সময় রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় নকল করা হয়, সেই পৃষ্ঠার বাম উপান্তে ৪৩ নিয়মের এনডোর্সমেণ্ট, ৪৬(১) উপনিয়মের, ৬০-ধারার এনডোর্সমেণ্ট এবং ৪৫(১) উপনিয়মের এনট্রিগুলি নকল করিতে হইবে।

নিয়ম ৬৮ : (১) মূল দলিল রেজিস্টার বহিতে নকল হইবার পর সেই দলিলের নকলনবীশ ব্যতীত অন্য কোন কর্মীর দ্বারা দলিলখানি নকলের সহিত কমপেয়ার করিতে হইবে ; অফিসে কর্মীসংখ্যা যথেষ্ট হইলে নকলনবীশ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি দলিলখানি কমপেয়ারের জন্য পাঠ করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক দলিল নকল হইবার পর নকলনবীশ, দলিল-পাঠক, কমপেয়ারকারক, তারিখ এবং ডেসিগ্‌নেশন সহ স্বাক্ষর করিবেন।

(২) এনডোর্সমেণ্টগুলি লিখিত হইবার পর নকলনবীশ, দলিল-পাঠক, এবং কমপেয়ারকারক পৃষ্ঠার বাম উপান্তে তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

নিয়ম ৬৯ : রেজিস্টারিং অফিসার সত্য নকলের সার্টিফিকেট ১৭(২)-উপনিয়মানুসারে তারিখসহ স্বাক্ষর করিবার পর ৬০-ধারা অনুসারে ২নং পরিশিষ্টের ৪নং ফরমে এনডোর্সমেণ্ট লিখিবেন ; তারপর দলিলখানির নিবন্ধীকরণ কার্য সম্পন্ন হইবে।

নিয়ম ৭০ : কোন দলিলের মধ্যে তোলা-পাঠে-লিখন (ইন্‌টারলাইনেশান), ব্ল্যাঙ্ক, ইরেজার এবং পরিবর্তন, হুবহু নকল করা হইবে না ; ঐগুলি সম্পর্কে দলিলে কৈফিয়ত দেওয়া থাকিলেও রেজিস্টারিং অফিসারকে ২০(২) উপধারা অনুসারে (রেজিস্টার বহিস্থ পৃষ্ঠার দক্ষিণ উপান্তে) যথাযথ নোট দিতে হইবে।

নিয়ম ৭১ : (১) কোন দলিল ভুলক্রমে উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে নকল না হইয়া অন্য বহিতে নকল হইলে, রেজিস্ট্রারের আদেশ লইয়া উক্ত দলিল

উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে নকল করিতে হইবে; ভুলক্রমে নকলটি বাতিল করিতে হইবে না; উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে (ঐ রেজিস্টার বহিতে) যে নম্বরের দলিল সর্বশেষে নকল হইয়াছিল, সেই দলিলের নম্বরের সহিত 'এস্' এই অক্ষরটি সংযুক্ত করিয়া বর্তমান দলিলের নম্বর দিতে হইবে।

(২) উক্তরূপ ক্ষেত্রে, ৬০-ধারামূলে সার্টিফিকেট নিম্নলিখিত ফরমে যে রেজিস্টার বহিতে দলিলখানি যথারীতি পুনরায় নকল করা হইল, সেই রেজিস্টার বহির নকলীকৃত পৃষ্ঠার বাম উপান্তে একটি সার্টিফিকেট দিতে হইবে; দলিলখানি পাওয়া গেলে তাহাতেও এই সার্টিফিকেট দিতে হইবে:

"পুনরায় নিবন্ধীকৃত হইল, নিবন্ধকের·········তারিখের ·········নং আদেশমূলে ···········নং 'এস্' দলিলরূপে··········নং বহিতে, ভল্যুম নং············ পৃষ্ঠা নং············

(সীল) রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর

(৩) ভুলক্রমে যে রেজিস্টার বহিতে দলিলখানি প্রথমে নকল করা হইয়াছিল সেই রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় দলিলখানি প্রথমে নকল করা হইয়াছিল সেই পৃষ্ঠার দক্ষিণ উপান্তে উপযুক্ত রেজিস্টার বহিতে নকল সম্পর্কে একটি প্রতিনির্দেশ লিখিত থাকিবে।

(৪) দলিলখানি পার্টিকে ফেরত দিবার পর উক্ত ভুল ধরা পড়িলে উপরিউক্ত প্রণালী অনুসৃত হইবে; কেবল, ভুলক্রমে যে রেজিস্টার বহিতে দলিলখানি প্রথমে নকল করা হইয়াছিল সেই রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠাতে দলিলখানি নকল হইয়াছিল সেই পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে উপযুক্ত রেজিস্টার বহির ভল্যুম নং, এবং পৃষ্ঠা নং সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

(৫) উপরিউক্ত (১)- ও (৪)-উপনিয়মের উভয়বিধ অবস্থাতেই উপযুক্ত ইন্‌ডেক্‌সেও পুনরায় নূতন করিয়া এনট্রি করিতে হইবে; ইন্‌ডেক্‌সে পূর্বে যে এন্‌ট্রি করা হইয়াছিল তাহা কাটিয়া দিতে হইবে না।

নিয়ম ৭২: (১) ভুলক্রমে কোন রেজিস্টারিং অফিসার ২৮-ধারার নির্দেশ অমান্য করিয়া স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিবার পর ভুল ধরা পড়িলে তিনি উক্ত দলিলের দাতা এবং গ্রহীতাকে এই মর্মে উপদেশ দিবেন যে তাঁহারা যেন যে জেলাস্থিত সম্পত্তি উক্ত দলিলে বর্ণিত আছে সেই জেলার নিবন্ধকের নিকট নিম্নলিখিত নির্দেশ সংগ্রহ করেন; নিবন্ধক তাঁহার অধীনস্থ সেই অবর-নিবন্ধককে নির্দেশটি দিবেন যাঁহার উপ-জেলায় উক্ত দলিলে বর্ণিত

সম্পত্তি অবস্থিত ; নিবন্ধক উক্ত অবর-নিবন্ধককে দলিলখানি পুনরায় রেজিস্ট্রী করিতে নির্দেশ দান করিবেন।

(২) উক্ত নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত রেজিস্টারিং অফিসার কোনরকম ফিস্ বা ফাইন না গ্রহণ করিয়া দলিলখানি ২৩ হইতে ২৬-ধারায় যে সময় নির্ধারিত হইয়াছে সেই সময়ের মধ্যে দাখিল করা হইলে উহা পুনরায় রেজিস্ট্রী করিবেন ; ৫৮-ধারার এনডোর্সমেণ্ট পুনরায় রেকর্ড করিতে হইবে না ; তবে ৬০-ধারার এনডোর্সমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপে পুনরায় রেকর্ড করিতে হইবে।

"পুনরায় নিবন্ধীকৃত হইল, বহি নং········ ··ভল্যুম নং······ ········পৃষ্ঠা ·· ·········দলিল নং······.········ অবর-নিবন্ধকের অফিস ·· ······· সালের ·········নিবন্ধকের ····· · ······তারিখের আদেশক্রমে ১৯০৮ সালের ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের ৬৮-ধারা অনুসারে।"

নিয়ম ৭৩ : (১) কোন দলিলের পৃষ্ঠায় এনডোর্সমেণ্ট লিখিবার স্থানাভাব ঘটিলে রেজিস্টারিং অফিসার পার্টিকে প্রয়োজনীয় কার্টিজ পেপার দলিলে সংযুক্ত করিয়া দিতে নির্দেশ দিবেন ; পার্টির নিকট হইতে উক্ত পেপার লওয়া সম্ভব না হইলে অফিস হইতে কাগজ লইয়া দলিলে যুক্ত করিয়া এনডোর্সমেণ্ট লিখিলে চলিবে। কোন দলিলে এইরূপ ভিন্ন পেপার সংযুক্ত করিয়া এনডোর্সমেণ্ট লেখা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলে এ সম্পর্কে নোট দিয়া স্বাক্ষর করিবেন।

(২) এইরূপ যত কাগজ যুক্ত হইবে, প্রত্যেক কাগজেই সীলমোহর এবং তারিখসহ রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর থাকিবে।

নিয়ম ৭৪ : (১) একই ফরমে লিখিত বহু দলিল রেজিস্ট্রী করিবার প্রয়োজন হইলে ব্ল্যাঙ্ক ফরম ভল্যুমে বাঁধাই করিয়া রেজিস্ট্রেসন অফিসে নকলস্বরূপে সংরক্ষণের জন্য জমা দেওয়া যাইতে পারে ; এই ভল্যুমের পৃষ্ঠাও ধারাবাহিক-ভাবে গণিত হইবে।

(২) এই সকল ফরমগুলি ছাপান অথবা কাগজে লিথু করিয়া লিখিত হইলেও চলিবে। ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণাদি—অর্থাৎ নাম, টাকার পরিমাণ, চৌহদ্দি, জমির পরিমাণ ইত্যাদি লিখিবার জন্য যথেষ্ট স্থান রাখিতে হইবে ; বাম উপান্তে এক ইঞ্চি পরিমাণ শূন্য স্থান বাঁধাই করিবার জন্য রাখিতে হইবে ; এবং এনডোর্সমেণ্ট ইত্যাদি লিখিবার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্ল্যাঙ্ক স্থান রাখিতে হইবে।

(৩) বাঁধাই করা ভল্যুমের পরিবর্তে লুজ ফরম দিলে, সেগুলি ভল্যুম করিয়া

লইতে হইবে ; কেবলমাত্র একই প্রকারের ফরম দ্বারা একটি ভল্যুম করা যাইবে ; এবং যে ব্যক্তি ফরম জমা দিবে সেই ব্যক্তির নাম ভল্যুমের উপরে লিখিত থাকিবে ; এই ভল্যুমগুলি ১ অথবা ৪নং রেজিস্টার বহিরূপে গণ্য হইবে।

(৪) এইরূপ ফরমে লিখিত কোন দলিল দাখিল করা হইলে দলিলখানির হস্তলিখিত বিষয়গুলি অফিসে সংরক্ষিত ফরমে নকল করা হইবে।

(৫) এই নিয়মমূলে যে সকল দলিল দাখিল করা হয়, সেই দলিলগুলি নিবন্ধীকরণের অগ্রাধিকার দিতে হইবে ; এবং দলিলকারক অফিস পরিত্যাগ করিবার পূর্বে দলিল ফেরত দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : কোন দলিলের ফরম জমা দিয়া দলিল রেজিস্ট্রী করিতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তগুলির প্রতি নজর রাখিতে হইবে :—

(অ) একই ফরমে বহু দলিল রেজিস্ট্রী হওয়া প্রয়োজন। (আ) ফরম হুবহু এক রকম হইবে। (ই) দাতা বা গ্রহীতা—যে কোন এক ব্যক্তিকে প্রত্যেক দলিলে একই হইতে হইবে। (ঈ) দলিলের অনুরূপ ফরম হাতে লিখিবার স্থান-গুলি অপূর্ণ রাখিয়া অফিসে জমা দিতে হইবে।

নিয়ম ৭৫ : (১) নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের ভুল বা ত্রুটী রেজিস্ট্রেসনের পরে ধরা পড়িলে, সেই ভুল বা ত্রুটী অপর একটি অনুপূরক (সাপ্লিমেন্টারী) দলিল দ্বারা সংশোধন করা যায় ; এইরূপ সংশোধনপত্র দলিল রেজিস্ট্রী করা হইলে সংশোধন সম্পর্কে একটি নোট রেজিস্টার বহির যেখানে মূল দলিল নকল করা হইয়াছে সেই পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে দিতে হইবে ; নোটটি নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

"……অফিসের পৃষ্ঠা নং……ভল্যুম……১৯……এর……নং দলিলমূলে এই দলিলখানি সংশোধিত হইয়াছে।"

(২) যে ভল্যুমে মূল দলিল নকল করা হইয়াছে সেই ভল্যুম ইতিমধ্যে সদর অফিসে প্রেরণ করা হইলে, অবর-নিবন্ধক অনুপূরক দলিলমূলে সংশোধন সম্পর্কে জেলা অবর-নিবন্ধককে রেজিস্টার বহিতে উপরিউক্ত নোট প্রদান করিবার জন্য জানাইবেন। তখন জেলা অবর-নিবন্ধক তাঁহার স্বাক্ষর সহ উক্তরূপ নোট রেজিস্টার বহির যে স্থলে মূল দলিল নকল করা হইয়াছে সেই পৃষ্ঠার প্রান্তদেশে প্রদান করিবেন।

নিয়ম ৭৬ : (১) রেজিস্ট্রেসনের পর দলিল দাখিলকারীকে অথবা তাঁহার দ্বারা প্রাধিকারদত্ত ব্যক্তিকে যত শীঘ্র সম্ভব দলিল ফেরত দিতে হইবে। পার্টির

নিকট হইতে রসীদখানি ফেরত লইয়া উপযুক্ত কাউণ্টারফয়েলের সহিত পেস্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

(২) ৫২ [(১) (বি)]-ধারামূলে প্রদত্ত রসীদে দলিল ফেরত দিবার যে তারিখ দেওয়া থাকে সেই তারিখের মধ্যে দলিল ফেরত দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

অধ্যায় ১১

দলিলের মেমোরাণ্ডা এবং কপি

নিয়ম ৭৭ : (১) ৬৪-ধারা হইতে ৬৬-ধারামূলে প্রণীত মেমোরাণ্ডা ১ পরিশিষ্টের ৬নং ফরমে করিতে হইবে।

(২) ৬৫-ধারা হইতে ৬৭-ধারামূলে প্রণীত কপিগুলি ১, ৩ এবং ৪নং রেজিস্টার বহির ন্যায় কাগজে লিখিত হইবে।

নিয়ম ৭৮ : (১) যখন কোন দলিলের কপি ভিন্ন জেলার নিবন্ধকের নিকট ৬৫ (১) উপধারামূলে, ৬৬ (২) উপধারামূলে অথবা ৬৭-ধারামূলে প্রেরিত হয় তখন সেই জেলার অবর-নিবন্ধকের অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় মেমোরাণ্ডা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই ; কারণ, ভিন্ন জেলার নিবন্ধক কপিখানি প্রাপ্ত হইয়া প্রয়োজনীয় মেমোরাণ্ডা তাঁহার অধীনস্থ অবর-নিবন্ধকের অফিসে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) যে রেজিস্টারিং অফিসারের অফিসে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে সেই অফিস হইতেই সরাসরি ৬৪-ধারামূলে এবং ৬৬ (১) উপধারামূলে মেমোরাণ্ডা প্রেরণ করা হইবে।

(৩) উপরিতন নিবন্ধকের অফিসের সহিত কোন অবর-নিবন্ধকের অফিস ৭(২)-উপ-ধারামূলে সংযোজিত হইলে এইরূপ অবর-নিবন্ধকের অফিসে ৬৪-ধারামূলে, ৬৫(২)-উপ-ধারামূলে, অথবা ৬৬-ধারার (১) ও (৩)-উপ-ধারামূলে কোন মেমোরাণ্ডা প্রেরণ করিতে হইবে না।

(৪) যেখানে যৌথভাবে একাধিক অফিসার নিযুক্ত আছেন, সেখানে কোন্ অফিসে মেমোরাণ্ডা ইত্যাদি প্রেরণ করিতে হইবে তাহা নিবন্ধক ঠিক করিয়া দিবেন।

(৫) মেমোরাণ্ডা ও কপি পাঠাইতে হইবে এমন দলিলের যদি ডুপ্লিকেট,

ট্রিপ্লিকেট কপি রেজিস্ট্রী হইয়া থাকে, তবে ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট কপির জন্য ভিন্ন করিয়া মেমোরাণ্ডাম পাঠাইতে হইবে না ; কেবলমাত্র মূল দলিলের মেমোরাণ্ডাম বা কপি পাঠাইতে হইবে ; তবে, মেমোরাণ্ডামের শেষ কলমে লাল কালিতে লিখিয়া দিতে হইবে মূল দলিলের কত কপি রেজিস্ট্রী হইয়াছে।

(৬) যে অঞ্চলে এই রেজিস্ট্রেসন আইন প্রচলিত নয়, সেখানে মেমো বা কপি পাঠাইতে হইবে না।

নিয়ম ৭৯ : ভিন্ন রাজ্যের কোন নিবন্ধকের নিকট ৬৫, ৬৬ (২) অথবা ৬৭-ধারামূলে বাংলা অথবা হিন্দী ভাষায় কপি পাঠাইবার সময় একখানি ইংরাজীতে লিখিত মেমোরাণ্ডামও পাঠাইতে হইবে ; এই মেমোতে দাতা এবং গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা (অ্যাডিসান) এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিবে।

নিয়ম ৮০ : যে তারিখে কোন দলিলের কপি বা মেমো প্রেরণ করা হয়, সেই তারিখ দলিলখানি রেজিস্টার বহির যে পৃষ্ঠায় নকল করা হইয়াছে সেই পৃষ্ঠার দক্ষিণ উপান্তে লিখিয়া রাখিতে হইবে ; উক্ত প্রেরণ-তারিখ রেজিস্টারিং অফিসারের ইনিসিয়ালযুক্ত থাকিবে।

নিয়ম ৮১ : (১) ৬৪, ৬৫, ৬৬ বা ৬৭-ধারামূলে প্রেরিত প্রত্যেক মেমো বা কপির সহিত একখানি রসীদ দিতে হইবে (রসীদের নমুনা—পরি : ১, ফ : ১২) ; মেমো বা কপি প্রাপ্ত হইবামাত্র অফিসার রসীদখানি স্বাক্ষর করিয়া যে অফিস হইতে তিনি মেমো বা কপি প্রাপ্ত হইলেন সেই অফিসে রসীদখানি পাঠাইয়া দিবেন।

(২) রসীদখানি ফেরত পাইতে অধিক বিলম্ব হইলে মেমো বা কপি প্রেরণকারী অফিসার তাগিদ দিবেন ; এবং মেমো রেজিস্টারের 'রিমার্ক' কলমে উক্ত তাগিদ সম্পর্কে নোট রাখিবেন।

(৩) এই সকল রসীদ প্রাপ্ত হইয়া দলিলের ক্রমিক নম্বর অনুসারে একটি ভিন্ন ফাইলে সংরক্ষিত হইবে।

অধ্যায় ১২

ইনডেক্স

নিয়ম ৮২ : ১ পরিশিষ্টের ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬নং ফরমে যথাক্রমে ১, ২, ৩ এবং ৪নং ইনডেক্স প্রস্তুত হইবে।

নিয়ম ৮৩ : সকল ইনডেক্সই বর্ণানুক্রমে ইংরাজীতে হইবে ; আবার,

প্রত্যেক বর্ণের অধীনস্থ নামগুলি যেখানে কন্‌সোন্যান্ট বর্ণে আরম্ভ সেখানে প্রথম ভাওয়েল দ্বারা এবং যেখানে ভাওয়েল দ্বারা আরম্ভ সেখানে দ্বিতীয় ভাওয়েল দ্বারা সাজাইতে হইবে।

নিয়ম ৮৪ : (১) দলিল ইংরাজী ভাষায় লিখিত বা সম্পাদিত হইলে, দলিলে নামগুলি (ব্যক্তির ও স্থানের) যেভাবে বানান করা আছে সেইভাবে ইনডেক্স করিতে হইবে।

(২) দলিল কোন দেশীয় ভাষায় লিখিত বা সম্পাদিত হইলে ব্যক্তির ও স্থানের নামগুলি হাণ্টার সাহেবের অক্ষরান্তরীকরণের নিয়মানুসারে ইংরাজীতে বানান করিয়া ইনডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৮৫ : (১) ইউরোপীয় নামের ক্ষেত্রে সারনেম বা গোত্রনাম ধরিয়া ইনডেক্স করিতে হইবে।

(২) ভারতীয় নামগুলি দলিলে যেমন লিখিত হয় সেইভাবে প্রথম বর্ণ ধরিয়া ইনডেক্স করিতে হইবে ; কিন্তু পদবীগুলি—যথা সইয়দ, সেখ ইত্যাদি—যদি নামের প্রথমে থাকে তবে সেগুলি ইনডেক্সের সময় নামের শেষে দেখাইতে হইবে।

নিয়ম ৮৬ : কোন দলিল যদি কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি, অভিভাবক অথবা নিযুক্তক দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নাম এবং তাহার প্রতিনিধি, অভিভাবক বা নিযুক্তকের নামও ইনডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৮৭ : (১) ৪২-ধারা অনুসারে যে সকল ব্যক্তি সীল করা খামে উইল আমানত রাখেন, বর্ণানুসারে সেই সকল ব্যক্তির নাম ইনডেক্স করিয়া ৫নং বহিতে সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে ; এই সকল ব্যক্তির নাম সেই সময় ৩নং ইনডেক্সে এনট্রি করিতে হইবে না ; পরে যখন উইলকারীর মৃত্যুর পর উক্ত উইল ৩নং রেজিস্টার বহিতে নকল হয়, তখন উক্ত আমানতকারীর নাম কালো-কালিতে ৩নং ইনডেক্সে এনট্রি করিতে হয়।

(২) কোন উইলের বা দত্তকগ্রহণ প্রাধিকারপত্রের গ্রহীতার নাম ও অ্যাডিসান উইলকারী বা প্রাধিকারপত্রদাতার মৃত্যুর পর লাল কালিতে ইন-ডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৮৮ : (১) কোন দলিলে একাধিক দাতা এবং গ্রহীতা থাকিলে, তাঁহাদের নাম পৃথকভাবে ইনডেক্স করিতে হইবে ; ধরা যাক, কোন দলিলে এ, বি, সি—এই তিনজন সম্পাদনকারী আছে ; এ ক্ষেত্রে তিনটি এনট্রি হইবে :

যথা, এ এবং অপর দুইজন ; বি এবং অপর দুইজন এবং সি এবং অপর দুইজন। একাধিক গ্রহীতা থাকিলে অনুরূপে পৃথক এনট্রি করিতে হইবে।

(২) একটি দলিলে একাধিক মৌজার সম্পত্তি থাকিলে পৃথক এনট্রি করিতে হইবে ২নং ইনডেক্সে। এ, বি, সি—তিনটি মৌজা থাকিলে তিনটি এনট্রি হইবে : যথা, এ এবং অপর দুইটি ইত্যাদি।

অবশ্য অনুবিধি এই যে অবর-নিবন্ধক তাঁহার উপ-জেলাস্থিত নয় এমন সম্পত্তি ইনডেক্স (২নং ইনডেক্স) করিবেন না। কিন্তু নিবন্ধকের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয় ; নিবন্ধক ভিন্ন এলাকার সম্পত্তি সম্বলিত দলিল রেজিস্ট্রী করিলে ভিন্ন এলাকার সম্পত্তিরও ইনডেক্স করিবেন।

(৩) ৩০ (২) উপ-ধারামূলে কলিকাতার নিবন্ধক কোন দলিল রেজিস্ট্রী করিলে সমস্ত সম্পত্তিরই ইনডেক্স করিবেন।

(৪) দলিলে কোন ব্যক্তির ওরফে নাম থাকিলে সেই ব্যক্তির প্রত্যেক নামই ইনডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৮৯ : (১) মেমো, সেল সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য আদেশপত্রাদি (যাহা ৬নং নিয়মে সবিশেষ লিখিত হইয়াছে) মূল দলিলের ন্যায় ইনডেক্স করিতে হইবে ; কিন্তু এনট্রিগুলি লাল কালিতে হইবে।

(২) ১নং ইনডেক্সে সেল সার্টিফিকেট হইতে ডিক্রী অধিকারী (ডিক্রী হোলডার), নীলাম খরিদ্দার, এবং ডিক্রীর দেনাদারদিগের (জাজ্‌মেণ্ট ডেটর) নাম ইনডেক্স করিতে হইবে এবং মেমোরাণ্ডা হইতে পার্টির নাম ইনডেক্স করিতে হইবে।

নিয়ম ৯০ : ১, ২ এবং ৪নং ইনডেক্স বাঁধান ভল্যুমে হইবে। ৩নং ইনডেক্স লুজ্‌শীটে হইবে ; বৎসরান্তে লুজ্‌শীটগুলি অবর-নিবন্ধকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া নিবন্ধক সদর অফিসের ৩নং ইনডেক্স শীটগুলির সহিত একত্র করিয়া ভল্যুমে বাঁধাইবার ব্যবস্থা করিবেন ; পৃষ্ঠাগুলি নূতন করিয়া গণনা করিতে হইবে ; একটি সূচীপত্র থাকিবে ; এই সূচীপত্রে প্রত্যেক অফিসের নাম এবং ঐ অফিসের জন্য নির্ধারিত পৃষ্ঠাসংখ্যা লিখিত থাকিবে। যে সকল রেজিস্ট্রেসন-অফিসে ৩নং বহিতে কোন দলিল রেজিস্ট্রী হয় নাই সেই সকল অফিসের নাম সূচীপত্রের নীচে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

অধ্যায় ১৩

মোক্তারনামার বিশেষ ব্যবস্থা

নিয়ম ৯১ : (১) মোক্তারনামামূলে নিযুক্তককে (এজেণ্টকে) মোক্তারনামাদাতার পক্ষে এই আইনের অধীনে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কার্য করিবার প্রাধিকার প্রদান না করিলে সেই মোক্তারনামা গ্রাহ্য হইবে না।

(২) ৩৩(১)(এ) ধারামূলে এই সকল মোক্তারনামা প্রামাণিক করা (অথেনটিকেট করা) হইবে না যদি সেই মোক্তারনামামূলে (ক) মোক্তারনামাদাতার দ্বারা কোন সম্পাদিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল না করা যায়, বা (খ) মোক্তারনামাদাতার অনুকূলে সম্পাদিত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল না করা যায়, বা (গ) মোক্তারনামাদাতার দ্বারা সম্পাদিত দলিলের সম্পাদন স্বীকার না করা যায়, বা (ঘ) ৭৩-ধারামূলে দরখাস্ত দাখিল না করা যায়।

নিয়ম ৯২ : (১) ৩৩(১)(এ)-ধারামূলে যে মোক্তারনামা অথেনটিকেট করা হয় সেই মোক্তারনামায় কোন ইনটারলাইনেশান (তোলা-পাঠে লেখা), ব্ল্যাঙ্ক (শূন্যস্থান), ইরেজার (ঘর্ষণ), এবং অলটারেশান (পরিবর্তন) থাকিলে তাহা একটি ফুটনোটে সবিস্তারে রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা লিখিত থাকিবে (এই নোট মোক্তারনামাতে লিখিত হইবে ; এবং উহাতে রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর থাকিবে।)

(২) যদি কোন মোক্তারনামায় কোন ইনটারলাইনেশান ইত্যাদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলেও সেই মর্মে ফুটনোটে রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা লিখিত হইবে।

(৩) মোক্তারনামা রেজিস্টারে ঐ ফুটনোটের নকল প্রতি ক্ষেত্রে রাখিতে হইবে।

নিয়ম ৯৩ : মোক্তারনামা প্রামাণিক করা হইবে :

(i) ২নং পরিশিষ্টের ৮ (এ) নং ফরমে যদি সম্পাদনকারী রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হয়।

(ii) ২নং পরিশিষ্টের ৮ (বি) নং ফরমে যদি ৩৩ (৩)-ধারামূলে রেজিস্টারিং অফিসার সম্পাদনকারীর গৃহে গমন করিয়া মোক্তারনামা সম্পাদনকারীকে পরীক্ষা করেন।

(iii) ২নং পরিশিষ্টের ৭নং ফরমে যদি সম্পাদনকারীকে কমিশনে পরীক্ষা করা হয়।

নিয়ম ৯৪: মোক্তারনামা জেলার সাধারণ ভাষায় লিখিত না হইলে মোক্তারনামা দাখিলকারী দলিলখানির একটি যথার্থ ইংরাজী অনুবাদ রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট ফাইল করিতে বাধ্য। দাখিলকারীই ঐ অনুবাদ তস্‌দিক (অ্যাটেস্ট) করিবেন। কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্ম এজেণ্ট যদি এমন অথেনটিকেটেড মোক্তারনামা দাখিল করেন যাহা জেলার সাধারণ ভাষায় লিখিত নয় অথবা অথেনটিকেট করা নয়, তাহা হইলেও অনুরূপ ইংরাজী অনুবাদ দাখিল করিতে হইবে।

নিয়ম ৯৫: (১) ৩২-ধারা, ৩৪-ধারা অথবা ৭৩-ধারার জন্য কোন খাস-মোক্তারনামা ব্যবহার করা হইলে, সেই খাস-মোক্তারনামায় ২-পরিশিষ্টের ৯নং ফরমে একটি এনডোর্সমেণ্ট লিখিয়া সংগে সংগে পার্টিকে খাস-মোক্তারনামাখানি ফেরত দিতে হইবে। [পরি : ২, ফ : ৯—অত্ত দাখিল করা হইয়াছিল ১৯... সালের...নং দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য ; অথবা, ১৯···সালের ৭৩-ধারামূলে ···· · নং দরখাস্তের সহিত।]

(২) কিন্তু আমমোক্তারনামার ক্ষেত্রে উক্তরূপ কিছুই লিখিতে হইবে না ; আমমোক্তারনামাখানি পরিদর্শন করিবার পর পার্টিকে ফেরত দিতে হইবে।

অধ্যায় ১৪

উইল সম্পর্কে প্রণালী

নিয়ম ৯৬: (১) কেবলমাত্র ৪২-ধারার বিধানানুসারেই উইল আমানতের জন্ম গ্রহণ করা হইবে। কেহ উইল ডাকযোগে প্রেরণ করিলে খামে টিকট না লাগাইয়া উইলখানি প্রেরককে ফেরত পাঠাইয়া দিতে হইবে।

(২) ৫২ (১) (বি)-ধারামূলে যে রসীদ প্রদান করা হয়, তাহাতে ১-পরিশিষ্টের ৮নং ফরমের হেডিংগুলি যথাসম্ভব পূরণ করিয়া দিতে হইবে। ৪২-ধারামূলে আমানতকৃত উইলের সম্পর্কে রসীদে একটি নোট দিতে হইবে এই মর্মে যে উইলখানি ৪২-ধারামূলে আমানতের জন্ম গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৩) যে ব্যক্তি উইল আমানতের জন্ম নিবন্ধকের নিকট উপস্থিত হন, নিবন্ধক তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে সরকার উইলকারীর মৃত্যুর

তারিখ জানিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না ; অথবা সরকার উইলকারীর মৃত্যুর পর উইলের স্বত্বভোগীদিগকে কোনরূপ সংবাদ দিবার ব্যবস্থা করিবেন না।

(৪) আমানতের জন্য সীল করা খাম দাখিল করা হইলে ২-পরিশিষ্টের ১০নং ফরম অনুসারে খামের উপর এনডোর্সমেণ্ট রেকর্ড করা হইবে।

নিয়ম ৯৭ : ৪৩-ধারার বিধানানুসারে ৫নং রেজিস্টার বহিতে যে সকল এনট্রী করা হয়, সেই এনট্রীর প্রত্যেকটিতেই নিবন্ধক তারিখসহ পূর্ণ স্বাক্ষর করিবেন।

নিয়ম ৯৮ : সীল করা খামে সংরক্ষিত উইল যখন ৪৪-ধারামূলে উঠাইয়া লওয়া হয়, তখন ৫নং রেজিস্টার বহিতে উঠাইয়া লওয়া সম্পর্কে নোট দিতে হইবে। এবং যে ব্যক্তি উইল উঠাইয়া লইলেন তাঁহার এবং নিবন্ধকের স্বাক্ষর থাকিবে ৫নং রেজিস্টার বহির উক্তি নোট দেওয়া এনট্রীতে। এবং ৯৬ (২)-নিয়মমূলে যে রসীদখানি উক্ত পার্টি ফেরত দিবে তাহা নিবন্ধকের অফিসে ফাইল করা থাকিবে।

নিয়ম ৯৯ : (১) ৪৫-ধারামূলে উইল সংরক্ষিত আছে এমন সীলমোহরাঙ্কিত খামখানি অনাবৃত করা হইলে, সে বিষয় সম্পর্কে ৫নং রেজিস্টার বহিতে নোট লিখিতে হইবে ; এই নোটে নিবন্ধকের স্বাক্ষর থাকিবে।

(২) দেওয়ানী আদালতের নির্দেশে সীল করা খামখানি অনাবৃত করা হইলে সে সম্পর্কেও উক্ত নোট লিখিতে হইবে।

নিয়ম ১০০ : ৪৬-ধারামূলে কোন উইল কোর্টে প্রেরণ করিবার সময় নিম্ন-লিখিতগুলি তাহার সহিত প্রেরণ করিতে হইবে :—

(এ) ৩নং রেজিস্টার বহিতে উইলখানি নকল করিবার জন্য যদি কোন ফিস্ প্রদেয় হয় তবে সেই ফিস্ এবং খাম অনাবৃত করিবার ফিস্ সম্পর্কে একটি মেমোরাণ্ডাম ; এবং (বি) আদালত ফিস্আদি গ্রহণ করিয়া যেন নিবন্ধকের নিকট উহা প্রেরণ করেন—এই মর্মে একখানি চিঠি।

নিয়ম ১০১ : ৪২-ধারামূলে উইল নিবন্ধকের অফিসে আমানত রাখিতে হইলে, উইল খামের মধ্যে পূরিয়া সীল করিয়া দিতে হয় ; এই খাম অথবা অন্যান্য খাম (নীচে এ সম্পর্কে লিখিত আছে) নিবন্ধক প্রতিমাসে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ; এবং মহানিবন্ধপরিদর্শকের নির্দেশানুসারে এ সম্পর্কে নোট রাখিতে হইবে।

যখন সীল করা খামে ড্যামেজ পরিলক্ষিত হয় তখন ঐ সীল করা খামখানি আর একখানি খামে ঢুকাইয়া নিবন্ধকের উপস্থিতিতে সীল করিতে হইবে। এইরূপ করিবার কারণ রেকর্ড করিতে হইবে; মূল খামের উপর যে সকল এনট্রি ছিল সেগুলি বহির্ভাগের খামের উপরও লিখিত হইবে; উহাতে নিবন্ধকের তারিখসহ স্বাক্ষর থাকিবে। বহির্ভাগের এই খাম নিবন্ধক যে কোন সময় ফেলিয়া দিয়া নূতন খাম পূর্ববর্ণিত নিয়মানুসারে ব্যবহার করিতে পারেন।

নিয়ম ১০২ : উইল বা দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্রের রহিতকরণ-পত্র ৩নং রেজিস্টার বহিতে রেজিস্ট্রী করিতে হইবে।

নিয়ম ১০৩ : প্রত্যাখ্যাত উইল অথবা নিবন্ধীকৃত উইল দুই বৎসরের অধিক-কাল কোন অবর-নিবন্ধকের অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে, নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উহা নিবন্ধকের অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে; এই সকল বেওয়ারিশ উইল এবং সদর অফিসের বেওয়ারিশ উইল একত্রে বেওয়ারিশ উইলের রেজিস্টারে জমা করিতে হইবে; বেওয়ারিশ দলিলের রিটার্ণপত্রে এই সকল জমাকৃত উইলের বিবরণ প্রদান করিতে হইবে না।

দ্রষ্টব্য : কোন উইলই বিনষ্ট করা যাইবে না। কিন্তু অন্যান্য বেওয়ারিশ দলিল নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিনষ্ট হয়।

অধ্যায় ১৫

সমন

নিয়ম ১০৪ : ৭৫ (৪)-ধারামূলে নিবন্ধক সরাসরি সমন জারি করিবেন ১৯০৮ সালের দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতার প্রথম.সিডিউলের ৫ এবং ১৬-অর্ডারে বর্ণিত প্রণালী অনুসারে।

নিয়ম ১০৫ : (১) ৩৭-ধারা অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট সমন জারি করিবার প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিতে হইলে দরখাস্তের সংগে যে ব্যক্তিকে সমন করা হইবে তাঁহার খরচপত্রাদি এবং যে পিওন সমন জারি করিবেন তাঁহার ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

(২) যে অফিসার বা কোর্ট মারফত সমন জারি করা হয় সেখানে দুই কপি সমন ফিস্আদি সহ রেজিস্টারিং অফিসার প্রেরণ করিবেন।

নিয়ম ১০৬ঃ যেখানে সমন জারি করা হইবে সেখানকার দেশীয় ভাষা যদি ভিন্ন হয়, তবে সমনের সংগে একটি ইংরাজী অনুবাদও প্রেরণ করিতে হইবে।

নিয়ম ১০৭ঃ (১) ৩৭-ধারামূলে সমন যদি কোন দলিলের সম্পাদনকারীর উদ্দেশ্যে ইস্যু করা হয় তবে সম্পাদনকারীকে স্বয়ং অথবা সম্পাদনকারীর দ্বারা প্রাধিকৃত এজেণ্টকে হাজির হইতে হইবে। সমনে এই মর্মে লিখিত থাকিবে।

(২) এইরূপ সমন যদি কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ইস্যু করা হয় তবে সেই ব্যক্তিকে স্বয়ং হাজির হইতে হইবে।

নিয়ম ১০৮ঃ (১) ৩৭-ধারামূলে কোন ব্যক্তির উপর নিয়মমত সমন জারি করা সত্ত্বেও যদি সে ব্যক্তি হাজির না হয়, অথবা যদি সে ব্যক্তির উপর সমন জারি করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার সমন ইস্যুকারী কোর্ট বা অফিসারকে এই মর্মে অনুরোধ করিবেন যে উক্ত কোর্ট বা অফিসার যেন উক্ত ব্যক্তিকে হাজির করাইবার জন্য আইনানুগ অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। (রেজিস্টারিং অফিসার অবর-নিবন্ধক হইলে, তিনি নিবন্ধকের অনুমতি লইয়া তবে কোর্ট বা অফিসারকে উক্তরূপ অনুরোধ করিবেন।)

(২) এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে যথাযথ ফিস্‌আদিও প্রদান করিতে হইবে।

অধ্যায় ১৬

দলিলের নকলাদি এবং রেজিস্টার বহি হইতে সংবাদ পরিবেশন

নিয়ম ১০৯ঃ (১) ইনডেক্স তল্লাস অথবা নিবন্ধীকৃত দলিলের নকল পরিদর্শন করিতে হইলে পরিঃ ১-এর ৩৬নং ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে।

(২) কোন দলিলের নকল লইতে হইলে অথবা রেজিস্টার বহির কোন এনট্রির নকল লইতে হইলে পরিঃ ১-এর ৩৭নং ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে।

(৩) উক্ত দরখাস্ত গৃহীত হইবার পর ধারাবাহিকভাবে সার্চ-রেজিস্টারে এনট্রি করিতে হইবে ; উপযুক্ত কলমে প্রদত্ত ফিস্‌আদি নোট করিতে হইবে ; ফিস্‌আদি প্রদান হইতে রেহাইপ্রাপ্ত দরখাস্তও এনট্রি করিতে হইবে ; এবং ফিসের কলমে ফিস্ প্রদান হইতে রেহাই সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

(৪) (এ) নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের নকল প্রার্থনা করিবার পূর্বে যথাযথ

ইনডেক্স অনুসন্ধান এবং রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের দরখাস্ত ফিস্আদিসহ করিতে হইবে।

(বি) রেজিস্টার বহির কোন এনট্রী পরিদর্শন করিবার জন্য দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিবার পূর্বে যথাযথ ইনডেক্স তল্লাস করিবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে; অবশ্য, যে ক্ষেত্রে তল্লাসের জন্য ফিস্ প্রদান করিতে হয় না, সেখানে তল্লাসের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে না।

(৫) নিবন্ধকের অফিসে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহির কোন নকলের জন্য অবর-নিবন্ধকের নিকট লিখিতভাবে প্রার্থনা করিলে, কোনরূপ বিলম্ব না করিয়া তাহা নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

(৬) উপরিউক্ত (৫)-উপনিয়মানুসারে নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিবার সময় প্রয়োজনীয় নকলের জন্য ফিস্ অথবা ফিস্ প্রাপ্তির রসীদ দরখাস্তের সংগে দিতে হইবে।

(৭) ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্বে সংরক্ষিত বহিসকলের তল্লাস করিবার এবং উহার এনট্রার নকল লইবার সুযোগ নিবন্ধক এই আইনের ন্যায় প্রদান করিবেন।

(৮) ৫৭-ধারার (২) ও (৩)-উপধারার বিধানাধীনে, বিভাগীয় নিয়মানুসারে রক্ষিত এনট্রীর নকল এবং ৭২ ও ৭৪-ধারামূলে নিবন্ধকের কার্যবাহের জন্য দরখাস্ত এবং পেপারের নকল, এবং রেজিস্ট্রেসন অফিসে ফাইলকৃত অন্যান্য কাগজপত্রাদির নকল যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে যদি সেই ব্যক্তি [এফ্] ও [জি] আর্টিকেল অনুসারে প্রয়োজনীয় ফিস্আদি প্রদান করেন।

নিয়ম ১১০ : (১) কোন কোর্ট বা রেভিনিউ অফিসার কোন সংবাদের জন্য লিখিলে যদি সেজন্য রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন কর্মচারী দ্বারা তল্লাস অথবা নকল করিবার প্রয়োজন হয় তবে সে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফিস্-আদিও দিতে হইবে। কোর্টের নির্দেশ মানিবার পূর্বে, যদি প্রয়োজন হয় তবে কোর্টকে প্রদেয় ফিস্ প্রেরণ করিবার জন্য লিখিতে হইবে।

(২) ৫৭-ধারার বিধানাধীনে, প্রকৃত সরকারী কার্যের জন্য সরকারী কর্মচারী ইনডেক্স তল্লাস ও রেজিস্টার বহি পরিদর্শন করিতে পারেন।

নিয়ম ১১১ঃ কোর্টে কোন রেজিস্টার বহি বা অন্য কোন রেকর্ড হাজির করিবার প্রয়োজন হইলে রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন কর্মচারী উক্ত রেকর্ড কোর্টে হাজির করিবেন। কোর্ট যখন কোন রেজিস্টার বহি বা অন্য রেকর্ড

কোর্টে হাজির করিবার নির্দেশ প্রদান করেন তখন ফিস্ টেবেলের [এক্] আর্টিকেল অনুসারে কোর্ট পার্টির নিকট হইতে রেকর্ড পরিদর্শনের জন্ম ফিস্ গ্রহণ করিয়া যে অফিসের রেকর্ড তলব করা হইয়াছে সেই অফিসে প্রেরণ করিবেন।

অধ্যায় ১৭
সীল

নিয়ম ১১২ ঃ (১) ১৫-ধারা অনুসারে সীল রেজিস্টারিং অফিসারের ব্যক্তি-গত হেপাজতে থাকিবে।

(২) অব্যবহার্য সীল নিবন্ধক বা জেলা অবর-নিবন্ধকের সম্মুখে বিনষ্ট করিতে হইবে ; তিনি ফার্নিচার রেজিস্টারে এ সম্পর্কে নোট দিবেন।

নিয়ম ১১৩ ঃ সাময়িকভাবে যদি কোন রেজিস্টারিং অফিসারের সীলমোহর না থাকে, তবে তিনি সে সম্পর্কে তাঁহার ডায়রীতে নোট রাখিবেন ; সীল না থাকিলেও দলিল রেজিস্ট্রী হইবে ; তবে দলিলগুলি রেজিস্টারিং অফিসারের হেপাজতে থাকিবে যতক্ষণ না দলিলগুলি সীলমোহরযুক্ত হয়।

অধ্যায় ১৮
অফিসের কার্যপ্রণালী

নিয়ম ১১৪ ঃ সদর অফিসে বেলা দশটা হইতে একটা এবং অন্যান্য সাব-অফিসে বেলা দশটা হইতে বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত দলিল দাখিল করা যাইবে। এই সম্পর্কে প্রত্যেক অফিসে নোটিশ জনসাধারণের অবগতির জন্য টানানো থাকিবে। বিশেষ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার নির্ধারিত সময়ের পরেও দলিল দাখিল লইতে পারেন।

নিয়ম ১১৫ : (এ) ডেলি নোটিশ মারফতে কত ক্রমিক নম্বর পর্যন্ত দলিল ফেরত হইবে তাহা প্রত্যহ ডেলি নোটিশে দেখাইতে হইবে। (পরি: ১, ফ:২১)

(বি) তল্লাস, পরিদর্শন ও নকলের জন্য কোন্ কোন্ বৎসরের রেজিস্টার বহি ও ইনডেক্স অফিসে আছে সে সম্পর্কে প্রত্যেক রেজিস্ট্রেশন অফিসে নোটিশ জনসাধারণের অবগতির জন্য দিতে হইবে।

নিয়ম ১১৬ : রেজিস্টারিং অফিসার স্বয়ং দলিল দাখিল গ্রহণ করিবেন। তিনি ৫২-ধারামূলে রসীদ পার্টিকে দিবেন এবং রেজিস্ট্রীকৃত দলিল পার্টিকে ডেলিভারী দিবেন; শেষোক্ত কাজ দুইটি তিনি স্বয়ং না করিতে পারিলে কোন করণিক বা মোহরারকে তাঁহার সম্মুখে উক্ত কাজ করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

নিয়ম ১১৭ : কোন অফিসের চার্জ লইবার সময় রেজিস্টারিং অফিসার ক্যাটালগ অব্ বুক্সের সহিত উক্ত অফিসে প্রাপ্ত বহির মিল করিয়া দেখিয়া লইবেন; এই ভেরিফিকেশান সম্পর্কে ক্যাটালগ বহিতে একটি সার্টিফিকেট নোট করিবেন।

নিয়ম ১১৮ : (১) এই আইনমূলে আদায়ীকৃত ফিস্ এবং ফাইন ফি-বহিতে লিখিতে হইবে; এবং নিয়মানুসারে ট্রেজারীতে উক্ত অর্থ জমা দিতে হইবে; সর্বপ্রকার আয় এবং ব্যয় ক্যাশ বহিতে লিখিতে হইবে; ট্রেজারীতে জমা না দেওয়া পর্যন্ত, অথবা উপযুক্ত দাতাকে অর্থ প্রদান না করা পর্যন্ত রেজিস্টারিং অফিসার ব্যক্তিগতভাবে ক্যাশ নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য দায়ী।

(২) সদরে এবং মহকুমায় প্রত্যহ চালানে টাকা ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে।

নোট ঃ 'প্রত্যহ' অর্থে সকল "সাব-ট্রেজারী দিন" বুঝিতে হইবে।

(৩) অন্যান্য অফিসে দশ টাকা বা দশের গুণিতক যত টাকা থাকে সেই টাকা ডাকযোগে ট্রেজারীতে নিবন্ধকের নামে জমা দিতে হইবে। কি কি বাবদ টাকা প্রেরিত হইল তাহা মনি-অর্ডার কুপনে লিখিয়া দিতে হইবে। অবশ্য মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের পূর্বানুমতি লইয়া জেলা-নিবন্ধক নির্দেশ দিতে পারেন যে, যে সকল রেজিস্ট্রেসন অফিস ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী হইতে দূরবর্তী নহে সেই সকল অফিস হইতে চালানে টাকা জমা দিলে যদি ব্যয় সংক্ষেপ ও সুবিধা-জনক হয় এবং যদি তাহাতে কোন ঝুঁকি না থাকে তাহা হইলে সেই সকল অফিস চালানে টাকা জমা দিতে পারে।

(৪) নিম্নলিখিত ফিস্ রেজিস্টারিং অফিসার রিফাণ্ড দিতে পারেন :—

(i) কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ বা প্রামাণীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রত্যা-খ্যাত দলিলের জন্য যে ফিস্ প্রদত্ত হইয়াছে সেই ফিস্;

(ii) নিবন্ধীকৃত বা প্রমাণীকৃত কোন দলিলে অতিরিক্ত ফিস্ লওয়া হইয়া থাকিলে প্রয়োজনাতিরিক্ত ফিস্;

(iii) ভিজিট বা কমিশন কার্য সম্পাদন করিবার পূর্বেই যদি ভিজিট বা কমিশনের দরখাস্ত উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ভিজিট বা কমিশনের জন্য প্রদত্ত ফিস্ এবং পাথেয়স্বরূপে প্রদত্ত ফিস্ ;

(iv) তল্লাস বা পরিদর্শনের দরখাস্ত যদি দরখাস্ত করিবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তল্লাস বা পরিদর্শন না করিয়া ফেরত লওয়া হয়, তবে সেই তল্লাস বা পরিদর্শনের ফিস্ ; কিন্তু যদি ইনডেক্স বা রেজিস্টার বহি দরখাস্ত-কারীকে দেখিবার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে, তবে উক্ত ফিস্ ফেরত দেওয়া হইবে না ; এবং

(v) নকল লইবার জন্য প্রদত্ত দরখাস্ত যদি নকলের কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই ফেরত লওয়া হয় তবে নকলের জন্য প্রদত্ত ফিস্ রিফাণ্ড রেজিস্টারে রিফাণ্ড সংক্রান্ত এনট্রী করিতে হইবে।

(৫) ট্রেজারী রুলের এস্, আর ৪৩-এর নীচে যে নোট প্রদান করা আছে সেই নোটের শর্তাধীনে ভিজিট-কমিশনের জন্য যে পাথেয় আদায় করা হয় তাহা ট্রেজারীতে জমা না দিয়া যে ব্যক্তি উক্ত পাথেয় পাইবেন, তাঁহাকে সরাসরি প্রদান করা হইবে। উক্ত নোটে নির্দেশ আছে যে প্রত্যেক মাসের শেষ দিনে বা শেষ দিন ছুটি থাকিলে পরের দিনে পাথেয় বাবদ কত টাকা গৃহীত হইয়াছে তাহার বিবরণ একটি চালানে লিখিয়া ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে পাঠাইতে হইবে। ইহার সহিত পেমেণ্ট ভাউচারও সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

নিয়ম ১১৯ : (১) কলিকাতার নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকের অফিস ব্যতীত অন্যান্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে পরিশিষ্ট ৪ অনুসারে ছুটির দিন পালিত হইবে।

(২) ১৮৮১ সালের নিগোসিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস্ অ্যাক্ট-এর ২৫-ধারায় যে সকল ছুটির দিনের উল্লেখ আছে সেই ছুটির দিনগুলি কলিকাতার নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধকের অফিসে পালিত হইবে।

অধ্যায় ১৯
দলিল-লেখক

নিয়ম ১২০ : যে সকল ব্যক্তির নিম্নলিখিত গুণগুলি আছে তাঁহারা সরাসরি জেলা-নিবন্ধকের নিকট অথবা স্থানীয় অবর-নিবন্ধক মারফত ৮০ [জি]-ধারায় লিখিত দলিল-লেখকের লাইসেন্সের জন্য ১-পরিশিষ্টের ৪০নং ফরমে প্রশংসাপত্র থাকিলে প্রশংসাপত্রসহ দরখাস্ত করিতে পারেন।

ব্যক্তিকে জেলাস্থিত লোক হইতে হইবে ; অবশ্য, যে রেজিস্ট্রেসন অফিসের অধীনে ব্যক্তি কাজ করিতে ইচ্ছুক, সেই অফিসের এলাকাস্থিত হইলে ভাল হইবে। ব্যক্তির বয়স ২১ বৎসরের কম হইলে চলিবে না ; দরখাস্তকারীর স্থানীয় ভাষায় ভাল করিয়া দলিল ড্রাফ্‌ট্‌ করিবার দক্ষতা থাকা চাই ; হস্তাক্ষর সুন্দর হইতে হইবে ; দরখাস্তকারীর সম্পত্তি হস্তান্তর আইন (১৮৮২), প্রজাস্বত্ব আইন (১৮৮৫), ভারতীয় স্ট্যাম্প আইন (১৮৯৯), এবং ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের (১৯০৮) প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান থাকা চাই ; এবং ব্যক্তির আচরণ এবং চরিত্র ভাল হইতে হইবে।

উক্ত দরখাস্ত দরখাস্তকারীকে স্বহস্তে লিখিতে হইবে ; (অর্থাৎ, টাইপ করিয়া দরখাস্ত প্রেরণ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।)

নিয়ম ১২১ : (১) নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন যে দরখাস্তকারী দলিল-লেখক হইবার উপযুক্ত, তাহা হইলে তিনি দরখাস্তকারীকে লাইসেন্স-ফি বাবদ পাঁচ টাকা জমা দিতে নির্দেশ দিবেন ; উক্ত ফিস্ প্রদান করা হইলে দলিল-লেখকের জন্য রক্ষিত রেজিস্টার-বহিতে (পরি : ১, ফ : ৪২) যে অবর-নিবন্ধকের অফিসের জন্য উক্ত লাইসেন্স ইস্যু করা হইল, সেই অবর-নিবন্ধকের অফিসের জন্য উক্ত দলিল-লেখকের নাম এনট্রি করা হইবে। সেই সংগে, দলিল-লেখকের নাম উক্ত অবর-নিবন্ধককে জানাইতে হইবে ; তিনি তাঁহার অফিসে রক্ষিত দলিল-লেখকের রেজিস্টার বহিতে (পরি : ১, ফ: ৪৩) প্রয়োজনীয় এনট্রি করিবেন।

(২) এই রুল ইস্যু হইবার তারিখে যে সকল ব্যক্তি দলিল-লেখকের কার্যে কর্মরত আছেন তাঁহারা ১২০-নিয়ম অনুসারে সকল শর্ত পূরণ করিয়া দরখাস্ত করিলে ১২১(১)-উপ নিয়মে দরখাস্ত মঞ্জুর করিবার সময় অগ্রাধিকার পাইবেন।

নিয়ম ১২২ : (১) ১২১-নিয়মানুসারে যে বৎসরে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়, সেই লাইসেন্স উক্ত বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকরী থাকিবে ; নিবন্ধক ইহা অবশ্য প্রতি বৎসর রিনিউ করিতে পারেন যদি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির শারীরিক যোগ্যতা থাকে, ভাল আচরণ এবং সন্তোষজনক কর্ম সম্পাদনের দৃষ্টান্ত থাকে ; রিন্যুয়াল-ফি এক টাকা করিয়া দিতে হইবে। অবর-নিবন্ধকের মাধ্যমে নিবন্ধকের নিকট রিন্যুয়ালের জন্য দরখাস্ত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে করিতে হইবে ; এই দরখাস্তের সহিত চালান বা মনি-অর্ডার রসিদ (রিন্যুয়াল-ফি এক টাকা যে প্রদান করা হইয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপে) যুক্ত

করিয়া দিতে হইবে ; যে সকল দলিল-লেখকের লাইসেন্স নিবন্ধক রিনিউ করিবেন না, অথবা যে সকল দলিল-লেখক এই নিয়মানুসারে রিন্যুয়ালের জন্য দরখাস্ত করিতে না পারেন, তাঁহাদের নাম দলিল-লেখকের রেজিস্টার বহি হইতে নিবন্ধক এবং অবর-নিবন্ধক কাটিয়া দিবেন। অবশ্য, যথানিয়মে দরখাস্ত করিতে না পারায় যে দলিল-লেখকের লাইসেন্স নাকচ করা হইয়াছে, তিনি পুনরায় নূতন লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতে পারেন।

(২) (i) কোন দলিল-লেখকের লাইসেন্স ছিঁড়িয়া গেলে, দলিল-লেখক ডুপ্লিকেট লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা জানাইতে পারেন ; এরূপ ক্ষেত্রে বিনামূল্যে একখানি ডুপ্লিকেট লাইসেন্স দলিল-লেখককে দেওয়া হইবে ; ছেঁড়া লাইসেন্স বাতিল করিয়া কাউণ্টারফয়েলের সহিত পেস্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

(ii) কোন দলিল-লেখকের লাইসেন্স হারাইয়া গেলে, দলিল-লেখককে লিখিতভাবে ডুপ্লিকেট লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে ; এবং এইজন্য দলিল-লেখককে নিম্নলিখিত হারে ফিস্ দিতে হইবে :—

ছাপান ফরমের মূল্য বার পয়সা ; এবং রেজিস্ট্রেসন অফিসে নকলের জন্য যে হারে (আর্টি- [জি]) ফিস্ লওয়া হয় সেই হারে লাইসেন্সের ছাপান এবং লিখিত শব্দের জন্য মোট যত ফিস্ প্রদেয় হয় তত ফিস্ দিতে হইবে।

(৩) নূতন লাইসেন্স, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স, লাইসেন্স রিন্যুয়াল ইত্যাদির জন্য যাবতীয় ফিস্ নিবন্ধকের নিকট নগদে, ট্রেজারী চালানে, বা মনি-অর্ডার যোগে প্রদান করা যাইবে ; যে টাকা নগদে প্রদত্ত হয় তাহা ক্যাশ-বহিতে দেখাইতে হইবে।

নিয়ম ১২৩ : লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখকদিগের একটি নামের তালিকা রেজিস্ট্রেসন অফিসে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোন স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে ; তালিকার নীচে নিম্নলিখিত সাবধানতামূলক নোট লিখিত থাকিবে : এই তালিকাতে যে সকল ব্যক্তির নাম নাই, তাঁহারা রেজিস্ট্রেসন অফিসের মধ্যে অথবা রেজিস্ট্রেসন অফিসের কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলে টাউটরূপে বিবেচিত হইতে পারেন এবং তাঁহাদের নাম ৮০ [এ](১)-উপধারা মতে রচিত ও প্রকাশিত টাউটের তালিকায় সন্নিবেশিত হইতে পারে ; অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তির নাম টাউট-তালিকায় সন্নিবেশিত হইবে না :—যথা, এই ব্যক্তি যদি তাঁহার নিজস্ব কোন দলিল

নিবন্ধীকরণের জন্য অফিসে প্রবেশ করেন বা তাঁহার নিজের প্রয়োজনে তল্লাস, নকল বা অন্য কোন কাজে অফিসে প্রবেশ করেন, অথবা উক্ত প্রকার (অপর ব্যক্তির) কোন কাজের জন্য আমমোক্তার বলে অফিসে প্রবেশ করেন, অথবা ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের (১৯০৮) ৫২-ধারা মতে প্রদত্ত রসীদে যদি এই ব্যক্তির নাম এনডোর্স করা থাকে এবং সেই রসীদ সহ অফিসে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তির নাম টাউটের তালিকায় সন্নিবেশিত হইবে না।

নিয়ম ১২৪ঃ রেজিস্টারিং অফিসারের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে লাইসেন্স-প্রাপ্ত দলিল-লেখকগণ কাজকর্ম করিবেন এবং তাঁহাদিগকে অফিসে প্রবেশ করিতে এবং অফিস সীমার মধ্যে বসিতে দেওয়া হইবে।

নিয়ম ১২৫ : কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসের দলিল-সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিবন্ধক সেই অফিসের জন্য দলিল-লেখক সংখ্যা নির্ধারণ করিবেন ; সাধারণতঃ প্রতি তিন শত দলিলের জন্য একজন করিয়া দলিল-লেখক থাকিবেন। অবশ্য, কোন একজন দলিল-লেখক কত দলিল লিখিবেন তাহার কোন সীমা থাকিবে না।

দ্রষ্টব্য : ধরুন, কোন অফিসে বৎসরে ৩৬০০ দলিল নিবন্ধীকৃত হয় ; 'প্রতি ৩০০ শত দলিলের জন্য একজন দলিল-লেখক' এই নিয়মানুসারে ১২ জন দলিল-লেখক থাকিতে পারে ; কিন্তু ১২ জনের মধ্যে কে কত দলিল লিখিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই ; একজন দলিল লেখক বৎসরে ২০০ শত দলিল লিখিতে পারেন, আর একজন বৎসরে ৬০০ শত বা কম-বেশী দলিল লিখিতে পারেন—তাহাতে কিছু আসে যায় না।

নিয়ম ১২৬ : লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখকগণ মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের দ্বারা নির্ধারিত হারে দলিল লিখিবার জন্য পারিশ্রমিক বাবদ ফিস্ লইবেন ; এই ফিসের তালিকা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী রেজিস্ট্রেসন অফিসের কোন স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে ; কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক নির্ধারিত হার অপেক্ষা অধিকতর ফিস্ গ্রহণ করিলে, তাঁহার লাইসেন্স বাতিল হইবে ; লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক পরি : ১-এর ৪৪নং ফরমে পার্টিকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবার জন্য রসীদ দিবেন।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক নিম্নলিখিত হারে ফিস্ গ্রহণ করিবেন :—

(১) দলিলের মুসাবিদা (ড্রাফ্‌ট্) করিবার জন্য (অথবা ভিন্নভাবে

মুসাবিদা না করিয়া দলিল লিখিবার জন্য) ; প্রতি তিনশত শব্দ বা তাহার কোন অংশের জন্য :

(এ) কলিকাতা, সাউথ সুবারবান এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা-স্থিত রেজিস্ট্রেসন অফিসে—টাকা ২·৫০ পয়সা।

(বি) অন্যান্য অফিসে—টাকা ২·০০।

(২) মুসাবিদা দেখিয়া দলিল লিখিবার জন্য এবং দলিল রেজিস্ট্রী করাইবার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য ; প্রতি তিনশত শব্দ বা তাহার কোন অংশের জন্য :

(এ) কলিকাতা, সাউথ সুবারবান এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা-স্থিত রেজিস্ট্রেসন অফিসে—টাকা ১·২৫ পয়সা।

(বি) অন্যান্য অফিসে—টাকা ১·০০।

(৩) ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনের ৫২-ধারামূলে পার্টি দলিল-লেখককে দলিল ডেলিভারী লইবার জন্য অথরাইজ করিলে প্রতি দলিলের জন্য—০·২৫ পয়সা।

(৪) সকল প্রকারের দরখাস্ত লিখিবার জন্য এবং তাহা ফাইল করিবার জন্য ; প্রতি দরখাস্তে ০·২৫ পয়সা।

(৫) সমন লিখিবার ও ফাইল করিবার জন্য—০·১২ পয়সা।

(৬) ১৮৮৫ সালের বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে নোটিশাদি লিখিবার ও ফাইল করিবার জন্য ; প্রতি নোটিশে ০·২৫ পয়সা।

(৭) ইনডেক্স তল্লাস অথবা ভল্যুম পরিদর্শনের জন্য (প্রতি ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির প্রত্যেক আইটেম পিছু) : প্রতি বৎসরের জন্য ০·২৫ পয়সা।

ব্যাখ্যা : ১৯৫১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৫-ধারার অন্তর্গত (ii)-ক্লজে 'কলিকাতা' শব্দের যেমন ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে, এই রুলে 'কলিকাতা'ও সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নিয়ম ১২৭ : জেলা নিবন্ধক রীতিসিদ্ধ প্রোসিডিং দ্বারা দলিল-লেখকের লাইসেন্স বাতিল করিতে পারেন ; যে দলিল-লেখকের আচরণ অসৎ, এবং যে দলিল-লেখক এই রুলের এবং লাইসেন্সের কোন শর্ত অমান্য করেন তবে তাঁহার লাইসেন্স নিবন্ধক বাতিল করিতে পারেন ; সাধারণতঃ এই প্রকার প্রোসিডিং-এ চার্জ গঠন করিতে হইবে ; দোষী দলিল-লেখককে চার্জের একটি কপি প্রেরণ করা হইবে ; দলিল-লেখকের উপস্থিতিতে সাক্ষ্য রেকর্ড করা হইবে ; তবে

দোষী দলিল-লেখককে সাক্ষ্যপ্রমাণাদি দিবার এবং নিজেকে সমর্থন করিবার যথেষ্ট সুবিধা প্রদান করা হইবে; এবং অবশেষে যুক্তিসহ লিখিত অর্ডার প্রদান করা হইবে; নিবন্ধকের এই অর্ডারে দলিল-লেখক সন্তুষ্ট না হইতে পারিলে, অর্ডার প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের নিকট আপীল করিতে পারেন।

নিয়ম ১২৮: ১নং পরিশিষ্টের ৪৫নং ফরমে লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক একখানি রেজিস্টার বহি রাখিবেন; এই রেজিস্টার বহি রেজিস্টারিং অফিসার এবং এই ডিপার্টমেণ্টের অন্যান্য অফিসারদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হইবে। কোন রেজিস্টার শেষ হইলে দলিল-লেখক তাহা তিন বৎসরকাল সংরক্ষণ করিবেন।

নিয়ম ১২৯: লাইসেন্সবিহীন কোন দলিল-লেখক যদি রেজিস্ট্রেসন অফিসের সীমার মধ্যে অথবা অফিস-সীমার নিকটে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার দ্বারা অথবা লাইসেন্সবিহীন অপর কোন দলিল-লেখক দ্বারা কোন দলিল লিখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, অথবা ৮০ [জি]-ধারার অধীনস্থ কোন নিয়মের উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য কোন প্রকার বেআইনী কাজ করেন তবে সেই ব্যক্তি টাউটরূপে গণ্য হইবেন এবং ৮০ [এ] (১)-উপধারা মতে গঠিত এবং প্রকাশিত টাউটের তালিকায় উক্ত ব্যক্তির নাম সন্নিবেশিত হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ তালিকা

দলিল রেজিস্ট্রী করিতে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে; এই ফিস্ প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে: (১) সাধারণ ফিস্ এবং (২) অতিরিক্ত ফিস্। প্রত্যেক শ্রেণীতে কতকগুলি অনুচ্ছেদ বা আর্টিকেল আছে; যেমন এ, বি, সি ইত্যাদি। [এ]-অনুচ্ছেদ হইতে [জি]-অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 'সাধারণ ফিস্'-এর অন্তর্গত এবং [এইচ্]-অনুচ্ছেদ হইতে [পি]-অনুচ্ছেদ পর্যন্ত 'অতিরিক্ত ফিস্-এর' অন্তর্গত।

সাধারণ ফিস্ ১

অনু: [এ(১)]:

মূল্য ১০০·০০ টাকার অধিক না হইলে প্রদেয় ফিস্ হইবে ১·৫০ টাকা।

মূল্য ১০০·০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫০·০০ টাকার অধিক না হইলে প্রদেয় ফিস্—টাকা ২·০০।

মূল্য ২৫০·০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০·০০ টাকার অধিক না হইলে প্রদেয় ফিস্—টাকা ৬·০০।

মূল্য ৫০০·০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০·০০ টাকার অধিক না হইলে প্রদেয় ফিস্—টাকা ৭·৫০।

পরবর্তী অতিরিক্ত প্রতি হাজার বা তাহার অংশের জন্য প্রদেয় ফিস্—৬·০০ টাকা; অর্থাৎ কোন বিক্রয়-কোবালা দলিলে সম্পত্তির মূল্য ১৩০০·০০ টাকা হইলে, ফিস্ দিতে হইবে প্রথম হাজারের জন্য ৭·৫০ টাকা এবং পরবর্তী ৩০০·০০ টাকা হাজারের অংশরূপে—৬·০০ টাকা=১৩·৫০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে। দলিলে লিখিত রাইট (অধিকার), টাইটল বা স্বত্বের মূল্যের উপর নিম্নলিখিত প্রকারের দলিলে [এ]-ফিস্ দিতে হয়:

কোবালা দলিল; দানপত্র; নিরূপণ পত্র; বণ্টননামা; লিজ; মর্টগেজ; পুনর্বার বন্ধকীপত্র (কোন সম্পত্তি একবার বন্ধক দিয়া পুনরায় দ্বিতীয়বারের জন্য উক্ত সম্পত্তি বন্ধক প্রদান); ক্ষতি-নিষ্কৃতি তমসুক (ইন্‌ডেম্‌নিটি বণ্ড);

জামিন তমস্সুক (সিকু্যরিটি বণ্ড) ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের বণ্ড বা তমস্সুক ; বণ্ড বা মর্টগেজমূলে কোন হস্তান্তরকরণ ; ইনসিওরেন্স পলিসি ; বিল অব্ এক্সচেঞ্জ ; প্রমিসরি নোট ; কোন অর্থ প্রাপ্তির স্বীকারে রসীদপত্র ; নীলামের সার্টিফিকেট (সার্টিফিকেট অব্ সেল) ; যে সম্পত্তি পূর্বে কোন নিবন্ধীকৃত দলিলমূলে আবদ্ধ ছিল না সেই সম্পত্তি সংক্রান্ত না-দাবি ; যে অ্যাওয়ার্ডে বা সালিশীতে সম্পত্তি বণ্টনের নির্দেশ থাকে সেই অ্যাওয়ার্ড ; অছি (ট্রাস্ট) নিয়োগপত্র ; মূল্যের বিনিময়ে পার্টনারশিপের কোন অংশীদারের নিকট অপর অংশীদারের শেয়ার হস্তান্তর।

অনু : [এ(২)] : কিন্তু দলিলে যদি রাইট (অধিকার), টাইটল বা স্বত্বের মূল্য প্রদান করা না থাকে তবে ত্রিশ টাকা ফিস্ সেই দলিলে ধার্য করা হইবে।

ব্যাখ্যা : (১) বিক্রয় কোবালা, দানপত্র, সেটেলমেণ্ট দলিলে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্যের উপর ফিস্ ধার্য হয় ; লীজ দলিল ভিন্ন অন্য প্রকার যে দলিলে নিয়মিত ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ অর্থ প্রদানের (পিরিয়ডিক্যাল পেমেণ্ট) ব্যবস্থা আছে, সেই সকল দলিলের ফিসের জন্য মূল্য ধরিতে হইবে ঐরূপ একটি পিরিয়ডের জন্য প্রদেয় অর্থ এবং (পিরিয়ডিক্যাল অর্থ-প্রদান ব্যতীত) অন্যান্য প্রদেয় অর্থের সমষ্টিকে। বণ্ড, মর্টগেজ, বন্ধকী সম্পত্তি পুনর্বার দায় সংযুক্তি-করণ ইত্যাদি প্রকার দলিলে যে অর্থ বণ্ড, মর্টগেজমূলে প্রদত্ত সেই অর্থের উপর ফিস্ ধার্য হইবে। অ্যানুয়িটির ক্ষেত্রে এক পিরিয়ডে যে অর্থ প্রদানের কথা দলিলে উল্লিখিত থাকে তাহার উপর ফিস্ ধার্য করিতে হয়।

(২) লীজ দলিলের ক্ষেত্রে মূল্য নিম্নলিখিতভাবে ধার্য হয় :—

লীজের শ্রেণী বিভাগ	মূল্য
(এ) যে লীজে খাজনা স্থির (ফিক্স্‌ড) এবং যাহাতে কোন ফাইন বা প্রিমিয়াম প্রদান করিতে হয় না বা কোন অর্থ অ্যাডভান্স করিতে হয় না সেইরূপ লীজ :	
(i) যদি এক বৎসরের কম সময়ের জন্য হয় তাহা হইলে	লীজমূলে মোট প্রদেয় অর্থের উপর ফিস ধার্য হইবে।

(ii) এক বৎসর বা এক বৎসরাধিক হয় কিন্তু দশ বৎসরের অধিক না হয় তাহা হইলে		বার্ষিক গড় খাজনার উপর ধার্য হইবে।
(iii) অনির্দিষ্ট কালের জন্য হইলে (iv) দশ বৎসরের অধিককাল হইলে (v) চিরকালের জন্য হইলে	}	দুই বৎসরের খাজনার সমষ্টির উপর ফিস্ ধার্য হইবে।

[মহানিবন্ধ-পরিদর্শক দুই বৎসরের খাজনা নিম্নলিখিত উপায়ে সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন ;

(১) লীজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য হইলে প্রথম দশ বৎসরের খাজনার সমষ্টি বাহির করিতে হইবে ; ওই সমষ্টির ১/৫ অংশ হইবে দুই বৎসরের খাজনা।

(২) দশ বৎসরের অধিককালের জন্য লীজ হইলে, মোট যত বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হইয়াছে তত বৎসরের প্রদেয় খাজনার সমষ্টি বাহির করিতে হইবে ; তারপর যত বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হইয়াছে তাহার অর্ধেক দ্বারা উক্ত মোট সমষ্টিকে ভাগ করিলে দুই বৎসরের খাজনা পাওয়া যাইবে ; সুতরাং, ২০ বৎসরের জন্য লীজ প্রদান করা হইলে, ২০ বৎসরে প্রদেয় মোট খাজনাকে দশ দ্বারা (কেননা, ২০ বৎসরের অর্ধেক বৎসর হইতেছে দশ বৎসর) ভাগ করিলে ২ বৎসরের খাজনা পাওয়া যাইবে।

(৩) চিরকালের জন্য লীজের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ বৎসরের খাজনার সমষ্টিকে ২৫ দ্বারা ভাগ করিলে দুই বৎসরের খাজনা পাওয়া যাইবে।]

(বি) যে লীজে কোন খাজনা নির্দিষ্ট থাকে না, কিন্তু যে লীজের জন্য ফাইন বা প্রিমিয়াম বা টাকা অ্যাডভান্স প্রদান করা হয়, সেই লীজ দলিলে ফাইন বা প্রিমিয়াম বা অ্যাড্ভান্সকৃত অর্থের উপর ফিস্ ধার্য করা হইবে।

(সি) যে লীজে খাজনা প্রদানের ব্যবস্থা থাকে এবং ফাইন, প্রিমিয়াম বা অ্যাডভান্স দিবারও ব্যবস্থা থাকে, সেই দলিলে ফাইন বা প্রিমিয়াম বা অ্যাডভান্স এবং খাজনার সমষ্টির উপর ফিস্ ধার্য হইবে। (উপরে খাজনা নির্ধারণের যে নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই নিয়মানুসারে খাজনার পরিমাণ বাহির করিয়া লইতে হইবে।)

(৩) বণ্টননামা দলিলে যেমন বৃহত্তম অংশটি বাদ দিয়া অপর অংশ বা অংশগুলির মোট মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিতে হয়, রেজিস্ট্রেসন ফিস্ও অনুরূপে অপর অংশ বা অংশগুলির মোট মূল্যের উপর ধার্য হইবে।

অবশ্য অনুবিধি এই যে—

(এ) যদি কোন পাট্টা বা লীজ (অবশ্য যদি এই পাট্টা বা লীজমূলে কেবলমাত্র চাষের জন্য রায়তকে প্রদান করা হয় তাহা হইলে এই সুবিধা গ্রহণ করা যাইবে) এবং কবুলিয়ত বা কাউণ্টারপার্ট (অনুলিপি) একই সময়ে পর পর দাখিল করা হয় তাহা হইলে পাট্টাতে উচিত ফিসের অর্ধেক ফিস্ ধার্য হইবে এবং কবুলিয়তে পাট্টায় প্রদেয় পুরা ফিস্ দিতে হইবে।

(বি) যদি কোন দলিল পাঠে এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে উহা উপরিলিখিত দলিলের একাধিক প্রকারের হইতে পারে, তবে যে প্রকারের দলিলরূপে উহাতে বৃহত্তম ফিস্ ধার্য করা যাইতে পারে সেই দলিলরূপে গণ্য করা হইবে।

(সি) পৃথক্ বিষয় লইয়া কোন একখানি দলিল লিখিত হইলে, সেই দলিলে যতগুলি পৃথক্ বিষয় আছে ততগুলি ভিন্ন দলিল স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফিস্ ধার্য করিতে হইবে।

(ডি) কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকিতে পারে ; যদি দলিলের সকল সম্পাদনকারী একই সময়ে হাজির না হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া উক্ত দলিলে সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর করিয়া সম্পাদন স্বীকার করেন তবে ফিস্ লইবার নিয়ম হইতেছে এই যে, প্রথমে এক বা একাধিক সম্পাদনকারীর দ্বারা সম্পাদন স্বীকারের পর দলিল রেজিস্ট্রেসনের জন্য গৃহীত হয় ; রেজিস্ট্রেসন শেষে ৬০-ধারামূলে দলিলের শেষ এনডোর্সমেণ্ট লিখিত হইয়া যাইবার পর অপরাপর সম্পাদনকারী দলিলে সম্পাদন করিবার জন্য হাজির হইলে পুনরায় রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ইত্যাদি প্রদান করিয়া দলিলখানি নূতন করিয়া দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু দলিলখানির রেজিস্ট্রেসন শেষ হইবার পূর্বে যদি অপরাপর সম্পাদনকারী সম্পাদন করিবার জন্য হাজির হইয়া সম্পাদনস্বরূপে দস্তখত করিয়া রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট সম্পাদন স্বীকার করেন, তাহা হইলে দলিলখানির জন্য কোন প্রকার ফিস্আদি কিছুই লাগিবে না, উহা দ্বিতীয়বার দাখিল করিবারও প্রয়োজন নাই।

(ই) মূল মর্টগেজ দলিল যথাযথ নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকিলে (মূল মর্টগেজ দলিল দাখিল করিতে হইবে রেজিস্টারিং অফিসারের সন্তুষ্টির জন্য) উক্ত মর্টগেজ দলিলমূলে পরবর্তীকালে কোন দলিল (এই দলিলে মূল মর্টগেজের শর্ত উল্লেখে সিকিউরিটির বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়) রেজিস্ট্রীর জন্য মূল মর্টগেজ দলিলের ন্যায়

ফিস্ দিতে হয়। কিন্তু মূল মর্টগেজ দলিলে ৪'০০ টাকার বেশী ফিস্ প্রদান করা থাকিলে দ্বিতীয় দলিলে ৪'০০ টাকার বেশী ফিস্ দিতে হইবে না; অর্থাৎ, দ্বিতীয় দলিলে সর্বোচ্চ ৪ ০০ টাকা ফিস্ দিতে হয়।

অনুঃ [বি]ঃ যদি কোন পৃথক্ দলিল কোন অর্থের আদান-প্রদান সম্পর্কে লিখিত হয়, তবে দলিলমূলে যে অর্থ আদান-প্রদান হয়, সেই অর্থকে মূল্য ধরিয়া তাহার উপর [অনু : এ'র] নিয়মানুসারে ফিস্ ধার্য হইবে। [এই অর্থের আদান-প্রদান কোবালা বা মর্টগেজ দলিলের মূল্যস্বরূপ হইতে পারে, লীজের খাজনা হইতে পারে অথবা অন্যান্য প্রকারের দলিলের পণবাহাও হইতে পারে।]

অবশ্য অনুবিধি এই যে উক্ত অর্থের আদান-প্রদান সম্পর্কিত কোন দলিল পূর্বে নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকিলে আদান-প্রদান সম্পর্কিত পৃথক্ দলিলের ফিস্ ৬'০০ টাকার অধিক হইবে না।

অনুঃ [সি]ঃ উইলের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে :—

(i) সীলমোহরযুক্ত কভারে রক্ষিত উইল জমা দিতে বা ফেরত লইতে ফিস্ লাগিবে—৬'০০ টাকা।

(ii) উক্ত কভার (খাম) উন্মুক্ত করিতে ফিস্ লাগিবে—৬'০০ টাকা।

(খাম হইতে উইল বাহির করিলেই উহা নকল করিবার বিধান আছে; সুতরাং উক্ত ৬'০০ টাকা ব্যতীত [জি]-অনুচ্ছেদমূলে নকল করিবার ফিস্ও দিতে হইবে।)

(iii) কোন উইল রেজিস্ট্রী করিতে হইলে বা পূর্বে রেজিস্ট্রীকৃত কোন উইল নাকচ বা রদ করিতে হইলে ফিস্ দিতে হইবে—১২'০০ টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ যদি কোন একখানি উইলমূলে পূর্বেকৃত উইল নাকচ করিয়া নূতনভাবে উইল করা হয় তবে সেইরূপ উইলের জন্য একটিমাত্র [সি (iii)] ১২'০০ টাকা ফিস্ লইতে হইবে; নাকচের জন্য এবং উইলমূলে বন্দোবস্তের জন্য দুইটি ফিস্ লওয়া হইবে না। কিন্তু দুইখানি ভিন্ন ভিন্ন দলিল করা হইলে দুইটি দলিলের জন্য দুইবার [সি (iii)] ধার্য হইবে।

অনুঃ [ডি]ঃ ব্যক্তিগত সেবার শর্তে (পারসোনাল সার্ভিস) যে একরারনামা দলিল লিখিত হয় তাহাতে ফিস্ দিতে হইবে—২'০০ টাকা।

অনুঃ [ই]ঃ পূর্বলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে যে সকল দলিলের সম্বন্ধে লিখিত হয় নাই, সেই সকল দলিলের জন্য ফিস্ লাগিবে— ৪'০০ টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) মহানিবন্ধ-পরিদর্শক নিম্নলিখিতপ্রকার দলিলের ক্ষেত্রে [ই]-ফিস্ ধার্যের জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন :—

যে না-দাবী দলিলমূলে পূর্বে মর্টগেজদত্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করা হয় সেইরূপ না-দাবি দলিল ; (লীজের) ইস্তফানামাপত্র ; নিরূপণপত্র রহিতকরণ ; ট্রাস্ট বা অছি রহিতকরণ পত্র ; অংশনামা ; পুনঃ সমর্পণপত্র ;

(২) [এ]-অনুচ্ছেদের অনুবিধির অন্তর্গত (সি) ও (ডি)-এর নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে [বি], [ডি] এবং [ই] আর্টিকেলের ক্ষেত্রেও।

অনু ঃ [এফ্] ঃ ইনডেক্স তল্লাস করিবার জন্য এবং রেজিস্টার বহি ইত্যাদি পরিদর্শন করিবার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মে ফিস লইতে হইবে :—

[এফ্ ১)] তল্লাস বা সার্চ :—কোন নির্দিষ্ট অফিসের প্রতি দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি বা ব্যক্তির নামের প্রতি এন্ট্রির জন্য ফিস্ দিতে হইবে—

(i) এক বৎসরের জন্য হইলে ১·০০ টাকা, (ii) একাধিক বৎসরের জন্য হইলে প্রথম বৎসরের জন্য ১·০০ টাকা এবং অতিরিক্ত বৎসরগুলির প্রত্যেক বৎসরের জন্য ০·৫০ পয়সা।

[এফ্ (২)] পরিদর্শন বা ইন্‌স্‌পেক্‌শান :—১, ৩, এবং ৪নং রেজিস্টার-বহির নির্দিষ্ট প্রতি নকলের অথবা অন্যান্য রেজিস্টারের বা বহির প্রতি এন্ট্রির অথবা কোন একটি নির্দিষ্ট দলিলের অথবা কোন ফাইলের বিশেষ একটি পত্র পরিদর্শনের জন্য ১·০০ টাকা ফিস্ দিতে হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ নকলের জন্য 'এস্‌টিমেট ফিস্' 'পরিদর্শনের' জন্য যেরূপ ফিস্ লওয়া হয়, সেইরূপ [এফ্(২)] লইতে হয়।

অবশ্য অনুবিধি এই যে—

(এ) কোন একজন ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির (একটি মৌজার) ইনডেক্স তল্লাসের জন্য ফিস্ ২৫·০০ টাকার অধিক হইবে না।

(বি) কোন ব্যক্তি যদি কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের একটি এন্ট্রি তল্লাস করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়া দরখাস্তে লিখিত এন্ট্রি অপেক্ষা অধিক এনট্রি সম্পর্কে নোট লয়, তাহা হইলে দরখাস্তকারীকে মোট ২৫·০০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে।

(সি) কোন দলিলের নকল লইবার জন্য দরখাস্তের সংগে যদি মূল নিবন্ধীকৃত দলিল অথবা মূল দলিলের প্রমাণিত প্রতিলিপি (সার্টিফায়েড কপি) দাখিল করা হয় তাহা হইলে ইনডেক্স তল্লাসের জন্য তল্লাস-ফিস্ লইতে হইবে না ; কোন

দলিল নিবন্ধীকরণের সময় সেই দলিলের নকল লইবার জন্য দরখাস্ত করা হইলে অনুরূপে তল্লাস-ফিস্ লইতে হইবে না।

(ডি) ৭২-, ৭৩- বা ৭৪-ধারামূলে কোন কেস সংক্রান্ত একটি রেকর্ডের সকল বা কতকগুলি পেপার পরিদর্শনের জন্য যে দরখাস্ত করা হয় তাহার জন্য মাত্র একটি [এফ্(২)] ফিস্ ধার্য করা হয়। অর্থাৎ, ১'০০ টাকা [এফ্(১)] ফিস্ প্রদানে কোন একটি কেস-রেকর্ডের (৭২-৭৩, বা ৭৪-ধারার কেস সংক্রান্ত রেকর্ড) সমস্ত পেপারগুলিই পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

(ই) ১৯৪০ সালের বাংলা সমবায় সমিতি আইনমূলে প্রতিষ্ঠিত কোন সমবায় সমিতির আধিকারিক সমবায় সমিতির কার্যের জন্য কোন তল্লাস এবং পরিদর্শন করিতে চাহিলে কোন একটি রেজিস্ট্রেসন অফিসে কোন এক ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির (একটি মৌজার) তল্লাস করিবার জন্য এবং উক্ত নাম সম্পর্কে রেজিস্টার বহিতে লিখিত দলিলের নকল পরিদর্শনের জন্য মাত্র ১'০০ টাকা ফিস্ প্রদান করিবেন ; অর্থাৎ ১'০০ টাকা ফিস্ প্রদান করিয়া একটি নামের জন্য যত ইচ্ছা এনট্রী অনুসন্ধান করিবার এবং দলিলের নকল পরিদর্শন করিবার সুযোগ সমবায় সমিতিগুলিকে প্রদান করা হইয়াছে।

(এফ্) অল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনামূলে তল্লাস এবং পরিদর্শন করিতে হইলে কোন একজন ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির (একটি মৌজার) তল্লাস এবং উক্ত নাম সম্পর্কে দলিলের নকল পরিদর্শনের জন্য কোন একটি অফিসে দশ টাকার অধিক ফিস্ প্রদান করিতে হইবে না : [অর্থাৎ, নিয়মানুসারে ফিস্ দিতে হইবে কিন্তু ফিসের মোট পরিমাণ দশ টাকার অধিক হইবে না ;] দশ টাকা প্রদানে একটি নামের জন্য একটি অফিসে যত ইচ্ছা এনট্রী তল্লাস করা যাইবে এবং দলিলের নকল পরিদর্শন করা যাইবে।

(জি) কলিকাতার উন্নতি সাধনের জন্য ট্রাস্টী বোর্ড প্রতি বৎসর ১৭০০'০০ টাকা প্রদান করিয়া ১৯৬৬ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত এই তিন বৎসরকাল কলিকাতার লেখ্য-নিবন্ধকের (রেজিস্টার অব অ্যাসুয়োরেন্স) অফিসে এবং ২৪-পরগণার জেলা-নিবন্ধকের অফিসে সংরক্ষিত ইনডেক্স এবং ১নং রেজিস্টার বহি যত ইচ্ছা তল্লাস বা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(এইচ্) ১৯৩১ সালের বেঙ্গল স্টেট এড্ টু ইনডাসট্রিজ অ্যাক্ট অনুসারে ঋণ গ্রহণের জন্য দলিলমূলে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার ব্যবস্থা আছে ; উক্ত দলিলের জন্য কোন একজন ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির (একটি মৌজার মাত্র)

তল্লাস বা পরিদর্শন করিতে হইলে একটি রেজিস্ট্রেসন অফিসে সর্বোচ্চ দশ টাকা ফিস্ প্রদান করিলে ইচ্ছামত তল্লাস ও পরিদর্শন করা যাইতে পারে।

(আই) গ্রামীণ গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা অনুসারে কোন একটি অফিসে একটি ব্যক্তির নাম বা সম্পত্তির. তল্লাসের জন্য এবং উক্ত নাম সম্পর্কে রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের জন্য সর্বোচ্চ দশ টাকা ফিস্ প্রদান করিলে চলিবে।

(৩)(i) নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের নকল রেজিস্টার বহিতে পরিদর্শন করিবার জন্য দরখাস্ত প্রদান করিবার পূর্বে ইনডেক্স্ তল্লাসের জন্য নির্ধারিত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

(ii) নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের সার্টিফায়েড কপির জন্য দরখাস্ত করিবার পূর্বে তল্লাস এবং পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ফিস্ প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য, অনুঃ [এফ্]-এর (সি)-অনুবিধির ক্ষেত্রে তল্লাসের জন্য ফিস্ দিতে হইবে না।

(iii) কোন দলিল, এন্ট্রি বা নথিপত্রের নকলের জন্য দরখাস্তের পূর্বে দলিল, এনট্রি বা নথিপত্র পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

অনুঃ [জি(এ)] : দলিলাদির নকল লইতে হইলে নিম্নলিখিত হারে ফিস্ প্রদান করিতে হইবে :—

ইংরাজী ভাষায় বা কোন দেশীয় ভাষায় লিখিত প্রতি ১০০ শতটি শব্দ বা তাহার অংশের নকলের জন্য ০·২৫ পয়সা লাগিবে।

(বি) কোন দরখাস্তকারী অফিসের অন্যান্য নকলের কাজ অপেক্ষা তাঁহার প্রার্থিত নকলের জন্য অগ্রাধিকার চাহিলে তাঁহাকে অতিরিক্ত ২·০০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে ; এবং যদি উক্ত নকল (৩০০ শত শব্দ বিশিষ্ট প্রতি পৃষ্ঠা) চার পৃষ্ঠার অধিক হয় তাহা হইলে চার পৃষ্ঠাধিক প্রতি পৃষ্ঠার জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ পয়সা করিয়া ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : পূর্বে নিবন্ধীকৃত কোন দলিলের নকল যদি পার্টি টাইপ করিয়া বা ছাপাইয়া লইয়া আসেন এবং উক্ত নকলে 'প্রমাণিত প্রতিলিপি' এই মর্মে সার্টি-ফিকেট প্রদানের জন্য দরখাস্ত করেন তাহা হইলে উক্ত নকল অফিস দ্বারা করিতে হইলে যে ফিস্ লাগিত তাহার অর্ধেক ফিস্ নকলখানি কম্পেয়ার করিবার জন্য লইতে হইবে।

(২) যদি একটি দরখাস্তে ৭২,৭৩ বা ৭৪-ধারার অন্তর্গত কোন কেসের একটি রেকর্ডে যতগুলি পেপার আছে ততগুলিরই নকল প্রার্থনা করা হয়,

তবে সেই পেপারগুলিতে লিখিত মোট শব্দসমষ্টির উপর অনুচ্ছেদ [জি]-অনুসারে ফিস্ ধার্য করিতে হইবে।

অনু: [এফ্]-এর অনুবিধি (এফ্) ও (এইচ্)-মূলে তল্লাসের সার্টিফিকেট সরকারের আদেশ অনুসারে রেজিস্টারিং অফিসার প্রদান করিয়া থাকেন ; কিন্তু রেজিস্টারিং অফিসার সাধারণতঃ তল্লাসের সার্টিফিকেট কোন দরখাস্তকারীকে প্রদান করেন না।

১৯৩৮ সালের কুটুটিমেনন আইনবলে কলিকাতার নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধকের নিকট যে ঘোষণা করা হয় তাহার বা তাহার অংশের নকল লইতে হইলে মাত্র এক টাকা ফিস্ দিতে হয়।

(৩) ১৮৭৬ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইনমূলে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহি ও ইনডেক্সের তল্লাস ও নকলের জন্য উক্ত আইনের ১৬-ধারা মতে ফিস্ নিবন্ধকের অফিসে প্রদান করিতে হইবে।

(৪) নকলের জন্য দরখাস্তে ০·১২ পয়সার কোর্ট-ফিস্ ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হয়।

অতিরিক্ত ফিস্—২

অনু ঃ [এইচ্] ঃ রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩০(১) উপধারামূলে জেলা-নিবন্ধক (কলিকাতার নিবন্ধক ব্যতীত) যে দলিল রেজিস্ট্রী করেন, সেই দলিলের যাহা সাধারণ ফিস্ হয় সেই পরিমাণে অতিরিক্ত ফিস্ অথবা অতিরিক্ত ১৫·০০ টাকা এই দুই-এর মধ্যে যে ফিস্ কম হইবে তাহা প্রদান করিতে হইবে ; এই অতিরিক্ত ফিস্ ছাড়াও সাধারণ ফিস্ দিতে হইবে ; (জেলা-নিবন্ধক জেলাস্থিত যে কোন সম্পত্তি সম্পর্কিত দলিল রেজিস্ট্রী করিতে পারেন ; ৩০-ধারা দেখুন)।

অনু ঃ [আই] ঃ ৩০ (২) উপধারামূলে কলিকাতার নিবন্ধক যদি এমন দলিল রেজিস্ট্রী করেন যে দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির কোন অংশও তাঁহার এলাকাস্থিত নহে তাহা হইলে উক্ত দলিলের জন্য অতিরিক্ত ৩০·০০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে ; ইহা ছাড়া সাধারণ ফিস্ও দিতে হইবে।

অনু ঃ [জে] ঃ (১) ৩১-ধারামূলে যদি কোন অফিসারকে কোন ব্যক্তির গৃহে দলিল গ্রহণ করিবার ও রেজিস্ট্রী করিবার জন্য গমন করিতে হয়, অথবা কোন উইল ডিপজিট লইবার জন্য গমন করিতে হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত ৩০·০০ টাকা ফিস্ দিতে হইবে।

(২) উপরন্তু, দূরত্ব যদি রেজিস্ট্রেসন অফিস হইতে এক মাইলের অধিক হয় তাহা হইলে বারবরদারী বাবদ রেজিস্টারিং অফিসারকে প্রতি মাইলের জন্ম ০'৩৭ পয়সা এবং পিওনকে ০'০৯ পয়সা প্রদান করিতে হইবে। অবশ্য, যে সকল স্থানে যান-বাহন ভাড়ায় পাওয়া যায় সে সকল স্থানের জন্ম এক মাইলের অধিক বা কম হইলেও স্থানীয় যান-বাহন ভাড়ার রেট অনুসারে বারবরদারী প্রদান করা যাইতে পারে। কলিকাতা, আলিপুর, শিয়ালদহ, বেহালা, কাশীপুর, দমদম অফিসের নিবন্ধক বা অবর-নিবন্ধককে কলিকাতা সহর এবং হাওড়া সহরের মধ্যস্থ অঞ্চল ভিজিটের জন্ম ট্যাক্সী ভাড়া প্রদান করিতে হইবে।

অনু : [কে] : (১) ৩৩ (৩)-উপধারামূলে কোন মোক্তারনামার স্বতঃ-প্রবৃত্ত সম্পাদন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্ম অথবা ৩৮(২) উপধারামূলে কোন সম্পাদনকারীকে পরীক্ষা করিবার জন্ম রেজিস্টারিং অফিসারকে বা অন্য কোন কর্মচারীকে পার্টির গৃহে গমন করিতে হইলে নিম্নলিখিত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে :—

(এ) শারীরিক অসুস্থতা হেতু যে সকল ব্যক্তি অফিসে হাজির হইতে রেহাইপ্রাপ্ত, জেলে বন্দী এমন ব্যক্তি, এবং অফিসে হাজির হইতে রেহাইপ্রাপ্ত পরদানসীন মহিলাগণের জন্ম ৫'০০ টাকা অতিরিক্ত ফিস্ দিতে হইবে ; এবং

(বি) পরদানসীন মহিলা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল সম্মানীয় ব্যক্তি বিশেষ সরকারী নিয়মানুসারে কোর্টে হাজির হইতে রেহাইপ্রাপ্ত সেই সকল ব্যক্তির জন্ম ৩০'০০ টাকা অতিরিক্ত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপরন্তু, অনুচ্ছেদ [জে-(২)] অনুসারে বারবরদারীও প্রদান করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : [জে] (২) এবং [কে] (২) মূলে বারবরদারী সমবায় সমিতির নিকট হইতে উহার আধিকারিক বা সভ্যের নিকট হইতেও কোন দলিল কমিশনে নিবন্ধীকরণের জন্ম প্রয়োজনে গ্রহণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ [এইচ্], [আই], [জে] এবং [কে] সম্পর্কে নোট :

(i) যখন একই পার্টি এক সংগে কোন দলিলের একাধিক কপি সম্পাদন করিয়া একসংগে রেজিস্ট্রী করিবার জন্ম মূল দলিল এবং উহার কপিগুলি দাখিল করেন তখন মূল দলিল এবং উহার যতগুলি কপি দাখিল করা হইয়াছে সেই প্রত্যেকখানির জন্ম সাধারণ ফিস্ ধার্য করা হইবে, কিন্তু [এইচ], [আই],

[জে] বা [কে]-অনুচ্ছেদমূলে মাত্র মূল দলিলখানিতে এই অতিরিক্ত ফিস্ দিতে হইবে।

(ii) যদি কোন নিবন্ধক অবর-নিবন্ধকরূপে অবর-নিবন্ধকের এলাকাস্থিত কোন সম্পত্তি সম্পর্কিত কোন দলিল রেজেস্ট্রী করেন, অথবা কোন দলিলে অবরনিবন্ধকের নিজস্ব স্বার্থ থাকিবার জন্য নিবন্ধক সেই দলিল রেজিস্ট্রী করেন তাহা হইলে উক্ত দুই ক্ষেত্রে [অনু : এইচ্ মূলে] কোন অতিরিক্ত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে না।

(iii) যখন একাধিক সম্পাদনকারী একই ট্রানজাক্‌সান সম্পর্কে এক বা একাধিক একই প্রকারের দলিল সম্পাদন করেন এবং উহা একই সময়ে নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য দাখিল করেন বা আবাসে দাখিল লইবার জন্য দরখাস্ত করেন, তখন ৩১-, ৩৩- বা ৩৮-ধারামূলে পার্টির গৃহে গমন করিবার জন্য [জে]- বা [কে]-অনুচ্ছেদমূলে একটিমাত্র ফিস্ ধার্য করিতে হইবে।

(iv) মোক্তারনামাদাতার গৃহে যদি কোন মোক্তারনামা প্রমাণীকরণ (অথেনটিকেশান) এবং নিবন্ধীকরণের (রেজিস্ট্রেসনের) জন্য ৩৩-ধারা ও ৩১-ধারা-মূলে দাখিল করা হয়, তাহা হইলে দলিলখানি কমিশনে প্রমাণীকরণ ও নিবন্ধী-করণের জন্য অনু : [জে]- এবং [কে]-মূলে দুইটি ফিস্ ধার্য না করিয়া যে ফিস্ অধিকতর হইবে কেবলমাত্র সেইটিই ধার্য করিতে হইবে।

অনু : [এল্] : মোক্তারনামা প্রমাণীকরণের জন্য নিম্নলিখিত ফিস্ প্রদান করিতে হইবে :—

(i) খাস মোক্তারনামা—৪'০০ টাকা।

(ii) আমমোক্তারনামা—৮'০০ টাকা।

নোট ১ : যদি একাধিক মোক্তারনামাদাতা একই সময়ে এক সঙ্গে উপস্থিত হন তাহা হইলে একটিমাত্র ফিস্ প্রমাণীকরণের জন্য ধার্য হইবে ; আর, মোক্তারনামাদাতা যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রমাণীকরণের জন্য উপস্থিত হন, তবে প্রতিবার পৃথক্ ফিস্ ধার্য করা হইবে।

নোট ২ : কোন মোক্তারনামার সহিত উহার ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট ইত্যাদি দাখিল করা হইলে প্রত্যেক মোক্তারনামা পৃথক্‌রূপে গণ্য করিয়া পৃথক্-পৃথক্ ফিস্ ধার্য করিতে হইবে।

নোট ৩ : একখানি মোক্তারনামা দলিলে এজেণ্টকে একাধিক ক্ষমতা প্রদান করা থাকিলেও উক্ত দলিল প্রমাণীকরণের জন্য একটিমাত্র ফিস্ অনু:

[এল্]-মূলে প্রদেয় ; কিন্তু উক্ত দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যতগুলি ভিন্নভিন্ন ক্ষমতা উক্ত দলিলমূলে এজেন্টদিগকে প্রদান করা আছে, সেই প্রত্যেকটি ক্ষমতা প্রদানের জন্য অনুচ্ছেদ [ই]-মূলে একটি করিয়া [ই;]-ফিস্ প্রদান করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরুন: রাম মোক্তারনামাদাতা ; একখানি আমমোক্তারমূলে তিনি তিনজন এজেন্ট নিযুক্ত করিলেন ; এবং তিনি উক্ত দলিলমূলে তিনজন এজেন্টকে তিন প্রকার বা ততোধিক কাজের ভার দিলেন ; অর্থাৎ, কোন্ এজেন্ট কোন্ কোন্ কাজ করিবে তাহা মোক্তারনামায় লিখিত থাকিল ; এরূপ ক্ষেত্রে তিনটি [ই]-ফিস্ ধার্য হইবে। কাজ যেরূপভাবে এজেন্টদিগের মধ্যে ভাগ করা থাকিবে সেইরূপে [ই]-ফিস্ ধার্য হইবে।

কিন্তু, রাম তিনজন বা ততোধিক মোক্তার নিযুক্ত করিয়া যদি এইরূপ লেখেন যে মোক্তারগণ একত্রে বা পৃথক্‌ভাবে মোক্তারনামায় বর্ণিত কাজগুলি সম্পাদন করিবেন, তাহা হইলে একাধিক ক্ষমতা সম্পর্কিত মোক্তারনামা হইলেও একটিমাত্র [ই]-ফিস্ লইতে হইবে।

অনু : [এম্] : (এ) যে দলিলের নকল অন্য অফিসে পাঠাইতে হয় সেই দলিলে অনু : [এ]-, [বি]-, বা [ই]-মূলে যত টাকা সাধারণ ফিস্ দিতে হয় তত টাকা অতিরিক্ত ফিস্ নকল প্রেরণের জন্য দিতে হয় ; অবশ্য, নকল প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত ফিস্ ২০'০০ টাকার অধিক হইবে না।

(বি) যে দলিলের মেমোরাণ্ডাম অন্য অফিসে প্রেরণ করিতে হয় সেই দলিলের অনু : [এ]-, [বি]- বা [ই]-মূলে যে পরিমাণ সাধারণ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয়, সেই পরিমাণ অতিরিক্ত ফিস্ মেমোরাণ্ডাম প্রেরণের জন্য দিতে হয়, অবশ্য, মেমোরাণ্ডাম প্রেরণের জন্য অতিরিক্ত ফিস্ ২'০০ টাকার অধিক হইবে না।

অনু : [এন্] : কোন দলিল রেজিস্টার বহিতে নকল করিতে দুই পৃষ্ঠার অধিক ব্যয়িত হইলে, দুই পৃষ্ঠাধিক পৃষ্ঠাগুলির জন্য প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ ০'৫০ পয়সা করিয়া অধিক ফিস্ দিতে হইবে।

নোট : কোন দলিল দাখিল করা হইলে উক্ত দলিলে কত শব্দ সংখ্যা থাকিতে পারে তাহার একটি মোটামুটি হিসাব করিতে হইবে ; [এন্]-ফিস্ লইবার যোগ্য বিবেচিত হইলে অন্যান্য ফিসের সহিত 'এন'-ফিস্‌ও আদায় করিয়া লইতে হইবে। নকল করিবার পর যদি আরো [এন্]-ফিস্ লইবার প্রয়োজন

হয় তবে প্রয়োজনীয় ফিসের অংক দলিলের পশ্চাতে লিখিয়া রাখিতে হইবে ; এবং দলিলখানি ফেরত দিবার সময় ঘাটতি ফিস্ আদায় করিয়া লইতে হইবে।

অনু : [ও] : কোন দলিলের রেজিস্ট্রেসন সমাপ্ত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের অধিককাল অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে বা কোন মোক্তারনামার প্রমাণীকরণের তারিখ হইতে এক মাসের অধিককাল অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে প্রতিমাস বা তাহার কোন অংশের জন্য ০'৫০ পয়সা করিয়া [ও]-ফিস্ দিতে হইবে ; তবে কোন একটি দলিলের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ১৫'০০ টাকার বেশী [ও]-ফিস্ লওয়া যাইবে না।

অনু : [পি] : কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের অধিককাল অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকিলে অতিরিক্ত প্রতি মাস বা তাহার অংশের জন্য ০'৫০ পয়সা করিয়া 'পি'-ফিস্ প্রদান করিতে হইবে ; কিন্তু কোন একখানি দলিলের জন্য মোট ১৫'০০ টাকার অধিক [পি]-ফিস্ দিতে হইবে না।

নোট : [ও]-এবং [পি]-আর্টিকেল অনুসারে ক্যালেন্ডার মাস গণনা করিবার সময় নিবন্ধীকরণ প্রমাণীকরণ বা প্রত্যাখ্যানের তারিখ হইতে ধরিতে হইবে। যথা :—

তারিখ		মাস
২৯, ৩০ বা ৩১ জানুয়ারী	···	ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিন।
ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিন	···	৩১শে মার্চ।
৩০শে জুন	···	৩১শে জুলাই।

দ্রষ্টব্য : কোন দলিল নিবন্ধীকরণ বা প্রত্যাখ্যানের তারিখ হইতে বা মোক্তারনামা প্রমাণীকরণের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে ফেরত লইলে [ও]-বা [পি]-ফিস্ দিতে হয় না ; একমাসের মধ্যে ফেরত না লইলে এক মাসাধিক যে কাল পর্যন্ত অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকে সেই অতিরিক্ত সময়ের জন্য প্রতি মাস বা তাহার আংশিক কালের জন্য ০'৫০ পয়সা করিয়া [ও]- বা [পি]-ফিস্ দিতে হয়।

[ও] এবং [পি]-ফিস্ সম্পর্কে নোট : নিবন্ধক আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে [ও]-এবং [পি]-ফিস্ মকুফ করিতে পারেন যদি তিনি মনে করেন যে এই ফিস্ প্রদান অন্যায় বা কষ্টকর হইবে।

দ্রষ্টব্য : [ও]- এবং [পি]-ফিস্ মকুফ চাহিতে হইলে যে অফিসে দলিল

বেওয়ারিশ সংরক্ষিতথাকে সেই অফিসের অবর-নিবন্ধক মাধ্যমে নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে ; কি কারণে ফিস্ মকুফ প্রার্থনা করা হইতেছে তাহা লিখিতে হইবে সেই দরখাস্তে। যে-যে দলিলের সম্পর্কে ফিস্ মকুফ প্রার্থনা করা হয় সেই-সেই দলিলের নম্বর ইত্যাদি দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে। দরখাস্ত প্লেন পেপারে করা চলিবে ; কোন কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। অবর-নিবন্ধক উক্ত দরখাস্তে তাঁহার মতামত লিখিয়া নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ফিস্-মুক্ত দলিল : নিম্নলিখিত শ্রেণীর দলিলে উপরিলিখিত কোন ফিস্ই প্রদান করিতে হয় না :—

(১) যে সকল দলিল সরকারের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সরকারের পক্ষে অন্য কাহারো দ্বারা সম্পাদিত হয় বা সরকারের অনুকূলে সম্পাদিত হয় এবং উক্ত যে দলিলের উপর সমসাময়িক বিধানানুসারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য হয় না, সেই সকল দলিলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ও প্রদান করিতে হয় না।

(২) সরকারী কর্মচারী এবং তাঁহাদের জামিনদার সরকারের অনুকূলে যে সিক্যুরিটি বণ্ড (জামিননামা) এবং পেনালটী বণ্ড (দণ্ডনামা) সম্পাদন করেন তাহা নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ফিস্ দিতে হয় না।

(৩) অ-ঘোষিত সরকারী কর্মচারী বা অধস্তন সরকারী কর্মচারী যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করিবার মর্মে যে বণ্ড সম্পাদন করেন অথবা যে সকল বেসরকারী পার্টি উক্ত কর্মচারীগণের যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করিবার জামিন স্বরূপে কোন দলিল সম্পাদন করেন সেই সকল দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ফিস্ প্রদান করিতে হয় না।

(৪) সরকারী কর্মচারী গৃহ নির্মাণ অগ্রিমকের (বিল্ডিং অ্যাডভান্স) জামিন স্বরূপে যে মর্টগেজ বণ্ড, সরকারের অনুকূলে সম্পাদন করেন সেই মর্টগেজ বণ্ডের নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ফিস্ লাগিবে না।

(৫) গৃহ নির্মাণের জন্য সরকারী কর্মচারী যে ঋণ গ্রহণ করেন সেই ঋণ পরিশোধ হইবার পর সরকার যে পুনঃ সমর্পণ পত্র বা পুনঃ স্বত্বান্তর পত্র (রি-কনভেয়ান্স) সম্পাদন করিয়া উক্ত সরকারী কর্মচারীর অনুকূলে প্রদান করেন সেই স্বত্বান্তর পত্র রেজিস্ট্রী করিতে কোনরূপ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ লাগিবে না।

(৬) কোন ব্যক্তি ১৮৮৪ সালের কৃষি ঋণদান আইনমূলে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য যে দলিল সম্পাদন করেন বা উক্ত ব্যক্তির জামিনদারগণ ঋণ পরিশোধ

করিবার জামিন স্বরূপে যে দলিল সম্পাদন করেন তাহার নিবন্ধীকরণের জন্ম কোন ফিস্ দিতে হইবে না।

(৭) দলিল, ম্যাপ বা কোন এন্ট্রির নকল প্রকৃত সরকারী কাজে প্রদত্ত হইলে তাহার জন্ম কোন ফিস্ লাগে না।

(৮) সরকারী কর্মচারী মোটরগাড়ী, মোটর বোট, মোটর সাইকেল, ঘোড়া, সাইকেল বা টাইপরাইটার মেসিন ক্রয় করিবার জন্য সরকারের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করেন সেই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী সরকারের অনুকূলে যে মর্টগেজ দলিল সম্পাদন করেন তাহার নিবন্ধীকরণের জন্য কোন ফিস্ দিতে হয় না।

(৯) সরকারী কর্মচারী গৃহ নির্মাণ করিতে অ্যাডভান্স গ্রহণ করিবার জন্য যে সম্পত্তি সরকারের নিকট মর্টগেজ রাখিতে চাহেন, সেই সম্পত্তি সম্পর্কে ইনডেক্স্ তল্লাস এবং রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের জন্য কোনরূপ ফিস্ প্রদান করিতে হয় না।

(১০) সরকারী কৃষি, বন এবং মৎস্য বিভাগের স্বল্প মেয়াদী মৎস্য চাষ প্রকল্প-মূলে পুষ্করিণী-মালিক এবং সরকার যে সকল দলিল, ইনডেন্চার, বা একরারনামা সম্পাদন করেন তাহার নিবন্ধীকরণের জন্য কোনরূপ ফিস্ প্রদান করিতে হয় না। (বিজ্ঞপ্তি নং ২২৫-নিবন্ধন, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)।

(১১) যে সকল দেশ ভারত ইউনিয়নকে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ইত্যাদি প্রদান হইতে রেহাই প্রদান করিয়া থাকে সেই সকল বৈদেশিক কনসালেটের অনুকূলে সম্পাদিত কোন স্বত্বান্তর পত্রের জন্য কোনরূপ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আমাদের দেশেও প্রদান করিতে হইবে না। (বিজ্ঞপ্তি নং ১২৫-নিবন্ধন, ১৫ই মে ১৯৫০ ; এই বিজ্ঞপ্তি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ঘোষিত হইলে যেরূপ কার্যকরী হইত ১৯৫০ সালেও ঘোষিত হওয়ায় সেইরূপ কার্যকরী হইবে।)

(১২) ১৮৯০ সালের ভারতীয় রেলওয়ে আইনে লিখিত রেলওয়ে প্রশাসনের অধীনস্থ স্থাবর সম্পত্তি (যে সম্পত্তি রেলওয়ে প্রশাসন এখনো ব্যবহার করে নাই) বিলি-ব্যবস্থার জন্ম যে এগ্রিমেণ্ট হয় তাহা রেজিস্ট্রেসনের জন্ম কোনরূপ রেজি-স্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয় না। (বিজ্ঞপ্তি নং ৪৫৪-নিবন্ধন, ৩রা নভেম্বর ১৯৫০।)

ব্যাখ্যা : অনুচ্ছেদ [জে] (২)-এবং [কে] (২)-মূলে ফিস্ প্রদান করিতে হইবে ; উপরিলিখিত বিজ্ঞপ্তিমূলে এই দুইটি অনুচ্ছেদের কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

(১৩) বাস্তুহারা যে সকল ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার জন্য যে দলিল সম্পাদন করেন, সেই দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য কোনরূপ রেজিস্ট্রেসন ফিস্ প্রদান করিতে হয় না। [বিজ্ঞপ্তি নং ৬৭৬৬-জে ৪ঠা নভেম্বর ১৯৫০।]

ব্যাখ্যা : (১) কিন্তু প্রয়োজন হইলে অনুচ্ছেদ [জে] (২)-এবং [কে] (২)-ফিস্ দিতে হইবে।

(২) 'বাস্তুহারা ব্যক্তি' অর্থে কেবলমাত্র সেই সকল ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে যাঁহারা পূর্ববংগ হইতে দেশ বিভাগের ফলে দাংগা-হাংগামার জন্য বা দাংগা-হাংগামার ভয়ে তাঁহাদের পূর্ববংগের বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছেন বা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(এ) তাঁহাদের বাসস্থান টিপারা এবং নোয়াখালি জেলা ভিন্ন অন্যস্থানে হইলে ১৯৪৭ সালের ১লা জুন বা তাহার পরে বাসস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

(বি) টিপারা এবং নোয়াখালি জেলার মধ্যে বাসস্থান হইলে ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর বা তাহার পরে বাসস্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এবং ঐ সকল ব্যক্তি বাসস্থান ত্যাগ করিবার পর হইতে ভারতে আসিয়া বসবাস করিতেছেন।

(১৪) সমসাময়িক বিধানানুসারে সমবায় সমিতিকে কোন দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যে ফিস্ প্রদান করিতে হয়, সেই ফিস্ দিতে হইবে না (বিজ্ঞপ্তি নং ১৩৯৩ সমবায়, ১৭ই আগস্ট ১৯৫১।)

নোট : কিন্তু অনুঃ [জে] (২) [কে] (২), [ও] এবং (পি)-ফিস্ সমবায় সমিতি সংক্রান্ত দলিলে দিতে হইবে।

(১৫) কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সরকারের অনুকূলে কোন দলিল সম্পাদন করিয়া দিলে কোন রেজিস্ট্রেসন ফিস্ প্রদান করিতে হইবে না :—

(i) পশ্চিমবংগে তুলা চাষের উন্নতির জন্য সরকার যে তুলাবীজ প্রদান করেন সেই বীজের মূল্য পরিশোধ অর্থে সম্পাদিত দলিল।

(ii) উক্ত পরিকল্পনামূলে যে সার ইত্যাদি প্রদান করা হয় সেই সারের মূল্য পরিশোধার্থে সম্পাদিত দলিল। (বিজ্ঞপ্তি নং ৪৬৬-জে, ২৮শে জানুয়ারী ১৯৫২।)

(১৬) সম্পত্তি মর্টগেজ রাখিয়া বা অন্য প্রকারে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অথরিটি রাজ্য সরকারের নিকট হইতে বাস্তুহারাদিগের জন্য শিক্ষা ঋণ অগ্রিম লইবার জন্য যে বণ্ড সম্পাদন করেন ; সম্পত্তি মর্টগেজ রাখিয়া বা অন্য প্রকারে

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অথরিটি রাজ্য সরকারের নিকট হইতে বাস্তুহারাদিগের শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দিবার জন্য ঋণ অগ্রিম লইয়া যে বণ্ড সম্পাদন করেন সেই বণ্ড দলিল রেজিস্ট্রী করিতে কোন ফিস্ দিতে হয় না। (বিজ্ঞপ্তি নং ৯৮-নিবন্ধন, ১৪ই মার্চ ১৯৫২।)

ব্যাখ্যা : 'বাস্তুহারা ব্যক্তি' সম্পর্কে যে সংজ্ঞা উপরে (১৩)-নম্বরের ব্যাখ্যা (২)-এ প্রদত্ত হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ ধরিতে হইবে।

(১৭) পশ্চিমবংগে বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জনসাধারণকে গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার দ্বারা যে ঋণ প্রদান করা হয় সেই সম্পর্কে ইন্‌ডেক্‌স তল্লাস এবং রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের জন্য কোন ফিস্ প্রদান করিতে হইবে না। (বিজ্ঞপ্তি নং ৪৬৭-নিবন্ধন, ২১শে মে ১৯৪৭।)

(১৮) নিম্নের সিডিউলে বর্ণিত ব্যক্তিগণ রাজ্যপালের অনুকূলে রিলিফ এবং রিহ্যাবিলিটেশন (পুনর্বাসন) বাবদ ঋণ গ্রহণের জন্য যে বণ্ড দলিল সম্পাদন করেন তাহা রেজিস্ট্রেসনের জন্য কোন ফিস্ লাগিবে না।

সিডিউল

(১) তাঁতি (উইভার), (২) সিল্ক রিলার এবং রিয়ারার, (৩) পটার (কুম্ভকার), (৪) জেলে (ফিসারম্যান), (৫) ছুতার (কারপেন্‌টার), (৬) মুচি (কব্‌লার), (৭) ব্রেজিয়ার (কাঁসারি), (৮) কর্মকার (ব্ল্যাকস্মিথ), (৯) পেপার-মেকার (কাগজ প্রস্তুত কারক), (১০) বেতের এবং বাঁশের ঝুড়ি প্রস্তুতকারক (মেকারস্ অব্ কেন্ অ্যাণ্ড ব্যাম্বু বাস্কেট), (১১) বোতাম প্রস্তুতকারক (বাটন মেকার), (১২) শাঁখের কারিগর (মেকারস্ অব্ কংক্-শেল), (১৩) বিড়ি প্রস্তুতকারক, (১৪) ঘানির মালিক, (১৫) টিনের কারিগর (টিনস্মিথ), (১৬) দর্জি, (১৭) চিরুণী প্রস্তুতকারী, (১৮) স্বর্ণকার, (১৯) মালাকার, (২০) ছাতা প্রস্তুতকারী, (২১) সোলাপিথের কারিগর (সোলাপিথ ওয়ারকার)। (বিজ্ঞপ্তি নং ৫০৭-জে, ২২শে জানুয়ারী ১৯৬০ এবং ৪০৭৮-জে ২২শে মে ১৯৬৩।)

(১৯) ১৯৩৫ সালের এগ্‌রিকালচারাল ডেটারস্ অ্যাক্টের ৩-ধারা অনুসারে স্থাপিত ঋণ-সালিশী বোর্ড দ্বারা উক্ত অ্যাক্টমূলে যে অ্যাওর্ড, অর্ডার বা সার্টি-ফিকেট প্রদান করা হয় তাহার রেজিস্ট্রেসনের জন্য কোন ফিস্ লাগিবে না।

রিফাণ্ডেবল বা প্রত্যর্পণযোগ্য ফিস্

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসারগণ ফিস্ প্রত্যর্পণ করিতে পারেন :—

(১) যে সকল দলিলের রেজিস্ট্রেসন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে সেই সকল দলিলের জন্য উপরিলিখিত অনুচ্ছেদমূলে প্রদত্ত ফিস্ প্রত্যর্পণ করা যাইবে।

(২) যথোপযুক্ত ফিস্ অপেক্ষা অধিকতর রেজিস্ট্রেসন ফিস্ গ্রহণ করা হইলে যে পরিমাণ বেশী ফিস্ গ্রহণ করা হইয়াছে সেই পরিমাণ ফিস্ ফেরত দেওয়া যাইবে।

(৩) ভিজিট-কমিশন কার্য সমাধা হইবার পূর্বেই যদি ভিজিট কমিশনের জন্য যে দরখাস্তমূলে কমিশনে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য যে প্রার্থনা করা হইয়াছিল সেই দরখাস্ত যদি দরখাস্তকারী প্রত্যাহার করেন তাহা হইলে ভিজিট-কমিশনের জন্য প্রদত্ত ফিস্ ফেরত দেওয়া যাইবে।

(৪) তল্লাস ও পরিদর্শনের জন্য ফিস্ প্রদান করিয়া তল্লাস ও পরিদর্শন না করিলে যদি উক্ত ফিস্ প্রত্যর্পণের জন্য তল্লাস ও পরিদর্শনের দরখাস্তের তারিখ হইতে একমাসের মধ্যে দরখাস্ত করা হয় তাহা হইলে উক্ত প্রদত্ত ফিস্ প্রত্যর্পণ-যোগ্য হইবে।

দ্রষ্টব্য : প্রত্যর্পণযোগ্য ফিস্ পুনরায় পাইতে হইলে পার্টিকে অবর-নিবন্ধকের নিকট সেই মর্মে দরখাস্ত করিতে হইবে ; অবর-নিবন্ধক দরখাস্তের বিবরণ পরীক্ষা করিয়া বিল করিবেন ; বিল নিবন্ধকের নিকট হইতে পাশ হইয়া আসিলে, অবর-নিবন্ধক বিল ক্যাশ করিয়া পার্টিকে খবর দিবেন ; পার্টি রিফাণ্ড রেজিস্টারে স্বাক্ষর করিয়া টাকা ফেরত লইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ষ্ট্যাম্প আইন ও সিডিউল

প্রথমে কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধারার আলোচনা করিয়া পরে সিডিউল দেওয়া হইয়াছে। ষ্ট্যাম্প আইনে যে সকল ডেফিনিশান আছে তাহা দলিলের পরিচিতিতে প্রয়োজনমত লেখা হইয়াছে। তবে ধারাগুলি আলোচনা করিবার প্রারম্ভে ষ্ট্যাম্প আইন সম্পর্কিত কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি। ষ্ট্যাম্প সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে : জুডিসিয়াল ও নন্-জুডিসিয়াল। দলিলাদি লিখিত হয় নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প কাগজে। অর্থাৎ, যে সকল লেন-দেন বা ট্রান্‌জাক্‌সানের ক্ষেত্রে লিখিত নিদর্শনপত্রের প্রয়োজন হয়, সে সকল ক্ষেত্রে নন্-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ব্যবহারের নির্দেশ আছে। সুতরাং, পার্টিসান সংক্রান্ত কোন ডিক্রীও নন্-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে লিখিতে হইবে ; কারণ, উহা পার্টিসান সংক্রান্ত একখানি নিদর্শনপত্র মাত্র, এবং যদি ডিক্রীখানি কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্পযুক্ত লিখিত হয় তবে ডিক্রীখানি ষ্ট্যাম্পযুক্ত হয় নাই বিবেচিত হইবে (সেখ রফুদ্দিন বনাম লতিফ আহম্মদ)। নন্-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প ইম্‌প্রেস্‌ট্‌ এবং অ্যাড্‌হেসিভ হইতে পারে। ষ্ট্যাম্প সমাহর্তা যদি কোন নিদর্শনপত্রে (ষ্ট্যাম্পযুক্ত নহে এমন) লিখিতভাবে রেকর্ড করেন যে নিদর্শনপত্রখানি যথাযুক্ত ষ্ট্যাম্প যুক্ত হইয়াছে তাহা হইলে উহা ইম্‌প্রেস্‌ট্ ষ্ট্যাম্পরূপে গণ্য হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কোন নিদর্শন-পত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ে জটিলতা সৃষ্টি হইলে কলেক্‌টারের নিকট উপযুক্ত ফিস্‌ সহযোগে নিদর্শনপত্রখানি দাখিল করিলে তিনি ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করিয়া দিবেন ; দলিল রেজিস্ট্রীর পূর্বে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ইম্‌পাউন্‌ড্‌ ইত্যাদির আর আশংকা থাকে না। (ষ্ট্যাম্প আইনের ৩১-ধারা দেখুন।)

কোন নিদর্শনপত্র বিচারালয়ে এভিডেন্‌স্‌রূপে দাখিল করা হইলে, বিচারালয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন নিদর্শনপত্রখানি যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইয়াছে কিনা ; উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা না থাকিলে উক্ত নিদর্শনপত্র-খানি এভিডেন্‌স্‌ স্বরূপে গ্রহনীয় হইবে না। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে নিদর্শনপত্রখানি উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পযুক্ত না হইলেও নিদর্শনপত্রে লিখিত চুক্তির

সত্যতা তদ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না (জয়মন বেওয়া বনাম ইয়াচিন সর্দার)। এখন প্রশ্ন হইতেছে : এভিডেন্স্ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবার জন্য নিদর্শনপত্রখানি উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প-যুক্ত কি না তাহা কিরূপে নিরূপিত হইবে ? প্রধান বিচারপতি পিকক্ বলিয়াছেন যে নিদর্শনপত্রে যেমন লিখিত হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ষ্ট্যাম্প নিরূপণ করিতে হইবে ; কোন প্রকার আনুষঙ্গিক এভিডেন্স্-এর উপর নির্ভর করিয়া ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করা চলিবেনা (চন্দ্রকান্ত মুখার্জী বনাম কার্ত্তিক চন্দ্র চাইনি)। অর্থাৎ নিদর্শনপত্রে লিখিত মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প নির্ণিত হইবে। মূল্য সম্পর্কে ষ্ট্যাম্প আইনের ২০ হইতে ২৮-ধারার মধ্যে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ নিদর্শনপত্রের তারিখে যেরূপ মূল্য বর্তমান থাকে সেই মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় ; পরবর্তীকালে মূল্য বর্দ্ধিত হইলেও উক্ত বর্দ্ধিত মূল্য ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ে গ্রাহ্য হইবে না। 'মহম্মদ মুজফর আলী'-র কেস সংক্রান্তে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে নিদর্শনপত্রে লিখিত মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় ; এবং কালেক্টারও লিখিত মূল্য পরিবর্তন করিতে পারেন না। অবশ্য, ষ্ট্যাম্প আইনের ৬৪-ধারা মতে যদি নিদর্শনপত্রে মূল্য লিখিত না হয় তবে অপরাধ গণ্য হইবে। (বিশদ বিবরণের জন্য এন্, এন্, বাসু লিখিত দি ইন্ডিয়ান ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট্ পুস্তক দেখিতে পারেন।)

ধারা ২ : ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের ২-ধারায় কতকগুলি বিষয়ের আইনগত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ; যেমন, লীজ, মর্টগেজ, সেটেলমেণ্ট রসীদ, বিল অব্ একস্চেন্জ ইত্যাদি। এই সকল বিষয়ের সংজ্ঞাগুলি দলিলের আদর্শ অংশে লিখিত হইয়াছে। বিশেষ পরিচয়ের জন্য ভোনো, মুল্লা বা এম, এন্, বাসুর ষ্ট্যাম্প আইন পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। এখানে মাত্র ২ (১১)-ধারায় 'যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত' বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

কোন নিদর্শনপত্র যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত অর্থে বুঝিতে হইবে যে নিদর্শনপত্রখানি নির্দিষ্ট মূল্যের অ্যাড্হেসিভ বা ইম্প্রেস্ট্ (অর্থাৎ, যেমন প্রয়োজন) ষ্ট্যাম্পযুক্ত এবং প্রচলিত আইনানুসারে যুক্ত।

দ্রষ্টব্য : ষ্ট্যাম্প ভেন্ডর যদি ষ্ট্যাম্প কাগজ এন্ডোরস্ না করিয়া ষ্ট্যাম্প কাগজ বিক্রয় করেন তবে সেরূপ ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত নিদর্শনপত্রখানি 'যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত নয়' রূপে গণ্য হইবে না। দলিল সম্পাদনের পরে ষ্ট্যাম্পযুক্ত করিলে সেরূপ দলিল সাক্ষ্যস্বরূপে বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইবে না। ১৭-ধারা দেখুন। আবার, ট্রেজারী হইতে ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিলে, ট্রেজারী অফিসার

সার্টিফিকেট না প্রদান করিলেও বা সীল না থাকিলেও ক্ষতি নাই। (ভোনোর বই দেখুন।)

ধারা ৩ : ষ্ট্যাম্প আইনের শর্তাধীনে এবং ১নং সিডিউলে যে সকল নিদর্শনপত্রের মাশুল রহিত করা হইয়াছে সেই রহিতকরণের শর্তাধীনে নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্রগুলি ১নং সিডিউলে নির্দেশিত হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা হইয়াছে বিবেচিত হইবে :—

(এ) ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই বা উহার পরে কোন নিদর্শনপত্র—যাহার বর্ণনা ১নং সিডিউলে আছে—পূর্বে সম্পাদিত না হইয়া থাকিলে, কোন ব্যক্তির দ্বারা বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে সম্পাদনের সময় নির্ধারিত হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(বি) উক্ত তারিখে বা উহার পর হইতে যে কোন সময় বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে কোন বিল অব্ একস্‌চেন্‌জ্ বা প্রমিসরি নোট রচিত হইলে এবং গৃহীত হইলে বা গ্রহণের জন্য দাখিল করা হইলে বা হস্তান্তর ইত্যাদি হইলে তবে নির্ধারিত হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(সি) বিল অব্ একস্‌চেন্‌জ্ বা প্রমিসরি নোট ব্যতীত ১ নং সিডিউলে বর্ণিত প্রত্যেক প্রকার নিদর্শনপত্র—যাহা পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই—উক্ত তারিখ বা উহার পরে বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে এবং উক্ত নিদর্শনপত্র বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের অন্তর্গত কোন সম্পত্তি বা বিষয়বস্তু সংক্রান্ত হইলে এবং বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতে গৃহীত হইলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

[বাংলার ক্ষেত্রে] অবশ্য অনুবিধি এই যে, এই আইনে পরিষ্কারভাবে কিছু লিখিত না থাকিলে নিম্নলিখিত (এএ) এবং (বি বি-) ক্লজে লিখিত নিদর্শনপত্রের জন্য ১ এনং সিডিউলে বর্ণিত হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিতে হইবে :—

(এ এ) ১এ নং সিডিউলে বর্ণিত যে কোন প্রকার নিদর্শনপত্র—যাহা পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই—১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল বা তাহার পরে যদি বাংলা রাজ্যে সম্পাদিত হয় তবে ১এ নং সিডিউল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(বি বি) ১এ নং সিডিউলে বর্ণিত কোন প্রকার নিদর্শনপত্র—যাহা পূর্বে সম্পাদিত হয় নাই—যদি বাংলা রাজ্যের বাহিরে ১৯২২ সালের ১লা এপ্রিল বা তাহার পরে সম্পাদিত হইয়া থাকে এবং উক্ত নিদর্শনপত্র যদি বাংলা দেশের অন্তর্গত কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত হয়, বা বাংলা রাজ্যের অন্তর্গত কোন প্রকার

কার্য সম্পাদন বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত হইবে এমন সংক্রান্ত হয় এবং উক্ত প্রকার বাংলা রাজ্যে গৃহীত হয় তবে সেই নিদর্শনপত্রে ১এ নং সিডিউল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ বাংলাদেশের জন্য নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে সিডিউল, ১এ অনুসারে। পরবর্তীকালে এই পুস্তকে যে সিডিউল সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা সিডিউল ১এ। ভারত সরকারের কাজে-কর্মে ১নং সিডিউল ব্যবহৃত হয়; বাংলা দেশের জন্য যেমন বিশেষ ষ্ট্যাম্প সিডিউল প্রণয়ন করা হইয়াছে অন্যান্য রাজ্যেও (যথা—পাঞ্জাব, আসাম, মাদ্রাজ প্রভৃতি) তেমনি পৃথক্ হারে ষ্টাম্প মাশুল প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। সুতরাং নিদর্শনপত্র যে রাজ্য সংক্রান্ত হয় সেই রাজ্যের নিয়মানুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে নিদর্শনপত্র যে রাজ্য সংক্রান্ত হয়, সেই রাজ্যে প্রচলিত ষ্ট্যাম্প কাগজে নিদর্শনপত্র লিখিবার নিয়ম আছে।

ধারা ৪ : বিক্রয় কোবালা, মর্টগেজ এবং নিরূপণপত্রের ক্ষেত্রে যদি একাধিক নিদর্শনপত্র দ্বারা লেন-দেন কার্য সম্পূর্ণ হয় তাহা হইলে মূল নিদর্শন-পত্রখানিমাত্র প্রয়োজন অনুসারে বিক্রয় কোবালা, মর্টগেজ বা নিরূপণপত্রের ন্যায় নিধারিত হারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে; এবং গৌণ নিদর্শনপত্রের জন্য ২'০০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রগুলির মধ্যে কোন্‌টি মূল নিদর্শনপত্ররূপে গণ্য করিতে হইবে তাহা পার্টি সাব্যস্ত করিবে, অবশ্য এই শর্তে যে, মূল নিদর্শনপত্রের যে ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য হইবে তাহা যেন অন্যান্য গৌণ নিদর্শনপত্রের জন্য ধার্যযোগ্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক অপেক্ষা অধিক হয়; ইহার অর্থ এই যে, যে নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে সেইখানিকেই মূল নিদর্শনপত্র ধরিতে হইবে এবং গৌণ নিদর্শন-পত্রের জন্য (গৌণ নিদর্শনপত্র এক বা একাধিক হইতে পারে) ২'০০ টাকা ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য হইবে।

দ্রষ্টব্য : কোন নিবন্ধীকৃত বিক্রয় কোবালায় ভুল দৃষ্ট হইলে, সেই ভুল যে দলিলমূলে সংশোধন করা হয় তাহাকে সংশোধনপত্র বলে; বিক্রয় কোবালা-খানি মূল দলিল; সংশোধন পত্রখানি গৌণ দলিল।

মনে রাখিবেন ৪-ধারার সুযোগ কেবলমাত্র বিক্রয় কোবালা, মর্টগেজ এবং নিরূপণপত্রে পাওয়া যায়; অন্য প্রকার দলিলের জন্য এরূপ কোন সুবিধার ব্যবস্থা নাই।

ধারা ৫ : যদি একখানি নিদর্শনপত্রের মধ্যে একাধিক পৃথক্ বিষয় সম্পর্কে লিখিত থাকে তবে যতগুলি 'পৃথক্ বিষয়' থাকিবে ততগুলি ভিন্ন ভিন্ন নিদর্শন-পত্র জ্ঞানে ষ্ট্যাম্প ধার্য করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : (ক) একখানি দলিলে বিক্রয় কোবালা এবং একরারনামার শর্ত থাকিতে পারে ; যেহেতু এরূপ দলিলে দু'টি পৃথক্ বিষয় থাকিল, সেজন্য বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প প্লাস (+) একরারনামার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(খ) পলাশকুমার—বিভাস, হিন্দোল ও হাম্বীরের অনুকূলে একখানি বিক্রয় কোবালা সম্পাদন করিয়াছিল ; বিভাস, হিন্দোল ও হাম্বীর যৌথভাবে ক্রীত সম্পত্তির অধিকারী হইল। ইহা একটিমাত্র বিষয় এবং বিক্রীত সম্পত্তির মূল্যের উপর কন্‌ভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(গ) কিন্তু যদি একখানি কোবালাপত্রমূলে ললিতা দেবী, গৌরী, পূরবী ও ভুপালী দেবীর অনুকূলে সম্পত্তি হস্তান্তর করে এবং দলিলে যদি এরূপ লিখিত হয় যে গৌরী দেবীকে···শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিলাম যাহার মূল্য···টাকা এবং যাহা 'ক' তপশীলে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং পূরবী দেবীকে···শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিলাম যাহার মূল্য···টাকা এবং যাহা 'খ' তপশীলে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং ভুপালী দেবীকে···শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিলাম যাহার মূল্য···টাকা এবং যাহা 'গ' তপশীলে বর্ণিত হইয়াছে ; তাহা হইলে এইরূপ বিক্রয় কোবালা দলিল তিনটি পৃথক বিষয় জ্ঞান করিয়া তিনখানি পৃথক্ দলিল করিলে যেরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইত এক্ষেত্রেও অনুরূপ ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ও তিনখানি পৃথক্ দলিল করিলে যত টাকা ফিস্ দিতে হইত এক্ষেত্রেও তাহাই দিতে হইবে।

(ঘ) পারিবারিক নিরূপণপত্রে দাতা গ্রহীতাদিগের মধ্যে তাঁহার সম্পত্তি বন্দোবস্ত করেন ; দাতার দুই পুত্র, এক কন্যা ; পারিবারিক নিরূপণপত্র তিন জনের অনুকূলে সম্পাদিত হইল ; দলিলে তিনটি তপশীলে তিনজনের প্রাপ্ত সম্পত্তির বর্ণনা থাকিল ; কিন্তু যেহেতু ইহা পারিবারিক নিরূপণপত্র সেজন্য ইহাকে তিনটি পৃথক্ বিষয় সম্পর্কিত দলিল বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই ; তিনজনে মোট যে সম্পত্তি পাইল তাহার মোট মূল্যের ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে ; ধরুন, তিনটি তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির মূল্য যথাক্রমে ৫০০·০০ টাকা, ৫০০·০০ টাকা এবং ৩০০·০০ টাকা। একটি বিষয় সম্পর্কিত দলিল বলিয়া ৫০০+৫০০+৩০০=১৩০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প ও

ফিস্ দিতে হইবে ; অর্থাৎ ১৩'৫০ পয়সা রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে ; কিন্তু তিনটি পৃথক্ বিষয় হইলে ফিস্ দিতে হইত ৬'০০+৬'০০+৬'০০=১৮'০০ টাকা।

(ঙ) তিন বৎসরের জন্য একখানি লীজে যদি এইরূপ চুক্তি থাকে যে লীজ গ্রহীতার ইচ্ছা অনুসারে লীজদাতা পুনরায় এক বা একাধিক বৎসর (উক্ত তিন বৎসরান্তে) লীজের মেয়াদ বাড়াইতে পারেন তাহা হইলেও উক্তরূপ চুক্তির জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প ও ফিস্ দিতে হইবে না ; সাধারণ তিন বৎসরের লীজে যেরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হয় কেবলমাত্র সেই ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(চ) যদি কোন লীজে এরূপ লিখিত থাকে যে···বৎসরের জন্য লীজের কাল স্থিরীকৃত হইল ; মাসিক খাজনা···টাকা হারে প্রদান করা হইবে ; তবে শর্ত রহিল এই যে একমাসের খাজনা অগ্রিম প্রদান করা হইবে ; এই অগ্রিম খাজনা লীজ মেয়াদের শেষ মাসের খাজনারূপে গণ্য করা হইবে ; ইহা সাধারণ লীজ মাত্র ; উক্ত শর্তের জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে না ; কারণ উহা পৃথক্ বিষয় নহে।

(ছ) একখানি লীজে লিখিত আছে যে রামবাবু যদুবাবুকে মাসিক ১০'০০ টাকা ভাড়ায় একখানি গৃহ লীজ দিলেন ; কিন্তু শর্ত রহিল এই যে যদুবাবু রামবাবুকে মাসিক শতকরা ১'০০ টাকা সুদে যে ১০০০'০০ টাকা ধার দিয়াছেন সেই প্রাপ্য সুদ হইতে মাসিক ভাড়া কাটা যাইবে ; ৫০'০০ টাকা বা ততোধিক টাকায় রামবাবু কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করিবেন ; রামবাবু যত দিন না ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন ততদিন পর্যন্ত তিনি যদুবাবুকে বাড়ী হইতে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না বা বাড়ী ভাড়া বাড়াইতে পারিবেন না ; এইরূপ দলিলে দুইটি পৃথক্ বিষয় আছে ; একটি লীজ অপরটি বন্ধকনামা। সুতরাং উক্ত দলিলে লীজ এবং মর্টগেজের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ও দুইটি বিষয়ের জন্য পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে।

(জ) একখানি দানপত্র ; ললিতা দেবী কিছু সম্পত্তি নীলকান্তবাবুকে দান করিলেন এই শর্তে যে নীলকান্তবাবু সম্পত্তি ওয়ারিশানগণক্রমে ভোগ দখল করিবেন ; তিনি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়াদি করিতে পারিবেন না ; এবং যেহেতু ললিতা দেবী সম্পত্তি দান করিলেন নীলকান্তবাবুকে, সেজন্য ললিতা দেবীকে নীলকান্তবাবু মাসিক দশ টাকা করিয়া বৃত্তি দিবেন। এই সকল শর্ত থাকিলেও সম্পত্তির আনুমানিক মূল্যের উপর সাধারণ দানপত্রের ন্যায় ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে

হইবে ; যেহেতু উক্ত শর্তে সম্পত্তি দান করা হইয়াছে, সুতরাং উক্ত শর্তকে পৃথক্ বিষয়রূপে বিবেচনা করিবার কারণ নাই।

(ঝ) রামের কিছু সম্পত্তি ক, খ, গ তিন জনে একত্রে একটি দলিলমূলে ক্রয় করেন ; দলিলে লিখিত হইল উক্ত তিনজনে ক্রীত সম্পত্তিতে সমান-সমান অংশের অধিকারী হইবে। ইহা একটি বিষয় সংক্রান্ত বিবেচনা করিতে হইবে।

(ঞ) একখানি দলিলে লিখিত হইল যে কোন সম্পত্তির ট্রাস্টী দুই লক্ষ টাকা বিশেষ কোন সেবাকার্যে দান করিবার ভার একৃজিকিউটরের হাতে দিয়াছেন ; এবং জনসাধারণ এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। উক্ত তিন লক্ষ টাকা লইয়া একটি ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করা হইয়াছে কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। ইহাতে দুইটি পৃথক্ বিষয় আছে বুঝিতে হইবে। কারণ, জন-সাধারণ যে টাকা সংগ্রহ করিয়া ট্রাস্ট ফাণ্ডে প্রদান করিয়াছেন তাহা সেটেল-মেণ্ট-এর ন্যায় ; এবং একৃজিকিউটর যে টাকা দান করিয়াছেন তাহা উইল দ্বারা নিয়োগের ফলে করিয়াছেন (আবদুলা হাজী ডাউড বউলা অরফ্যানেজ প্রসঙ্গে বিচারের রায়ে বোম্বাই হাইকোর্ট)।

(ট) চ্যারিটি কমিশনারের আদেশে নূতন ট্রাস্টী নিযুক্ত হইল এবং ট্রাস্টীর দখলে সম্পত্তি ন্যস্ত (ভেস্‌ট্‌) করা হইল ; **হ্যাজেট** বনাম **কমিশনার** বিচারের রায়ে মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে উহা দুইটি পৃথক্ বিষয়।

(ঠ) বিক্রয় কোবালা ও মর্টগেজ যদি নিম্নলিখিত কারণে একটি নিদর্শন-পত্রে যুক্ত থাকে তবে তাহা দুইটি পৃথক্ বিষয়রূপে গণ্য করিবার কারণ নাই যদিও **গোবিন্দন নামবুদরী** বনাম **মইদ্দিন** বিচারের রায় অনুসারে নিম্নলিখিত মত প্রকাশের পূর্বে উপরিউক্ত নিদর্শনপত্রকে দুইটি পৃথক্ বিষয়রূপে গণ্য করা হইত।

একখানি বিক্রয় কোবালা লিখিত হইল ; বিক্রেতা কিছু সম্পত্তি (উক্ত বিক্রীত সম্পত্তি নহে) চুক্তি সম্পাদনের সিকিউরিটি স্বরূপে উক্ত দলিলে ক্রেতার নিকট মর্টগেজ রাখিলেন। ইহা দুইটি পৃথক্ বিষয় সংক্রান্ত নিদর্শন-পত্র নহে। কেবলমাত্র বিক্রয় কোবালা গণ্য করিয়া ষ্ট্যাম্প কুসুম প্রদান করিলে চলিবে (লবণ ইত্যাদি কমিশনারের সচিবের রেফারেন্স-এর রায় ; এম্, এন্, বাসু, পৃষ্ঠা ৯৩ এবং ভোনো পৃঃ ১৫০)।

এই নীতি অনুসারে চার্জযুক্ত বায়নাপত্রকে দুইটি পৃথক্ বিষয় সম্পর্কিত নিদর্শনপত্র বিবেচনা করা উচিত হইবে কিনা সন্দেহ।

(ড) কোন ক্রেতা নিলামে একাধিক লটে বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করিলেন; কিন্তু একাধিক লটে জিনিস ক্রয় করিলেও একখানি নিদর্শনপত্রে উক্ত ক্রয় সম্পর্কিত বিবরণে স্বাক্ষর করিলেন; **লর্ড হল্‌স্‌বেরী তাঁহার ইংলণ্ডের আইন** পুস্তকে লিখিয়াছেন যে পৃথক্ পৃথক্ লটে জিনিসগুলি ক্রয় করিবার অর্থ হইতেছে ক্রয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ এবং প্রত্যেকটি ক্রয় এক একটি পৃথক্ বিষয় (ভোনো দেখুন)।

(ঢ) একখানি বণ্ড ; উহাতে 'ক' প্রিন্সিপ্যাল, 'খ' স্যুয়রটি ; তাঁহারা একত্রে এবং পৃথক্‌ভাবে 'গ'-এর নিকট ঋণের জন্য নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ একই বণ্ডে লিখিত হইল যে 'খ' উক্তরূপ স্যুয়রটি হইবার জন্য কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 'ক' 'খ'কে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। (**আনান্‌ডেল্** বনাম **প্যাটিসন**, বাসু—পৃঃ ৯৩)।

(ণ) কোন একখানি চুক্তিপত্রে প্রিন্সিপ্যাল এবং স্যুয়রটি পৃথক্‌ভাবে চুক্তির বিবরণ লিখিয়া পৃথক্‌ভাবে স্বাক্ষর করিলেও নিদর্শনপত্রখানি দুইটি পৃথক্ বিষয় সম্পর্কিত বিবেচিত হইবে না ; কেননা, একই উদ্দেশ্যে প্রিন্সিপ্যাল এবং স্যুয়রটি চুক্তি ও স্বাক্ষর করিয়াছে, এবং স্যুয়রটির চুক্তি ও স্বাক্ষর আনুষংগিক মাত্র। এবং নিদর্শনপত্রখানির **প্রধান উদ্দেশ্য** হইতেছে প্রদত্ত অর্থের সিকিউরিটি। সুতরাং একটি বিষয় গণ্য করিতে হইবে (**রাম হরজী** বনাম **রাধোজী—বোম্বাই হাইকোর্ট**)।

(ত) একখানি মটগেজ ; মর্টগেজদাতা এবং স্যুয়রটি যুক্তভাবে এবং পৃথক্‌ভাবে····· টাকা ফেরত দিতে বাধ্য ; এবং মর্টগেজগ্রহীতা মর্টগেজদাতা বা স্যুয়রটি অর্থাৎ জামিনদার যে কোনও একজনের নিকট হইতে উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপ নিদর্শনপত্র একটিমাত্র বিষয় সম্পর্কিত বিবেচনা করিতে হইবে (মুসা বনাম খান—বাসু, পৃঃ ৯৩)।

(থ) কোন ব্যক্তি একখানি নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিয়া কিছু সম্পত্তি লীজ লইল এবং খাজনার জামিনরূপে কিছু সম্পত্তি হাইপথিকেট করিল। এই দুই প্রকার ব্যবস্থা—লীজ ও মর্টগেজ—একই দলিলে লিখিত হইল। বিচারালয়ের মতে উক্ত নিদর্শনপত্র দুইটি পৃথক্ বিষয় নহে বিবেচনা করিতে হইবে। এক্ষেত্রে লীজ এবং মর্টগেজের মধ্যে মর্টগেজের ষ্ট্যাম্প অধিকতর হওয়ায় (ষ্ট্যাম্প আইনের ৬-ধারা অনুসারে) কেবলমাত্র মর্টগেজের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিলে চলিবে (বাসু—পৃঃ ৯৪)।

(দ) কোন চুক্তিপত্রে, চুক্তির শর্ত পালন না করিতে পারিলে জরিমানা প্রদান করিবার উল্লেখ থাকিতে পারে; এই জরিমানা উল্লেখের জন্য পথক্ ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না; ইহা একরারনামা। উপরে সকল প্রকার সম্ভাব্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। যেহেতু বিষয়টি জটিল সেজন্য সাহায্যকারী হিসাবে কয়েকটি সূত্র প্রদত্ত হইল; এ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার জন্য ভোনো; এম্, এন্, বাসু; মুল্লা প্রভৃতি আইনজ্ঞ ব্যক্তির প্রামান্য পুস্তক পাঠ করিলে সুবিধা হইবে।

(i) নিদর্শনপত্রে সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় থাকা প্রয়োজন; 'পৃথক্ বিষয়' এবং 'পৃথক্ চুক্তি' একই অর্থে ব্যবহার করিলে চলিবে না। একখানি নিদর্শনপত্রে একাধিক চুক্তির কথা লিখিত হইতে পারে; কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিবার নির্দেশ নাই। বরং পৃথক্ বিষয় অর্থে পৃথক্ লেন-দেন (ট্রান্জাক্সান) বিবেচনা করা যাইতে পারে। অনেকগুলি বণ্ড একটি ট্রান্জাক্সানে ক্রয় করা হইল; যতগুলি বণ্ড বিক্রীত হইয়াছে ততবার বিক্রয় ধরিবার কোন কারণ নাই। সমস্ত বণ্ড বিক্রয় একটি মাত্র ট্রান্জাক্সান বিবেচনা করিয়া একটি বিক্রয় কোবালা দলিলে লেখা যায়; একটি বিষয় গণ্য করিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

একাধিক চুক্তির দ্বারা কি প্রধান উদ্দেশ্য (লিডিং অব্জেক্ট্—**প্রাইস্** বনাম **টমাস**; **ওয়াকার** বনান **গাইল; মিউজ-এর ডাইজেস্ট্**; (ভোনো—পৃঃ ১৫৩) সাধিত হইতেছে তাহাই দেখিতে হইবে; অন্যান্য আনুষংগিক বা অপ্রধান চুক্তিগুলি প্রধান চুক্তির সহায়ক মাত্র।

প্রধান ও অপ্রধান চুক্তির পার্থক্য কেমন করিয়া জানা যাইবে? লর্ড হল্স্-বেরী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে নিদর্শনপত্রে এমন একটি চুক্তির কথা লিখিত হইল যাহা না লিখিলেও প্রচলিত আইনানুসারে স্বাভাবিক ভাবে স্বীকার্য হইত (ভোনো—পৃঃ ১৪৮) তাহাই অপ্রধান চুক্তিরূপে বিবেচিত হইবে।

(ii) প্রত্যেক পৃথক্ বিষয়ের জন্য পৃথক্ পণ (বা কন্সিডারেশন)-এর ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(iii) বিভিন্ন চুক্তি বা কড়ারগুলি যেন প্রধান ক্লজের সহকারী মাত্র না হয়।

(iv) এক বা বিভিন্ন সম্পত্তি সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে যদি একাধিক ব্যক্তি সম্পাদন করেন তবে তাঁহাদের স্বার্থ যেন উহাতে যৌথভাবে থাকে।

(v) গৌণ চুক্তি যেন অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়; অর্থাৎ উক্ত গৌণ-কড়ার নিদর্শনপত্রে লিখিত না হইলেও আদালতে স্বীকৃত হইবে। এ সম্পর্কে হল্‌স্‌বেরীর মতামত পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে কোন একখানি নিদর্শনপত্রে যদি পৃথক্ বিষয় সম্পর্কে লিখিত থাকে তবে উক্ত এক একটি পৃথক্ বিষয় লইয়া এক একখানি পৃথক্ নিদর্শনপত্র রচনা করা যাইতে পারে। আপাতঃদৃষ্টিতে কোন একটিকে পৃথক্ বিষয় মনে হইলেও যদি সেই বিষয় লইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিদর্শনপত্র রচনা করা না যায় তবে কখনই সেই বিষয়কে পৃথক্ বিষয়রূপে গণ্য করা যায় না।

ধারা ৬ : পৃথক্ বিষয় সম্পর্কিত নহে অথচ যদি একখানি নিদর্শনপত্র সিডিউলে বর্ণিত একাধিক আর্টিকেলের অধীনস্থ প্রতীয়মান হয়, তবে উক্ত নিদর্শনপত্রের জন্য যে আর্টিকেল অনুযায়ী উচ্চতম ষ্ট্যাম্প মাশুল লওয়া যাইবে সেই আর্টিকেলের অধীনস্থ নিদর্শনপত্ররূপে গণ্য করিতে হইবে।

ধারা ১৩ : যে সকল নিদর্শনপত্র ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত হয় সেই সকল নিদর্শনপত্র এমনভাবে লিখিতে হইবে যেন ষ্ট্যাম্প কাগজ বা কাগজগুলি নিদর্শনপত্রের প্রথমেই থাকে।

ধারা ১৪ : মাশুলযোগ্য কোন নিদর্শনপত্র যে ষ্ট্যাম্প কাগজে পূর্বেই লিখিত হইয়াছে সেই ষ্ট্যাম্প কাগজে অপর কোন নিদর্শনপত্র লিখিত হইবে না।

ধারা ১৫ : ১৩ ও ১৪-ধারার নির্দেশ অমান্য করিয়া কোন নিদর্শনপত্র লিখিত হইলে সেই নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করা হয় নাই এরূপ সাব্যস্ত করা হইবে।

ধারা ১৬ : যদি কোন নিদর্শনপত্রের প্রদেয় ষ্ট্যাম্প মাশুল অথবা ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান হইতে রেহাই, কোন কারণে অপর একখানি নিদর্শনপত্রে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প মাশুলের উপর নির্ভর করে, তবে দলিল দু'খানি কালেক্টারের নিকট দাখিল করিয়া ডিনোটেশানের জন্য দরখাস্ত করা হইলে তবে কালেক্টার অপর নিদর্শনপত্রে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প সম্পর্কে প্রথম নিদর্শনপত্রে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট দিবেন।

দ্রষ্টব্য : এই ধারার জন্য রেজিস্টারিং অফিসারগণ কালেক্টাররূপে গণ্য। ডুপ্লিকেট ইত্যাদি প্রকার দলিলে মূল দলিলের ন্যায় ষ্ট্যাম্প না দিয়া ১৬-ধারার সুযোগ গ্রহণ করতঃ সর্বোচ্চ ৩'০০ টাকার ষ্ট্যাম্পে লেখা যায়। তবে ১৬-

ধারার সুবিধা লইতে হইলে মূল দলিল, এবং ০.১৫ পয়সার কোর্ট-ফি যুক্ত একখানি দরখাস্ত ডুপ্লিকেট বা সাপ্লিমেণ্টারী দলিলের সংগে দাখিল করিতে হয়।

ধারা ১৭ : ভারতের মধ্যে সম্পাদিত যে সকল নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হয়, সে সকল নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে দলিল সম্পাদনের সময় অথবা সম্পাদনের পূর্বে।

ধারা ১৮ : হুণ্ডি বা প্রমিসরি নোট ব্যতীত অন্যান্য মাশুলযোগ্য নিদর্শনপত্র ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হইলে উক্ত নিদর্শনপত্র ভারতে আনয়ন করিবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

ধারা ১৯ : বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন বিল-অব্-এক্স্চেন্জ বা প্রমিসরি নোট—যাহা বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের বাহিরে রচিত হইয়াছে—গ্রহণ, হস্তান্তর বা বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে অন্য কোন প্রকার লেন-দেনের কার্যে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে দাখিল করিবার পূর্বে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়া উহা খারিজ (ক্যান্সেল) করিবেন।

অবশ্য অনুবিধি এই যে—

(এ) বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন বিল-অব্-এক্স্চেন্জ্ বা প্রমিসরি নোট গ্রহণ করিবার কালে যদি ষ্ট্যাম্প আইনের ১২-ধারা অনুসারে উপযুক্ত অ্যাডহেসিভ ষ্ট্যাম্প যুক্ত ও খারিজ করা হয় এবং যদি উক্ত ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে এই আইন অনুসারে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে উক্ত ষ্ট্যাম্প যুক্ত করিয়া খারিজ করিয়াছেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প যুক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

(বি) ষ্ট্যাম্প যুক্ত বা খারিজ করিতে কোন ব্যক্তি অবহেলা করিলে জরিমানা প্রদান করিতে বাধ্য ; উপরিউক্ত (এ)-অনুবিধির অজুহাত প্রদর্শন করিলে চলিবে না।

ধারা ১৯[এ] : বাংলা এবং বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত কোন নিদর্শনপত্রে যদি এই আইনানুসারে অথবা বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতে প্রচলিত অন্য কোন আইনানুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় হয় এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশে এই আইনের ৩-ধারাস্থ অনুবিধির অন্তর্গত (বিধি)-ক্লজ অনুসারে উচ্চতর হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় হইলে—

(i) এই আইনের ৩-ধারার অন্তর্গত প্রথম অনুবিধিতে যাহাই লিখিত হউক

না কেন, উক্তরূপ দলিলে সিডিউল ১[এ] অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় হইবে ; অবশ্য, বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের অন্য কোন স্থানে উক্ত নিদর্শনপত্রে পূর্বেই ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা হইয়া থাকিলে নির্ণেয় ষ্ট্যাম্প শুল্ক হইতে তাহা বাদ দিয়া ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : মনে করুন, বাংলা ও বি-শ্রেণীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের কোন স্থানে রচিত একখানি নিদর্শনপত্রে দশ টাকার ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদান করা আছে। উক্ত নিদর্শনপত্রখানি বাংলাদেশে কাজে ব্যবহার করিবার জন্য আনয়ন করা হইল ; বাংলাদেশে সিডিউল ১[এ] অনুসারে উক্ত প্রকার নিদর্শন-পত্রে, মনে করুন, পনের টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয়। বর্তমান ক্ষেত্রে নিদর্শন-পত্রখানিতে আরও পাঁচ টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করিতে হইবে।

ধারা ২৩ : কোন নিদর্শনপত্রের শর্তানুসারে যদি সুদ প্রদান করিবার স্পষ্ট বিধান থাকে তবে উক্ত নিদর্শনপত্রে সুদের উল্লেখ না থাকিলে যত মাশুল লাগিত, সুদ সম্পর্কে উক্ত নিদর্শনপত্রে শর্তাদি থাকিলেও সেই একই ষ্ট্যাম্প লাগিবে।

ধারা ২৪ : দায়সংযুক্ত কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে হইলে দায়হেতু যে অর্থ স্থিরীকৃত হইবে তাহাও উক্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের সময় ধরিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য : ধরুন, কোন সম্পত্তি মর্টগেজে দায়সংযুক্ত আছে ; উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার সময় অপ্রদত্ত মর্টগেজের টাকা এবং সুদ উক্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের সময় মূল্যের অংশরূপে গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য মর্টগেজ গ্রহীতার অনুকূলে যদি উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় তবে সম্পত্তি হস্তান্তর জন্য যে ষ্ট্যাম্প-শুল্ক দিতে হইবে তাহা হইতে পূর্বে উক্ত সম্পত্তি মর্টগেজ লইবার সময়ে যে ষ্ট্যাম্প প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বাদ দেওয়া যাইবে।

উদাহরণ : (১) রাম শ্যামের নিকট ১০০০˙০০ টাকা ঋণ করিয়াছে ; পরে, রাম শ্যামকে একটি সম্পত্তি বিক্রয় করিল ; বিক্রীত সম্পত্তির মূল্য হইল ৫০০˙০০ টাকা এবং পূর্বে রাম যে ১০০০˙০০ টাকা ধার করিয়াছিল সেই টাকা ; সুতরাং সম্পত্তির মূল্য ১০০০˙০০+৫০০˙০০=১৫০০˙০০ টাকা ধরিয়া তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

(২) রাম ৫০০˙০০ টাকা মূল্যে শ্যামের নিকট হইতে কিছু সম্পত্তি ক্রয় করিল ; কিন্তু উক্ত সম্পত্তি ইতিপূর্বে শ্যাম বলাই-এর নিকট ১০০০˙০০ টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিল ; রামের নিকট বিক্রয় করিবার সময়ও উক্ত সম্পত্তি তখনো

দায়মুক্ত করা হয় নাই ; এবং অপরিশোধিত সুদের পরিমাণ হইয়াছিল ২০০'০০ টাকা। এখন রাম উক্ত সম্পত্তি ৫০০'০০ টাকায় ক্রয় করিলেও বলাইকে ১০০০'০০ টাকা এবং সুদ বাবদ ২০০'০০ শত টাকা দিতে হইবে ; তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে রামকে মোট ৫০০'০০+১০০০'০০+২০০'০০= ১৭০০'০০ টাকা মূল্য স্বরূপে দিতে হইতেছে। সুতরাং উক্তরূপ বিক্রয় কোবালায় ১৭০০'০০ টাকার জন্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক আর্টিকেল-২৩ অনুসারে দিতে হইবে।

(৩) সুব্রত ১০,০০০'০০ টাকা মূল্যের একখানি গৃহ বিমানের নিকট ৫০০০'০০ টাকায় বন্ধক রাখিল ; সুতরাং বিমানের অনুকূলে ৫০০০'০০ টাকার উপর ৪০-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প প্রদান করিয়া একখানি মর্টগেজ দলিল সুব্রত সম্পাদন করিয়া দিল ; পরে, সুব্রত ১০,০০০ টাকার বাড়ীখানি বিমানের নিকট (অর্থাৎ বন্ধক গ্রহীতাকে, অন্য কাহাকেও নহে) বিক্রয় করিল ; বিমানকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে বিক্রয় কোবালার জন্য ; কিন্তু কত হাজার টাকার উপর ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হইবে ?—অবশ্যই দশ হাজার টাকার উপর ২৩-আর্টিকেল অনুসারে বিক্রয় কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; কিন্তু বিমান কিছু ষ্ট্যাম্প শুল্ক রেহাই পাইবে ; প্রথমে মর্টগেজ দলিল করিবার সময় বিমান ৫০০০'০০ টাকার উপর মর্টগেজের জন্য যত টাকার ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিয়াছিল পরবর্তী কালের বিক্রয় কোবালার জন্য প্রদেয় ষ্ট্যাম্প শুল্ক হইতে তত টাকার ষ্ট্যাম্প শুল্ক আর বিমানকে দিতে হইবে না।

ধারা ২৫ : বার্ষিক বৃত্তি সম্পর্কে এই ধারায় লিখিত হইয়াছে ; মাসহারা সম্পর্কিত দলিলের পরিচিতি পর্যায়ে এই ধারার আলোচনা করা হইয়াছে।

ধারা ২৬ : কোন নিদর্শনপত্রে—যাহাতে অ্যাড্ভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয়—লিখিত বিষয়বস্তুর মূল্য নিরূপণ করা সম্ভব না হইলে অথবা (এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে যে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হইয়াছে) সম্পাদনের তারিখে বা প্রথম সম্পাদনের সময়ে ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করা সম্ভব হইত না, তবে উক্ত প্রকারের দলিলে মূল্যের কথা লিখিলে যে উচ্চতম মূল্য স্থিরীকৃত হইত সেই মূল্যের উপর সম্পাদনের সময়ে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা থাকিলে যথেষ্ট হইবে। অবশ্য অসুবিধি এই যে, কোন খনি লীজ প্রদানের ক্ষেত্রে—যেখানে রয়ালটী বা উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ খাজনা কি খাজনার অংশরূপে গৃহীত হয় সেখানে—রয়ালটী বা উক্ত অংশের মূল্য ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের জন্য এস্‌টিমেট করিতে হইবে—

(এ) গভর্ণমেণ্ট বা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া কালেক্টার লীজের যে সম্ভাব্য রয়ালটী বা সরকারের অংশ এস্‌টিমেট করিয়া মূল্য স্থির করেন তাহার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয়।

(বি) যখন লীজ অপরে গ্র্যান্ট্ করেন তখন বাৎসরিক কুড়ি হাজার টাকা এবং লীজের অন্তর্গত—যাহাই দাবীযোগ্য হউক না কেন—সমস্ত রয়ালটী বা অংশের পরিমাণের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

অবশ্য শর্ত এই যে, যখন কোন নিদর্শনপত্র ৩১ বা ৪১-ধারা অনুসারে বিবেচনাধীন, তখন কালেক্টার উক্ত নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প শুল্ক সম্পর্কে যে সার্টিফিকেট প্রদান করেন সেই পরিমাণ ষ্ট্যাম্প মাশুল উক্ত নিদর্শনপত্রের সম্পাদনের তারিখে প্রদান করা হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

ধারা ২৭ঃ যদি কোন নিদর্শনপত্রে পণ বা মূল্যের ব্যবস্থা থাকে তবে তাহা এবং অন্য যে সকল বৃত্তান্ত বা অবস্থা দ্বারা কোন নিদর্শনপত্রের মাশুল যোগ্যতা বা মাশুলের পরিমাণ নিরূপিত হয়, সেই সকল বৃত্তান্ত ও অবস্থা সম্পূর্ণ ও প্রকৃতরূপে উক্ত নিদর্শনপত্রে লিখিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ২৭-ধারার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, নিদর্শনপত্রে সকল বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে লিখিতে হইবে; কারণ, সেই বৃত্তান্ত পাঠে উক্ত নিদর্শনপত্রের জন্য কত মাশুল দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা যাইবে; যদি বিবরণ সম্পূর্ণরূপে না পরিবেশিত হয় তবে মাশুল ঠিকভাবে নির্ণয় করা যাইবে না; মাশুল হইতে সরকারী আয় কম হইবে; যেমন, রাম শ্যামকে এক একর সম্পত্তি দান করিল; দান করিবার কালে উক্ত এক একর সম্পত্তির প্রকৃত বাজার দর হইবে আনুমানিক ৯০০০'০০ টাকা; সুতরাং সম্পত্তির মূল্য ৯০০০'০০ টাকাই লেখা উচিত; কিন্তু স্ট্যাম্প ডিউটি ফাঁকি দিবার জন্য হয়ত উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৫০০০'০০ টাকা লিখিত হইল; সুতরাং ৫০০০'০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক লইলে সরকারী আয় বাকি ৪০০০'০০ টাকা হইতে যে শুল্ক আদায় হইত তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে আদায় হইল না অর্থাৎ ৪০০০'০০ টাকার প্রদেয় ষ্ট্যাম্প শুল্ক কম আদায় হইল। যেহেতু, ২৭-ধারায় সম্পূর্ণ এবং সদ্য বিবরণ দানের নির্দেশ আছে সেহেতু সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখিয়া ৫০০০'০০ টাকা লেখায় ২৭-ধারার নির্দেশ অমান্য করা হইয়াছে। এই অপরাধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা কঠোর, ৬৪-ধারা পাঠ করুন; এইরূপ বেআইনী কার্য ধরা পড়িলে ৫০০০'০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

ধারা ২৮ঃ(১) যদি কোন সম্পত্তি একটি পণে বিক্রীত হইবার চুক্তি হয়, এবং ক্রেতা যদি উক্ত সম্পত্তি একাধিক নিদর্শনপত্র মারফত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করেন, তবে পণবাহা পার্টির বিবেচনা অনুসারে উক্ত একাধিক নিদর্শনপত্রে বিভক্ত হইতে পারে ; অবশ্য শর্ত এই যে, প্রতি পৃথক্ অংশে (অর্থাৎ, প্রতি নিদর্শনপত্রে) অম্বর্থক পণবাহার উল্লেখ করিতে হইবে এবং এইরূপ নিদর্শনপত্রে লিখিত অম্বর্থক পণবাহার উপর অ্যাড্ভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে।

(২) যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে, বা কোন এক ব্যক্তি নিজের ও অপরের জন্য বা সম্পূর্ণ সম্পত্তিই অপরের জন্য কোন বিশেষ সম্পত্তি একটি পণবাহে সম্পূর্ণরূপে ক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নিদর্শনপত্র মারফত স্ব-স্ব নামে বা যাঁহার জন্য খরিদের চুক্তি করা হইয়াছে তাঁহার নামে খরিদ করেন, তাহা হইলে প্রতি নিদর্শনপত্রে লিখিত পৃথক্ পণবাহার জন্য অ্যাড্ভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রতি নিদর্শনপত্রে প্রদান করিতে হইবে।

(৩) কোন এক ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন ; কিন্তু, সে সম্পর্কে কোন দলিল করিলেন না ; মূল ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি অপর এক গৌণ-ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া মূল বিক্রেতার দ্বারা উক্ত গৌণ-ক্রেতার অনুকূলে একটি দলিল করিলেন। এই দলিলে মূল বিক্রেতা গৌণ-ক্রেতাকে যে পণবাহে সম্পত্তি হস্তান্তর করিল সেই মূল্যের উপর অ্যাডভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(৪) কোন এক ব্যক্তি কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন ; কিন্তু, কোন দলিল করিলেন না ; উক্ত মূল ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন এক বা একাধিক গৌণক্রেতার সহিত ; ফলে মূল বিক্রেতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উক্ত সম্পত্তি বিভিন্ন গৌণক্রেতার অনুকূলে দলিল করিয়াদিলেন। এরূপ ক্ষেত্রে মূল চুক্তি অনুসারে পণবাহার বিষয় বিবেচনা না করিয়া প্রতি গৌণক্রেতা কর্তৃক গৃহীত প্রতি নিদর্শনপত্রে যে পণবাহার উল্লেখ আছে তাহার উপর পৃথক্ভাবে অ্যাডভ্যালোরেম ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে ; এবং এখনো যদি উক্ত সম্পত্তির কিছু অংশ উদ্‌বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে মূল ক্রেতার অনুকূলে সম্পাদিত উক্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিলে, সকল গৌণক্রেতার দলিলে যে পণবাহের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই পণবাহের সমষ্টি মূল পণবাহ হইতে বিয়োগ করিয়া যে পণবাহ অবশিষ্ট রহিবে তাহার উপর, অ্যাড্ভ্যালোরেম

ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে, [অর্থাৎ, মূল পণবাহ—(গৌণপণবাহ ১ + গৌণ-পণবাহ ২ + ···n পণবাহ)]।

অবশ্য, এই শেষ প্রকারের নিদর্শনপত্রে (অর্থাৎ, মূল ক্রেতার নিদর্শন-পত্রে) ষ্ট্যাম্প মাশুল কোন ক্ষেত্রেই এক টাকার কম হইবে না ; [বাংলা ও আসামে, দুই টাকার কম হইবে না]।

ধারা ২৯ঃ কোন প্রকার চুক্তি না থাকিলে নিম্নের নিদর্শনপত্রগুলির ষ্ট্যাম্প মাশুল সম্পাদনকারীকে দিতে হইবে। (এ) অ্যাড্মিনিস্ট্রেসন বণ্ড (আর্টিকেল ২); টাইটল ডিড্, বন্ধকী জিনিস সম্পর্কে চুক্তিপত্র (আর্টি. ৬); বিল-অব্-একস্‌চেন্জ (আর্টি. ১৩); বণ্ড (আর্টি. ১৫); বট্‌মরী বণ্ড (আর্টি. ১৬); কাস্‌টম্‌স বণ্ড (আর্টি. ২৬); ডিবেন্চার (আর্টি. ২৭); কারদার চার্জ (আর্টি. ৩২); ক্ষতি-নিষ্কৃতিপত্র (আর্টি. ৩৪); মর্টগেজ (আর্টি. ৪০) প্রমিসরী নোট (আর্টি. ৪৯); না-দাবি (আর্টি. ৫৫); রেস্‌পনডেন্‌সিয়া বণ্ড (আর্টি. ৫৬); সিকিউরিটি বণ্ড বা মর্টগেজ (আর্টি. ৫৭); নিরূপণপত্র (আর্টি. ৫৮); ইনকরপোরেটেড কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর (আর্টি. ৬২-এ); ডিবেন্চার হস্তান্তর (আর্টি. ৬২-বি); বণ্ড মর্টগেজ বা ইন্‌সিওরেন্স পলিসির স্বত্ব হস্তান্তর (আর্টি. ৬২-সি)।

(বি) ফায়ার ইন্‌সিওরেন্স ব্যতীত অন্যান্য ইন্‌সিওরেন্সের ক্ষেত্রে ইন্-সিওরেন্সকারীকে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। এবং ফায়ার ইন্‌সিওরেন্সের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি ইন্‌সিওরেন্স সম্পন্ন করে তাহাকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

(সি) বিক্রয় কোবালা দলিলের ক্ষেত্রে (এবং বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণের ক্ষেত্রেও) গ্রহীতাকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে। লীজ এবং লীজ প্রদান করিবার চুক্তিপত্রে লীজ গ্রহীতাকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

(ডি) লীজের কাউন্টার পার্টের ক্ষেত্রে লীজদাতাকে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

(ই) বিনিময়পত্রে উভয় পক্ষকে সমান অংশে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(এফ্) সেল সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রে সম্পত্তির ক্রেতাকে বা গ্রহীতাকে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

(জি) পার্টিশান দলিলের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি যেরূপ অংশ পাইল সেই অনু-পাতে প্রত্যেক পক্ষকে মোট ষ্ট্যাম্প মাশুলের সেই অংশ দিতে হইবে। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কর্তৃপক্ষের বা কোন দেওয়ানী আদালতের বা

সালিশের আদেশক্রমে যে সম্পত্তি পার্টিশান করা হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা আদালত বা সালিশ ষ্ট্যাম্প শুল্ক প্রদানের যেরূপ নির্দেশ দান করিবেন সেইমত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

ধারা ৩০ঃ কোন ব্যক্তি এককালীন ২০'০০ টাকার অধিক টাকা লইয়া অথবা ২০'০০ টাকার অধিক মূল্যের হুণ্ডি, চেক, বা প্রমিসরি নোট লইয়া ঋণ প্রদত্ত অর্থ ফেরত লইবার জন্য কোন ব্যক্তির নিকট ২০'০০ টাকার অধিক মূল্যের কোন অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া দাতাকে লিখিত রসিদ দিতে হইলে সেই রসিদে টাকা বা হুণ্ডি ইত্যাদির গ্রহীতাকে রসিদে ০'১০ পয়সার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

ধারা ৩১ঃ কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিয়া বা সম্পাদন না করিয়া ষ্ট্যাম্প সংযোগ করিয়া বা ষ্ট্যাম্প যুক্ত না করিয়া যদি কোন ব্যক্তি নিদর্শন-পত্রখানিসহ কালেক্টারের নিকট ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য দরখাস্ত করেন এবং প্রয়োজনীয় ফিস্ প্রদান করেন (পাঁচ টাকার বেশী নহে এবং পঞ্চাশ পয়সার কম নহে) তবে কালেক্টার উক্ত নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করিয়া দিবেন। ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য কালেক্টার অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণাদিও লইতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ৩১-ধারা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে কোন নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করা দুরূহ হইলে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হইতেছে, দলিল-খানি কালেক্টারের মতামতের জন্য তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় ফিস্ ও দরখাস্ত-সহ পেশ করা। তিনি চূড়ান্তভাবে ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন।

ধারা ৩২ঃ ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করিয়া কালেক্টার প্রয়োজনীয় সার্টি-ফিকেট উক্ত নিদর্শনপত্রে লিখিয়া দিবেন।

ধারা ৩৩ঃ পুলিশ অফিসার ভিন্ন অন্য সকলপ্রকার সরকারী কর্মচারী তাঁহাদের কর্ম সম্পাদন কালে এমন কোন নিদর্শনপত্রের সংস্পর্শে আসেন যাহা তাঁহাদের মতে যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত নহে, তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত নিদর্শন-পত্র ইম্পাউণ্ড করিতে পারেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ৩৩-ধারা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে দলিল নিবন্ধীকৃত হইবার পরও প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল সম্পর্কে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবস্থা হইতেছে ৩১-ধারার সুযোগ লইয়া কালেক্টারের নিকট ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য দলিল পেশ করা।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে কোর্ট বা সরকারী কর্মচারী যদি এমন কোন

রেকর্ডপত্রের সংস্পর্শে আসেন যাহাতে যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত নাই তবে উক্ত রেকর্ড-পত্র তাঁহাদের বিচার্য বিষয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র না হইলে ইম্‌পাউণ্ড করিতে পারেন না ; কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ-এর সময় ব্যতীরেকে রেজিস্টারিং অফিসার কমতি ষ্ট্যাম্প-এর জন্ম দলিলখানি ইম্‌পাউণ্ড করিতে পারেন না (ঠাকুরদাস বনাম সম্রাট ; জয়দেবী বনাম গোকুলচাঁদ ইত্যাদি। বাসুর পুস্তক—পৃষ্ঠা ১৫৮)।

ধারা ৩৪ঃ পাবলিক অ্যাকাউণ্ট অডিট করিবার কালে যদি কোন অফিসার এমন কোন রসীদপত্রের সংস্পর্শে আসেন যাহাতে এক আনার ষ্ট্যাম্প যুক্ত করা প্রয়োজন কিন্তু যুক্ত করা হয় নাই, তাহা হইলে উক্ত অফিসার উক্ত রসীদপত্র ইম্‌পাউণ্ড না করিয়া ষ্ট্যাম্পযুক্ত রসীদ পুনরায় দাখিল করিতে নিদেশ দিতে পারেন।

ধারা ৩৫ঃ যে নিদর্শনপত্র ষ্ট্যাম্প মাশুল যোগ্য যদি সেই নিদর্শনপত্রে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প প্রদান করা না থাকে তবে উক্ত নিদর্শনপত্র কোন ব্যাপারেই সাক্ষ্যের জন্ম গ্রহণ করা যাইবে না বা রেজিষ্ট্রী বা প্রামাণিক করা যাইবে না :

অবশ্য শর্ত এই যে—

(এ) প্রমিসরি নোট বিল্ অব্ একস্‌চেঞ্জ বা যাহাতে এক আনা বা আধ আনার ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রয়োজন এমন নিদর্শনপত্র ব্যতীত অন্য সকল প্রকার নিদর্শনপত্র সাক্ষ্য ইত্যাদির জন্য গ্রহণ করা যাইবে যদি পার্টি উক্ত নিদর্শনপত্রের জন্ম কমপক্ষে পাঁচ টাকা জরিমানা প্রদান করেন বা যেক্ষেত্রে উক্ত নিদর্শনপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প মাশুলের পরিমাণ দশগুণ সেক্ষেত্রে উক্ত দশগুণ ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করেন।

(বি) যে রসিদ ষ্ট্যাম্প যুক্ত হওয়া প্রয়োজন যদি তাহাতে ষ্ট্যাম্প প্রদান করা না থাকে তবে এক টাকা জরিমানা প্রদান করিবার পর উক্ত রসীদপত্রে প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প যুক্ত করা হয় তবে সেই রসীদপত্র সাক্ষ্যের জন্ম গ্রহণ করা যাইবে।

(সি) যদি কোন কন্‌ট্রাক্ট দুই বা ততোধিক চিঠির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে তবে যে কোন একখানি চিঠিতে ষ্ট্যাম্প যুক্ত থাকিলে উক্ত চুক্তি যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত বিবেচনা করিতে হইবে।

(ডি) ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোডের ১২ এবং ৩৬ অধ্যায়-এর কার্যবাহ ব্যতীত ফৌজদারী কোর্টে সকল বিচার সংক্রান্তে কোন নিদর্শনপত্র ষ্ট্যাম্প যুক্ত না হইলেও সাক্ষ্যের জন্ম গ্রহণ করা যাইবে।

(ই) যদি কোন নিদর্শনপত্র সরকার বা সরকারের পক্ষে সম্পাদিত হইয়া থাকে অথবা এই আইনের ৩২-ধারা অনুসারে যদি কোন নিদর্শনপত্র কালেক্টারের সার্টিফিকেট যুক্ত থাকে তবে সেই প্রকার নিদর্শনপত্র সাক্ষ্যের জন্য বিচারালয়ে গৃহীত হইবে।

ধারা ৩৬ঃ কোন নিদর্শনপত্র সাক্ষ্যের জন্য গৃহীত হইবার পর ৬১-ধারার নির্দেশ ভিন্ন বিচার চলা কালে সঠিক ষ্ট্যাম্প যুক্ত নয় এই অজুহাতে উক্ত নিদর্শনপত্র গ্রহণ সম্পর্কে কোন প্রকার প্রশ্ন বিবেচনা করা যাইবে না।

দ্রষ্টব্য ঃ মনে করুন একখানি নিদর্শনপত্র কোন বিচারালয়ে বিচারকের নির্দেশানুসারে সাক্ষ্যের জন্য গৃহীত হইল যদিও সে নিদর্শনপত্র যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত নয়। কিন্তু সেজন্য বিচার চলা কালীন নিদর্শনপত্রখানি সাক্ষ্যের তালিকা হইতে বহির্ভূত করা যাইবে না। অবশ্য ৬১-ধারা অনুসারে উপরিতন বিচারালয় এসম্পর্কে বিবেচনা করিতে পারেন। ষ্ট্যাম্প আইনের ৬১-ধারা দেখুন।

ধারা ৩৮ঃ (১) আইনানুসারে বা পার্টির সম্মতিক্রমে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তি যদি ৩৩-ধারা অনুসারে কোন নিদর্শনপত্র ইম্পাউণ্ড করেন এবং ৩৫-ধারা অনুসারে জরিমানা গ্রহণ করিয়া অথবা ৩৭-ধারা অনুসারে মাশুল গ্রহণ করিয়া যদি নিদর্শনপত্রখানি সাক্ষ্যের জন্য গ্রহণ করেন তবে তিনি কালেক্টারের নিকট অথবা কালেক্টার কর্তৃক নিযুক্ত এই বিষয় সংক্রান্ত কোন ব্যক্তির নিকট প্রামাণিক কৃত উক্ত নিদর্শনপত্রের একটি নকল এবং গৃহীত জরিমানা ও মাশুলের পরিমাণ উল্লেখে একটি সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন।

(২) অন্যান্য ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিদর্শনপত্র ইম্পাউণ্ড করেন, তিনি মূল নিদর্শনপত্রখানি কালেক্টারের নিকট ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের জন্য প্রেরণ করিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ ৩৮(১)-ধারা অনুসারে যে সকল অফিসার জরিমানা ও মাশুল আদায় অন্তে নিদর্শনপত্র সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেন তাঁহারা উক্ত টাকা কালেক্টারের নিকট মণি অর্ডার যোগে প্রেরণ করিবেন বা কালেক্টারের অনুকূলে জমা দিবেন। এই সকল অফিসার যে ষ্টাম্প মাশুল নির্ণয় করিবেন কালেক্টার তাহা বিবেচনা করিয়া পরিবর্তন করিতে পারেন।

বাংলাদেশে রেজিস্টারিং অফিসার জরিমানা বা মাশুল আদায় করিতে

পারেন না। সুতরাং তাঁহারা মূল দলিল কালেক্টারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ধারা ৩৯ ঃ (১) ৩৮-ধারা অনুসারে যে সকল নিদর্শনপত্র কালেক্টারের নিকট প্রেরণ করা হয়, সে সকল নিদর্শনপত্রে পাঁচ টাকার বেশী প্রদত্ত জরিমানা প্রয়োজন মনে করিলে ফেরত দিতে পারেন।

(২) ষ্ট্যাম্প আইনের ১৩ বা ১৪-ধারা অমান্য করিবার জন্য যে নিদর্শনপত্র ইম্পাউণ্ড করা হয় সেরূপ নিদর্শনপত্রের জন্য প্রদত্ত জরিমানা কালেক্টার বিবেচনা করিলে সম্পূর্ণ ফেরত দিতে পারেন।

ধারা ৪১ ঃ এক আনা বা আধ আনার ষ্ট্যাম্পযুক্ত নিদর্শনপত্র বিল অব্ একস্‌চেন্‌জ্, বা প্রমিসরি নোট ব্যতীত ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় কোন নিদর্শনপত্রে যদি যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত না থাকে, তবে পার্টি যদি স্বেচ্ছায় নিদর্শনপত্রখানি সম্পাদনের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টারের নিকট নিদর্শন-পত্রখানি হাজির করিয়া নিদর্শনপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুলের অপূর্ণতা সম্পর্কে জ্ঞাপন করেন এবং ঘাটতি ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করেন তবে কালেক্টার যদি মনে করেন যে উক্ত অপরাধ পার্টির স্বেচ্ছাকৃত নহে, বা দৈবক্রমে ঘটিয়াছে বা জরুরী প্রয়োজনবশতঃ ঘটিয়াছে তাহা হইলে তিনি ৩৩ এবং ৪০-ধারা অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া ঘাটতি মাশুল মাত্র গ্রহণ করিবেন।

৪৯ হইতে ৫৫ ধারা ঃ অনেক সময় ষ্ট্যাম্প কাগজ ক্রয় করিয়া কাজে লাগানো যায় না; নানা কারণে এইরূপ হইতে পারে; যেমন দলিল লেখা হইল, কিন্তু নিবন্ধীকৃত হইল না। এরূপক্ষেত্রে উক্ত ষ্ট্যাম্প ট্রেজারীতে জমা দিলে টাকা ফেরত পাওয়া যায় বা প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প লওয়া যায়। তবে প্রতি টাকায় ০·১০ পয়সা করিয়া বাদ যাইবে।

ধারা ৬৪ ঃ সরকারী ষ্ট্যাম্প মাশুল ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে যদি কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সত্য বিবরণ লিখিত নহে এমন কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন বা উক্ত অসম্পূর্ণ নিদর্শনপত্র প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত থাকেন বা এমন কোন কাজ করেন যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে সরকারকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায় আছে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিগণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন সাব্যস্ত হইবে এবং তাঁহাদের ৫০০০·০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

দ্রষ্টব্য ঃ সম্পত্তির মূল্য কম দেখাইয়া অনেক সময় ষ্ট্যাম্প মাশুল ফাঁকি দেওয়া হয়; ইহা গুরুতর অন্যায়; দলিল-লেখকগণ এবং অপরাপর যুক্তিদাতাও এই অপরাধে জড়িত হইতে পারেন।

সিডিউল [১এ]

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ১—ঋণস্বীকারপত্র (অ্যাক্‌নলেজমেণ্ট) : উক্ত পত্র ২০·০০ টাকার অধিক সম্পর্কিত হইবে ; ইহা স্বাক্ষরিত বা লিখিত হইবে ঋণকারীর দ্বারা ; ঋণদাতার দখলে রাখিবার জন্য এইরূপ ঋণ-স্বীকারপত্র লিখিয়া দিতে হয় ; কিন্তু এইরূপ ঋণ-স্বীকারপত্রে ঋণ পরিশোধ করিবার কোন প্রতিজ্ঞা থাকিবে না ; কোন সুদ প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে না বা কোন সম্পত্তি বা মালপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে না ; এবং হুণ্ডি, চেক, প্রমিসরি নোট, বহনপত্র (বিল অব্‌ লেডিং), আকলপত্র (লেটার অব্‌ ক্রেডিট), ইন্‌সিওরেন্স পলিসি, শেয়ার, ডিবেন্‌চার, প্রক্সী বা রসীদ-স্বীকারপত্র এই আর্টিকেল অনুসারে স্ট্যাম্প মাশুল দিলে চলিবে না ; অর্থাৎ, ১ আর্টিকেলমূলে কেবলমাত্র ঋণস্বীকারপত্রের স্ট্যাম্প দিতে হইবে।	০·১০ পয়সা।
আর্টি. ২—অ্যাড্‌মিনিসট্রেসন বণ্ড :	
(এ) যদি টাকার পরিমাণ ১০০০·০০ টাকার অধিক না হয়।	তবে আর্টিকেল নং ১৫ বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	১৫·০০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
আর্টি. ৩—দত্তকগ্রহণপত্র (অ্যাডপ্‌সান ডিড) এই আর্টিকেলমূলে দত্তক সম্পর্কিত সকল প্রকার দলিলের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; অর্থাৎ দত্তক গ্রহণ করিবার কালে এবং দত্তক গ্রহণ করিবার ক্ষমতা	৩০·০০ টাকা

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প শুল্ক
প্রদান করিবার কালে এই আর্টিকেল মূলে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; কিন্তু উইলের মধ্যে দত্তক গ্রহণের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় তাহার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।	
আর্টি. ৪—এফিডেভিট ঃ	৩'০০ টাকা।
ডিক্লারেশান এবং অ্যাফারমেশান বা প্রতিজ্ঞা সংক্রান্ত দলিলের ষ্ট্যাম্পও ৪-আর্টিকেল মতে দিতে হইবে;	
রেহাই	
নিম্নলিখিত এফিডেভিটগুলি ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত :—	
(এ) ১৯৫০ সালের আর্মি অ্যাক্ট অনুসারে সৈন্যদলে যোগদান করিবার শর্ত হিসাবে যে এফিডেভিট লিখিত হয়;	
(বি) কোন কোর্টে বা কোর্টের কোন আধিকারিকের সমীপে ফাইল করিবার জন্য অত্যন্ত জরুরী উদ্দেশ্যে যে এফিডেভিট ফাইল করা হয়;	
(সি) কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র পেনসান বা দাতব্য ভাতা পাইবার জন্য যে এফিডেভিট লিখিয়া দেন।	
আর্টি. ৫—একরারনামা বা একরারনামার মেমোরাণ্ডাম :	
(এ) যদি বিল্ অব্ এক্সচেন্জ সংক্রান্ত হয়	০'২৫ পয়সা।
(বি) (i) যদি সরকারী সিকিউরিটি সংক্রান্ত হয়	সিকিউরিটি মূল্যের প্রতি দশ হাজার টাকা বা দশ হাজার টাকার অংশের জন্য ০'১২ পয়সা এই শর্তে যে ২০'০০ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প মাশুল লওয়া যাইবে না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প শুল্ক
(ii) কোন নিগমবদ্ধ কোম্পানী (ইনকরপোরেটেড কোম্পানী) বা অন্য কোন নিগমবদ্ধ নিকায়ের (বডি-করপোরেটের) শেয়ার বিক্রয় সংক্রান্ত হইলে	শেয়ার মূল্যের প্রতি পাঁচ হাজার টাকা বা তাহার অংশের জন্য ০'১২ পয়সা করিয়া দিতে হইবে।
(সি) চেক, প্রমিসরি নোট, বহনপত্র (বিল অব্ লেডিং), আকলপত্র (লেটার অব্ ক্রেডিট), ইন্‌সিওরেন্স পলিসি, শেয়ার হস্তান্তরকরণ, ডিবেন্‌চার, প্রক্সী বা রসিদ—এইগুলি ব্যতীত অন্যান্য যে সকল বিষয়ের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নাই সেই সকল বিষয়ের জন্য	১'৫০ পয়সা।

রেহাই

(এ) কেবলমাত্র মালপত্র বা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় সংক্রান্ত একরারনামা বা একরারের মেমোরাণ্ডাম; কিন্তু এইরূপ একরারনামা ৪৩-আর্টিকেলের অন্তর্গত কোন নোট বা মেমোরাণ্ডাম যেন না হয়;

(বি) টেন্‌ডারের ফরমে ভারত সরকারকে প্রদত্ত ঋণ সংক্রান্ত একরারনামা ইত্যাদি।

আর্টি. ৬—টাইটেল-ডিড, বা বন্ধকী জিনিস (পন বা প্লেজ) আমানত সংক্রান্ত একরারনামা :

(১) টাইটেল দলিল আমানত অর্থাৎ যে নিদর্শনপত্র কোন সম্পত্তির টাইটেল নির্দেশ করে (মার্কেটেবল সিকিউরিটি টাইটেল দলিলের পর্যায়ে পড়িবে না) এইরূপ একরারনামা;

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল: যদি একবারে দেওয়া হয়	যদি দুইবারে দেওয়া হয় তবে প্রতিবারের জন্য	যদি তিনবারে দেওয়া হয় তবে প্রতিবারের জন্য
(২) টাকা অ্যাডভান্স বা ঋণ পরিশোধের জামিনস্বরূপে অস্থাবর সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া লিখিত একরারনামা ;			
(এ) এইরূপ ঋণ যদি চাহিবামাত্র বা একরারনামা সম্পাদিত হইবার তারিখ হইতে তিন মাস পরে পরিশোধযোগ্য হয়—			
(i) ঋণের পরিমাণ ২০০'০০ টাকার অধিক না হইলে	০'৬০,	০'৪০,	০'২০
(ii) ঋণের পরিমাণ ২০০'০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০'০০ টাকার অধিক না হইলে	১'১৫,	০'৬০,	০'৪০
ঋণের পরিমাণ ৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অধিক না হইলে	১'৭০,	০'৯৫,	০'৬০
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অধিক না হইলে	২'২৫,	১'১৫,	০'৭৫
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হইলে	২'৮৫,	১'৫০,	০'৯৫
১০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১২০০ টাকার অধিক না হইলে	৩'৪০,	১'৭০,	১'১৫
ঋণের পরিমাণ ১২০০ টাকার অধিক কিন্তু ১৬০০ টাকার অধিক না হইলে	৪'৫০,	২'২৫,	১'৫০
ঋণের পরিমাণ ১৬০০'০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫০০ টাকার অধিক না হইলে	৬'৭৫,	৩'৪০,	২'২৫
২৫০০'০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০০'০০ টাকার অধিক না হইলে	১৩'৫০,	৬'৭৫,	৪'৫০

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল: যদি একবারে লওয়া হয়	যদি দুইবারে লওয়া হয় তবে প্রতিবারের জন্য	যদি তিনবারে লওয়া হয় তবে প্রতিবারের জন্য
৫০০০'০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭৫০০ টাকার অধিক না হইলে	২০'২৫,	১০'১৫,	৬'৭৫
৭৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০,০০০ টাকার অধিক না হইলে	২৭'০০,	১৩'৫০,	৯'০০
১০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ১৫,০০০ টাকার অধিক না হইলে	৪০'৫০.	২০'২৫,	১৩'৫০
ঋণের পরিমাণ ১৫,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০,০০০ টাকার অধিক না হইলে	৫৪'০০,	২৭'০০,	১৮'০০
ঋণের পরিমাণ ২০,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫,০০০ টাকার অধিক না হইলে	৬৭'৫০	৩৩'৭৫,	২২'৫০
ঋণের পরিমাণ ২৫,০০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০,০০০ টাকার অধিক না হইলে, এবং	৮১'০০,	৪০'৫০,	২৭'০০
ঋণের পরিমাণ ৩০,০০০ টাকার অধিক প্রতি ১০,০০০ টাকা বা তাহার কোন অংশের জন্য	২৭'০০,	১৩'৫০,	৯'০০
(বি) নিদর্শনপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে অনধিক তিনমাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধযোগ্য হইলে	(এ) (i) বা (এ) (ii) বর্গে যেরূপ শুল্ক প্রদানের নির্দেশ আছে তাহার অর্ধেক শুল্ক দিতে হইবে; অবশ্য শর্ত এই যে যদি উক্ত মাশুল পাঁচ পয়সার গুণিতক না হয় তবে প্রয়োজনীয় শুল্ক বাড়াইয়া পাঁচের গুণিতক করিয়া লইতে হইবে।		

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৭—নিয়োগপত্র (অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট) ঃ (উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দলিলমূলে ট্রাস্টীর ক্ষমতা সম্পাদনের জন্য, অথবা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পাদনের জন্য নিয়োগপত্র সম্পাদন করা হয়)।	৩৭·৫০ টাকা
আর্টি. ৮—মূল্য নির্ধারণ (অ্যাপ্রেজমেণ্ট বা ভ্যালুয়েশান) ঃ এই মূল্য নির্ধারণ কোর্ট ব্যতীত অন্য কাহারো দ্বারা সম্পাদিত হওয়া প্রয়োজন।	
(এ) যে ক্ষেত্রে টাকার পরিমাণ ১০০০·০০ টাকার অধিক নহে	বটম্‌রী বণ্ড আর্টিকেল ১৬-এর ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য	১৫·০০ টাকা।

রেহাই

(এ) মাত্র এক পক্ষের সংবাদের জন্য যে মূল্য নিরূপিত হয়; এবং

(বি) জমিদারকে খাজনা দিবার জন্য শস্যের যে মূল্য নিরূপণ করা হয়।

আর্টি. ৯—শিক্ষানবিশী চুক্তিপত্র (অ্যাপ্রেন-টিস্‌সিপ ডিড) ঃ যে কোন প্রকার শিক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি হইতে পারে; তবে আর্টিকেল্‌স অব্‌ ক্লার্কসিপ নহে।	১৫·০০ টাকা।
আর্টি. ১০—কোম্পানী সমবায়ের নিয়মাবলী বা আর্টিকেল্‌স অব্‌ অ্যাসোসিয়েশান অব কোম্পানী ঃ	
(এ) যদি নমিনাল শেয়ার মূলধন এক লক্ষ টাকার অধিক না হয়	৭৫·০০ টাকা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(বি) নমিনাল শেয়ার মূলধন যদি এক লক্ষ টাকার অধিক হয়	১৫০·০০ টাকা।

রেহাই

যে সকল পরিমেল নিয়মাবলী (আর্টিকেল্‌স অব্‌ অ্যাসোসিয়েশান) কোন আর্থিক লাভের জন্য রচিত হয় নাই এবং যে সকল অ্যাসোসিয়েশান কোম্পানী আইন ১৯৫৬ সালের ২৬-ধারায় রেজিস্ট্রীকৃত হইয়াছে।	
আর্টি. ১১—ক্লার্কসিপের নিয়মাবলী (বা আর্টিকেল্‌স অব্‌ ক্লার্কসিপ) : হাইকোর্টে এটর্ণী স্বরূপে স্বীকৃত হইবার জন্য ক্লার্কের কর্ম করিতে যে চুক্তি করা যায় সেই চুক্তিপত্রের জন্য আর্টি. ১১ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।	২৫০·০০ টাকা।
আর্টি. ১২—অ্যাওয়ার্ড বা সালিসী বা মধ্যস্থের মীমাংসাপত্র : (এইরূপ অ্যাওয়ার্ড কোন পার্টিশান সংক্রান্ত হইবে না ; এবং যেন কোন মামলার বিচারকালে কোর্টের নির্দেশে গঠিত অ্যাওয়ার্ড না হয়)।	
(এ) যে সম্পত্তি সম্পর্কে অ্যাওয়ার্ড গঠিত হয় সেই সম্পত্তির মূল্য ১০০০·০০ টাকার অধিক না হইলে	আর্টিকেল-১৫ অনুসারে বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(বি) যদি সম্পত্তির মূল্য ১০০০·০০ টাকার হয় এবং ৫০০০·০০ টাকার অধিক না হয়	১৫·০০ টাকা।
এবং ৫০০০·০০ টাকার অতিরিক্ত ১০০০·০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	এক টাকা করিয়া মাশুল দিতে হইবে ; অবশ্য শর্ত এই যে, সর্বোচ্চ ১০০·০০ টাকার অধিক মাশুল লওয়া যাইবে না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ১৩—বিল অব্ এক্সচেঞ্জ বা হুণ্ডি (কিন্তু বণ্ড, ব্যাঙ্কনোট বা কারেন্সী নোট নহে) ঃ	
(বি) চাহিবামাত্র প্রদেয় না হইলে—	
(i) বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে তিন মাসের মধ্যে প্রদেয় হইলে যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০'০০ টাকার অধিক না হয়	০'২৫ পয়সা।
যদি উক্ত টাকা ৫০০'০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০'০০ টাকার অধিক না হয়, এবং	০'৫০ পয়সা।
১০০০'০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০'০০ টাকা বা তাহার কোন অংশের জন্য	০'৫০ পয়সা।
(ii) বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে তিন মাসের পরে কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে প্রদেয়	
হইলে যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০'০০ টাকার অধিক না হয়	০'৫০ পয়সা।
যদি উক্ত টাকা ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয়, এবং	১'০০ টাকা।
১০০০'০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০'০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১'০০ টাকা।
(iii) বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে ছয় মাসের পরে কিন্তু নয় মাসের মধ্যে প্রদেয় হইলে যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০ টাকার অধিক না হয়	০'৭৫ পয়সা।
যদি উক্ত টাকা ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয়, এবং	১'৫০ পয়সা।
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১'৫০ পয়সা।
(iv) বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে নয় মাসের পরে কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে প্রদেয় হইলে—	
যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০ টাকার অধিক না হয়	১'০০ টাকা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
যদি উক্ত টাকা ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয় এবং	২·০০ টাকা।
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	২·০০ টাকা।
(সি) বিলের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে এক বৎসর পরে প্রদেয় হইলে—	
যদি বিলের বা নোটের টাকা ৫০০ টাকার অধিক না হয়	২·০০ টাকা।
যদি উক্ত টাকা ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০·০০ টাকার অধিক না হয়, এবং	৪·০০ টাকা।
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৪·০০ টাকা।
আর্টি. ১৪—বিল অব্ লেডিং বা বহনপত্র :	০·২৫ পয়সা।

দ্রষ্টব্য : যদি কোন বিল অব্ লেডিং ক্রমশঃ ড্রু করা হয় তবে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রতিক্ষেত্রেই দিতে হইবে।

রেহাই

(এ) বহনপত্রে বর্ণিত মাল যদি ১৯০৮ সালের ভারতীয় পোর্ট আইনে ব্যাখ্যাত পোর্ট এলাকার মধ্যে গ্রহণ করা এবং ডেলিভারী দেওয়া হয় তবে সেইরূপ বহনপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

(বি) যে বিল অব্ লেডিং ভারতের বাহিরে সম্পাদিত হয় যদি সেই বিল অব্ লেডিং এমন সম্পত্তি সম্পর্কিত হয় যে সম্পত্তি ভারতের মধ্যে ডেলিভারী দেওয়া হইবে তবে সেইরূপ বিল অব্ লেডিং-এ ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে না।

আর্টি. ১৫—বণ্ড বা তমস্থক ঃ

টাকার পরিমাণ বা মূল্য ১০ টাকার অধিক না হইলে	০·২০ পয়সা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অধিক না হইলে	০'৫০ পয়সা।
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অধিক না হইলে	১'০০ টাকা।
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	২'০০ টাকা।
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৩'৬০ পয়সা।
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	৪'৮০ পয়সা।
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	৬'০০ টাকা।
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	৭'২০ পয়সা।
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	৮'৪০ পয়সা।
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	৯'৬০ পয়সা।
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	১০'৮০ পয়সা।
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে, এবং	১২'০০ টাকা।
টাকার পরিমাণ ১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৬'০০ টাকা।

রেহাই

(এ) ১৮৭৬ সালের বেংগল ইরিগেশান আইনের ৯৯-ধারা মতে যে সকল হেডম্যান নিযুক্ত হয় তাঁহাদের কার্য সম্পাদনের জন্য যে বণ্ড হেডম্যান সম্পাদন করেন তাহাতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না;

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(বি) কোন ব্যক্তি যদি কোন বণ্ড সম্পাদন করিয়া এই মর্মে গ্যারান্টী প্রদান করেন যে দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল বা অপর কোন জনসাধারণের জন্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান বাবদ স্থানীয় ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত প্রাইভেট চাঁদা প্রতিমাসে নির্ধারিত পরিমাণের কম অর্থ হইবে না তবে সেইরূপ বণ্ডে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।	
আর্টি. ১৬—বটম্রী বণ্ড (এই বণ্ডের দ্বারা জাহাজ সিকিউরিটি রাখিয়া জাহাজের মাষ্টার টাকা ধার করেন জাহাজখানি রক্ষার জন্য বা সমুদ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিবার জন্য) :	
টাকার পরিমাণ বা মুল্য ১০ টাকার অধিক না হইলে	০.৩০ পয়সা।
১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	০.৬০ পয়সা।
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	১.২০ পয়সা।
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	২.৪০ পয়সা।
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৩.৪০ পয়সা।
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	৪.৫০ পয়সা।
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	৫.৬০ পয়সা।
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	৬.৭৫ পয়সা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	৭.৯০ পয়সা।
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	৯.০০ টাকা।
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	১০.১০ পয়সা।
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	১১.২৫ পয়সা।
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৫.৬০ পয়সা।
আর্টি. ১৭—রহিতকরণ (ক্যান্‌সেলেশান) ঃ	১০.০০ টাকা।
আর্টি. ১৮—বিক্রয়ের প্রমাণপত্র বা সার্টিফিকেট অব্ সেল ঃ (বিক্রয়ের সার্টিফিকেট সেই সকল সম্পত্তির জন্য প্রদান করা হয় যে সকল সম্পত্তি সরকারী নিলামে কোন দেওয়ানী বা রাজস্ব বিচারালয় দ্বারা, কালেক্টার দ্বারা বা অপর রাজস্ব আধিকারিক দ্বারা বিক্রীত হয়)।	
(এ) যেখানে ক্রয় মূল্য ১০ টাকার অনধিক হয়	০.৪০ + সারচার্জ ০.১০ = ০.৫০ পয়সা।
(বি) যেখানে ক্রয় মূল্য ১০ টাকার অধিক কিন্তু ২৫ টাকার অনধিক হয়	০.৭৫ + সারচার্জ ০.১৫ = ০.৯০ পয়সা।
(সি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	আর্টিকেল-২৩ অনুসারে কন্‌ভেয়ান্সে যে হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়, সেই হারে ক্রয় মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
আর্টি. ১৯—সার্টিফিকেট বা অপর কোন ডকুমেণ্ট ঃ (ইহা সমবায় কোম্পানীর ষ্টক, শেয়ার বা প্রমাণপত্রের অধিকারত্বের সার্টিফিকেট বা ডকুমেণ্ট হইয়া থাকে)।	০.২০ পয়সা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ২০—চার্টার পার্টি ঃ (ইহা সেই প্রকার নিদর্শনপত্র যাহা জাহাজ ভাড়া বা মালের ভাড়া সম্বন্ধে একপ্রকার চুক্তিপত্র ; কিন্তু টাকা ষ্টিমার ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিপত্র নহে)।	৩·০০ টাকা
আর্টি. ২২—কম্‌পোজিসান ডিড বন্দোবস্ত-পত্র ঃ (এইরূপ নিদর্শনপত্র খাতকের দ্বারা মহাজনের অনুকূলে সম্পাদিত হয় : এইরূপ দলিলের দ্বারা খাতক মহাজনের সুবিধার্থে মহাজনকে তাহার হস্তান্তর করিতে পারে ; বা এইরূপ দলিল দ্বারা মহাজন যে ঋণ প্রদান করিয়াছে সেই ঋণের উপর লভ্যাংশ মহাজন যাহাতে পাইতে পারে তাহা সুনিশ্চিত করা ; অথবা এইরূপ দলিল দ্বারা মহাজনের সুবিধার্থে লাইসেন্সপত্রের মাধ্যমে বা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে খাতকের ব্যবসায় যাহাতে চালু থাকে তাহার ব্যবস্থা করা।	৩০·০০ টাকা।
আর্টি. ২৩—কন্‌ভেয়ান্‌স্‌ ঃ (বিক্রয় কোবালা ইত্যাদি প্রকার দলিলে এই আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়)।	
যে ক্ষেত্রে পণের টাকা ৫০ টাকার অধিক নহে	১·২০+সারচার্জ ০·২৫ =১·৪৫ পয়সা।
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক	২·২৫+সারচার্জ ০·৪৫ =২·৭০ পয়সা।
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক	৪·৫০+সারচার্জ ০·৯০ =৫·৪০ পয়সা।
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক	৬·৭৫+সারচার্জ ১·৩৫ =৮·১০ পয়সা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক	৯·০০+সারচার্জ ১·৮০ =১০·৮০ পয়সা।
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক	১১·২৫+সারচার্জ ২·২৫ =১৩·৫০ পয়সা।
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক	১৩·৫০+সারচার্জ ২·৭০ =১৬·২০
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক	১৫·৭৫+সারচার্জ ৩·১৫ =১৮·৯০ পয়সা।
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক	১৮·০০+সারচার্জ ৩·৬০ =২১·৬০ পয়সা।
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক	২০·২৫+সারচার্জ ৪·০৫ =২৪·৩০ পয়সা।
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক	২২·৫০+সারচার্জ ৪·৫০ =২৭·০০ টাকা।
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১১·২৫ + সারচার্জ ২·২৫ =১৩৫০ পয়সা।

দ্রষ্টব্য : সুবিধার জন্য সারচার্জ ভিন্নভাবে দেখান হইল ; ষ্ট্যাম্প কুসুম কিন্তু সারচার্জসহই দিতে হইবে অর্থাৎ ৫০ টাকায় ১·৪৫, ১০০ টাকায় ২·৭০, ২০০ টাকায় ৫·৪০, ইত্যাদি ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

রেহাই

১৯৫৭ সালের গ্রন্থস্বত্ব আইনের ১৮-ধারামতে গ্রন্থস্বত্ব অর্পণকরণপত্রে কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

আর্টি. ২৪—কপি বা এক্সট্রাক্ট্ : (প্রতিলিপি, ট্রু-কপি ইত্যাদি)।

(i) মূল দলিলে ষ্ট্যাম্প না থাকিলে বা ষ্ট্যাম্প এক টাকার অনধিক হইলে	১·৫০ পয়সা।
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে	৩·০০ টাকা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
রেহাই	
(এ) সরকারী কার্যালয়ে রেকর্ড স্বরূপে সংরক্ষণের জন্য বা সরকারী কোন কার্যোপলক্ষে প্রয়োজনীয় কোন নকলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।	
(বি) জন্ম, খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা, নামকরণ, অর্পণ, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, মৃত্যু, সমাধিস্থকরণ সম্পর্কে কোন রেজিস্টার হইতে নকল বা এক্সট্রাক্ট্ লইতে হইলে তাহার জন্য উক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।	..
আর্টি. ২৫—অনুলিপি বা দোকরলিপি ঃ (কাউন্টার পার্ট, ডুপ্লিকেট সেই সকল দলিল সংক্রান্ত যে সকল দলিলে পূর্বে উচিত ষ্ট্যাম্প মাশুল দেওয়া হইয়াছে)।	
(এ) যদি মূল দলিলের মাশুল দুই টাকার অধিক না হয়	মূল দলিলে যত মাশুল প্রদত্ত হইয়াছে ঠিক তত মাশুল দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	৩ ০০ টাকা।
রেহাই	
কৃষকের অনুকূলে সম্পাদিত লীজে যদি ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান হইতে রেহাই প্রাপ্ত হয় তবে উক্ত লীজের কাউন্টার পার্টে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।	..
আর্টি. ২৬—কাস্টমস্ বণ্ড ঃ	
(এ) যদি টাকার পরিমাণ ১০০০ টাকার অধিক না হয়	১৬নং আর্টিকেলে বটমরী বণ্ডে যে হারে ষ্ট্যাম্প দিবার নির্দেশ আছে বর্তমান ক্ষেত্রেও সেই হারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	১৫·০০ টাকা।

আর্টি. ২৭—ডিবেন্‌চার ঃ

(ইহা বন্ধকী ডিবেন্‌চার হইতে পারে, না-ও হইতে পারে। ইহা বাজারে হস্তান্তরযোগ্য সিকিউরিটি)।

(এ) যদি হস্তান্তর পৃষ্ঠলিপিক্রমে বা ভিন্ন নিদর্শনপত্রমূলে হয়

যদি টাকা বা মূল্যের ১০ টাকার অনধিক হয়	০·২০ পয়সা।
১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হয়	০·৪০ „
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হয়	০·৭৫ „
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হয়	১·৫০ „
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হয়	২·২৫ „
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হয়	৩·০০ টাকা।
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হয়	৩·৭৫ পয়সা।
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হয়	৪·৫০ „
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হয়	৫·২৫ „
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হয়	৬·০০ টাকা।
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হয়	৬·৭৫ পয়সা।
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হয়	৭·৫০ „
এবং ১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৩·৭৫ „

(বি) যদি হস্তান্তর ডেলিভারী মারফতে হয়—

পণের টাকা বা মূল্য ৫০ টাকার অনধিক হইলে	০·৭৫ „
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	১·৫০ „
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	৩·০০ টাকা।
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৪·৫০ পয়সা।
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	৬·০০ টাকা।
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	৭·৫০ পয়সা।
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	৯·০০ টাকা।
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	১০·৫০ পয়সা।
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	১২·০০ টাকা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	১৩.৫০ পয়সা।
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	১৫.০০ টাকা।
এবং ১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৭.৫০ পয়সা।

রেহাই

ডিবেন্চার দখলকারীদিগের সুবিধার্থে কোন নিগমবদ্ধ কোম্পানী বা নিগমবদ্ধ নিকায় যে নিবন্ধীকৃত মর্টগেজ দ্বারা তাহাদের সম্পত্তি ট্রাস্টীর অধীনে সমর্পণ করেন সেই মর্টগেজের শর্তানুসারে যে ডিবেন্চার ইস্যু করা হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না; অবশ্য শর্ত এই যে, ডিবেন্চার ইস্যু করা হইলে তাহা যেন উক্ত মর্টগেজের শর্তানুসারে ইস্যু করা হয়।

আর্টি. ২৮ : মাল সম্পর্কিত ডেলিভারী অর্ডার	০.১০ পয়সা।
আর্টি. ২৯ : বিবাহ বিচ্ছেদনামা বা তালাকনামা বা ডিভোর্স	১০.০০ টাকা।
আর্টি. ৩০ : কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্ণী হইবার জন্য	২৫০.০০ টাকা।

রেহাই

অন্য হাইকোর্টের এটর্ণী হইয়া থাকিলে কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী হইবার সময় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

আর্টি. ৩১—বিনিময়পত্র :	কনভেয়ান্সের ন্যায় আর্টিকেল-২৩ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
দ্রষ্টব্য ঃ (১) বিনিময়পত্রে দুইটি সম্পত্তি বিনিময় হইয়া থাকে ; সমান-সমান মূল্যের সম্পত্তি বিনিময় হইতে পারে ; অসমান মূল্যের সম্পত্তিও বিনিময় হইতে পারে ; কিন্তু যে সম্পত্তির মূল্য উচ্চতম তাহার উপরেই ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; যেমন, ২০০ টাকা মূল্যের 'ক' সম্পত্তির সহিত যদি ২০০ টাকা মূল্যের 'খ' সম্পত্তির বিনিময় হয় মাত্র ২০০ টাকার উপর আর্টি. ২৩ অনুসারে তবে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; আর, যদি ২০০ টাকা মূল্যের 'ক' সম্পত্তির সহিত ৫০০ টাকা মূল্যের 'খ' সম্পত্তির বিনিময় হয় তবে ৫০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।	
(২) বিনিময়ে সারচার্জ লইবার বিধান আছে ; সুতরাং ২৩-আর্টিকেলে সারচার্জসহ যে ষ্ট্যাম্প মাশুল দেখান হইয়াছে সেই মাশুলই ধার্য জানিতে হইবে।	
আর্টি. ৩২ : ফারদার চার্জ বা বন্ধকী সম্পত্তির পুনর্বার দায় সংযুক্তিকরণ পত্র—	
(এ) যে স্থলে মূল বন্ধকী দলিল ৪০ (এ)-আর্টিকেল অনুসারে সম্পাদিত হয় (সদখল বন্ধকনামা)	দলিলে যত টাকা নূতন ঋণ বলিয়া উল্লিখিত আছে সেই টাকার উপর ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে কনভেয়ান্সের ষ্ট্যাম্প সারচার্জ সহ দিতে হইবে।
(বি) যে স্থলে মূল বন্ধকী দলিল ৪০ (বি)-আর্টিকেল অনুসারে সম্পাদিত (ইহা দখলবিহীন বন্ধকনামা)	
(i) যদি ফারদার চার্জ সম্পাদনকালে সম্পত্তিতে দখল দিবার কথা বা চুক্তি থাকে	কনভেয়ান্সের ন্যায় আর্টিকেল ২৩ অনুসারে মূল মর্টগেজ ইত্যাদির ঋণ ও

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
	বর্তমান ফারদার চার্জের ঋণের সমষ্টির উপর সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; তবে মুল মর্টগেজে যত টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দেওয়া হইয়াছে তাহা বর্তমানের মোট মাশুল হইতে বাদ দিয়া ফারদার চার্জে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(ii) যদি দখল না দেওয়া যায়	দলিলে যত টাকা নূতন ঋণ রূপে লিখিত আছে তাহাতে বণ্ডের ন্যায় ১৫নং আর্টিকেল অনুসারে সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ফারদার চার্জে সারচার্জ লইবার বিধান আছে ;
২৩নং আর্টিকেল সারচার্জ সহ দেখান আছে ;
১৫নং আর্টিকেল পরে বিশেষভাবে সারচার্জ সহ সুবিধার জন্য দেখান আছে ; মোট প্রদেয় মাশুলের ১/৫ অংশ সারচার্জ ধরিয়া সেই টাকার ষ্ট্যাম্প যোগ করিয়া দিতে হইবে।

আর্টি. ৩৩— দানপত্র ঃ (গিফ্‌ট, হেবা-বিল-এওয়াজ)	সম্পত্তির মূল্যের উপর কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। দানপত্রে সারচার্জ লইবার বিধান আছে।
আর্টি. ৩৪—ক্ষতিনিষ্কৃতি পত্র (ইনডেম্‌নিটি বণ্ড)	মূল্য অনুসারে সিকিউরিটি বণ্ডের ন্যায় ৫৭নং আর্টিকেল মতে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৩৫—লীজ :	
খাজনা নিরূপিত থাকিলে এবং কোন প্রকার প্রিমিয়াম বা সেলামী দেওয়া না হইলে—	
(i) লীজের মেয়াদ এক বৎসরের কম হইলে	বটম্‌রী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে মোট প্রদেয় খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(ii) মেয়াদ এক বৎসরের কম নহে কিন্তু পাঁচ বৎসরের অধিক নহে	বটম্‌রী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(iii) মেয়াদ পাঁচ বৎসরের অধিক কিন্তু দশ বৎসরের অনধিক হইলে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(iv) মেয়াদ দশ বৎসরের অধিক কিন্তু কুড়ি বৎসরের অনধিক হইলে	কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩ আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার দুই গুণের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(v) মেয়াদ কুড়ি বৎসরের অধিক কিন্তু ত্রিশ বৎসরের অনধিক হইলে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার তিন গুণের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(vi) মেয়াদ ত্রিশ বৎসরের অধিক কিন্তু একশত বৎসরের অনধিক হইলে	কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে গড় বার্ষিক খাজনার চার গুণের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(vii) মেয়াদ একশত বৎসরের অধিক কালের জন্য বা চিরকালের জন্য হইলে	যদি লীজ শুধুমাত্র কৃষি-কার্যের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় তবে প্রথম বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর কাল পর্যন্ত মোট যে খাজনা প্রদান করিতে হইবে তাহার ১/১০ অংশের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে। আর যদি লীজ কৃষিকার্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় তবে প্রথম বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসরকাল পর্যন্ত মোট যে খাজনা প্রদান করিতে হইবে তাহার ১/৬ অংশের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে দিতে হইবে।
(viii) যে লীজের মেয়াদ নির্ধারিত নহে অর্থাৎ বে-মেয়াদী লীজে	প্রথম দশ বৎসরে গড়ে যত বার্ষিক খাজনা, তাহার তিন গুণের উপর কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) জরিমানা (ফাইন), অথবা প্রিমিয়াম লইয়া যে লীজ প্রদান করা হয় অথবা টাকা অগ্রিম লওয়ার জন্য যে লীজ প্রদান করা হয় এবং যে লীজে কোন খাজনা নির্ধারিত থাকে না	কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে জরিমানা, বা প্রিমিয়াম বা অগ্রিম প্রদত্ত টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(সি) যে লীজে খাজনা নির্ধারিত থাকে এবং তদতিরিক্ত জরিমানা বা প্রিমিয়াম লইবার ব্যবস্থা থাকে বা অগ্রিম টাকা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিলে সেই লীজে	জরিমানা বা প্রিমিয়াম বা অগ্রিম প্রদত্ত টাকা না দেওয়া হইলে লীজে যেরূপ খাজনার উপর মাশুল দিতে হয় সেই মাশুল এবং তাহার জরিমানা বা প্রিমিয়াম বা অগ্রিম প্রদত্ত টাকার নিমিত্ত কনভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। অবশ্য নিয়ম এই যে, লীজের জন্য একরারনামায় যদি লীজের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা থাকে তবে পরবর্তীকালে উক্ত লীজ সম্পাদনের সময় টা. ১.৫০ পয়সার অধিক ষ্ট্যাম্পমাশুল দিতেহইবেনা।

রেহাই

কৃষকের দ্বারা কৃষিকার্যের জন্য (খাদ্য ও পানীয় উৎপাদনার্থে যে সকল গাছ লীজ দেওয়া হয় সেই লীজও) যে লীজ সম্পাদিত হয় সেই লীজে যদি জরিমানা বা প্রিমিয়াম দিবার ব্যবস্থা না থাকে তবে এক বৎসরের অনধিক কালের জন্য উক্ত লীজে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না; অথবা, কৃষকের দ্বারা কৃষিকার্যের জন্য সম্পাদিত লীজের বার্ষিক খাজনা যদি একশত টাকার অধিক না হয় তবে সেইরূপ লীজেও ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

দ্রষ্টব্য : (১) উপরে লিখিত হইয়াছে যে লীজের ষ্ট্যাম্প মাশুল অনেক ক্ষেত্রে বার্ষিক গড় খাজনার উপর লইতে হইবে ; যদি বার্ষিক খাজনা প্রতি বৎসর একই হয়, তবে এক বৎসরের খাজনা যাহা হইবে বার্ষিক গড় খাজনাও তাহাই হইবে ; কিন্তু যদি প্রথম বৎসরের খাজনা ১০০'০০ টাকা, দ্বিতীয় বৎসরের খাজনা ১৫০'০০ টাকা এবং তৃতীয় বৎসরের খাজনা ২০০'০০ টাকা হয় অর্থাৎ যদি বার্ষিক খাজনা বৎসরে-বৎসরে বিভিন্ন হয় তবে নির্দেশ অনুসারে বাৎসরিক খাজনাগুলির যোগফলকে নির্দিষ্ট বৎসর সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া গড় বার্ষিক খাজনা বাহির করিতে হইবে ; বর্তমান ক্ষেত্রে মোট খাজনা, ১০০+১৫০+২০০ =৪৫০ টাকা তিন বৎসরে ; বার্ষিক গড়=৪৫০÷৩=১৫০'০০ টাকা।

(২) লীজে সারচার্জ লইবার নির্দেশ আছে ; লীজে যে সকল স্থানে কনভেয়ান্সের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় সে সকল স্থানে ২৩নং আর্টিকেল মতে সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; আর, যে সকল স্থানে বটমূরী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে লইতে হইবে সে ক্ষেত্রে যত টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে তাহার ১/৫ অংশ সারচার্জ ধরিয়া অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। যেমন ধরুন, পাঁচ বৎসরের জন্য বার্ষিক ১০০'০০ টাকা খাজনা সম্পর্কিত একখানি লীজ দলিল ; বর্তমান ক্ষেত্রে ১৫নং আর্টিকেল মতে বটমূরী বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প প্রদান করিবার নির্দেশ আছে ; বার্ষিক গড় খাজনা ১০০'০০ টাকা ; সুতরাং ১০০টাকার উপর ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে ১'২০ পয়সা ষ্ট্যাম্প সাব্যস্ত হয় ; কিন্তু ইহার উপর সারচার্জ দিতে হইবে ; সারচার্জ প্রদেয় ষ্ট্যাম্প মাশুলের ১/৫ অংশ অর্থাৎ ১'২০×১/৫=০'২৪ পয়সা ; কিন্তু যেহেতু ২৪ পয়সা ৫ এর গুণিতক নহে সুতরাং উহাকে ২৫ পয়সা ধরিতে হইবে ; কেননা ২৪ হইতে সর্বাপেক্ষা নিকট বৃহত্তম সংখ্যা ২৫ যাহা পাঁচের গুণিতক ; যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে ১০০ টাকার লীজে মোট ষ্ট্যাম্প লাগিতেছে ১'২০+সারচার্জ ০'২৫=১'৪৫ পয়সা। আর একটি উদাহরণ লওয়া যাউক ; ধরুন, বার্ষিক গড় খাজনা ৪০০'০০ টাকা ; তিন বৎসরের জন্য লীজ ; ১৬ নং আর্টিকেলে ৪০০ টাকার জন্য ৪'৫০ পয়সা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিবার ব্যবস্থা আছে ; সুতরাং সারচার্জ হইবে ৪'৫০×১/৫=০'৯০ পয়সা। যেহেতু, ৯০ পয়সা ৫-এর গুণিতক সুতরাং ৯০ কে আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই ; সুতরাং ৪০০ টাকার জন্য মোট ষ্ট্যাম্প লাগিতেছে ৪'৫০+০'৯০=৫'৪০ পয়সা। সুবিধার জন্য সারচার্জ সহ ১৬নং আর্টিকেলের ষ্ট্যাম্প মাশুল সিডিউল শেষে প্রদান করা হইয়াছে।

(৩) লীজ কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হইবে। অস্থাবর সম্পত্তির ভাড়া দেওয়া হইলে তাহাতে একরারনামার স্থায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; ধরুন, একখানি খাট ও একটি আলমারী দুই বৎসরের জন্য বার্ষিক ২৪'০০ টাকায় ভাড়া দেওয়া হইল—ইহা একরারনামা, লীজ নহে। অনুরূপে, সোনা পালিশের যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট কালের জন্য ভাড়া দেওয়া হইলে ১'৫০ পয়সার ষ্ট্যাম্পে লেখা-পড়া করিতে হইবে; ইহাও একরারনামা।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৩৬ঃ লেটার অব্ অ্যালটমেণ্ট অব্ শেয়ার	০'২০ পয়সা।
আর্টি. ৩৭ঃ লেটার অব্ ক্রেডিট	০'১৫ „
আর্টি. ৩৮ঃ লেটার অব্ লাইসেন্স	২৫'৫০ „
আর্টি. ৩৯ঃ কোম্পানী সমবায়ের নিয়মাবলী (বা মেমোরাণ্ডাম অব্ অ্যাসোসিয়েশান অব্ এ কোম্পানী)	
(এ) ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৬-ধারা মতে নিয়মাবলী সংযুক্ত থাকিলে	৪৫'০০ টাকা।
(বি) উক্ত নিয়মাবলী সংযুক্ত না থাকিলে—	
(i) যদি নমিনাল শেয়ার ক্যাপিটাল একলক্ষ টাকার অনধিক হয়	১০০'০০ টাকা।
(ii) যদি নমিনাল শেয়ার ক্যাপিটাল একলক্ষ টাকার অধিক হয়	১৬০'০০ টাকা।

রেহাই

যে সকল অ্যাসোসিয়েশান কোন আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ২৬-ধারা মতে গঠিত ও নিবন্ধীকৃত নহে সেই সকল অ্যাসোসিয়েশানের মেমোরাণ্ডামের জন্য ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৪০—বন্ধকনামা বা মর্টগেজ ঃ	
(এ) যদি বন্ধকদাতা বন্ধকীপত্রে উল্লিখিত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের দখল প্রদান করেন বা দখল দিবার চুক্তি রাখেন তবে	কনভেয়ান্সের যেমন ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় এখানেও সেইরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) যে ক্ষেত্রে সম্পত্তিতে দখল দেওয়া হয় না বা দখল দিবার চুক্তি থাকে না সে ক্ষেত্রে	১৫নং আর্টিকেল অনুসারে বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ যদি বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতাকে এমন কোন মোক্তারনামা প্রদান করেন যাহার বলে বন্ধক গ্রহীতা খাজনা আদায় করিতে পারেন বা যদি বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ লীজ প্রদান করেন তবে তাহা সদখল বন্ধকনামা জ্ঞান করিয়া ৪০(এ)-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য করিতে হইবে।

(সি) সমস্তরের বা আনুষংগিক বা অতিরিক্ত অথবা পরিবর্তিত সিক্যুরিটি হইলে অথবা যে স্থলে উপরিউক্ত অভিপ্রায়ে অধিকতর নিশ্চিত করিবার জন্য মুখ্য বা প্রথম সিক্যুরিটি (জামিননামা) নিয়মিতরূপে ষ্ট্যাম্প যুক্ত হয় সেই স্থলে।

১০০০ টাকার অনধিক টাকা কায়দা করা হইলে	১·৫০ + সারচার্জ ০·৩০ =১·৮০ পয়সা।
এবং ১০০০ টাকার অধিক প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১·৫০ + সারচার্জ ০·৩০ =১·৮০ পয়সা।

রেহাই

(১) ১৮৮৩ সালের ভূমি সংস্কার আইনের (ল্যাণ্ড ইম্প্রুভমেণ্ট অ্যাক্ট, ১৮৮৩) অধীনে বা ১৮৮৪ সালের কৃষি ঋণ আইনের (এগ্রিকালচারিস্টস্ লোন অ্যাক্ট) অধীনে যে নিদর্শনপত্র সম্পাদিত হয়, ঋণ গ্রহণকারীর দ্বারা বা তাহাদের জামিনদারদিগের দ্বারা সেই সকল নিদর্শনপত্রে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(২) বিল অব্ এক্সচেঞ্জের সহিত যে লেটার অব্ হাইপথিকেশান যুক্ত থাকে তাহাতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।	
দ্রষ্টব্য ঃ মর্টগেজে সারচার্জ দিতে হইবে ; অতএব সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করিতে হইবে।	
আর্টি. ৪১—ফসলী বন্ধকনামা (বা মর্টগেজ অব্ ক্রপ) ঃ ফসল বন্ধক দিবার কালে ফসল মাঠে থাকিতেও পারে বা না থাকিতেও পারে ;	
(এ) তিন মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধের চুক্তি থাকিলে অনধিক ২০০ টাকার জন্য	০·২০ পয়সা।
তদধিক প্রত্যেক ২০০টাকা বা তাহার অংশের জন্য	০·২০ পয়সা।
(বি) নিদর্শনপত্রের তারিখ হইতে যদি ঋণ তিন মাসের অধিক কিন্তু আঠার মাসের অনধিক-কালের মধ্যে পরিশোধনীয় হয় তবে—	
অনধিক ১০০ টাকার জন্য	০·৪০ „
এবং ১০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	০·৪০ „
আর্টি. ৪২—নোটারিয়াল অ্যাক্ট ঃ	৩·০০ টাকা।
আর্টি. ৪৩—নোট বা মেমোরাণ্ডাম ঃ (ইহা দ্বারা দালাল বা এজেণ্ট প্রধানের পক্ষে ক্রয় বা বিক্রয় সম্পর্কে প্রধানকে খবর দিয়া থাকেন)	
(এ) যদি মালের মূল্য ২০ টাকার অধিক হয়	০·৪০ পয়সা।
(বি) সরকারী সিক্যুরিটি ব্যতীত অন্যান্য প্রকার ২০ টাকার অধিক মূল্যের স্টক বা বাজারযোগ্য সিক্যুরিটি হইলে	স্টক বা সিক্যুরিটি মূল্যের প্রতি ৫০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ০·২০ পয়সা।
(সি) সরকারী সিক্যুরিটি হইলে	সিক্যুরিটি মূল্যের প্রতি ১০,০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য ০·২০ পয়সা।

নিদর্শনপত্রের নাম		উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
		কিন্তু মোট মাশুল কোন ক্রমেই ৩০·০০ টাকার অধিক হইবে না।
আর্টি. ৪৪	জাহাজের মাষ্টারের প্রোটেস্ট নোট	১·৫০ পয়সা।
ঐ. ৪৫	বণ্টননামা বা পার্টিশান	সম্পত্তির পৃথকীকৃত অংশ বা অংশসমূহের মূল্যের উপর বণ্ডের ন্যায় ১৫নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) যতগুলি ভাগে সম্পত্তি বণ্টিত হইল ততগুলি ভাগের প্রত্যেকটির মূল্য একই হইলে, একটি ভাগের মূল্য বাদ দিয়া অপরগুলির সমষ্টির উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; আর যদি ভাগগুলির মূল্য অসমান হয়, তবে যে ভাগের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক সেই মূল্য বাদ দিয়া অপরগুলির সমষ্টির উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; ধরুন, অরুণ, বরুণ ও কিরণের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টিত হইল; অরুণ ৫০০ টাকার, বরুণ ৫০০ টাকার এবং কিরণ ৫০০ টাকার সম্পত্তি পাইল; এখানে প্রত্যেকের অংশই সমান; একটি অংশ বাদ যাইবে; বাকি থাকে ৫০০+৫০০=১০০০ টাকা; এই ১০০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে; আর, রাম ৬০০ টাকার, শ্যাম ৪০০ টাকার এবং যদু ৫০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি পাইলে বৃহত্তম অংশ ৬০০ টাকা বাদ যাইবে; বাকি থাকিবে ৫০০+৪০০=৯০০ টাকা। এই ৯০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

(২) রেভিনিউ সেটেলমেণ্টের অধীনে যে সম্পত্তি অনধিক ত্রিশ বৎসরকাল আছে, মাশুল নির্ণয়ের জন্য সেই সম্পত্তির মূল্য বার্ষিক রাজস্বের পাঁচ গুণের অধিক ধরা যাইবে না।

(৩) কোন রেভিনিউ অথরিটি বা দেওয়ানী কোর্ট সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে যে চূড়ান্ত অর্ডার প্রদান করেন বা সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে আরবিট্রেটর যে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন সেই অর্ডার বা অ্যাওয়ার্ড যদি পার্টিশানের জন্য প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত থাকে তবে পরবর্তীকালে উক্ত অর্ডার বা অ্যাওয়ার্ডের বলে যে

পার্টিশান দলিল সম্পাদিত হয় সেই দলিলের ষ্ট্যাম্প মাশুল এক টাকার অধিক প্রদান করিতে হইবে না।

(৪) বণ্টননামা সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে যদি এমন চুক্তি থাকে যে সম্পত্তি বিভাগ করা হইবে, তবে উক্ত চুক্তি অনুসারে বণ্টন কার্যকরী করিবার কালে যে নিদর্শনপত্র রচিত হয় তাহার নির্ধারিত ষ্ট্যাম্প মাশুল হইতে পূর্বে সম্পাদিত বণ্টননামার চুক্তিপত্রে যে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা হইয়াছিল তাহা বাদ দিতে হইবে ; কিন্তু দ্বিতীয়বারের নিদর্শনপত্রে যেন কমপক্ষে এক টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা থাকে ; অর্থাৎ, এক টাকার কম ষ্ট্যাম্প কখনো প্রদান করা যাইবে না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৪৬—অংশনামা (বা পার্টনারসিপ) ঃ	
[এ এ] (এ) পার্টনারসিপের মূলধন ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	১০·০০ টাকা।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	৩০·০০ „
[বি বি] পার্টনারসিপ রহিতকরণ	১৫·০০ „

আর্টি· ৪৭—ইনসিওরেন্স পলিসি ঃ

[এ] সী ইনসিওরেন্স

(১) সমুদ্র যাত্রার জন্য

	একবারে ড্র করা হইলে	দুইবারে ড্র করা হইলে প্রতিবারের জন্য
(i) পলিসিমূলে যত টাকা ইন্‌সিওর করা হইয়াছে সেই টাকার শতকরা ১/৮ অংশাধিক যদি প্রিমিয়াম ইত্যাদি না হয়	০·১০	০·০৫
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতি ১৫০০ টাকা এবং ১৫০০ টাকার কোন অংশের জন্য	০·১০	০·০৫

(২) সময়ের উপর হাওয়ার জন্য

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল	
	একবারে ড্রু করা হইলে	দুই বারে ড্রু করা হইলে প্রতিবারের জন্য
(iii) প্রতি ১৫০০ টাকা এবং ১৫০০ টাকার কোন অংশের জন্য ছয় মাসাধিক বীমার মেয়াদ না হইলে	০·১৫	০·১০
ছয় মাসের অধিক কিন্তু বারমাসের অধিক বীমার মেয়াদ না হইলে	০·২৫	০·১৫
[বি] অগ্নি-বীমা এবং অন্যান্য শ্রেণীর বীমা যাহার সম্পর্কে এই আর্টিকেলে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় নাই, যেমন মালপত্র, পণ্যদ্রব্য, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, শস্য ইত্যাদি।		
(১) মূল বীমার ক্ষেত্রে		
(i) যদি ৫০০০ টাকার অনধিক টাকা ইনসিওর করা হয়	০·৫০ পয়সা।	
(ii) অন্যান্য ক্ষেত্রে	১·০০ টাকা।	
(২) মূল বীমা রিনিউ করিবার সময় যে প্রিমিয়াম দেওয়া হয় সেই প্রিমিয়াম প্রদানের জন্য প্রতি রসিদে	মূল বীমাতে যে মাশুল প্রদেয় তাহার অর্ধেক এবং ৫৩নং আর্টিকেলে লিখিত রসিদের জন্য যে মাশুল দিতে হয় তাহা।	
[সি] দুর্ঘটনা এবং অসুস্থতার জন্য বীমা		
(এ) রেলওয়ে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে (ইহা কেবল একক ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	০·১০ পয়সা।	
রেহাই		
মধ্যম শ্রেণীতে বা তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণকারীদের উক্ত মাশুল প্রদান করিতে হয় না।		
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে একক দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার জন্য বীমা টাকা ১০০০ টাকার অধিক না হইলে এবং ১০০০ টাকার অধিক হইলে প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	০·১৫ পয়সা।	

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল	
[সি সি] ১৯২৩ সালের ওয়ার্কমেন কমপেনসেশান আইন অনুসারে কর্মীদের দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতি-নিষ্কৃতি স্বরূপে যে বীমা করা হয়	০·১০ পয়সা।	
[ডি] জীবনবীমা বা গ্রূপ ইন্‌সিওরেন্স বা অন্যান্য প্রকার বীমা যাহা এই আর্টিকেলে বিশেষ ব্যবস্থা করা নাই	একক ড্র করা হইলে	দুইবারে ড্র করা হইলে প্রতিবারের জন্য
(i) অনধিক ২৫০ টাকা বীমা করা হইলে	০·১৫	০·১০
(ii) ২৫০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	০·২৫	০·১৫
(iii) ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে এবং ১০০০ টাকার অধিক প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	০·৪০	০·২০

দ্রষ্টব্য : গ্রূপ ইন্‌সিওরেন্স রিনিউ করা হইলে রিনিউ করার পর ইন্‌সিওর-কৃত টাকার পরিমাণ যদি বাড়িয়া যায় তবে বাড়তি টাকার জন্য মাশুল দিতে হইবে।

রেহাই

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পোষ্টাল লাইফ ইন্‌সিওরেন্স-এর নিয়মানুসারে ডিরেক্টর জেনারেল অফ্ পোষ্ট অফিস যে সকল জীবনবীমা পলিসি ইস্যু করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

[ই] রি-ইন্‌সিওরেন্স	০·১০ পয়সার কম নহে এবং ১·০০ টাকার অধিক নহে এই শর্তে মূল বীমাতে যে মাশুল দিতে হয় তাহার ¼ অংশ বর্তমান ক্ষেত্রে দিতে হইবে। অবশ্য আরো

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
	শর্ত এই যে, যে মাশুল নির্ধারিত হইবে তাহা যদি পাঁচ পয়সার গুণিতক না হয় তবে প্রয়োজনানুসারে মাশুল বাড়াইয়া পাঁচ পয়সার গুণিতক করিয়া লইতে হইবে।

সাধারণ ক্ষেত্রে রেহাই

কোন ইন্‌সিওরেন্স পলিসি ইস্যু করিবার জন্য ব্যবহৃত লেটার ইত্যাদিতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। অবশ্য, উক্ত লেটার ইত্যাদি দ্বারা পলিসি লওয়া ব্যতীত অন্য কোন কার্য সিদ্ধ হইবে না। ডেলিভারী লওয়া ব্যতীত অন্য কোন কার্য সিদ্ধ হইবে না।

আর্টি. ৪৮—মোক্তারনামা ঃ

(এ) একই বিষয় সম্বন্ধে এক বা একাধিক দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য মোক্তারনামা হইলে	১·৫০ পয়সা।
(বি) ১৮৮২ সালের প্রেসিডেন্সী স্মল-কজ কোর্ট আইনানুসারে কোন মকদ্দমা বা আনুষ্ঠানিক কার্যে প্রয়োজন হইলে	১·৫০ „
(সি) এই আর্টিকেলের (এ)-দফায় লিখিত স্থল ভিন্ন একই বিষয় সম্বন্ধে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ক্ষমতা প্রদান করা হইলে	৩·০০ টাকা।
(ডি) অনধিক পাঁচজন ব্যক্তিকে একাধিক বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে বা একত্রে কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইলে	১৫·০০ „
(ই) পাঁচজনের অধিক কিন্তু দশজনের অনধিক ব্যক্তিকে একাধিক ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে বা একত্রে কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইলে	৩০·০০ „

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(এফ্) মূল্য লইয়া দেওয়া হইলে এবং মোক্তারকে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইলে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩নং আর্টিকেল অনুসারে মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(জি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	প্রত্যেক মোক্তারের জন্য তিন টাকা করিয়া মাশুল দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) ১৯০৮ সালে ভারতীয় নিবন্ধীকরণ আইনে নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যই উপরে লিখিত 'নিবন্ধীকরণ' শব্দের মধ্যে নিহিত আছে ধরিতে হইবে।

(২) কোন ফার্মের একাধিক ব্যক্তিকে সেই ফার্মের একজন ব্যক্তিরূপে উপরিউক্ত আর্টিকেলে গণ্য করিতে হইবে।

(৩) ৪৮ (সি) দফায় 'একই বিষয়ের' উল্লেখ আছে ; এক বিষয় অর্থে একটি কাজ বুঝিতে হইবে ; অথবা, পরস্পর এমনভাবে একাধিক কাজ সম্পর্কযুক্ত যে উক্ত কাজগুলি আইনতঃ একটি কাজরূপে প্রতীয়মান হয় (বাসু, ৩৮৫)

আর্টি. ৪৯—প্রমসরি নোট ঃ

(এ) চাহিবামাত্র প্রদেয় হইলে—	
(i) মূল্য ২৫০ টাকার অনধিক হইলে	০·১০ পয়সা।
(ii) মূল্য ২৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	০·১৫ „
(iii) অন্যান্য ক্ষেত্রে	০·২৫ „
(বি) চাহিবামাত্র প্রদেয় না হইলে—	
(i) নোটের তারিখ হইতে বা দেখিবার পর হইতে তিন মাস অন্তে কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে প্রদেয় হইলে যদি নোটে লিখিত টাকার পরিমাণ ৫০০ টাকার অধিক না হয়	০·৫৫ „
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অধিক না হয়	১·১০ „

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
এবং ১০০০ টাকার অধিক প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১·১০ পয়সা।
(ii) নোটের তারিখ হইতে বা দেখিবার পর হইতে ছয় মাসান্তে কিন্তু নয় মাসের মধ্যে প্রদেয় হইলে যদি টাকার পরিমাণ ৫০০ টাকার অনধিক হয়	০·৯০ „
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	১·৮০ „
এবং ১০০০ টাকার অধিক প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	১·৮০ „
(iii) নোটের তারিখ হইতে অথবা দেখিবার পর হইতে নয় মাসান্তে কিন্তু এক বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে প্রদেয় হইলে—	
যদি টাকার পরিমাণ ৫০০ টাকার অনধিক হয়	১·২০ „
যদি ৫০০ টাকার অধিক এবং ১০০০ টাকার অনধিক হয়	২·৪০ „
এবং ১০০০ টাকার অধিক অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	২·৪০ „
(iv) নোটের তারিখ বা দেখিবার পর হইতে এক বৎসরের পরে প্রদেয় হইলে—	
যদি টাকার পরিমাণ ৫০০ টাকার অনধিক হয়	৩·০০ টাকা।
যদি টাকার পরিমাণ ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হয়	৬·০০ „
এবং ১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ১০০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৬·০০ „

উপরিউক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল ইউজান্‌স্ প্রমিসরি নোটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে যদি উক্ত ইউজান্‌স্ প্রমিসরি নোট রিজার্ভ ব্যাংক, ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল ফিনান্স্ করপোরেশন, স্টেট ফিনান্সিয়াল করপোরেশন, কমারসিয়াল ব্যাংক এবং কো-অপারেটিভ ব্যাংক হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ড্র করা হয় নিম্নলিখিত প্রয়োজনে লাগাইবার জন্য :—

(এ) প্রকৃত বাণিজ্যিক কারবারের জন্য। (বি) সময়োপযোগী কৃষিকার্যের জন্য বা শস্যাদি মার্কেট করিবার জন্য। (সি) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে উৎপাদন ও মার্কেট সংক্রান্ত কার্য করিবার জন্য ; এই সকল বিষয় সংক্রান্ত নিদর্শনপত্রে ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগ হইতে ১৯৫৭ সালের ১৫ই মে তারিখের ১৫নং চিঠিতে যেরূপ কম হারে ষ্ট্যাম্প প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা আছে এখনো সেরূপ ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ (এ) কৃষিকার্য অর্থে পশুপালন এবং কৃষিকার্যের আনুষংগিক কার্যাদিও বুঝিতে হইবে। (বি) শস্য অর্থে কৃষিকার্যের ফল বুঝিতে হইবে। (সি) শস্য মার্কেটের অর্থে মার্কেটে আনয়ন করিতে যে সকল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় তাহাও ধরিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫০—বিল বা নোটের প্রোটেস্ট ঃ	৩.০০ টাকা।
আর্টি. ৫১—জাহাজের অধ্যক্ষের প্রোটেস্ট ঃ	৩.০০ „
আর্টি. ৫২—প্রক্সি বা প্রতিনিধিপত্র ঃ ইহার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ভোটদান করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয় ; ক্ষেত্রগুলি হইতেছে :—জেলা বা লোকাল বোর্ডের সভ্য নির্বাচনের জন্য ভোট অথবা মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদিগের নির্বাচনের জন্য ভোট অথবা ইন্‌করপোরেটেড কোম্পানী বা বডি করপোরেটের সভ্যদিগের কোন মিটিং-এর জন্য ভোট, কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মিটিং-এর জন্য ভোট, অথবা যে কোন প্রকার প্রতিষ্ঠানের প্রোপ্রাইটর, সভ্য বা দাতাগণের মিটিং-এর জন্য ভোট প্রদান এইরূপ প্রতিনিধিপত্র মারফত ভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা করা যাইতে পারে।	০.১৫ পয়সা।
আর্টি. ৫৩—রসীদপত্র ঃ (২০ টাকার অধিক অর্থ বা ২০ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তির জন্য)	০.১০ পয়সা।

রেহাই

কয়েকটি ক্ষেত্রে রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না; বিস্তৃত বিবরণের জন্য ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলস্থ আর্টিকেল-৫৩-এর 'রেহাই' অংশ পাঠ করুন; নিম্নে সেইগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে মাত্র:

(এ) যে নিদর্শনপত্র যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত অথবা ষ্ট্যাম্প আইনের ৩-ধারা অনুসারে সরকারের পক্ষে সম্পাদিত যে নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না বা চাহিবামাত্র প্রদেয় চেক বা হুণ্ডি ইত্যাদিতে যে রসীদ লিখিত থাকে তাহাতে কোন মাশুল ভিন্নভাবে দিতে হয় না।

(বি) পণ হিসাবে নহে এমন যে টাকা প্রদান করা হয় সেই টাকার জন্য লিখিত রসীদপত্রে মাশুল দিতে হয় না।

(সি) সরকারী রেভিনিউ-এ অ্যাসেসকৃত জমির খাজনা চাষীর দ্বারা প্রদান কালে যে রসীদ দেওয়া হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বরের পূর্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং অন্ধ্র রাজ্যে ইনাম জমি নামে পরিচিত জমির খাজনার রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

(ডি) নন্-কমিশন্‌ড্ বা পেটী অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকগণ বা অশ্বারোহী পুলিশ কনস্‌টেবলবর্গ পদাধিকারী থাকাকালে যে বেতন ও ভাতা গ্রহণ করিয়া রসীদ প্রদান করেন তাহাতে কোন মাশুল দিতে হয় না।

(ই) নন্-কমিশন্‌ড্ বা পেটী অফিসার, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকগণ কর্মরত থাকাকালীন ফ্যামিলি সার্টিফিকেটের গ্রাহকরূপে যে রসীদ প্রদান করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

(এফ্) অবিশেষিত (নন্-কমিশন্‌ড্) বা পেটী আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকগণ অপর কোন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত না থাকিয়া যে পেনসন বা ভাতা গ্রহণ করেন তাহার রসীদে কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

(জি) লামরদার বা হেডম্যান ভূমি-রাজস্ব বা কর আদায় করিয়া যে রসীদ প্রদান করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

(এইচ্) ব্যাংকারের নিকট গচ্ছিত টাকা বা টাকার জন্য সিক্যুরিটির হিসাব প্রদানের জন্য যে রসীদ দেওয়া হয় তাহাতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। অবশ্য শর্ত এই যে, উক্ত টাকা বা সিক্যুরিটি কেবলমাত্র, যে ব্যক্তির নিকট হিসাব দিবার কথা সেই ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ উহা পাইবে না। তবে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান মকুফ করা হয় নাই; যেমন, শেয়ারের

লেটার অব্ অ্যালটমেণ্টের জন্য প্রদত্ত টাকার রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। ইনকরপোরেটেড কোম্পানী, বডি করপোরেট এবং অনুরূপ ভাবী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা স্ক্রীপের জন্য প্রদত্ত রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। এবং যে ডিবেন্চার মার্কেটযোগ্য সিক্যুরিটি হইবে তাহার জন্য প্রদত্ত রসীদে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫৪—পুনঃ সমর্পণপত্র বা রিকনভেয়ান্সঃ (বন্ধকী সম্পত্তি ফেরত দিবার সময় এই প্রকার দলিল দ্বারা ফেরত দিতে হয়)।	
(এ) যে মূল্যের বিনিময়ে সম্পত্তি মর্টগেজ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	কন্‌ভেয়ান্সের ন্যায় ২৩-আর্টিকেল অনুসারে মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	২২·৫০+সারচার্জ ৪·৫০ =২৭·০০ টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ পুনঃ সমর্পণপত্রে সারচার্জ দিতে হয়।

আর্টি. ৫৫—না-দাবি বা রিলিজ ঃ (এইরূপ দলিলের মারফত কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর বা কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে যে তাঁহার কোন দাবি দাওয়া নাই তাহা স্বীকার করেন)	
(এ) যদি দাবীর মূল্য ১০০০ টাকার অনধিক হয়	বণ্ডের ন্যায় ১৫নং আর্টি-কেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	১৫·০০ টাকা।
আর্টি. ৫৬—রেসপন্‌ডেন্‌সিয়া বণ্ড ঃ (জাহাজের মালের উপর যে ঋণ লওয়া হয় তাহা এই আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়)	বটম্‌রী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে ঋণের টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫৭—জামিননামা বা সিক্যুরিটি বণ্ড বা মর্টগেজ ঃ এইরূপ দলিল নিম্নলিখিত কারণে সম্পাদন করা হয় :—যথা, কোন দায়িত্ব বা লায়াবিলিটি সুসম্পন্ন করিবার জন্য সিক্যুরিটিস্বরূপে এইরূপ দলিল সম্পাদন করা যাইতে পারে ; কোন অফিসের কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য এইরূপ দলিল সম্পাদন করা যাইতে পারে ; বা কোন অফিসে কাজ করিবার কালে টাকা-কড়ি বা অন্যান্য সম্পত্তি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার জবাবদিহি করিবার জন্য এইরূপ দলিল সম্পাদন করা যাইতে পারে ; অথবা কোন চুক্তি অনুসারে যাহাতে কোন কাজ যথাযথ-ভাবে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য জামিনদার এইরূপ দলিল সম্পাদন করিতে পারেন।	
(এ) যে ক্ষেত্রে ১০০০ টাকার অনধিক টাকা সিকিওর করা হয় সেখানে	বণ্ডের ন্যায় ১৫নং আর্টি-কেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	১৫·০০ টাকা।

রেহাই

(এ) ১৮৭৬ সালের বাংলা সেচ আইনের ৯৯-ধারা অনুসারে রচিত নিয়মা-বলীর অধীনে নিযুক্ত হেডম্যান তাঁহার কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে বণ্ড বা অপর কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না ;

(বি) কোন ব্যক্তি যদি কোন বণ্ড সম্পাদন করিয়া এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল বা জনকল্যাণমূলক অপর কোন প্রতিষ্ঠান বাবদ স্থানীয় ব্যক্তির নিকট হইতে গৃহীত চাঁদা প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণের কম অর্থ হইবে না তবে সেইরূপ বণ্ডে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

• • •

(ডি) ১৮৮৩ সালের ভূমি সংস্কার আইন অথবা ১৮৮৪ সালের কৃষি ঋণদান আইনের অধীনে ঋণ বা টাকা অগ্রিম লইয়া ঋণগ্রহণকারীর দ্বারা বা ঋণগ্রহণকারীর জামিনদারদিগের দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিবার সিক্যুরিটি স্বরূপে যে বণ্ড সম্পাদিত হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

(ই) অফিসের কাজ যথাযথ সুসম্পন্ন করিবার অংগীকারে বা অফিসের কার্য সম্পাদন কালে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার হিসাব প্রদানের অংগীকারে সরকারী কর্মচারীরা বা তাঁহাদের জামিনদার যে বণ্ড সম্পাদন করেন তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টি. ৫৮ [এ]—নিরূপণপত্র ঃ (কোন যৌতুকপত্রেও এইরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে)	বটমরী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়; যত টাকা মূল্যের সম্পত্তি নিরূপিত হইল তাহার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। অবশ্য শর্ত এই যে, নিরূপণ সংক্রান্ত কোন চুক্তিপত্রে যদি নিরূপণপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল দেওয়া হইয়া থাকে তবে উক্ত চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে পরবর্তীকালে যে নিরূপণপত্র সম্পাদিত হয় তাহাতে ১.২৫ পয়সার অধিক ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

রেহাই

মুসলমানদিগের বিবাহ উপলক্ষে যে যৌতুকপত্র বা কাবিননামা সম্পাদিত হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না; বিবাহের পূর্বে বা পরে যখনই

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
হউক না কেন বিবাহের যৌতুকঘটিত কাবিন-নামায় ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হয় না।	
[বি]—নিরূপণপত্র রহিতকরণ ঃ	বটম্‌রী বণ্ডের ন্যায় ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে যত টাকা মূল্যের কথা রহিত-করণপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে সেই টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; অবশ্য শর্ত এই যে, রহিত-করণপত্রে ২২·৫০+সার-চার্জ ৪·৫০ = ২৭·০০ টাকার অধিক ষ্ট্যাম্প কোন ক্ষেত্রেই দিতে হইবে না ; অর্থাৎ নিরূপণপত্রের রহিতকরণ-পত্রে সর্বোচ্চ ষ্ট্যাম্প ২৭·০০ টাকার অধিক হইবে না।
দ্রষ্টব্য ঃ নিরূপণপত্রে এবং নিরূপণপত্রের রহিত-করণপত্রে সারচার্জ দিবার বিধান আছে ; যেহেতু বটম্‌রী বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হয় সেহেতু ধার্য মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় করিয়া তাহার ১/৫ অংশ সারচার্জ গণ্য করিয়া উক্ত সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প মাশুল সাব্যস্ত করিতে হইবে। সুবিধার জন্য সারচার্জ সহ আর্টিকেল-১৬ অনুসারে কিরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে তাহা পরিশেষে দেখান হইয়াছে।	
আর্টি. ৫৯—শেয়ার ওয়ারেণ্ট ঃ (১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে বিয়ারারদিগকে ইস্যু করা হয়)	ওয়ারেণ্ট লিখিত শেয়ার মূল্যের উপর ২৩নং আর্টি-কেলে বর্ণিত ষ্ট্যাম্প মাশুলের দেড়গুণ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
রেহাই	
১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ১১৪-ধারা অনুসারে ইস্যুকৃত শেয়ার ওয়ারেণ্টে [ইহা কার্যকরী হইবে তখন যখন ষ্ট্যাম্প রাজস্বের কালেক্টারকে মাশুলের কম্‌পোজিসান স্বরূপে মূল ধনে নির্দিষ্ট অংশ (সম্পূর্ণ সাব্‌স্ক্রাইব্‌ড্‌ ক্যাপিটালের ১½ শতাংশ) বিস্তৃত বিবরণের জন্য ষ্ট্যাম্প আইনের এই আর্টিকেল দেখুন] ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।	
আর্টি. ৬০—সিপিং অর্ডার ঃ	০·১০ পয়সা।
আর্টি. ৬১—ইস্তফানামা বা সারেন্‌ডার অব্‌ লীজ ঃ	
(এ) মূল লীজে মাশুল ৭·৫০ পয়সা অধিক না হইলে	মূল লীজে যত টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা আছে তাহার ইস্তফা-নামাতেও তত টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(বি) অন্যান্য ক্ষেত্রে	১০·০০ টাকা।
রেহাই	
যে সকল লীজে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না, সেই সকল লীজের ইস্তফানামায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।	
আর্টি. ৬২—হস্তান্তরপত্র বা ট্রান্‌স্‌ফার ঃ (মূল্য লইয়া হস্তান্তর হইতে পারে বা মূল্য না লইয়াও হস্তান্তর হইতে পারে)।	
(এ) কোন নিগমিত কোম্পানী বা কোন নিগমবদ্ধ নিকায়ের শেয়ার হস্তান্তর হইলে	শেয়ার মূল্যের প্রতি এক-শত টাকা বা তাহার অংশের জন্য ০·৭৫ পয়সা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(বি) ৮- ধারায় বর্ণিত ডিবেন্চার ব্যতীত অপরাপর ডিবেন্চার যাহা বাজারে সিক্যুরিটি স্বরূপে গ্রাহ্য এবং যাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদেয় হইতে পারে বা না হইতেও পারে সেই সকল ডিবেন্চারের জন্য	ডিবেন্চারের অভিহিত টাকা (ফেস অ্যামাউণ্ট) পণস্বরূপে ধরিয়া ২৩-আর্টিকেলে বর্ণিত মাশুলের দেড়গুণ (১½ গুণ) মাশুল দিতে হইবে।
(সি) বণ্ড, মর্টগেজ (৪০-আর্টিকেল অনুসারে যে সকল মর্টগেজে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় সেই সকল মর্টগেজ) অথবা বীমাপত্র দ্বারা রক্ষিত কোন স্বত্ব স্বার্থের (ইন্টারেস্ট) হস্তান্তরপত্র হইলে—	
(i) যদি উক্তরূপ বণ্ড, মর্টগেজ বা বীমাপত্রে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল পাঁচ টাকার অধিক না হয় তাহা হইলে	মূল বণ্ড, মর্টগেজ বা বীমাপত্রে যে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা হইয়াছে এখানেও সেই ষ্টাম্প মাশুল দিতে হইবে।
(ii) স্থানান্তরে	১৫.০০ টাকা।
(ডি) ১৯১৩ সালের মহাপরিপালক আইনের ২৫-ধারায় বর্ণিত সম্পত্তির হস্তান্তর হইলে	২০.০০ টাকা।
(ই) কোন ট্রাস্টীর নিকট হইতে অন্য ট্রাস্টীকে বা স্বত্বভোগীকে (বেনিফিসিয়ারী) বিনামূল্যে কোন ট্রাস্ট সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইলে	দশ টাকা অথবা তাহা অপেক্ষা কম মাশুল যাহা এই আর্টিকেলের (এ) হইতে (সি) পর্যন্ত খণ্ডে প্রদানযোগ্য।

রেহাই

পৃষ্ঠলিপিক্রমে হস্তান্তরপত্র—

(এ) বিল অব্ এক্সচেঞ্জ, চেক, অথবা প্রমিসরি নোটের ;

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(বি) বিল অব্ লেডিং, ডেলিভারি দিবার আদেশপত্র, মাল প্রাপ্তির ওয়ারেণ্ট, বা মালের অধিকারসূচক অন্য বাণিজ্য দলিলের ;	
(সি) বীমাপত্রের ;	
(ডি) ভারত সরকারের সিকুারিটিসের।	
আর্টি. ৬৩ – লীজের হস্তান্তরপত্র ঃ	কন্‌ভেয়ান্সে যেমন আর্টিকেল-২৩ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ লীজ হস্তান্তরের মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

রেহাই

যে লীজে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না, সেই লীজ হস্তান্তরের সময়ও কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

দ্রষ্টব্য ঃ লীজের হস্তান্তরপত্রে সারচার্জ লইবার বিধান আছে ; সুতরাং সারচার্জ যোগ করিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল সাব্যস্ত হইবে ; অবশ্য, ২৩নং আর্টিকেলে সারচার্জ যোগ করিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল কত হইবে তাহা দেখান আছে ; সুতরাং, ২৩নং আর্টিকেল দেখিলেই ষ্ট্যাম্প মাশুল জানা যাইবে।

আর্টি. ৬৪—ন্যাস বা ট্রাস্ট ঃ

(এ) ট্রাস্টের ঘোষণা বা নির্দেশপত্র (ইহা সম্পত্তি সম্পর্কে লিখিত হয় ; কিন্তু এমনভাবে লিখিত হইবে যে, যেন তাহা উইলরূপে গণ্য না হয়)।	১৬নং আর্টিকেল অনুসারে বটমরী বণ্ডের ন্যায় সম্পত্তির ধার্য মূল্যের উপর এক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। অবশ্য, ২৫·৫০ পয়সার অধিক কখনো হইবে না।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
(বি) ট্রাস্টের রহিতকরণপত্র (ইহা সম্পত্তি সম্পর্কে লিখিত হয় ; কিন্তু এমনভাবে লিখিত হইবে যেন তাহা উইলরূপে গণ্য না হয়)।	১৬নং আর্টিকেল অনুসারে বটমরী বণ্ডের ন্যায় সম্পত্তির মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে ; অবশ্য কখনো ২৫.০০ টাকার অধিক হইবে না।
আর্টি. ৬৫—মালের প্রমাণপত্র : যে ব্যক্তির নাম নিদর্শনপত্রে লিখিত থাকে সেই ব্যক্তির স্বত্ব সম্পর্কে এই প্রমাণপত্রে লিখিত থাকে ; ইহা ডক, অয়ার হাউস ইত্যাদিতে রক্ষিত মালের সম্পর্কে লিখিত হয়।	০.৭৫ পয়সা।

১৯৬৪ সালের ষ্ট্যাম্প সংশোধন আইনে নিম্নলিখিত আর্টিকেলের অন্তর্গত দলিলাদিতে সারচার্জরূপে অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল লইবার বিধান আছে ; যে যে আর্টিকেলে সারচার্জ দিতে হইবে তাহা প্রয়োজনীয় আর্টিকেলের নীচে দ্রষ্টব্য অংশে লিখিত হইয়াছে ; যত ষ্ট্যাম্প মাশুল সাধারণতঃ প্রদেয় হইবে তাহার ১/৫ অংশ সারচার্জ ধরিতে হইবে ; যদি সারচার্জ পাঁচের গুণিতক না হয় তবে সারচার্জের পরিমাণ বাড়াইয়া পাঁচের গুণিতক করিয়া লইতে হইবে ; প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৪ সালের সংশোধন আইনে এরূপ নির্দেশ আছে যে ষ্ট্যাম্প মাশুলের পরিমাণ যেন সর্বক্ষেত্রে—সারচার্জ লাগুক বা না লাগুক—পাঁচের গুণিতক হয়।

সুবিধার জন্য সারচার্জ প্রদেয় আর্টিকেলগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আর্টিকেল ১৮—বিক্রয়ের প্রমাণপত্র ; আর্টিকেল ২৩—কন্‌ভেয়ান্স বা সমর্পণ-পত্র ; আর্টিকেল ৩১—বিনিময়পত্র ; আর্টিকেল ৩২—ফারদার চার্জ ; আর্টিকেল ৩৩—দানপত্র ; আর্টিকেল ৩৫—লীজ ; আর্টিকেল ৪০—মর্টগেজ ; আর্টিকেল ৫৪—পুনঃ সমর্পণপত্র ; আর্টিকেল ৫৮—নিরূপণপত্র ; আর্টিকেল ৬২—হস্তান্তর-পত্র ; আর্টিকেল ৬৩—লীজের হস্তান্তরপত্র। উপরিউক্ত নিদর্শনপত্রগুলির অনেকগুলিতেই ষ্ট্যাম্প রুসুম ১৫নং বা ১৬নং আর্টিকেল অনুসারে দিতে হয়। সুবিধার জন্য উক্ত আর্টিকেলদ্বয়ে সারচার্জ সহ ষ্ট্যাম্প মাশুল কত হইবে তাহা পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইল :

(সারচার্জসহ আর্টিকেল ১৫ ও ১৬)

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
আর্টিকেল-১৫+সারচার্জ মূল্য ১০ টাকার অনধিক হইলে	০·২০+সারচার্জ ০·০৫ =০·২৫

দ্রষ্টব্য : ২০ পয়সার ১/৫ অংশ=২০×১/৫=৪ পয়সা ; কিন্তু চার পয়সা পাঁচের গুণিতক নহে বলিয়া সারচার্জ ০·০৫ পয়সা ধরা হইয়াছে ; এইরূপই বিধান।

১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	০·৫০+সারচার্জ ০·১০ =০·৬০
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	১·০০+সারচার্জ ০·২০ =১·২০
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	২·০০+সারচার্জ ০·৪০ =২·৪০
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৩·৬০+সারচার্জ ০·৭৫ =৪·৩৫

দ্রষ্টব্য : উক্ত ক্ষেত্রেও সারচার্জ বাড়াইয়া ৭২ পয়সা হইতে ৭৫ পয়সা করা হইয়াছে পাঁচের গুণিতক করিবার জন্য।

৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	৪·৮০+সারচার্জ ১·০০ =৫·৮০
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	৬·০০+সারচার্জ ১·২০ =৭·২০
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	৭·২০+সারচার্জ ১·৪৫ =৮·৬৫
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	৮·৪০+সারচার্জ ১·৭০ =১০·১০
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	৯·৬০+সারচার্জ ১·৯৫ =১১·৫৫
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	১০·৮০+সারচার্জ ২·২০ =১৩·০০
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	১২·০০+সারচার্জ ২·৪০ =১৪·৪০

এক নজরে কয়েকটি প্রয়োজনীয় দলিলের ষ্ট্যাম্পের হার

মূল্য	দলিলের প্রকার ও আর্টিকেল নম্বর	দলিলের প্রকার ও আর্টিকেল নম্বর	দলিলের প্রকার ও আর্টিকেল নম্বর	দলিলের প্রকার ও আর্টিকেল নম্বর	দলিলের প্রকার ও আর্টিকেল নম্বর
	বণ্ড (২) ইম্‌ডেম্‌নিটী (৩৪) (৩) মুক্তিপত্র (৫৫) (৮) ইস্তফানামা (৬১) জামিননামা (৫৭)	বটমূরী বণ্ড (১৬) (১৩) ট্রাষ্ট (৬৪এ) ট্রাষ্ট দলিল (১৪) প্রত্যাহারপত্র ৬৪বি	বিক্রয় কোবালা (২৩) বিক্রয়ের বয়নামা (১৮) বিনিময় (৩১) পূর্ণদায়াবদ্ধ (৩২) দানপত্র (৩৩) কট কোবালা ৪০এ (১) পুণঃ সমর্পনপত্র৫৪বি হস্তান্তর (৬৩) পাঁচ বৎসর উর্দ্ধ হইতে চিরস্থায়ী লিজ ৩৫(এ)(৩)-৩৫(৩)(৮)	তমসুক ৪০বি	নিরূপণপত্র (৫৪এ) নিরূপণপত্র (৭০বি) (৬) ৫ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদী লিজ ৩৫এ(১) —৩৫এ (২)
টাকা	টাকা পঃ	টাকা পঃ	টাকা পঃ	টাকা পঃ	টাকা পঃ
১০ অনধিক	·২০	·৩০	...	·২৫	·৪০
৫০ ,,	·৫০	৬০	১·৪৫	·৬০	·৭৫
১০০ ,,	১·০০	১·২০	২·৭০	১·২০	১·৪৫
২০০ ,,	২·০০	১·৪০	৫·৪০	২·৪০	২·৯০
৩০০ ,,	৩·৩০	৩·৪০	৮·১০	৪·৩৫	৪·১০
৪০০ ,,	৪·৮০	৪·৫০	১০·৮০	৫·৮০	৫·৪০
৫০০ ,,	৬·০০	৫·৬০	১৩·৫০	৭·২০	৬·৭৫
৬০০ ,,	৭·২০	৬·৭৫	১৬·২০	৮·৭০	৮·১০
৭০০ ,,	৮·৪০	৭·৯০	১৮·৯০	১০·১০	৯·৫০
৮০০ ,,	৯·৬০	৯·০০	২১·৬০	১১·৫৫	১০·৮০
৯০০ ,,	১০·৮০	১০·১০	২৪·৩০	১৩·০০	১২·১৫
১০০০ ,,	১২·০০	১১·২৫	২৭·০০	১৪·৪০	১৩·৫০
১৫০০ ,,			৪০·৫০	২১·৬০	২০·২০

বিবিধ	টা. পা
(১) পুণঃ সমর্পণপত্র সর্বোচ্চ	২২·৫০
(২) ক্ষতি-নিষ্কৃতি ,,	১৫·০০
(৩) মুক্তিপত্র ,,	১৫·০০
(৪) অংশীদারপত্র ৫০০ টাঃ পর্যন্ত	১০·০০
তদূর্দ্ধ সর্বোচ্চ	৩০·০০
(৫) অংশীদারপত্র বাতিলনামা	১৫·০০
(৬) নিরূপণপত্র বাতিল	২২·৫০
(৭) বাতিলনামা	১০·০০
(৮) ইস্তফানামা সর্বোচ্চ	১৫·০০

২০০০	,,			৫৪·০০	২৪·৮০	২৭·০০
২৫০০	,,			৬৭·৫০	৩৬·০০	৩৩·৭৫
৩০০০	,,			৮১·০০	৪৩·২০	৪০·৫০
৩৫০০	,,			৯৪·৫০	৫০·৪০	৪৭·২৫
৪০০০	,,			১০৮·০০	৫৭·৬০	৫৪·০০
৪৫০০	,,			১২১·৫০	৬৪·৮০	৬০·৭৫
৫০০০	,,			১৩৫·০০	৭২·০০	৬৭·৫০
৫৫০০	,,			১৪৮·৫০	৭৯·২০	
৬০০০	,,			১৬২·০০	৮৬·৪০	
৬৫০০	,,			১৭৫·৫০	৯৩·৬০	
৭০০০	,,			১৮৯·০০	১০০·৮০	
৭৫০০	,,			২০২·৫০	১০৮·০০	
৮০০০	,,			২১৬·০০	১১৫·২০	
৮৫০০	,,			২২৯·৫০	১২২·৪০	
৯০০০	,,			২৪৩·০০	১২৯·০০	
৯৫০০	,,			২৫৬·৫০	১৩৬·৬০	
১০,০০০	,,			২৭০·০০	১৪৪·০০	
১০,৫০০	,,			২৮৪·৫০	১৫১·২০	
১১,০০০	,,			২৯৭·০০	১৫৮·৪০	
১১,৫০০	,,			৩১০·৫০	১৬৫·৪০	
১২,০০০	,,			৩২৪·০০	১৭২·৮০	
১২,৫০০	,,			৩৩৭·৫০	১৮০·০০	
১৩,০০০	,,			৩৫১·০০	১৮৭·২০	
১৩,৫০০	,,			৩৬৪·৫০	১৯৪·৪০	
১৪,০০০	,,			৩৭৮·০০	২০১·৬০	
১৪.৫০০	,,			৩৯১·৫০	২০৮·৮০	
১৫,০০০	,,			৪০৬·০০	২১৬·০০	

(৯) দত্তক গ্রহণ বা গ্রহণের অনুমতিপত্র	৩০·০০
(১০) এফিডেভিট বা ডিক্লারেশন	৩·০০
(১১) সংশোধনপত্র	২·০০
(১২) তালাকনামা	১০·০০
(১৩) ট্রাষ্ট — সর্বোচ্চ	২২·০০
(১৪) ট্রাষ্ট (বাতিল) ,,	২৫·০০

লিজ অধিক অনধিক বাৎসরিক খাজনার উপরা কোবাল

৫ বৎসর ১০ বৎসর ১ বৎসরের খাজনার উপর কোবালা

১০ ,, ২০ ,, ২ ,,

২০ ,, ৩০ ,, ৩ ,,

৩০ ,, ১০০ ,, ৪ ,,

টেবল প্রস্তুতকারক :—শ্রীমানসমোহন মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রেসন সংস্থার কর্মী।

নিদর্শনপত্রের নাম	উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল
এবং ১০০০ টাকার অধিক প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৬·০০+সারচার্জ ১·২০ =৭·২০
অর্টিকেল-১৬+সারচার্জ ঃ	
মূল্য ১০ টাকার অনধিক হইলে	০·৩০+সারচার্জ ০·১০ =০·৪০
১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	০·৬০+সারচার্জ ০·১৫ =০·৭৫
৫০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০ টাকার অনধিক হইলে	১·২০+সারচার্জ ০·২৫ =১·৪৫
১০০ টাকার অধিক কিন্তু ২০০ টাকার অনধিক হইলে	২·৪০+সারচার্জ ০·৫০ =২·৯০
২০০ টাকার অধিক কিন্তু ৩০০ টাকার অনধিক হইলে	৩·৪০+সারচার্জ ০·৭০ =৪·১০
৩০০ টাকার অধিক কিন্তু ৪০০ টাকার অনধিক হইলে	৪·৫০+সারচার্জ ০·৯০ =৫·৪০
৪০০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০ টাকার অনধিক হইলে	৫·৬০+সারচার্জ ১·১৫ =৬·৭৫
৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ৬০০ টাকার অনধিক হইলে	৬·৭৫+সারচার্জ ১·৩৫ =৮·১০
৬০০ টাকার অধিক কিন্তু ৭০০ টাকার অনধিক হইলে	৭·৯০+সারচার্জ ১·৬০ =৯·৫০
৭০০ টাকার অধিক কিন্তু ৮০০ টাকার অনধিক হইলে	৯·০০+সারচার্জ ১·৮০ =১০·৮০
৮০০ টাকার অধিক কিন্তু ৯০০ টাকার অনধিক হইলে	১০·১০+সারচার্জ ২·০৫ =১২·১৫
৯০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে	১১·২৫+সারচার্জ ২·২৫ =১৩·৫০
১০০০ টাকার অতিরিক্ত প্রতি ৫০০ টাকা বা তাহার অংশের জন্য	৫·৬০+সারচার্জ ১·১৫ =৬·৭৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত নানাবিধ দরখাস্তের নমুনা

দরখাস্ত লিখিবার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই ; বক্তব্য বিষয় সুন্দরভাবে পরিবেশন করিতে পারিলেই হইল। যেহেতু রেজিস্ট্রেসন অফিসে বহু বিষয় সংক্রান্ত দরখাস্ত লিখিতে হয় সেজন্য কতকগুলি দরখাস্তের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। মেয়াদগতে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত।

... . জেলার নিবন্ধক মহাশয় সমীপেষু

.................অবর-নিবন্ধক মহাশয় বরাবরেষু

দরখাস্তকারী শ্রী... .... বিনীত নিবেদন এই যে............ সালের . ...তারিখে . ...নিবাসী .. . ...মহাশয়ের অনুকূলে .. ..টাকা পণে একখানি বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিয়াছি। কিন্তু কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় সম্পাদনের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে দলিল দাখিল করিয়া সম্পাদন স্বীকার করিতে পারি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা যে, উপযুক্ত জরিমানা গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিবার অনুমতি দিবার আদেশ হয়। ইতি সন ....

(মেয়াদগতে দলিল গ্রহীতাও দলিল দাখিল করিলে অনুরূপ দরখাস্ত দিতে হইবে। ২৫-ধারা দেখুন।)

২। মেয়াদগতে সম্পাদন স্বীকারের জন্য কারণ দর্শাইয়া দরখাস্ত।

:............. জেলার নিবন্ধক মহাশয় সমীপেষু

...............এর অবর-নিবন্ধক মারফত

দরখাস্তকারী শ্রী ....ইত্যাদি। আমার নিবেদন এই যে আমি.. .... সালের .... তারিখে ....গ্রাম নিবাসী শ্রী .. ..এর পুত্র শ্রী..................এর বরাবর... .. টাকা পণে একখানি বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম ; কিন্তু বিদেশে পীড়িত হইয়া পড়িয়া থাকায় এযাবৎ উক্ত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য রেজিস্ট্রী অফিসে উপস্থিত হইতে পারি নাই। অত্র রেজিস্ট্রী অফিস হইতে সমন পাইয়া অদ্য উক্ত দলিলের

সম্পাদন স্বীকার করিতে হাজির হইয়াছি। এ কারণে প্রার্থনা যে আমার সম্পাদন স্বীকারোক্তি ও আমার প্রদর্শিত বিলম্বের কারণ অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করতঃ উপযুক্ত জরিমানা লইয়া উক্ত দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি। সন.........

(২৫-ধারার মেয়াদের মধ্যে দলিল দাখিল হইয়া উক্ত মেয়াদগতে সম্পাদন স্বীকারের জন্য অনুমতি সংক্রান্ত দরখাস্তও অনুরূপে লিখিত হইবে।)

৩। মৃত সম্পাদনকারীর ওয়ারিশগণ দ্বারা সম্পাদন স্বীকারের জন্য দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী শ্রী.................শ্রী................ইত্যাদির বিনীত নিবেদন এই যে... . ...সালের তারিখে............গ্রাম নিবাসী . ...এর পুত্র ....একখানি বিক্রয়-কোবালা . ...গ্রাম নিবাসী শ্রী ....এর অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার পূর্বেই গত............তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। আমরা নিম্ন-লিখিত দরখাস্তকারিগণ উক্ত মৃত দলিলদাতার মৃত ওয়ারিশ বিধায় তাঁহার সম্পাদিত বিক্রয়-কোবালাখানির স্বীকার করিবার জন্য অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। অতএব, আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে দলিলদাতার মৃত্যুর উপযুক্ত প্রমাণাদি এবং আমাদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করতঃ এতদসহ দাখিলী কোবালাখানি রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৫(১)(সি)-ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। দলিলদাতার মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপ স্থানীয় অঞ্চল প্রধানের সার্টিফিকেট এতদসহ দাখিল করিলাম। নিবেদন ইতি। সন............

ওয়ারিশগণের নাম

১। শ্রী..........................

২। শ্রী... ....

৪। দানকর্তার মৃত্যুর পর দানপত্র নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত।

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে জেলা.........থানা .... অবর-নিবন্ধক অফিস ....এলাকাধীন............গ্রাম নিবাসী .... এর পুত্র......... আমার অনুকূলে.......... সালের.. ... . তারিখে একখানি দানপত্র সম্পাদন

করিয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত দানপত্রখানি নিবন্ধীকরণের জন্য আপনার সমীপে সম্পাদন স্বীকার করিবার পূর্বেই দাতা............গত .. .. তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। আমি এক্ষণে উক্ত দানপত্রমূলে দান-কর্তার অ্যাসাইন বলিয়া তাঁহার সম্পাদিত দানপত্রের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। অতএব প্রার্থনা যে, উক্ত দানপত্রদাতার মৃত্যুর উপযুক্ত প্রমাণাদি ও আমার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করতঃ এতদসহ দাখিলী দানপত্র-খানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। উক্ত দানপত্রদাতার মৃত্যুর প্রমাণস্বরূপে জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্টার বহির সহিমোহরযুক্ত নকল এতদসহ দাখিল করিলাম। নিবেদন ইতি।

সন.........তারিখ ....

শ্রী ....(অ্যাসাইন)

৫। উইলকারীর মৃত্যুর পর উইল নিবন্ধীকরণের জন্য দরখাস্ত।

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে .. ..নিবাসী...... ...এর পুত্র . . আমাকে এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিয়া একখানি উইল সম্পাদন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত উইলের এক্‌জিকিউটররূপে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে উক্ত উইলকর্তার মৃত্যুর প্রমাণাদি লইয়া ও উক্ত উইলে যাঁহারা সাক্ষী আছেন তাঁহাদের সাক্ষ্য লইয়া এতদসহ দাখিলী উইলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। মৃত্যুর প্রমাণপত্রাদিও এতদসহ সংযুক্ত হইল। ইতি সন...........

দরখাস্তকারী

শ্রী .. .. এক্‌জিকিউটর)

দ্রষ্টব্যঃ উইলকারীর মৃত্যুর পর উইলের লিগেটী অথবা এক্‌জিকিউটর উইলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

৬। সমনের দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী শ্রী..............পিতা.......... ...গ্রাম........ ...ইত্যাদি। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, জেলা...... ...থানা . ...পোষ্ট অফিস ....এর এলাকাধীন........... গ্রাম নিবাসী............এর পুত্র.........

শ্রী .... আমার অনুকূলে সন .... সালের ....তারিখে এক-কিতা .... টাকা মূল্যের ....দলিল লিখন পঠন ও সম্পাদন করিয়া দিয়া এযাবৎ রেজিস্ট্রী করিয়া দিতেছেন না, নানা প্রকার অভিযোগ সহকারে টালবাহনা করিতেছেন। আপোষে যে উহা রেজিস্ট্রী করিয়া দিবেন তাহা মনে হয় না; কারণ, সম্পাদনের তারিখ হইতে দলিল দাখিলের জন্য যে চারি মাস সময় রেজিস্ট্রেসন আইনে ব্যবস্থা আছে তাহা উত্তীর্ণপ্রায়; সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া অত্র দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৬-ধারামূলে সমনজারী দ্বারা সম্পাদনকারীকে উপস্থিত করাইয়া তাঁহার সম্পাদিত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। অত্র সহ দলিল ও সমনজারী খরচা বাবদ .. ..পয়সা কোর্ট-ফি ষ্টাম্পে দাখিল করিলাম। ইতি সন........ তারিখ .. .. ।

৭। আবাসে দলিল দাখিল লইয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার জন্য দরখাস্ত।

লিখিতং শ্রী...............ইত্যাদি। আমার নিবেদন এই যে.........জেলার ....থানা.........অবর-নিবন্ধক অফিসের এলাকাধীন.........গ্রাম নিবাসিনী শ্রীযুক্তা ....জেলা ....থানা .... এলাকাধীন ....গ্রাম নিবাসিনী শ্রীযুক্তা ....এর অনুকূলে এক-কিতা ....টাকা পণের ....দলিল ইং সন .... সালের ..... . তারিখে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। উক্ত দলিলের দাত্রী ও গ্রহীত্রী উভয়েই পরদানসীন বলিয়া রেজিস্ট্রেসন অফিসে উপস্থিত হইয়া দলিল দাখিল করিতে পারিতেছেন না। এজন্য আমার বিনীত প্রার্থনা যে, রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩১-ধারা অনুসারে উক্ত............গ্রামে শ্রীযুক্তা..... ....এর বাটীতে যাইয়া তাঁহার সম্পাদিত দলিল লইয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। উক্ত আবাসস্থল অত্র রেজিস্ট্রেসন অফিস হইতে ..... মাইল দূরবর্তী। এতদসহ [জে](১)-ফিস্ ৩০.০০ টাকা এবং বারবরদারী খরচা . . .. টাকা মোট... . ...টাকা দাখিল করিলাম।

দ্রষ্টব্য: যেহেতু দাতা বা গ্রহীতার কেহই অফিসে উপস্থিত হন না, সেজন্য দাতা বা গ্রহীতার পক্ষে যে কোন ব্যক্তি উক্ত দরখাস্ত করিতে পারেন। দলিলের নিবন্ধীকরণ ফিস্ বাটীতে নিবন্ধীকরণের সময় দাখিল করিতে হইবে।

৮। কমিশনে মোক্তারনামা অথেনটিকেশানের জন্য দরখাস্ত।

লিখিতং শ্রী ....। আমার বিনীত নিবেদন এই যে শ্রী......... পিতা... ....গ্রাম ....থানা.........জেলা ....একখানি মোক্তার-নামা (খাস বা আম্) সম্পাদন করিয়াছেন ; তিনি পরদানসীন স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহার সম্পাদন স্বীকারোক্তি কমিশন দ্বারা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য উক্ত মোক্তারনামা দাখিল পূর্বক প্রার্থনা যে উপযুক্ত কমিশন-ফি ও বারবরদারী গ্রহণে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৩-ধারা অনুসারে.........গ্রামে সম্পাদনকারিণীর বাটীতে কমিশন হইবার আদেশ হয়। ইতি সন ....তারিখ.........।

৯। কমিশনে দলিল রেজিস্ট্রীর জন্য দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী শ্রী .. ..পিতা.............. ইত্যাদি। আমার নিবেদন এই যে, জেলা .....থানা .....অবর-নিবন্ধক অফিস ....এর এলাকা-ধীন.........গ্রাম নিবাসী শ্রী.....................এর স্ত্রী শ্রীমতী.................. আমার বরাবর সন...... . সালের .....তারিখে এক কিতা......দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু পরদানসীন স্ত্রীলোক বলিয়া অত্র অফিসে উপস্থিত হইয়া উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে অক্ষম। সুতরাং, অত্রসহ উক্ত দলিলখানি দাখিল করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৮-ধারা অনুসারে, উক্ত গ্রামে তাঁহার বাটীতে যাইয়া সম্পাদন স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিয়া দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। কমিশন ফিস্ ৫·০০ টাকা, বারবরদারী ....টাকা একুনে............টাকা দাখিল করিলাম। ইতি সন............ তারিখ............।

দ্রষ্টব্য : সম্পাদনকারী পীড়িত, অতি বৃদ্ধ ইত্যাদি হইলে তাহা দরখাস্তে লিখিতে হইবে এবং উক্তরূপ দরখাস্ত হইবে।

১০। নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল লইবার জন্য দরখাস্ত।

লিখিতং শ্রী ....পিতা........ গ্রাম ...... থানা..... জেলা.........। আমার নিবেদন এই যে, শ্রী ....পিতা...... .. ইত্যাদি, সন .... সালের ....তারিখে আমার বরাবর এক কিতা...... . টাকা পণবাহে ..... দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত দলিল রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে অবহেলা করায় তাঁহাকে অত্র রেজিস্ট্রী অফিসে উপস্থিত করিবার

জন্য সমনজারীর প্রার্থনা করি; কিন্তু তিনি ধার্য দিনে রেজিস্ট্রেসন অফিসে উপস্থিত না হওয়ায় উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ.........তারিখে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব প্রার্থনা যে, উক্ত দলিল প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি সন........ সাল, তারিখ......... ।

১১। আমমোক্তারনামা রদের দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী... ....পিতা......গ্রাম.........থানা......জেলা . .. .. । আমার নিবেদন এই যে আমি ইং সন...... ..সালের.........তারিখে শ্রী ....পিতা... .....গ্রাম..... থানা......জেলা......কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম; উক্ত আমমোক্তারনামা অত্র............অবর-নিবন্ধক অফিসের .... সালের ....নং-এর ছিল। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামায় আমার কোন প্রয়োজন না থাকায় অদ্য হইতে উহা রদ করিলাম। আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে ....জেলার অন্তর্গত প্রত্যেক অবর-নিবন্ধক অফিসে নোটিশ দিয়া জানাইতে আজ্ঞা হয়। আমমোক্তারনামাখানি উক্ত মোক্তার মহাশয়ের নিকট থাকায় আপনার সমীপে দাখিল করিতে পারিলাম না। এতদসহ... .. . গুলি নোটিশ এবং.........পয়সার ডাক টিকিট দাখিল করিলাম। নিবেদন ইতি সন ....সাল তাং......... ।

১২। আমমোক্তারনামা রদের নোটিশ।

সকলের অবগতির জন্য এতদ্দারা জানান যাইতেছে যে আমি, শ্রী............ ....পিতা.........গ্রাম........ থানা.. ....জেলা...... জাতি ..... পেশা......সালের............তারিখে সম্পাদিত............রেজিস্ট্রেসন অফিসের ....নং আমমোক্তারনামা দ্বারা শ্রী........ .. ..পিতা......... গ্রাম ..... ইত্যাদিকে আমার ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলাম। অদ্য উক্ত আমমোক্তারনামা রদ করিলাম; অদ্য হইতে উক্ত মোক্তার মহাশয় শ্রী.............. ...আমার পক্ষে কোন কার্য করিতে পারিবেন না, করিলেও তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে এবং তাঁহার কৃত কোন কার্য দ্বারা আমি বা আমার ওয়ারিশ উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ কোনক্রমে বাধ্য হইব না বা হইবে না। ইতি সন....... তারিখ .... ।

শ্রী.................(আমমোক্তারনামাদাতা)

দ্রষ্টব্যঃ ১১নং-এ যে আমমোক্তার রদের দরখাস্ত লিখিত আছে তাহার সহিত ১২নং-এর ন্যায় নোটিশও দিতে হয় ; পার্টি স্থির করিয়া দিবেন কতগুলি অফিসে উক্তরূপ নোটিশ পাঠাইতে হইবে ; যতগুলি অফিসে নোটিশ পাঠাইতে হয়, ততগুলি নোটিশ লিখিয়া দিতে হইবে এবং সেই সংগে ডাক খরচাও বটে।

১৩। দলিলের রসীদ হারাইলে দলিল ফেরত পাইবার জন্য দরখাস্ত।

লিখিতং শ্রী............ পিতা....... গ্রাম ....ইত্যাদি। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি গত.........সালের.........তারিখে......থানার এলাকাধীন............গ্রাম নিবাসী শ্রী..................এর অনুকূলে......... টাকা পণবাহে এক কিতা............দলিল আপনার সমীপে দাখিল করিয়া সম্পাদন স্বীকার করিয়াছিলাম। উক্ত দলিল দাখিলের জন্য রেজিস্ট্রেসন আইনের ৫২-ধারামূলে আমাকে যে রসীদ প্রদান করা হইয়াছিল তাহা দৈবক্রমে হারাইয়া গিয়াছে। একারণ আমার প্রার্থনা যে, উক্ত রসীদ হারাইবার প্রমাণ গ্রহণ করতঃ উপযুক্ত ফিস্ লইয়া উক্ত দলিলের জন্য দোকর রসীদ বা দলিল ফেরত দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি সন........সাল....... তারিখ।

(নকলের জন্য যে রসীদ প্রদান করা হয় তাহা হারাইয়া গেলে অনুরূপ দরখাস্ত করিতে হইবে।

১৪। ডুপ্লিকেট দলিল দাখিলের জন্য দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী শ্রী.............. পিতা...............গ্রাম........ ইত্যাদি। বিনীত নিবেদন এই যে, অদ্য যে পার্টিসান দলিল দাখিল করিয়াছি তাহার সহিত একখানি ডুপ্লিকেট পার্টিসান দলিলও দাখিল করিয়াছি। এ মতে প্রার্থনা যে ষ্ট্যাম্প আইনের ১৬-ধারা মতে সার্টিফিকেট প্রদানে আমাদের সম্পাদিত ডুপ্লিকেট পার্টিসান রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। এতদসহ পার্টিসান ও ডুপ্লিকেট উভয়ই দাখিল করিলাম। অত্র দরখাস্তের ফিস্ স্বরূপ ০·৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করা হইল। ইতি সন......সাল তারিখ.........।

দ্রষ্টব্যঃ পাট্টা ও কবুলিয়ত একই সংগে দাখিল করিলে ১৬-ধারার সুযোগ লওয়া যায় ; সেরূপ ক্ষেত্রে উক্তরূপ কোর্ট-ফি যুক্ত করিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। পাট্টা ও কবুলিয়তে বা মূল দলিল ও তাহার ডুপ্লিকেটে একই মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া হইলে ঐরূপ দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই।

১৫। দলিল লেখকের লাইসেন্স প্রাপ্ত হইবার জন্য দরখাস্ত ফরম।

১। দরখাস্তকারীর নাম

২। পিতার নাম

৩। ঠিকানা

৪। দরখাস্তকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

৫। বয়স

৬। দরখাস্তকারী কোন্ কোন্ ভাষা লিখিতে পারেন

৭। পূর্ব অভিজ্ঞতা

৮। সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, প্রজাস্বত্ব আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, এবং নিবন্ধীকরণ আইনের আবশ্যকীয় বিধান সম্বন্ধে দরখাস্তকারীর জ্ঞান আছে কিনা

৯। কোন্ অফিসের জন্য লাইসেন্স চাই

১০। দরখাস্ত করিবার তারিখ

দরখাস্তকারীর দস্তখত

দ্রষ্টব্য ঃ দরখাস্ত স্বহস্তে লিখিতে হইবে।

জেলা নিবন্ধকের আদেশ :—

১৬। লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখক পার্টিকে যে রসীদ দিবেন তাহার নমুনা ; পার্টিকে এক অংশ দিতে হইবে।

ক্রমিক নম্বর......	ক্রমিক নম্বর......
রেজিস্টারীর ক্রমিক নং.........	রেজিস্টারীর ক্রমিক নং.........
অফিসের নাম..	অফিসের নাম............
মক্কেল বা পক্ষের নাম............	মক্কেল বা পক্ষের নাম.........
কার্যের বিবরণ............	কার্যের বিবরণ... ....
মোট আদায়ীকৃত ফিস্.....	মোট আদায়ীকৃত ফিস্.. ... ..
তারিখ	তারিখ............
দলিল লেখকের দস্তখত	দলিল লেখকের দস্তখত

দ্রষ্টব্য ঃ ১২৬নং নিয়ম দেখুন।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত দলিল-লেখকের রেজিস্টার বহি

(নিয়ম ১২৮)

কাজের বিবরণ

ক্রমিক নম্বর	
মুসাবিদার শব্দ সংখ্যা	
দলিলে লিখিত শব্দ সংখ্যা	
দলিল নম্বর এবং দলিলখানি ডেলিভারী দিবার তারিখ	
লিখিত এবং ফাইলকৃত দরখাস্তের সংখ্যা	
লিখিত ও ফাইলকৃত সমনের সংখ্যা	
লিখিত ও ফাইলকৃত নোটিশের সংখ্যা	
ব্যক্তি বা সম্পত্তির নাম; কত বৎসরের জন্য তল্লাস করা হইয়াছে	
যে দলিল পরিদর্শন করা হইয়াছে তাহার নম্বর ও বৎসর	
গৃহীত ফিসের মোট পরিমাণ	
পার্টির নাম ও ঠিকানা	
রিমার্ক	

তল্লাস কিম্বা পরিদর্শনের জন্য
দরখাস্তের ফরম্

দরখাস্তের তারিখ	...	১।
দরখাস্তকারীর নাম ও বাসস্থান	...	২।
যে সন বাবদ তল্লাস বা পরিদর্শন	...	৩।
যে সকল ব্যক্তি বা স্থানের নাম তল্লাস করা হইবে	...	৪।
কি প্রকারের দলিল সম্পর্কে তল্লাস বা পরিদর্শনের প্রয়োজন	...	৫।
কত নম্বরের সূচীপত্র (ইন্‌ডেক্‌স্‌) তল্লাস করা হইবে (অর্থাৎ, ১নং, ২নং ৩নং কিম্বা ৪নং)		৬।
৩ বা ৪নং সূচীপত্র তল্লাস কিংবা ৩ বা ৪নং রেজিস্টার বহি পরিদর্শনের বেলা, দলিলে দরখাস্তকারীর কি স্বার্থ আছে (অর্থাৎ সম্পাদনকারী কি দাবীদার না তাঁহাদের প্রতিনিধি বা এজেন্ট্)	...	৭।
পরিদর্শনের দরখাস্তের বেলা, তল্লাসের জন্য পূর্বে যে দরখাস্ত করা হয় তাহার উল্লেখ এবং যে দলিল পরিদর্শন করিতে হইবে তাহার নম্বর ও সন মায় উহা যে রেজিস্টার বহিতে নকল করা থাকে তাহার ভলুম নম্বর ও পৃষ্ঠা	...	৮।
যে অফিসে দলিল রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে কিংবা (অন্যান্য নথিপত্রের বেলা) উহা যে অফিস সম্পর্কীয় সেই অফিসের নাম	...	৯।
প্রদত্ত ফী	...	১০।

মন্তব্য ঃ (তল্লাস করিয়া পাওয়া গেলে, দলিলের নম্বর এবং যে ভল্যুমে ও পৃষ্ঠাসমূহে উহা রেজিস্ট্রী করা আছে তাহার নম্বর এইখানে টুকিয়া রাখিতে হইবে)।

তল্লাস/পরিদর্শন করিতে দেওয়া হউক।

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর — অবর-নিবন্ধক

নকলের জন্য দরখাস্ত ফরম

[১২ পয়সার কোর্ট-ফী সহযোগে দাখিল করিতে হইবে]

দরখাস্তের তারিখ	... ১।
দরখাস্তকারীর নাম ও বাসস্থান	... ২।
রেজিস্টার বহি বা অন্যান্য নথিপত্র পরিদর্শনের জন্য পূর্বে যে দরখাস্ত করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ	৩।
কি প্রকারের দলিল এবং উহা কোন্ অফিস সংক্রান্ত	... ৪।
দলিলের নম্বর, সন, এবং উহা যে বহির যে ভল্যুম ও যে পৃষ্ঠাসমূহে নকল করা আছে	... ৫।
প্রদত্ত ফিস্	... ৬।
মন্তব্য	... ৭।

নকল দেওয়া হউক

দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর

সব-রেজিস্ট্রার

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপদেশাবলী

১। **সমন**ঃ ৩৬-ধারা অনুসারে সমন ইস্যু করিবার জন্য রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত অফিসার বা কোর্টকে অনুরোধ করিবেন :—

রেজিস্টারিং অফিসার যদি—(ক) জেলার সদরে কর্মরত থাকেন বা (খ) জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত অন্য কোন স্থানে কর্মরত থাকেন তাহা হইলে জেলার কালেক্টারকে সমন ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। আর রেজিস্টারিং অফিসার যদি সদর মহকুমা ব্যতীত অন্যান্য মহকুমার সদরে বা মহকুমার অন্য কোন স্থানে কর্মনিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে তিনি মহকুমা-শাসককে সমন ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

অবশ্য জেলার সদর এবং মহকুমার সদর ব্যতীত, অন্য যে সকল স্থানে রেজিস্ট্রেসন অফিস অবস্থিত সেই একই স্থানে যদি মুন্সীফের আদালত থাকে তবে মুন্সীফকে সমন ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে সমন ইস্যু করিয়াও অনেক সময় সার্ভিস রিটার্ণের অভাবে রেজিস্টারিং অফিসারদিগকে অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হয়; এই সকল কারণে বিপরীত আর একটি পদ্ধতির উল্লেখ আছে; ডাকযোগে সমন করা যাইতে পারে; ডাকমাশুল পার্টি বহন করিবে; রেজিস্টারিং অফিসার খামে প্রয়োজনীয় সমন সম্পর্কে লিখিয়া উপরিউক্ত নিয়মানুসারে কালেক্টার, মহকুমা-শাসক বা মুন্সীফের নিকট উক্ত খাম ইস্যু করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। রেজিস্টারিং অফিসার নিজেই উক্ত খাম পার্টির ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন না, যাঁহাদের সমন ইস্যু করিবার ক্ষমতা আছে কেবলমাত্র তাঁহারাই চিঠি প্রেরণ করিতে পারিবেন। এই সম্পর্কে বিচার বিভাগের ১০৩৫—রেজিস্ট্রেসন তারিখ ২১।৭।৬৪নং চিঠিতে নির্দেশ প্রদান করা আছে। সিভিল প্রসিডিওর কোডে নির্দেশ আছে যে চিঠিতে যে সমন প্রেরণ করা হয় তাহাতে সমনের সমস্ত বিবরণ থাকিবে। সুতরাং অনুমোদিত সমন ফরম পূরণ করিয়া অ্যাকনলেজ-মেণ্টসহ রেজিস্টার্ড খামে সমন প্রেরণ করা উচিত।

২। **কলিকাতা এবং হাওড়া করপোরেশন এলাকার সম্পত্তি হস্তান্তর সম্পর্কে ষ্ট্যাম্প মাশুল**ঃ কলিকাতা এবং হাওড়া সহরের

এলাকাস্থিত স্থাবর-সম্পত্তি যদি বিক্রয়, দান অথবা ভোগ-বন্ধক দেওয়া হয় তবে সাধারণতঃ যে হারে ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় তাহা অপেক্ষা উক্ত এলাকাস্থিত হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্যের উপর শতকরা দুই টাকা বেশী ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইবে। ধরুন, ৬০০ টাকার একখানি বিক্রয়-কোবালা ; এই দলিলে কলিকাতার এলাকাস্থিত ২০০ টাকা মূল্যের কিছু সম্পত্তি আছে ; এখন, ৬০০ টাকার উপর বর্তমান ষ্ট্যাম্প ডিউটি অনুসারে ১৩·৫০ পয়সার ষ্ট্যাম্প প্রদেয় ; আর কলিকাতা-স্থিত ২০০ টাকার মূল্যের সম্পত্তির জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প ডিউটি শতকরা ২ টাকা হারে লাগিবে ৪ টাকা ; অর্থাৎ ৬০০ টাকা মূল্যের দলিলখানিতে মোট ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইতেছে ১৩·৫০ + ৪·০০ = ১৭·৫০ পয়সা। ষ্ট্যাম্প ডিউটি কম হইলে ইম্‌পাউণ্ড হইবে। এই অতিরিক্ত ডিউটি প্রদান সম্পর্কে দলিলে, ফি-বহিতে, মেমো-রেজিস্টারে, এবং পেন্‌ডিং রেজিস্টারে নোট দিতে হইবে। এই সম্পর্কে একটি হিসাবও রেজিস্ট্রেসন অফিসে রাখিতে হইবে।

৩। **বিশেষ রেজিস্টার বহি ঃ** প্রত্যেক রেজিস্ট্রেসন অফিসে অন্যান্য রেজিস্টার বহি ব্যতীত—(i) ৬২-ধারামূলে ফাইলকৃত কপি এবং অনুদিত দলিলের ফাইল এবং (ii) মোক্তারনামা রহিতকরণের ফাইল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফাইলের জন্য রেজিস্ট্রেসন ম্যানুয়ালের 'উপদেশ ও আদেশ' অংশ দেখিতে হইবে।

৪। **রেজিস্ট্রেসন অ্যাক্ট ফি-বহি ঃ**—ইহা সাধারণতঃ রেজিস্টারিং অফিসার স্বহস্তে লিখিবেন ; পেন্‌ডিং দলিলের ক্রমিক নম্বরের পূর্বে 'পি' বর্ণটি লাল কালিতে লিখিত থাকিবে ; লীজ দলিলের ক্ষেত্রে যত বৎসরের জন্য লীজ প্রদত্ত হইল সেই বৎসর সম্পর্কে (অর্থাৎ ২ বৎসর, কি ৩ বৎসর ইত্যাদি) ফি-বহির ৩ নং কলমে লিখিতে হইবে ; কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ বা দাখিল প্রত্যাখ্যাত হইলে, প্রত্যাখ্যানের তারিখ ৮নং কলমে এবং 'রিমার্ক' কলমে 'রিফিউস্‌ড' (প্রত্যাখ্যাত) কথাটি লিখিতে হইবে। বি, টি, অ্যাক্ট ফি-বহির ক্রমিক নম্বর রেজিস্ট্রেসন অ্যাক্ট ফি-বহির রিমার্ক কলমে লিখিত হইবে।

৫। **ইম্‌পাউণ্ড রেজিস্টার ঃ** ইহার ৬নং কলমে ইম্‌পাউণ্ডকৃত দলিল দাখিলকারকের নাম ও ঠিকানা লিখিত হইবে ; ১১নং কলমে কালেক্টার দলিলে প্রদেয় যে মোট ষ্ট্যাম্প ডিউটি ন্যায়-নির্ণয় করিয়া দিয়া থাকেন সেই মোট ষ্ট্যাম্প ডিউটি সম্পর্কে লিখিত হইবে।

৬। **দলিলাদির বিনাশকরণ ঃ** দুই বৎসরের অধিককাল যে সকল

দলিল অফিসে বেওয়ারিশ পড়িয়া থাকে তাহা বিনাশযোগ্য ; তবে বেওয়ারিশ উইল বিনাশ করা যাইবে না ; দুই বৎসরান্তে সদর অফিসে উইল প্রেরণ করিতে হইবে। যাহা হউক, জানুয়ারী মাসেই বিনাশযোগ্য দলিলের তালিকা এবং বিনাশযোগ্য রেকর্ডের তালিকা সদর অফিস মারফতে মহানিবন্ধ-পরিদর্শকের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে ; তবে সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন দলিল বিনাশ করা হইবে না। দলিল ও রেকর্ডপত্রাদি বিনাশ করিবার পর সদর অফিসকে জানাইতে হইবে। বেওয়ারিশ প্রত্যাখ্যাত দলিল বিনাশ করা হইলে ২নং রেজিস্টার বহির প্রত্যাখ্যানাদেশের পৃষ্ঠায় উক্ত বিনাশ সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

৭। রেজিস্টার বহি ইত্যাদিতে রেজিস্টারিং অফিসারের যদি স্বাক্ষর না থাকে ঃ পুরাতন রেজিস্টার বহিতে নকলীকৃত দলিলের অথেনটিকেশন, নকলের মধ্যে ভ্রান্তি এবং তোলাপাঠে লিখনের এ্যাটেস্‌টেসন্ সম্পর্কে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে পরে জ্ঞাত হইলে. তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে ; যে রেজিস্টারিং অফিসারের কার্যকালে উক্ত রেজিস্টার বহি লিখিত হইয়াছিল তাঁহার অনুপস্থিতিতে যে রেজিস্টারিং অফিসার তখন বর্তমান থাকেন, তিনি এ সম্পর্কে সবিস্তারে রেজিস্টারকে রিপোর্ট করিয়া ত্রুটিগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন ; এবং উক্ত রেজিস্টার বহির প্রথমে নিম্নলিখিতরূপ নোট দিবেন ঃ "এই রেজিস্টার বহির..... ...পৃষ্ঠায় তৎকালীন রেজিস্টারিং অফিসারের স্বাক্ষর না থাকায় নিম্নস্বাক্ষরকারী অদ্য অমিশন বা ত্রুটি দূর করিলেন।

তারিখ অবর-নিবন্ধক"

(উপদেশ ও আদেশের ৩০-প্যারা)

৮। রেজিস্ট্রেসনের সময় ষ্ট্যাম্প ও দলিল সম্পর্কে যে যে বিষয়ের প্রতি নজর রাখা প্রয়োজন ঃ নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল গ্রহণ করিবার পূর্বে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ যদি কোন একটি দলিল ভিন্ন ভিন্ন কালিতে লেখা থাকে অথবা একাধিক দলিল-লেখকের হস্তলিপি থাকে তাহা হইলে দলিল-দাখিলকারীকে উক্ত অনিয়ম সম্পর্কে 'কৈফিয়ত' দিতে অনুরোধ করিতে হইবে। দাখিলকারক উপদেশ অনুযায়ী কাজ না করিলে নকল করিবার সময় ঐগুলি সম্পর্কে রেজিস্টার বহিতে নোট দিতে হইবে। সাধারণতঃ বেলা দুই ঘটিকা পর্যন্ত দাখিল লওয়া হয়। কিন্তু রেজিস্টারিং অফিসার স্ববিবেকে ঐ সময়ের পরেও মহিলাদিগের

নিকট হইতে, বৃদ্ধ অথবা অসুস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে অথবা দূরাগত ব্যক্তির নিকট হইতে দলিল দাখিল লইতে পারেন। যথাযথ ষ্ট্যাম্পযুক্ত না হইলে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৫-ধারামতে দলিল রেজিস্ট্রেসনের অযোগ্য হইবে। তবে যদিও ষ্ট্যাম্প ভেন্‌ডরের সার্টিফিকেটে দলিল দাখিলকারকের বা সম্পাদনকারীর নাম না থাকে তবে সে দলিল নিবন্ধীকৃত হইবে; এইরূপ ত্রুটি ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৫-ধারার মধ্যে পড়ে না। রেজিস্টারিং অফিসার যদি সন্দেহ করেন যে ষ্ট্যাম্প শুল্ক ফাঁকি দিবার জন্য কোন দলিলে সম্পত্তির মূল্য কম করিয়া দেখান হইয়াছে, তাহা হইলে কালেক্টারের নিকট এ সম্পর্কে রিপোর্ট করিলে কালেক্টার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কোন দলিলের দাতা অথবা গ্রহীতা দলিল দাখিলের পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট ষ্ট্যাম্প ডিউটি সম্পর্কে উপদেশ প্রার্থনা করিতে পারেন; তিনি উপদেশ দিবেন; তবে তিনি ইহাও স্মরণ করাইয়া দিবেন যে ষ্ট্যাম্প সম্পর্কে প্রামাণিক মতামত পাইতে হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের ৩১-ধারামতে কালেক্টারের নিকট ন্যায় নির্ণয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। কিন্তু উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত না করিয়া নিয়মানুসারে দলিল দাখিল করিলে সে দলিল ইম্‌পাউণ্ড করা হইবে।

দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর থাকা যুক্তিযুক্ত। দলিল-লেখকও শেষ পৃষ্ঠায় তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিবেন এবং ঠিকানা লিখিবেন। তবে ইহা বাধ্যতামূলক নহে; [অনেকের ধারণা বাংলা ভাষায় দলিল লিখিত হইলে দলিলের প্রতি পৃষ্ঠায় সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর থাকা দরকার; আর ইংরাজী ভাষায় লিখিত দলিলে কেবলমাত্র শেষ পৃষ্ঠায় সম্পাদনকারীকে স্বাক্ষর করিতে হয়; এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত; বাংলায় লিখিত দলিল এবং ইংরাজীতে লিখিত দলিলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম।] কোন একটি দলিল অংশতঃ টেস্টামেন্টারী এবং অটেস্টামেন্টারী হইলে রেজিস্টারিং অফিসার দাখিলকারীকে উক্ত দুইটি বিষয়ের জন্য দুইখানি দলিল সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিবেন; কিন্তু পার্টি রেজিস্টারিং অফিসারের অনুরোধ রক্ষা না করিলে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলখানি ১নং বহি এবং ৩নং বহিতে রেজিস্ট্রী করিবেন। পৃথক ফিস্‌ও গ্রহণ করিবেন। দলিলের ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট কপিগুলি যেন মূল দলিলের অবিকল নকল হয়। দলিল এজেণ্ট ইত্যাদি মারফত রেজিস্ট্রী করান যায়। যে মোক্তারনামামূলে এজেণ্ট স্বয়ং দলিলে সহি সম্পাদন করিয়া দলিল দাখিল করেন সেক্ষেত্রে এজেণ্টকে মোক্তারনামাখানি দলিল রেজিস্ট্রী করিবার সময় রেজিস্টারিং

অফিসারকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু যেখানে এজেণ্ট কোন সম্পাদিত দলিল মোক্তারনামাবলে দলিলখানি দাখিল করিয়া রেজিস্ট্রী করিবার ব্যবস্থা করেন, সেক্ষেত্রে তাঁহাকে মোক্তারনামাখানি অবশ্য রেজিস্টারিং অফিসারকে প্রদর্শন করাইতে হইবে। এজেণ্ট দলিল দাখিল করিতে অথবা সম্পাদন স্বীকার করিতে আসিলে যদি প্রয়োজন হয় ২৫ অথবা ৩৪-ধারামতে বিলম্বের কারণ সম্পর্কিত দরখাস্ত তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে। (ম্যানুয়ালের "উপদেশ ও আদেশ" অংশের ৩৫ হইতে ৫১ প্যারা)।

৯। **বিলম্বের জন্য ফাইন প্রদানের নিয়ম**ঃ ২৫-ধারা এবং ৩৪-ধারামতে রেজিস্ট্রেসন ফিসের উপর ভিত্তি করিয়া ফাইন ধার্য করা হয়; কিন্তু ফিস্-টেবলে দুই শ্রেণীর ফিসের কথা লিখিত আছে: সাধারণ ফিস্ (অর্ডিনারি ফিস্) এবং অতিরিক্ত ফিস্ (এক্সট্রা বা অ্যাডিসনাল ফিস্)। ফাইন ধার্য করিবার জন্য শুধুমাত্র সাধারণ ফিস্-এর উপর ভিত্তি করিতে হইবে। কোন একটি দলিলে ধরুন নিম্নলিখিত ফিস্ ধার্য হইয়াছে:—

এ	... ...	৬·০০ টাকা
ই	... ...	৪·০০ „
এম্ (এ)	... ...	১০·০০ „ (এ+ই)
এন্	... ...	১·০০ „
		২১.০০ টাকা

এক্ষেত্রে সাধারণতঃ ফিস্ হইতেছে কেবলমাত্র এ+ই=৬+৪=১০·০০ টাকা; এই ১০·০০ টাকার উপর ভিত্তি করিরা ২৫ বা ৩৪-ধারামতে ফাইন নিধারিত হইবে।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ প্রদান হইতে রেহাইপ্রাপ্ত দলিলের ফাইনও দিতে হয় না।

১০। **প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদন স্বীকার**ঃ কোন অনিবন্ধীকৃত দলিলের সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার জন্য সম্পাদনকারীর প্রতিনিধি (রিপ্রেজেন্‌টেটিভ) বা অ্যাসাইনকে স্বয়ং রেজিস্ট্রেসন অফিসে আসিয়া সম্পাদন স্বীকার করিতে হইবে; একাধিক প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন থাকিলে প্রত্যেককে হাজির হইতে হইবে।

১১। **টিপের নিয়ম**ঃ কি প্রকারে টিপ লইতে হইবে সে সম্পর্কে পূর্বে লিখিত হইয়াছে; রেজিস্ট্রেসন অফিসে ঘোরান-টিপ লওয়া হইয়া থাকে। খারাপ বা অস্পষ্ট ছাপ না কাটিয়া দিয়া ঐ অবস্থায় ব্র্যাকেট দিয়া রাখিতে হইবে; পরে

স্পষ্ট টিপ পুনরায় লইতে হইবে। পরিষ্কার টিপ না ওঠা পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ টিপ লইতে হইবে ; যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪৯-নিয়ম প্রযোজ্য (অর্থাৎ নিয়মানুসারে যাঁহাদের টিপ দিতে হইবে) তাঁহারা টিপ দিতে অস্বীকার করিলে রেজিস্টারিং অফিসার সে সম্পর্কে দলিলে নোট এন্‌ডোর্স করিবেন। কিন্তু যে সকল সম্মানীয় ব্যক্তিকে টিপ প্রদান হইতে রেজিস্টারিং অফিসার স্বেচ্ছায় রেহাই দিয়া থাকেন সেক্ষেত্রে ভিন্ন নোট এন্‌ডোর্স করিতে হইবে। ৪৯-নিয়মে এ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে।

১২। যে সকল ক্ষেত্রে দলিল দাখিল সম্ভব হইবে না ঃ যে সকল দলিলে নিম্নলিখিত ত্রুটির যে কোন একটি ত্রুটি থাকিবে সেই দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করা হইবে না অর্থাৎ দলিলখানি দাখিল করিতে পারা যাইবে না।

(ক) দলিলের ভাষা যদি রেজিস্টারিং অফিসারের অজানা হয়, অথবা দলিলের ভাষা যদি জেলার সাধারণ প্রচলিত ভাষা না হয়, তবে উক্ত দলিলের সঙ্গে ঐ দলিলের একটি প্রকৃত অনুবাদ এবং একটি যথাযথ নকল প্রদান করিতে হইবে ; অন্যথা দলিলখানি গ্রহণ করা হইবে না।

(খ) সকল প্রকার ইন্‌টারলাইনেশান (তোলাপাঠে লিখন), ব্ল্যাঙ্ক, ইরেজার (ঘর্ষণ) অথবা অল্‌টারেশান (পরিবর্তন) রেজিস্টারিং অফিসারের মতানুসারে এস্‌দিক (অ্যাটেস্ট) করিতে হইবে অথবা দলিলের শেষে 'কৈফিয়ত' দিতে হইবে ; অন্যথা, দলিল গৃহীত হইবে না।

(গ) কোন দলিলে বর্ণিত সম্পত্তির বর্ণনা অসম্পূর্ণ হইলে উক্ত দলিল গ্রহণ করা যাইবে না। (২১-ধারা দ্রষ্টব্য)

(ঘ) প্রয়োজনীয় ম্যাপ বা প্ল্যানের কপি দলিলের সহিত সংযুক্ত না করিলে দলিল গৃহীত হইবে না। (২১-ধারা দ্রষ্টব্য)

(ঙ) দলিলে সম্পাদনের তারিখ না থাকিলে দলিল গৃহীত হইবে না। (২৩-ধারা দ্রষ্টব্য)

(চ) নির্ধারিত সময়কালের পরে দলিল দাখিল করিতে চাহিলে দলিলখানি গৃহীত হইবে না। (২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৭২(২), ৭৫ (২) ও ৭৭ (১)-ধারা দ্রষ্টব্য)

(ছ) অনুপযুক্ত অফিসে দলিল দাখিল করিলে সেই দলিল গৃহীত হইবে না। (২৮, ২৯, ৩০-ধারা দ্রষ্টব্য)

(জ) নাবালক, ইডিয়ট (নির্বাক ব্যক্তি, জড়ধি), পাগলের দ্বারা অথবা

যে ব্যক্তির ৩২-ধারা বা ৪০-ধারামূলে দলিল দাখিল করিবার অধিকার নাই সেই ব্যক্তির দ্বারা দলিল দাখিল করা যাইবে না।

১৩। যে সকল ক্ষেত্রে দলিলের নিবন্ধীকরণ অগ্রাহ্য হইবে: দলিল যথাযথ দাখিল করা হইলেও নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির যে কোন একটি ত্রুটি থাকিলে নিবন্ধীকৃত হইবে না।

(ক) নির্ধারিত পিরিয়ডের মধ্যে হাজির হইয়া সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার না করিলে। (৩৪-ধারা দ্রষ্টব্য)

(খ) যদি সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করে। (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য)

(গ) অনিবন্ধীকৃত কোন দলিলের সম্পাদনকারীর মৃত্যুর পর যদি সেই সম্পাদনকারীর রিপ্রেজেন্‌টেটিভ বা অ্যাসাইন উক্ত দলিলের সম্পাদন অস্বীকার করে। (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য)

(ঘ) যদি সম্পাদনকারী বিকৃতমস্তিষ্ক, ইডিয়ট বা নাবালক ইত্যাদি হয়। (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য)

(ঙ) রেজিস্টারিং অফিসার সম্পাদনকারীর পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে। (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য)

(চ) কোন অনিবন্ধীকৃত দলিলের সম্পাদনকারী মৃত এই সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার সন্তুষ্ট না হইলে। (৩৫-ধারা দ্রষ্টব্য)

(ছ) যে এজেন্ট কোন দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে অফিসে হাজির হইয়াছেন, সেই এজেন্টের মোক্তারনামা যদি আইনানুগ না হইয়া থাকে অথবা রিপ্রেজেন্‌টেটিভ বা অ্যাসাইন যদি তাঁহাদের স্ট্যাটাস্ প্রমাণ করিতে না পারেন।

(জ) উইলকারী বা দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্রদাতার মৃত্যুর পর যদি রেজিস্টারিং অফিসার দাখিলীকৃত উইলের বা দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্রের সম্পাদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হন। (৪১-ধারা দ্রষ্টব্য)

(ঝ) যদি নির্ধারিত ফিস্ বা ফাইন প্রদান করা না হয়। (২৫, ৩৪ এবং ৮০-ধারা দ্রষ্টব্য)

১৪। অস্বীকৃত সম্পাদন: কোন দলিলের সম্পাদন অস্বীকার দুই প্রকারের হইতে পারে :

(i) প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে সম্পাদনকারী বা রিপ্রেজেন্‌টেটিভ বা অ্যাসাইন খোলাখুলি রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দলিলের সম্পাদন অস্বী-

কার করে। এরূপ ক্ষেত্রে অবর-নিবন্ধক দলিলখানি রিফিউস করিবেন; এবং সেই সঙ্গে জেলা নিবন্ধককে এ সম্পর্কে রিপোর্ট করিবেন; জেলা নিবন্ধক ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে দলিলের সম্পাদন জাল কিনা অথবা সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট মিথ্যা বিবরণ দিয়াছেন কিনা।

(ii) অপর প্রকারের সম্পাদন অস্বীকারকে পরোক্ষ অস্বীকার বলা যাইতে পারে; সমন পাওয়া সত্ত্বেও যখন সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকারের জন্য হাজির না হন, অথবা যদি পরদানসীন সম্পাদনকারী রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট হাজির না হন বা তাঁহার প্রশ্নের জবাব না দেন অথবা একাধিকবার সম্পাদনকারীর গৃহে যাইয়া যদি সম্পাদনকারীকে বাড়ীতে পাওয়া না যায় এবং রেজিস্টারিং অফিসার যদি বুঝিতে পারেন যে সম্পাদনকারী সম্পাদন অস্বীকার করিবার জন্য আত্মগোপন করিতেছে তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্তরূপে পরোক্ষ সম্পাদন অস্বীকার করিবার জন্য দলিলখানি রিফিউস করিবেন।

১৫। নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে: কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকিলে সকলের সম্পাদন প্রত্যাখ্যাত হইবার যোগ্য না হইলে দলিলখানি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান (রিফিউস্) করা হইবে না; কেবলমাত্র যে ব্যক্তির সম্পাদন প্রত্যাখ্যানযোগ্য সেই ব্যক্তির জন্যই আংশিকভাবে দলিলখানি রিফিউস করা হইবে; ধরুন, একটি দলিলে দুইজন সম্পাদনকারী আছে; রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট উহাদের একজনকে নাবালক বিবেচিত হইলেও দলিলখানি রেজিস্ট্রী করা হইবে; তবে, নাবালক সম্পাদনকারীর সম্পাদন প্রত্যাখ্যাত হইবে এবং সেজন্য দলিলখানি আংশিকভাবে নাবালক সম্পাদনকারীর জন্য রিফিউস করা হইবে। আংশিকভাবে যে ব্যক্তির রেজিস্ট্রেসন রিফিউস করা হয় সেই ব্যক্তির নাম উল্লেখে দলিলে প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে নোট দিতে হইবে: "শ্রী… ……..এর সম্পর্কে নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইল।" কোন সম্পাদনকারী নাবালক বিবেচিত হইলে তাহার সম্পর্কিত নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হয়; প্রত্যাখ্যানাদেশে নাবালকের আপাতঃ প্রতীয়মান বয়সের উল্লেখ করিতে হইবে। অনুরূপে কোন সম্পাদনকারী ইডিয়ট ইত্যাদি সাব্যস্ত হইলে তাহার দলিলও রিফিউস করা হইবে এবং কি কারণে উক্ত সম্পাদনকারীকে ইডিয়ট ইত্যাদি বিবেচনা করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যানাদেশে লিখিত হইবে।

১৬। বোবা এবং কালা সম্পাদনকারী সম্পর্কে: কোন সম্পাদন-

কারী বোবা এবং কালা হইলে তাহার দলিল নিবন্ধীকৃত হইতে পারে যদি সেই বোবা-কালা ব্যক্তি কোন প্রকারে দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিতে পারে; কি প্রকারে (অর্থাৎ হাত মুখ নাড়িয়া ইঙ্গিতে বা লিখিয়া) উক্ত ব্যক্তি সম্পাদন স্বীকার করিয়াছেন সে সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসার দলিলে এনডোর্স করিবেন। আর, রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত ব্যক্তির সম্পাদন স্বীকার সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইতে পারিলে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৫ (৩)-ধারা অনুসারে উক্ত দলিলখানি রিফিউস করিবেন।

১৭। **ইম্‌পাউণ্ড সম্পর্কেঃ** দাখিলীকৃত কোন দলিলে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প না থাকিলে দলিলখানি ইম্‌পাউণ্ড করিয়া কালেক্টারের নিকট পাঠান হয়; পূর্বেই এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে (২৮, ২৯-নিয়ম দেখুন) যদি কোন বিশেষ কারণে উক্ত দলিলের সম্পাদনকারীর সম্পাদন স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবার পূর্বেই (অর্থাৎ ৫৮-ধারার এনডোর্সমেণ্টগুলি দলিলে লিখিত হইবার পূর্বেই) দলিলখানি কালেক্টারের নিকট পাঠান হয় তবে সে সম্পর্কে দলিলখানি প্রেরণ করিবার সময়, কভারিং লেটারে লিখিয়া দিতে হইবে এবং ইহাও লিখিতে হইবে যে দলিলখানি যেন ষ্ট্যাম্প নির্ণয় করিয়া এমন সময়ের মধ্যে ফেরত পাঠান হয় যাহাতে রেজিস্ট্রেসন আইনে প্রদত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনকারী দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিবার সুযোগ পায়। দলিলখানি রেজিস্টার্ড পোষ্টে কালেক্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে; দলিলখানি প্রাপ্তিস্বীকার না করিলে কালেক্টারকে তাগিদ (রিমাইণ্ডার) দিতে হইবে; যাহাতে কালেক্টার সময় থাকিতে (চার মাস) দলিল ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন সে বিষয়েও তাগিদ দিতে হইবে। কারণ, বিধি-নির্দেশক (লিগাল-রিমেম্‌ব্রান্‌সার) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে কোন ইম্‌পাউণ্ডকৃত দলিলে কালেক্টারের নিকট ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য যে অতিরিক্ত সময় লাগে, তাহার জন্য রেজিস্ট্রেসন আইনের ২৩, ২৪, ২৫, ২৬ এবং ৩৪-ধারায় কোন অতিরিক্ত সময়ের ব্যবস্থা নাই; সুতরাং দলিলে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্পের ন্যায় নির্ণয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় পাওয়া যায় না।

কালেক্টারকে দলিলখানি প্রেরণ করিবার সময় একটি চিঠিতে দলিলখানি ইম্‌পাউণ্ড করিবার কারণ এবং সে সম্পর্কে কোন কেস্‌-ল' থাকিলে সেই কেস্‌-ল'এর উল্লেখ করিতে হইবে; দলিলখানিতে কয়খানি পৃষ্ঠা আছে, অপ্রত্যায়িত (আন্‌ অ্যাটেস্‌টেড) অলটারেশান, ইরেজার ইত্যাদি সম্পর্কে উক্ত চিঠিতে লিখিতে হইবে। কালেক্টারের অফিস হইতে দলিলখানি ফেরত আসিলে

দলিলখানি উক্ত চিঠিতে প্রদত্ত বিবরণের সহিত সযত্নে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে দলিলে কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে কিনা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ কার্য সমাপ্ত হইবার পরও সেই দলিল ইম্‌পাউণ্ড করা যাইতে পারে। ইম্‌পাউণ্ডকৃত দলিলের সঙ্গে যে চিঠি ও ফরমে দলিল সম্পর্কিত যে বিবরণ প্রেরণ করা হয় তাহার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কভারিং লেটারের নমুনা

............জেলার

জেলা-সমাহর্তা মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি এই চিঠির সহিত......পৃষ্ঠায় লিখিত একখানি......দলিল যাহার নিবন্ধীকরণ কার্য সমাপ্ত হইয়াছে (অথবা যাহার নিবন্ধীকরণ কার্য এখনো সমাপ্ত হয় নাই)—আপনার দ্বারা ষ্ট্যাম্প নির্ণয়ের জন্য পাঠাইতেছি ; কারণ আমার ধারণা হয় যে দলিলে লিখিত বিষয়বস্তুর জন্য যথাযথ ষ্ট্যাম্প প্রদান করা হয় নাই। দলিলখানিতে কোন কাট্‌-কুট, দোবারা ইত্যাদি নাই। (বা, ঐ প্রকার কিছু থাকিলে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে।)

দলিলখানি সম্পর্কে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিবরণ ভিন্ন একটি ফরমে প্রদত্ত হইল।

বিশ্বস্ত

.........অবর-নিবন্ধক

তারিখ............

ইম্‌পাউণ্ডকৃত দলিল সম্পর্কে যে বিবরণ কালেক্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে তাহার একটি ফরম প্রদত্ত হইল :

(১) সম্পাদনকারীর নাম............(২) গ্রহীতার নাম............ (৩) সম্পাদনের তারিখ............(৪) দলিল দাখিল করিবার তারিখ .... (৫) দলিলের প্রকার বা প্রকৃতি (নেচার)............(৬) দলিলে লিখিত সম্পত্তির মূল্য.........(৭) কত টাকার ষ্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান করা হইয়াছে ....(৮) অবর-নিবন্ধকের মতে আরো কত টাকার ষ্ট্যাম্প প্রদান করা উচিত............(এখানে ষ্ট্যাম্প আইনের প্রয়োজনীয় ধারার উল্লেখে অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল সমর্থন করিতে হইবে)।

১৭। (ক) ষ্ট্যাম্প খরিদ সম্পর্কেঃ এককালীন, একশত টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প ষ্ট্যাম্প ভেন্ডরের নিকট হইতে খরিদ করিতে পারা যায়; উহার অধিক মূল্যের ষ্ট্যাম্প সরকারী ট্রেজারী হইতে ক্রয় করিতে হইবে; বাংলা ভিন্ন অন্য রাজ্য হইতে ষ্ট্যাম্প খরিদ করিয়া বাংলাদেশে নিদর্শনপত্র লেখা চলিবে না; বাংলা দেশে প্রচলিত ষ্ট্যাম্পই কিনিতে হইবে।

১৮। রেজিস্টার বহির পৃষ্ঠায় দলিল নম্বরঃ রেজিস্টার বহিতে কোন দলিল নকল করিতে উক্ত রেজিস্টার বহির একাধিক পৃষ্ঠার প্রয়োজন হইলে, দলিলের নম্বর বৎসর সহ প্রথম পৃষ্ঠার পর হইতে প্রতি পৃষ্ঠায় বাম উপান্তে নোট রাখিতে হইবে; কারণ, কোন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেলে, দলিল নম্বর দেখিয়া যথাস্থানে সংযুক্ত করিবার সুবিধা হইবে।

১৯। অজ্ঞাত ভাষায় স্বাক্ষরিত দলিলঃ রেজিস্টারিং অফিসারের এবং অফিসের সকল কর্মচারীর অজানিত ভাষায় লিখিত স্বাক্ষর কোন দলিলে থাকিলে, রেজিস্টারিং পার্টির নিকট হইতে জানিবেন কোন্ ভাষায় স্বাক্ষর করা হইয়াছে; এবং এই সম্পর্কে অজানিত ভাষায় লিখিত স্বাক্ষরের নীচে পেন্সিলে নোট রাখিতে হইবে; রেজিস্টার বহিতে নকল করিবার সময় ইংরাজী ভাষায় অজানিত ভাষায় লিখিত স্বাক্ষরের অনুবাদ লিখিতে হইবে এবং নীচে ব্র্যাকেটের মধ্যে নোট দিতে হইবেঃ "………ভাষায় মূল দলিলে স্বাক্ষর আছে।"

২০। দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণঃ দলিল অনেক সময় পুনর্নিবন্ধীকৃত হয়ঃ

(এ) কোন দলিলে একাধিক সম্পাদনকারী থাকিলে, সকল সম্পাদনকারী একই সংগে দলিলে স্বাক্ষর না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পাদন করিয়া সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন; একাধিক দাতার মধ্যে একজনমাত্র সম্পাদন করতঃ দলিল দাখিল করিয়া উক্ত সম্পাদনকারী সম্পাদন স্বীকার করিলে, দলিলখানি কেবলমাত্র উক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে নিবন্ধীকৃত হইবে। দলিলখানির নিবন্ধীকরণ কায সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে অপরাপর সম্পাদনকারী আসিয়া সম্পাদন করিয়া স্বাক্ষর করিলে বিনা ফিস্ প্রদানে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করাইতে পারেন; এইরূপ ক্ষেত্রে পুনর্নিবন্ধীকরণের প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যদি দলিলখানির নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ হইবার পর (অর্থাৎ দলিলখানি নকল হইবার পর) অন্যান্য দাতা দলিলখানিতে সম্পাদন স্বরূপে স্বাক্ষর করিয়া উক্ত দলিলখানি পুনরায় রেজিস্ট্রী করাইতে চাহেন, তাহা হইলে পুনরায় ফিস-আদি প্রদান করিয়া পুনর্নিবন্ধীকরণের

ব্যবস্থা করিতে হইবে ; এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক সম্পাদনকারী যে তারিখে সম্পাদন স্বরূপে স্বাক্ষর করেন সেই তারিখ হইতে চারি মাস গণনা করিতে হইবে।

(বি) রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত কোন দলিল যদি পরে ৭২, ৭৫ অথবা ৭৭-ধারামূলে নিবন্ধক বা দেওয়ানী আদালত দ্বারা পুনরায় নিবন্ধীকরণের আদেশ লাভ করে, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার পুনরায় ফিস্-আদি গ্রহণ করিয়া উক্ত দলিল পুনরায় রেজিস্ট্রী করিতে বাধ্য হইবেন ; উহা ফি-বহিতে পুনরায় ক্রমিক নং দ্বারা এন্ট্রি করিতে হইবে। কিন্তু রেজিস্টারিং অফিসারের দ্বারা আংশিক প্রত্যাখ্যাত কোন দলিল যদি ৭২ বা ৭৫-ধারামূলে নিবন্ধকের বা ৭৭-ধারামূলে দেওয়ানী আদালতের নিকট হইতে পুনর্নিবন্ধী-করণের আদেশ লাভ করে, তাহা হইলে রেজিস্টারিং অফিসার পুনরায় ক্রমিক নম্বর দ্বারা উক্ত দলিল ফি-বহিতে এন্ট্রি করিবেন এবং পুনরায় রেজিস্টার বহিতে নকল করিবার ব্যবস্থা করিবেন ; পূর্বে যে সকল এন্ডোর্সমেণ্ট লিখিত হইয়াছিল তাহা দ্বিতীয়বার নকলের সময় ধারাবাহিক ভাবে দলিলের অংশ-স্বরূপে পৃষ্ঠার বডিতে নকল করিতে হইবে ; তবে, আংশিক প্রত্যাখ্যাত দলিল পুনরায় নিবন্ধীকরণের সময় কোন ফিস্-আদি গ্রহণ করা যাইবে না।

উপরিলিখিত (বি)-অংশের ন্যায় পুনর্নিবন্ধীকরণের ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের এন্ডোর্সমেণ্টে 'প্রেজেন্টেড্' শব্দের স্থলে 'রি-প্রেজেন্টেড্' লিখিতে হইবে ; এবং ৫৮-ধারামূলে এন্ডোর্সমেণ্টের স্থলে ৮-পরিশিষ্টের ২নং ফরমে এন্ডোর্সমেণ্ট লিখিতে হইবে।

২১। দলিল ডেলিভারিঃ নিবন্ধীকরণের জন্য দলিল দাখিল করা হইলে ৫২-ধারা অনুসারে দাখিলকারীকে একখানি রসিদ প্রদান করা হয় ; দলিলখানি ফেরত লইবার সময় পুনরায় রেজিস্ট্রেসন অফিসে উক্ত রসিদ দাখিল করিতে হয় ; দলিল দাখিলকারী স্বয়ং রসিদ দাখিল করিলে দলিল ডেলিভারি পাইবেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং না আসিয়া রসিদের বিপরীত পৃষ্ঠায় নির্দিষ্ট স্থানে অপর কোন ব্যক্তিকে দলিলখানি ফেরত লইবার জন্য বরাত দিতে পারেন ; দলিল দাখিলকারী যে ব্যক্তিকে বরাত দিবেন সেই ব্যক্তির নাম দাখিলকারী স্বহস্তে লিখিয়া আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া দিবেন ; তবে, দলিল দাখিলকারী লিখিতে না জানিলে দলিল রেজিস্টারির সময় যে ব্যক্তি তাঁহার নাম 'ব-কলমে' লিখিয়াছিলেন সেই ব্যক্তি সাধারণতঃ তাঁহার নাম 'ব-কলমে' রসিদের বিপরীত পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন। ইহাই সাধারণ নিয়ম ; তবে উক্ত নিয়ম পালিত না

হইলেও রেজিস্টারিং অফিসার বিবেচনা করিয়া দলিল ডেলিভারি দিতে পারেন। কোন দলিল দাখিলকারী রসিদে কোন ব্যক্তিকে 'বরাত' না লিখিয়া দিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে মৃত ব্যক্তির বৈধ বা বিধিসংগত প্রতিনিধি রসিদ দাখিল করিয়া দলিলখানি ডেলিভারি লইতে পারেন ; অবশ্য, এরূপ ক্ষেত্রে দলিলখানি ডেলিভারি দিবার পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার নিঃসন্দেহ হইবেন যে এইরূপ দলিল ডেলিভারিতে প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা নাই ; সেজন্য এরূপ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা হইতেছে এই যে, যে ব্যক্তি দেওয়ানী আদালত হইতে দলিলখানি ফেরত লইবার অর্ডার গ্রহণ করেন তাহাকেই দলিলখানি ডেলিভারি প্রদান করা।

কোন দলিল দাখিলকারী দলিলখানি ফেরত লইবার জন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবার পর মনোনীত ব্যক্তি দলিল ডেলিভারি লইবার পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিলে মনোনীত ব্যক্তির বৈধ প্রতিনিধিকে দলিল দাখিলকারীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে দলিলখানি ফেরত দেওয়া যাইবে না।

কোন দলিল ডেলিভারি না দিবার জন্য দেওয়ানী আদালত আসেধাজ্ঞা (ইন্‌জাংসান) ইস্যু করিলে রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত আসেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া কোন ব্যক্তিকেই দলিলখানি ডেলিভারি দিবেন না।

২২। ৫২-ধারা অনুসারে প্রদত্ত রসিদ বিনাশ এবং দলিল ফেরত লইবার প্রণালী ঃ রসিদখানি যে হারাইয়া গিয়াছে এবং দলিলখানি যে ফেরত দিতে হইবে—এই মর্মে লিখিতভাবে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট একখানি দরখাস্ত করিতে হইবে ; যে ব্যক্তি দলিলখানি দাখিল করিয়াছিলেন (অর্থাৎ দলিলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিবার সময় যে ব্যক্তিকে রসিদখানি প্রদান করা হইয়াছিল) তিনিই উক্ত দরখাস্ত করিবেন ; দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া রেজিস্টারিং অফিসার দাখিলকারীর সনাক্ত গ্রহণ করিবেন ; এবং মূল রসিদখানি যে হারাইয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে প্রমাণাদি গ্রহণ করিবেন। যদি দলিল দাখিলকারী দলিলের গ্রহীতা না হয় তাহা হইলে দরখাস্তকারীর ব্যয়ে দলিলের গ্রহীতাকে ডাকযোগে রেজিস্টারিং অফিসার একখানি নোটিশ দিবেন। গ্রহীতাকে অফিসে হাজির হইয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি দিবার জন্য উক্ত নোটিশ প্রদানের পরে যথেষ্ট সময় প্রদান করা হইবে। যথেষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার পর, উক্ত দলিলের নিবন্ধীকরণ কার্যবিধি সম্পন্ন না হইয়া থাকিলে একখানি ডুপ্লিকেট রসিদ দরখাস্তকারীকে প্রদান করা হইবে ; কিন্তু দলিলখানির নিবন্ধীকরণ কার্য

সমাপ্ত হইয়া থাকিলে ডুপ্লিকেট রসিদের পরিবর্তে দলিলখানি দরখাস্তকারীকে ফেরত দিতে হইবে, রেজিস্টারিং অফিসার রসিদ বহিতে উক্ত রসিদের প্রতিপত্রের (কাউন্টারফয়েলে) সহিত একখানি সাদা কাগজে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট লিখিয়া কাগজখানি আঁটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন:

"এতদ্বারা প্রমাণিত করা যাইতেছে যে মূল রসিদ বিনষ্টের সত্যতা আমার নিকট প্রতিপাদিত হইয়াছে, দলিল দাখিলকারী যথাযথ সনাক্তকৃত হইয়াছে এবং অপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত গ্রাহকের স্বাক্ষরমূলে গ্রাহককে দলিলখানি প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।"

তারিখ অবর-নিবন্ধক

দরখাস্তকারী যদি দলিল দাখিলকারী না হয় তবে রেজিস্টারিং অফিসার ডুপ্লিকেট রসিদ বা দলিল কিছুই দিবেন না; অবশ্য তিনি যদি সন্তুষ্ট হন যে এ বিষয়ে প্রতারিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তাহা হইলে দলিল ডেলিভারি দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা জানি যে দলিলের নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ হইয়া থাকিলে ডুপ্লিকেট রসিদ না দিয়া দলিলখানি উপরিলিখিত নিয়মানুসারে ফেরত দিতে হইবে; দলিল ফেরত দিতে হইলে ফিস্‌টেবলের এক (১) (i) বা (ii) আর্টিকেল অনুসারে ১·০০ টাকা তল্লাস ফিস্ ধার্য করিতে হইবে; ফিস্ উক্ত সাদা কাগজে নোট করা থাকিবে। পেন্‌ডিং বা অসমাপ্ত দলিলের ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট রসিদ দিবার কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে; এরূপ ক্ষেত্রে কোন ফিস্-আদি লইবার প্রয়োজন নাই।

এই বিষয়ের জন্য ভিন্নভাবে সংরক্ষিত টিপ-বহিতে দরখাস্তকারীর একটি টিপ লইতে হইবে; উক্ত রেজিস্টার বহির ২নং কলমের হেডিং এইরূপে পরিবর্তন করিতে হইবে: "দরখাস্তকারীর স্ট্যাটাস্ (অর্থাৎ দলিলের দাখিলকারী বা গ্রহীতা ইত্যাদি) এবং তাঁহার নাম ও স্বাক্ষর।" দলিলখানি ফেরত দিবার পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসার পূর্বের টিপের সহিত বর্তমান টিপ মিলাইয়া দেখিবেন।

উক্ত বিষয়ে রেজিস্ট্রেসন অফিসে যে দরখাস্ত করিতে হয় তাহা দরখাস্ত সম্পর্কিত অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। ১৩নং দরখাস্ত দেখুন।

২৩। তল্লাস এবং পরিদর্শনের ফিস্ যে সকল স্থানে দিতে হয় না: নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন দলিলের নকল লইতে হইলে তল্লাস বা পরিদর্শন ফিস্ দিতে হয় না:—

(এ) যে দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইয়াছে কিন্তু পার্টি উক্ত দলিলের নকলের জন্য যখন দরখাস্ত করেন তখন উক্ত দলিল রেজিস্টার বহিতে কপি করা না হইয়া থাকিলে তল্লাস এবং পরিদর্শন ফিস্ দিতে হয় না।

(বি) যে দলিল দাখিল লওয়া হইয়াছে কিন্তু নিবন্ধীকরণের জন্য তখনও যে দলিল অ্যাড্মিট্ করা হয় নাই সেই দলিলের নকল প্রার্থনা করিলে কোন্ তল্লাস বা পরিদর্শন ফিস্ দিতে হয় না। (যেমন, পেন্ডিং দলিল)।

(সি) কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যানের সময় যদি উক্ত প্রত্যাখ্যাত দলিলের নকল প্রার্থনা করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে তল্লাস বা পরিদর্শনের জন্য কোন ফিস্ দিতে হয় না।

২৪। তল্লাসকারী ব্যক্তির কর্তব্য ঃ তল্লাসকারী ব্যক্তি তল্লাসের ফলাফল সম্পর্কে একটি নোট সার্চ রেজিস্টারে দিবেন ; অর্থাৎ, তল্লাসের উদ্দেশ্য সফল হইল কিনা সে সম্পর্কে নোট দিতে হইবে।

২৫। তল্লাস বা নকলের রসিদ হারাইলে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় ঃ যে ব্যক্তিকে অফিস হইতে প্রথম রসিদ প্রদান করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তিকে রসিদ যে হারাইয়া গিয়াছে এই মর্মে লিখিতভাবে রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। উক্ত দরখাস্তে নিম্নলিখিত সংবাদও পরিবেশন করিতে হইবে : যথা, দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা, প্রথম দরখাস্তের (তল্লাস ও নকলের) তারিখ, কোন্ প্রকারের দলিল (বিক্রয়-কোবালা, কি দানপত্র, কি বিনিময় ইত্যাদি), দলিলে দরখাস্তকারীর স্বার্থ (অর্থাৎ দরখাস্তকারী দলিলে দাতা কি গ্রহীতা, কি তৃতীয় পক্ষ তাহার উল্লেখ করিতে হইবে) এবং প্রথম দরখাস্তে দলিল সনাক্তকরণের জন্য এবং (এফ) ও (জি) আর্টিকেলমূলে ফিস্ নির্ধারণের জন্য যে যে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছিল ইত্যাদি সকল বিষয় দরখাস্তে লিখিতে হইবে। এই দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া রেজিস্টারিং অফিসার দরখাস্তকারীর সনাক্ত গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন যে এই ব্যক্তিই নকল প্রার্থী এবং তিনি দরখাস্তের বিবরণের সহিত এই নকল সম্পর্কে সার্চ রেজিস্টারে লিখিত বিবরণ মিলাইয়া দেখিয়া দরখাস্তে লিখিত বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবেন। দরখাস্তের বিবরণ সত্য প্রতীয়মান হইলে রেজিস্টারিং অফিসার দরখাস্তকারীকে দলিলের নকলটি প্রদান করিবেন। নকল পাইবার স্বীকৃতি স্বরূপে একখানি সাদা কাগজে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর লইবেন ; উক্ত সাদা কাগজে রেজিস্টারিং অফিসার নিম্নলিখিত নোট দিবেন :—

"এতদ্দ্বারা প্রমাণিত করা যাইতেছে যে মূল রসিদ বিনষ্টের সত্যতা আমার নিকট প্রতিপাদিত হইয়াছে, দরখাস্তকারী যথাযথ সনাক্তকৃত হইয়াছে; এবং বিপরীত পৃষ্ঠায় প্রদত্ত দরখাস্তকারীর স্বাক্ষরমূলে দরখাস্তকারীকে............ তারিখের............নং দলিলের নকল প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।"

২৬। আপীল ও আবেদন : অবর-নিবন্ধক কোন দলিলের নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যান করিলে পার্টি রেজিস্ট্রেসন আইনের ৭২-ধারামূলে আপীল এবং ৭৩-ধারামূলে জেলা-নিবন্ধকের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন। আপীল করিতে হইলে ০'৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি দ্বারা করিতে হয়; কিন্তু আবেদনের দরখাস্ত সাদা কাগজে করা চলে; উক্ত আপীল বা আবেদনের দরখাস্তের সহিত প্রত্যাখ্যানাদেশের নকলও দিতে হয়। প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল অবর-নিবন্ধক অফিসে বিনা খরচায় পাওয়া যায়; প্রত্যাখ্যানাদেশের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে জেলা অফিসে আপীল বা দরখাস্ত করিতে হয়। উক্ত দলিল প্রকৃতই সম্পাদিত হইয়াছে এইরূপ প্রমাণ পাইলে জেলা নিবন্ধক উহা রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ প্রদান করিবেন।

নিবন্ধকের আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিবার প্রয়োজন হইলে পার্টি নিবন্ধকের আদেশের নকল লইয়া যে তারিখে নিবন্ধক আদেশ প্রদান করিয়াছেন সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিতে হইবে। মামলার রায়ে দেওয়ানী আদালত দলিল রেজিস্ট্রী করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে রায় প্রকাশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত দলিল অবর-নিবন্ধকের নিকট নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে হইবে। ত্রিশদিন অতীত হইলে দেওয়ানী আদালতের রায় আর কার্যকরী হইবে না; ইহার পর আর কোন আপীল চলিবে না।

নিবন্ধকের নিকট ৭২ বা ৭৩-ধারামূলে আপীল বা আবেদনের দরখাস্ত কেবলমাত্র দলিলের দাতা বা গ্রহীতা বা তাঁহাদের এজেন্ট করিতে পারিবে; (৩৩-ধারায় বর্ণিত মোক্তারনামামূলে নিযুক্ত এজেন্টই কেবলমাত্র গ্রাহ্য)। আপীল বা আবেদনের দরখাস্ত ডাকযোগে প্রেরণ করা যায় না; করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

২৭। বিকৃত মস্তিষ্কের সম্পত্তি হস্তান্তর : বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তির সম্পত্তি কেবলমাত্র আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক বা ম্যানেজার আইনসংগতভাবে হস্তান্তর করিতে পারেন; সুতরাং, নাবালকের স্বাভাবিক

গার্জেন যেমন কোর্টের অনুমতি বিনা বৈধভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারেন বিকৃত মস্তিষ্কের জন্য এরূপ কোন স্বাভাবিক গার্জেন নাই। ১৯১২ সালের ভারতীয় বিকৃত মস্তিষ্ক আইনের ৭৫-ধারা দ্রষ্টব্য। তবে যদি কেহ কোর্টের অনুমতি না লইয়া বিকৃতের অভিভাবক স্বরূপে দলিল সম্পাদন করিয়া বিকৃত মস্তিষ্কের সম্পত্তি হস্তান্তর উদ্দেশ্যে দলিল দাখিল করেন তবে অন্যান্য শর্ত পূরণ হইলে দলিলখানি গৃহীত হইবে এবং নিবন্ধীকৃত হইবে; কিন্তু পরিণামে, উপর আদালতে ১৯১২ সালের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে নাকচ হইয়া যাইবে।

২৮। সম্পাদনকারী দলিল পাঠ করিতে অক্ষম হইলে দলিল-খানি পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে ঃ সম্পাদনকারী দলিল পাঠ করিতে অক্ষম হইলে বা সম্পাদনকারী পরদানশীন মহিলা হইলে দলিল-লেথক বা অপর কেহ—যিনি ভাল লিখিতে-পড়িতে পারেন—দলিলখানি পাঠ করিয়া সম্পাদন-কারীকে বা পরদানশীন মহিলাকে শুনাইবেন; সম্পাদনকারী দলিলের মর্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি করিলে সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর লওয়া উচিত। দলিল যে সম্পাদনকারীকে পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছে সেই মর্মে দলিলপাঠক শেষে নিম্নলিখিতরূপ সার্টিফিকেট দিবেন ঃ—

"দলিলখানি সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া দাতাকে শ্রবণ করাইলাম; এবং দলিলের মর্ম উপলব্ধি করিয়া দাতা স্বেচ্ছায় দলিলে সম্পাদনের স্বাক্ষর করিয়াছেন।"

২৯। দলিল একাধিক কালিতে লিখিত হইতে পারে ঃ এরূপ ক্ষেত্রে রেজিস্টারিং অফিসার দাখিলকারীকে উক্ত সম্পর্কে একটি কৈফিয়ত লিখিয়া দিতে নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৩০। দলিল দাখিলের সময় ঃ দলিল দাখিলের সময় সাধারণতঃ বেলা ১০-৩০মিঃ হইতে ২-০০টা পর্যন্ত; শনিবার দিন বেলা ১০-৩০মিঃ হইতে ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত; তবে রেজিস্টারিং অফিসার প্রয়োজন বিবেচনা করিলে নির্ধারিত সময়ের পরেও দূরস্থান হইতে আগত মহিলা, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তির নিকট হইতে দলিল দাখিল লইতে পারেন।

৩১। স্বল্পমূল্য বিবেচিত সম্পত্তি সংক্রান্ত দলিল ঃ যদিও রেজিস্টারিং অফিসার দলিলে লিখিত সম্পত্তির মূল্য চেক করিবার জন্য দায়যুক্ত নহেন, তথাপি তিনি প্রয়োজনবোধে এ সম্পর্কে কালেক্টারের নিকট রিপোর্ট করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন; মূল্য কম বিবেচিত হইলে ষ্ট্যাম্প

আইন অনুসারে ফাইন হইবে। সুতরাং হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্য কম করিয়া লেখা কখনই উচিত নহে।

৩২। **দলিলের সাক্ষী ঃ** দলিলে সাক্ষী আছে কি না তাহা রেজিস্টারিং অফিসার দেখিবার জন্য দায়যুক্ত নহেন ; তিনি অনুরোধ করিতে পারেন মাত্র।

৩৩। **প্রতিনিধি, অ্যাসাইন বা এজেন্ট দ্বারা দলিল দাখিল ঃ** কোন প্রতিনিধি বা অ্যাসাইন কোন দলিল দাখিল করিতে চাহিলে তাঁহাকে তাঁহার উক্ত স্ট্যাটাস সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে।

এ সম্পর্কে একটা বিষয় প্রনিধানযোগ্য। যেখানে এজেন্টই দলিল সম্পাদন করিয়া দলিল দাখিল করেন, সেখানে রেজিস্টারিং অফিসারকে এজেন্টের দলিল সম্পাদন করিবার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্তুষ্ট করিবার বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু যদি প্রিন্‌সিপ্যাল দলিল সম্পাদন করেন এবং এজেন্ট উক্ত দলিল দাখিল করেন তবে রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩৩-ধারা অনুসারে পাওয়ারনামা রেজিস্টারিং অফিসারের সন্তুষ্টির জন্য দাখিল করিতে হইবে।

৩৪। **ফাইন ঃ** যে প্রকার দলিল রেজিস্ট্রেসন আইনের অন্তর্গত ফিস্ প্রদান হইতে রেহাইপ্রাপ্ত, সে সকল দলিলে ২৫-ধারা এবং ৩৪-ধারা অনুসারে কোন প্রকার ফাইন প্রদান করিতে হইবে না।

৩৫। **প্রকাশ্যে সম্পাদন অস্বীকার ঃ** কোন দলিলের সম্পাদন প্রকাশ্যে অস্বীকৃত হইলে অবর-নিবন্ধক তৎক্ষণাৎ উপরিতন জেলা নিবন্ধককে জানাইবেন। জেলা নিবন্ধক ম্যাজিসট্রেটের ন্যায় অনুসন্ধান করিবেন যে সম্পাদন স্বাক্ষর জাল কি না অথবা সম্পাদনকারী মিথ্যা ভাষণ প্রদান করিয়াছেন কি না।

৩৬। **প্রমানীকৃত মোক্তারনামার সার্টিফায়েড কপিসহযোগে দলিল দাখিল ঃ** নিয়মানুসারে কোন এজেন্টকে প্রমানীকৃত মূল মোক্তার-নামাসহ সম্পাদিত দলিল দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু ১৮৮২ সালে রচিত মোক্তারনামা আইন ৭-এর ৪ (এ) ধারার নির্দেশানুসারে যদি কোন মোক্তারনামা হাইকোর্টে জমা থাকে, তবে সেই মোক্তারনামার সার্টিফায়েড কপি উক্ত আইনের ৪ (ডি) ধারানুসারে কোন সম্পাদিত দলিলের সহিত এজেন্ট দাখিল করিতে পারে।

৩৭। **নাবালকের দলিল দাখিল করিবার অধিকার ঃ** রেজিস্ট্রেসন

আইনের ৩৫-ধারায় লিখিত আছে যে নাবালক স্বয়ং দলিল সম্পাদন করিতে পারে না ; অর্থাৎ নাবালকের দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর সিদ্ধ নহে। কিন্তু নাবালক কি দলিলের গ্রহীতারূপে দলিল দাখিল করিতে পারেন না ? রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩২-ধারায় নির্দেশিত আছে কোন্ কোন্ ব্যক্তি দলিল দাখিল করিতে পারেন। ৩৫-ধারায় যেমন পরিষ্কার লিখিত আছে, নাবালকে দলিল সম্পাদন করিতে পারে না, ৩২-ধারায় তেমন কিন্তু অদ্ব্যর্থক ভাষায় লিখিত নাই যে নাবালক দলিল দাখিল করিতে পারে না। তবে, রেজিস্ট্রেসন ম্যানুয়ালে (১৯৬৩ সংস্করণ, পৃঃ ২৯) লিখিত আছে যে নাবালকের দ্বারা দলিল দাখিল রেজিস্ট্রেসন আইনের অভিপ্রেত নহে ; অর্থাৎ নাবালকে দলিল দাখিল করিতে পারে না। কয়েকটি হাইকোর্টের বিচারের রায়ে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা আছে।

কিন্তু একাধিক হাইকোর্টের বিচারের রায়ে (চেট্টিকার্ম, চিনাপ্পি, হেমন্ত ইত্যাদি ; ভৌমিক, পৃঃ ১২৮) নির্দেশিত হইয়াছে যে নাবালকে দলিল দাখিল করিতে পারে ; কারণ, রেজিস্ট্রেসন আইনে কোন নিষেধ আরোপিত হয় নাই। রেজিস্ট্রেসন ম্যানুয়ালে যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে শ্রীভৌমিকের মতে তাহা অশুদ্ধ।

প্রচলিত আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে হইবে কোন্ বক্তব্যটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আমরা জানি প্রত্যেক দলিলই মূলতঃ একপ্রকার চুক্তিপত্র। ভারতীয় চুক্তি আইনের ১১-ধারার নির্দেশ : নাবালকের দ্বারা সম্পাদিত কোন প্রকার চুক্তি আইনত অসিদ্ধ (ভয়েড্)। সুতরাং কোন নাবালক দলিল গ্রহীতা হইতে পারে না ; এবং দলিল দাখিল করিতে পারে না। রেজিস্ট্রেসন আইনের ৩২-ধারা চুক্তি আইনের ১১-ধারা অবজ্ঞা করিয়া ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়।

রেজিস্ট্রেসন সংস্থার কর্মচারীদিগের প্রতি

বাংলাদেশের সহরে ও গ্রামাঞ্চলে রেজিস্ট্রেসন অফিসগুলি স্থাপিত ; জনসাধারণ অনেক সময় অফিসের কর্মচারীদিগের নিকট রেজিস্ট্রেসন আইন এবং দলিলাদি সম্পর্কে জানিতে চাহেন ; বাংলা ভাষায় কোন পুস্তক না থাকায় কর্মচারীদিগের দ্বারা অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সঠিক সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হয় না ; এই পুস্তকখানি যত্ন সহকারে পাঠ করিলে তাঁহাদেব যে অনেক বিষয়ে জ্ঞান হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

যাঁহারা রেজিস্ট্রেসন অফিসে কর্তব্যরত তাঁহারা জানেন প্রতিদিন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তি রেজিস্ট্রেসন অফিসে স্ব-স্ব কাজে আসেন। আমাদের আচার-ব্যবহারের উপর সরকারের মর্যাদা ও সুনাম বহুলাংশে নির্ভর করে; সুতরাং কর্মচারীদিগের মার্জিত ব্যবহার একান্ত কাম্য।

আর একটি কথা; কর্মচারীদিগের যে সার্ভিস-বহি থাকে তাহাতে প্রত্যেক এন্‌ট্রিতে অফিস-প্রধানের স্বাক্ষরযুক্ত থাকিবে (এস, আর, ২৪৭); সার্ভিস-বহি যথাযথ রক্ষিত হইতেছে কিনা তাহা প্রত্যেক কর্মচারী স্ব-স্ব সার্ভিস-বহি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যাহাতে দূর ভবিষ্যতে অসুবিধায় না পড়িতে হয়; সেজন্য, প্রত্যেক কর্মচারীর সার্ভিস বহি দেখিবার অধিকার আছে (এস্, আর, ২৫০)।

দলিল-লেখকদিগের প্রতি

দলিল-লেখকদিগের গুরুদায়িত্ব অনস্বীকার্য; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্টি দলিল-লেখকদিগের উপর নির্ভর করেন; সাময়িক লাভের মোহে সেই বিশ্বাস হারান কোনমতেই উচিত নহে; গ্রামাঞ্চলে বহু দলিল-লেখকই দলিল এবং বিধান সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত নহেন; সেজন্য অনেকে পার্টির প্রয়োজনমত না লিখিয়া অনেক অবান্তর বিষয় স্ব-স্ব জ্ঞানমত লিখিয়া থাকেন; ভবিষ্যতে ইহার জন্য পার্টি বিপদগ্রস্ত হইতে পারেন; রেজিস্ট্রেসন আইন, ষ্ট্যাম্প আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন সম্পর্কে তাঁহাদিগের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এই পুস্তকে উক্ত আইনগুলির সম্পর্কে আলোচনা আছে। প্রত্যেক প্রকার দলিলের 'পরিচিতি' পর্যায়ে দলিলের মূল রূপটি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। মুসাবিদার সংখ্যা বাড়াইয়া বিশেষ লাভ নাই; এক-একজন পার্টির চাহিদা ও নির্দেশ প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন; পুঁথিগত জ্ঞান এবং চিন্তাশক্তির সমন্বয়ে পার্টির চাহিদামত কাজ করিতে হইবে।

দলিল লিখিতে যে সকল বিষয় সম্পর্কে বিশেষ সচেতন থাকা উচিত তাহা ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে আলোচনা করিয়াছি। পুনরায়, দু'একটি কথা এখানে বলিতে চাই:—সম্পত্তির টাইটল সম্পর্কে রিসাইটালে বিস্তৃত বর্ণনা করা ভাল; টাইটল ঠিকভাবে না লিখিলে দলিলের বিশেষ অংগহানি হইল জানিতে হইবে; দাতা যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে চলিয়াছেন, সেই সম্পত্তিতে তাঁহার কিরূপ স্বত্ব, কি প্রকারে তিনি ঐ সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হইলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে হইবে; সম্পত্তি কোন প্রকারে দায়াবদ্ধ কিনা তাহা লিখিতে হইবে; কি প্রকারের দায়াবদ্ধ তাহাও লিখিতে হইবে।

সম্পাদনের তারিখ কাটাকুটি না করিয়া লিখিতে হইবে।

দাতা এবং গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে ; দলিল দেখিয়া পরে ইন্‌ডেক্স করিতে হয়।

পণের টাকা সত্যই সম্পূর্ণ দেওয়া হইয়াছে কি না, বা কিভাবে পণের টাকা পরিশোধিত হইল বা হইবে তাহা খোলাখুলি লেখা প্রয়োজন ; পণের টাকা সম্পর্কে কোন প্রকার কারচুপি ভাল নয় ; ভবিষ্যতে মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। বিক্রয়-কোবালার পরিচিতি পর্যায়ে লিখিয়াছি পণের টাকা ভবিষ্যতে দিবার শর্তে বর্তমানে বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করা যায় ; সুতরাং চিরাচরিত ধাঁচে "পণের টাকা সমস্ত সাক্ষিগণের সমক্ষে বুঝিয়া পাইয়া অত্র দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম" এইরূপ সর্বদা সর্বক্ষেত্রে লিখিবার কোন যুক্তি নাই।

তপশীলে জমির স্বত্ব, তৌজি নং, জে, এল, নং, খতিয়ান নং, দাগ নং ইত্যাদি সমস্ত লিখিতে হইবে ; সকল প্রকার সংখ্যাই অংকে ও কথায় লেখা প্রয়োজন ; অনেকে শুধুমাত্র অংকে লিখিয়া কার্য সমাধা করেন ; ইহা অন্যায়। সম্পত্তির চৌহদ্দি দিতে হয় ; ইহা ভাল ব্যবস্থা।

দলিলে যতি-চিহ্ন ব্যবহার করা ভাল ; কিন্তু ভুলভাবে যতি-চিহ্ন (, । ; ? ইত্যাদি) ব্যবহার করা অপেক্ষা যতি-চিহ্ন, পি, সি, মোঘা বলেন, মোটে না ব্যবহার করাই অপেক্ষাকৃত ভাল।

কত পৃষ্ঠায় দলিলখানি লিখিত হইল তাহা শেষে লেখা ভাল ; দাতাকে দলিল পাঠ করিয়া শুনান দরকার ; বিক্রীত সম্পত্তিতে শরীক না থাকিলে সে মর্মে লিখিতে হইবে।

কোন শব্দই দোবারা করা উচিত নহে ; কাটিয়া নূতন করিয়া লিখিতে হইবে ; নচেৎ, শেষে কৈফিয়ত দিতে হয়।

নোটিশ প্রদানের নিয়ম

(ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫)

ভূমি সংস্কার আইনের ৫-ধারায় নির্দেশ আছে যে কোন হোল্‌ডিং হস্তান্তর-কালে দলিলের সহিত প্রয়োজনীয় নোটিশ দাখিল না করিলে রেজিস্টারিং অফিসার সেই দলিল গ্রহণ করিবেন না।

হস্তান্তর সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিবরণাদি সহ নোটিশ কালেক্টারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। রেজিস্টারিং অফিসার দলিলের সহিত নোটিশ গ্রহণ করিয়া নির্ধারিত সমাহর্তার নিকট প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

যে ক্ষেত্রে শরিক থাকিবে না সে ক্ষেত্রে এক কপি দরখাস্ত ও তিন কপি নোটিশ দিতে হইবে।

যে সম্পত্তিতে শরিক আছে, সেই সম্পত্তি শরিক ভিন্ন অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরিত হইলে, প্রত্যেক শরিককে নোটিশ দিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে, শরিক ব্যতীত কোর্টে বা রেজিস্ট্রী অফিসে টানাইবার জন্য এক কপি এবং হস্তান্তরিত হোল্‌ডিং-এ টানাইবার জন্য এক কপি অতিরিক্ত নোটিশ দিতে হইবে। শরিক না থাকিলে দরখাস্তের সহিত এক টাকার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প সংযুক্ত করিতে হইবে।

শরিক থাকিলে উপরিউক্ত এক টাকার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প ভিন্ন, প্রতি শরিকের জন্য এক টাকা কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

পার্টিসান ও মর্টগেজ হস্তান্তর নহে। সুতরাং, ৫-ধারা অনুসারে এই প্রকার দলিলে নোটিশ দিতে হইবে না। তবে, ভূ, স, আইনের ১৪-ধারায় নির্দেশ আছে যে পার্টিসান সংক্রান্ত দলিলের সহিত নোটিশ যুক্ত করিতে হইবে। পার্টিসানের সহিত এক কপি দরখাস্ত, তিন কপি নোটিশ নির্ধারিত সমাহর্তার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য সংযুক্ত করিতে হইবে। দরখাস্তে এক টাকার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্প যুক্ত করিতে হইবে।

অতএব, মর্টগেজ ভিন্ন সকল প্রকার হস্তান্তরের সহিত নোটিশ প্রদেয়।

সাধারণ হস্তান্তরপত্রের নোটিশ ফরম

নির্ধারিত সমাহর্তা মহাশয়/শরিকদার মহাশয়

সমীপেষু—

এতদ্বারা আপনাকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে নিম্নতপশীল-বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছে।

...টাকা মূল্যের হস্তান্তরপত্র...রেজিস্ট্রেসন অফিসে...তারিখে নিবন্ধীকৃত হইয়াছে।

....

অবর-নিবন্ধক

শরিকদারের
নাম ও ঠিকানা

তপশীল

১। হস্তান্তরকারীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, সাকিম ইত্যাদি।

২। গ্রহীতার নাম, পিতা/স্বামীর নাম, সাকিম ইত্যাদি।

৩। হস্তান্তরের প্রকৃতি।

৪। বিক্রয়-কোবালা দলিলের আইটেম নম্বর।

৫। যে গ্রাম ও থানার অধীনস্থ হস্তান্তরিত সম্পত্তি সেই গ্রাম ও থানার নাম।

৬। খতিয়ান নং, দাগ নং এবং হস্তান্তরিত সম্পত্তির অংশের পরিমাণ এবং এরিয়া।

৭। বাৎসরিক খাজনা।

৮। আংশক হস্তান্তরিত সম্পত্তির আংশিক খাজনা।

৯। দলিলে লিখিত পণবাহার পরিমাণ।

১০। মন্তব্য।

পার্টিসান দলিলের নোটিশ-ফরম্

······সমীপেষু—

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে নিম্নতপশীল-বর্ণিত সম্পত্তি তপশীল-বর্ণিত রায়তদিগের মধ্যে ·······তারিখে·········জেলাস্থ·········থানার অন্তর্গত······ রেজিস্ট্রেসন অফিসে বণ্টিত হইয়াছে।

অবর-নিবন্ধক

সিডিউল

১। হোল্ডিং-এর গ্রাম, থানা, ও জেলা।

২। হোলডিং-এর খতিয়ান নং, দাগ নং, এবং এরিয়া।

৩। হোলডিং-এর বাৎসরিক খাজনা।

৪। কো-শেয়ারার রায়তদিগের নাম, পিতা/স্বামীর নাম, ঠিকানা।

৫। পার্টিসান দলিল অনুসারে প্রতি কো-শেয়ারের প্রাপ্ত সম্পত্তির এরিয়া বা চৌহদ্দি।

৬। প্রতি অংশের জন্য প্রদেয় খাজনা।

৭। মন্তব্য:

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দলিলের আদর্শ

দানপত্র

পরিচিতি ঃ স্থাবর-সম্পত্তি সংক্রান্ত দানপত্র দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতা-মূলক ; পণ স্বরূপে টাকাকড়ি কিছু গ্রহণ না করিয়া দাতা যদি গ্রহীতার সম্মতিক্রমে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করে তাহা হইলে উহা দানপত্ররূপে বিবেচিত হইবে। যদিও দানপত্রে পণবাহের (কন্‌সিডারেসানের) কোন ব্যবস্থা নাই, দাতা, দান-গ্রহীতার নিকট ভরণপোষণের দাবী করিতে পারেন ; অর্থাৎ ভরণপোষণের দাবী পণরূপে স্বীকৃত হইবে না। দাতার জীবিতকালের মধ্যে গ্রহীতাকে দান গ্রহণ করিতে হইবে ; দান গ্রহণের পূর্বে গ্রহীতার মৃত্যু হইলে দানপত্র কার্যকরী হইবে না।

দানপত্রে অন্ততঃ দুইজন সাক্ষী থাকা উচিত। অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত দান-পত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে। দানপত্রের এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে লিখিত আছে।

ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য করিবার জন্য দানকৃত সম্পত্তির বর্তমান আনুমানিক মূল্য দিতে হইবে। ষ্ট্যাম্প শুল্ক ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়ে মূল্য কম ধার্য করিলে রেজিস্টারিং অফিসার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন।

দানপত্র ও উইলের মধ্যে পার্থক্য এই যে দানপত্র দ্বারা সম্পত্তিতে সদ্য দখল পাওয়া যায় ; উইলকারীর মৃত্যুর পর সম্পত্তিতে অধিকার জন্মে।

দানপত্র নিবন্ধীকরণের পূর্বে দাতা দানপত্র রহিত করিতে পারেন ; সুতরাং সমন দ্বারা দাতাকে তলব করিয়া দানপত্র রেজিস্ট্রী করান বিধানানুগ হইবে না।

গ্রহীতা যদি দান গ্রহণ করিতে সম্মত না থাকে অথবা গ্রহীতা যদি দানকৃত সম্পত্তির দখল না লয় তবে দান সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দানপত্র দলিলে গ্রহীতার সম্মতিক্রমে সে দান করা হইল সেই মর্মে দলিলে সুন্দর করিয়া লেখা থাকা উচিত। এইজন্য পি, সি, মোঘা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে দানপত্রে দাতা এবং গ্রহীতা—উভয়েরই সম্পাদনস্বরূপ দস্তখত থাকা বিধেয় ; কেননা,

আমরা জানি যে শুধু দান করিলেই হইল না; দান গৃহীত হওয়াও প্রয়োজন; গ্রহীতা যে দান গ্রহণ করিলেন তাহার স্বীকারস্বরূপে দানপত্রে স্বাক্ষর করিবেন।

দানপত্র শর্তসূচক হইতে পারে; সেজন্য স্বতন্ত্র ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না; কোন দানপত্র দলিলে যদি এরূপ লেখা থাকে "আমি তোমাকে এই দলিলমূলে যে সম্পত্তি দান করিতেছি তাহা কাহাকেও দান-বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না ইত্যাদি" তবে তাহা মূল দানপত্রের অংগস্বরূপে গণ্য হইবে; ভিন্নভাবে এগ্রিমেণ্টের ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না; আবার, মাসিক বৃত্তি বা কোন প্রকার অর্থাদি নিয়মিত পাইবার শর্তে কাহাকেও কোন সম্পত্তি দান করা যাইতে পারে। এবং উহা সাধারণ দানপত্র দলিলের ন্যায় ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইবে।

দানপত্র রহিত করা যায়; ভবিষ্যতে কিরূপ অবস্থার উৎপত্তিতে দানপত্র রহিত হইবে তাহা দানপত্রে সুস্পষ্ট লেখা থাকা দরকার; দাতা এবং গ্রহীতার—উভয়ের সম্মতিও থাকিবে ঐরূপ শর্তে। ১৭-ধারার দ্রষ্টব্য দেখুন।

ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল ১[এ]-এর আর্টিকেল-৩৩ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল [এ]-অনুসারে।

দানপত্র—১

গ্রহীতা :—নাম..............পিতা....... .... গ্রাম... .. ..
থানা............ জেলা...........জাতি............পেশা.................।

দাতা :—নাম...................পিতা .... গ্রাম ....
থানা ....জেলা.............জাতি...........পেশা ....।

কস্য শুভ দানপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি দানগ্রহীতা আমার প্রতিবাসী এবং আত্মীয়ও হইতেছেন। আপনি আমাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন; আমিও আপনাকে পরমাত্মীয়বৎ স্নেহ করি। আপনার বসবাসের জন্য উপযোগী কোন বাস্তুজমি না থাকায় আপনার বসবাসের খুব অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া আমি আপনার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমার পৈতৃক স্বত্বদখলী ও ভোগদখলী জেলা—২৪-পরগণা, অবর-নিবন্ধক—বারাসাত, থানা—বারাসাত সামিল মৌজা কৃষ্ণপুর গ্রামে নিম্নের তপশীলে বর্ণিত ১৩৬নং খং ভুক্ত ৮৩৭নং দাগে ১ বন্দে ভিটাজমি ০'০৮ (আট) শতক সম্পত্তি যাহার বার্ষিক খাজনা কোং ০'৫২ পয়সা, বর্তমান আনুমানিক মূল্য কোং ২০০'০০ দুই শত টাকা হইতেছে। এতদভূখণ্ড

আমি আপনাকে অত্র দানপত্র দলিলের দ্বারা আপনার সম্মতিক্রমে দান করিয়া দিলাম ; এবং দানকৃত সম্পত্তি হইতে আমি মায় ওয়ারিশান স্থলাভিষিক্তগণক্রমে চিরকালের জন্য চিরনিঃস্বত্ব ও দখলহীন হইলাম। আপনি অদ্য হইতে আমার যাবতীয় স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দান-বিক্রয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণের মালিক হইয়া ধার্য খাজনা ২৪-পরগণা জেলা কালেক্টারে আদায় দিয়া সাবেক নাম খারিজে আবশ্যকমতে নিজ নাম পত্তনে দাখিলাদি গ্রহণে পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে গৃহাদি নির্মাণের দ্বারা বসবাসে ভোগ-দখলাদি করিতে থাকুন, তাহাতে কস্মিনকালে দানকৃত সম্পত্তির উপর আমি মায় ওয়ারিশানগণ কোন সময়ে কোনপ্রকার ওজর, আপত্তি বা দাবী-দাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলে তাহা অত্র দলিলমূলে সর্বস্থলে সর্বতোভাবে বাতিল, নামঞ্জুর ও অগ্রাহ্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আপনাকে দান করিয়া দিলাম। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, আপন খুসীতে সরল মনে অন্যের বিনা অনুরোধে এবং বিনা প্ররোচনায় স্বেচ্ছায় অত্র দানপত্রদলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৭১ সাল ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ; ইং তাং ৩০শে মে, ১৯৬৪ সাল।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা ২৪-পরগণা, অবর-নিবন্ধক বারাসাত, থানা বারাসাতের সামিল মৌজা শিমূলতলা গ্রামে রায়তস্থিতিবান স্বত্বীয় জমি। জে, এল, নং ৭১, রে. সা. নং ৬৭১, তৌজি নং...... .... প্রজার খতিয়ান ১৩৬ (এক শত ছত্রিশ)। ৮০৭ (আট শত সাত) নং দাগে ভিটা জমি •'০৮ (আট শতক) ভূমি মাত্র ; খাজনা বার্ষিক কোং ০'৫২ পয়সা ২৪-পরগণা কালেক্টার সরকারের আদায় দিতে হয়। মোট দানকৃত সম্পত্তির পরিমাণ ০'০৮ (আট শতক) মাত্র। অত্র সম্পত্তির পশ্চিমে............ উত্তরে...................... দক্ষিণে .... পূর্বে... .. . .

কৈফিয়ত.............. ইসাদী

সম্পাদনকারীর স্বাক্ষর সাক্ষীর স্বাক্ষর ১।

দলিল-লেখকের স্বাক্ষর ২।

দানপত্র—২

গ্রহীতা .... দাতা .. ..

কস্য শুভ দানপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছি—৭০ বৎসরে উপনীত। আমার এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে কখন কি ঘটে বলা যায় না।

আমার কোন কন্যা বা পুত্র নাই; আমার পত্নী বর্তমান আছে; তাঁহার জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত কিছু ভূ-সম্পত্তি তাঁহার অনুকূলে হস্তান্তর করিয়াছি। তুমি দানপত্র গ্রহীতা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেছ। তোমার পিতা ইহলোক ত্যাগ করিবার পর হইতে আমি তোমাকে আপন পুত্রবৎ স্নেহে লালনপালন করিয়া আসিতেছি। এবং তুমিও আমাকে এবং আমার পত্নীকে অতিশয় ভক্তি, সেবা-যত্নাদি এবং প্রয়োজনে ভরণপোষণাদি করিয়া আসিতেছ; তোমার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমি ও আমার পত্নী যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন তুমি আমাদের ভরণপোষণ ও সেবাযত্নাদি করিবে এবং আমাদের মৃত্যুর পর পারলৌকিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও যাবতীয় কার্যাদি যথাসাধ্য ব্যয়ে সুসম্পন্ন করিবে। আমি তোমার কার্যকলাপে বিশেষরূপে প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ আমার নিজ দখলী সম্পত্তি—যাহা আমি............সালের .... তারিখে .. .. অবর-নিবন্ধক অফিসের...... .....নং দলিল-মূলে ক্রয় করিয়া যথারীতি খাজনা ইত্যাদি প্রদানে দীর্ঘ .. ..বৎসর নির্বিবাদে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি—তোমাকে দান করিলাম। উক্ত দানকৃত সম্পত্তি জেলা হুগলী, অবর-নিবন্ধক জনাই, থানা চণ্ডীতলার সামিল বোর পরগণা, মৌজা সাহানা ও ওকরদহ গ্রামে পাঁচ দাগে ০·৬৩ ১/১৫ শতক সুনা পান বরোজ ও বাগান জমি যাহার সময়োচিত আনুমানিক মূল্য কোং ১০০০·০০ টাকা (এক হাজার টাকা) হইবে। এতদসম্পত্তি আমি অদ্যকার তারিখে তোমার নাম বরাবর অত্র শুভ দানপত্র দলিলমূলে তোমার সম্মতিক্রমে তোমায় দান করিয়া দিয়া দানকৃত সম্পত্তি হইতে আমি মায় ওয়ারিশানগণক্রমে চির-কালের জন্য চিরনিঃস্বত্ব ও দখলহীন হইয়া তোমাকে খাসদখল দিলাম। তুমি অদ্যকার তারিখ হইতে আমার যাবতীয় স্বত্বে স্বত্ববান ও মালিক হইয়া দানকৃত সম্পত্তির ধার্য রাজস্বাদি নিম্ন তপশীলে প্রকাশিত কালেক্টার সরকারে সাবেক নাম খারিজে আপন নাম পত্তনে দাখিল লইয়া পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশানগণক্রমে দান, বিক্রয়, হস্তান্তর-আদি সর্বপ্রকারের ক্ষমতাযুক্তে যদৃচ্ছামতে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাক; তাহাতে কখনো উক্ত দানকৃত সম্পত্তির উপর আমি মায় ওয়ারিশানগণক্রমে কোনপ্রকার ওজর, আপত্তি বা দাবী-দাওয়া করিতে পারিব না; করিলে, অত্র দানপত্র দলিলমূলে সর্বস্থলে সর্বতোভাবে তাহা বাতিল, নামঞ্জুর ও অগ্রাহ্য হইবে। দানকৃত সম্পত্তি আমি তোমাকে অত্র দানপত্র দলিলমূলে দান করিয়া দিয়া সুস্থ শরীরে সরল মনে আপন খুসীতে তোমার নাম বরাবর অত্র শুভ দানপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন........ সাল....... .তারিখ।

তপশীল সম্পত্তি

* * *

দানপত্র—৩

(প্রতিপালন বিনিময়ে)

তুমি আমার পরম স্নেহভাজন দেবরপুত্র ; আমার বয়স হইয়াছে ; আমার সম্পত্তিসমূহ দেখাশুনার কার্য করিতে ক্রমশঃ ক্ষমতাহীন হইয়া পড়িতেছি। অতএব, আমার নিম্নলিখিত চৌহদ্দিযত যে সমস্ত সম্পত্তি আছে এবং যাহা নিম্নে বিশেষভাবে বিবৃত ও লিখিত হইল তাহা তোমাকে দান করিলাম। তুমি উক্ত সমস্ত সম্পত্তিতে অদ্য হইতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া ভোগদখল করিতে থাক ; তাহাতে আমার কোনপ্রকার আপত্তি রহিল না। তবে প্রকাশ থাকে যে আমি জীবিতকাল পর্যন্ত তুমি আমার ভরণপোষণ করিবে এবং আমার জীবনাবধি আমার দানকৃত সম্পত্তি আমার ভরণপোষণ জন্য প্রতিভূ-(চার্জ) স্বরূপ রহিল। আমার মৃত্যুর পর যথাসাধ্য অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আমার দানকৃত সম্পত্তিতে দানবিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইবে। উক্ত শর্তাধীনে তুমি যে এই দান গ্রহণ করিলে তাহার স্বীকৃতিস্বরূপে তুমিও অত্র দানপত্র দলিল সম্পাদন করিলে। ইতি ·······

তপশীল চৌহদ্দি

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ ইহা অ্যান্যুয়িটি বণ্ড নহে ; কেননা, যিনি মাসহারা দেন তিনি উক্ত খত লিখিয়া দেন ; ইহা সেটেলমেণ্ট নহে ; কেননা, দাতা কর্তৃক অপরের অনুকূলে গ্রহীতার ভরণপোষণের জন্য সম্পাদিত হয়। উক্ত দানপত্রে আর্টিকেল-৩৩ অনুসারে সম্পত্তির আনুমানিক মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প ধার্য হইবে।

হেবানামা

পরিচিতি ঃ যে কোন প্রকৃতিস্থ সাবালক মুসলমান হেবা করিতে পারেন। হেবা করিতে হইলে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান কয়টি অবশ্য পালনীয় ঃ—

(ক) দানকর্তাকে দান করিবার ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে হইবে।

(খ) দান গ্রহীতার প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে দান করিবার ইচ্ছা থাকা চাই।

(গ) দান গ্রহীতাকে দানের বস্তুতে কার্যতঃ বা পরোক্ষভাবে দখল দেওয়া চাই।

ভবিষ্যতে ভোগ করিবার শর্তে কোন সম্পত্তি দান করিলে তাহা অসিদ্ধ হইবে। 'ক' কোন সম্পত্তি 'খ'কে এই মর্মে দান করিলেন যে, যতদিন 'ক' বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন তিনি উহার আকর আওলাদ লভ্যাদি ভোগদখল করিবেন, কিন্তু উহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। 'ক'-এর মৃত্যুর পর 'খ' উহার মালিক হইবেন ; এই শর্তযুক্ত দান অসিদ্ধ। কোন ঘটনা ঘটিবার পর দান কার্যকরী হইবে, এইরূপ দান হইতে পারে না, যথা—জীবনস্বত্বে 'ক' কোন সম্পত্তি ভোগ করিবেন ; 'ক'-এর মৃত্যুর পর 'ক'-এর কোন পুত্র-সন্তান না থাকিলে উক্ত সম্পত্তি 'খ'তে বর্তাইবে—এইরূপ দান অসিদ্ধ।

সুস্থ ও নীরোগ শরীরে হেবা হওয়া কর্তব্য। পীড়িতাবস্থায় দান করিয়া দাতার মৃত্যু হইলে ঐ হেবা ওসিয়েতনামায় লিখিত হেবার ন্যায় পরিগণিত হইবে।

উক্ত সাধারণ হেবা ব্যতীত দুইপ্রকার হেবা সম্পর্কে মোহম্মদীয় শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কোন বস্তুর বিনিময়ে দানকে 'হেবা-বিল-এওয়াজ' এবং হেবা গ্রহীতা বিনিময়ের শর্ত বা অঙ্গীকার করিলে যে দান হয় তাহাকে 'হেবা-সউ-উল-এওয়াজ' কহে। 'হেবা-বিল-এওয়াজ সাধারণতঃ বিক্রয়-কোবালার ন্যায় গণ্য করা হয় এবং ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ বিক্রয়-কোবালার ন্যায় প্রদান করিতে হয়। কিন্তু কেহ হয়ত স্নেহ বা প্রেম-প্রযুক্ত অঙ্গুরী, এক থান কাপড় বা অপর কোন সামান্য মূল্যের বস্তুর এওয়াজে কোন মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি হেবা-বিল-এওয়াজ করিতেছেন, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে দানপত্র ; অর্থাৎ সামান্য বস্তুটির মূল্যকে পর্বাবহো ধরিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল দিলে চলিবে না ; মূল্যবান যে সম্পত্তি হেবা-বিল-এওয়াজ করা হইতেছে তাহার আনুমানিক সমসাময়িক মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ধার্য হইবে।

যেহেতু হেবানামা দানপত্রের অনুরূপ, সেজন্য কেবলমাত্র হেবা-বিল-এওয়াজ দান অর্থে কিরূপে লিখিত হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল :

হেবা-বিল-এওয়াজনামা

(দান অর্থে)

কস্য হেবা-বিল-এওয়াজনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার বয়স প্রায় ৮০ হইতে চলিল। শরীর যেরূপ ক্ষীণ-দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর অধিককাল জীবনের আশা করা যায় না। তুমি আমার একমাত্র পুত্রের পুত্র হইতেছ। তুমি আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে তুমি যেরূপ সেবা-যত্ন করিতেছ তাহাতে আমি পরম প্রীত। তুমি অদ্য হাজেরাণ মজলিসে আমাকে এক খণ্ড কোরাণ-সরিফ উপহায় দিলে। বৃদ্ধাবস্থায় অসীম

করুণাময় খোদাওন্দ করিমের বাণী শ্রবণ ও পাঠ করার চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর কি হইতে পারে! ইহার পরিবর্তে আমি তোমাকে অদ্য তারিখে নিম্নের তপশীল বর্ণিত জমি যাহা তোমার দানের তুলনায় অতি তুচ্ছ তাহা তোমাকে দান করিয়া নিঃস্বত্ব হইলাম। তুমি অদ্য হইতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকার হইয়া নিজ নাম সরকারী সেরেস্তায় জারী করতঃ পুত্র-পৌত্রাদি স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পরম সুখে দান-বিক্রয়ের ও সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণের মালিক হইয়া চিরকালের জন্য ভোগদখল করিতে থাক, তাহাতে আমি কিংবা আমার ওয়ারিশ বা স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কোন প্রকার ওজর-আপত্তি দাবী-দাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলেও তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে। প্রকাশ থাকে যে, যে সম্পত্তি তোমাকে দান করিলাম তাহা তুমি সানন্দে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছ এবং তাহার বর্তমান আনুমানিক মূল্য............টাকা হইবে। এতদর্থে সরল মনে স্বেচ্ছায় অত্র হেবা-বিল-এওয়াজনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন.........তাং......

তপশীল সম্পত্তি

*　　　*　　　*

হেবা-বিল-এওয়াজ

(বিক্রয়-কোবালা অর্থে)

কস্য হেবা-বিল-এওয়াজনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি তোমাকে মহম্মদীয় সারানুসারে ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা দেনমোহর স্বীকার্যে বিবাহ করিয়াছিলাম। উক্ত দেনমোহরের অর্ধাংশ এক হাজার টাকা বিবাহের সময়ই অলংকারাদিতে পরিশোধ করিয়াছিলাম; অপর অর্ধাংশ এক হাজার টাকা ক্রমে পরিশোধ করিবার ওয়াদা ছিল কিন্তু নানা কারণবশতঃ তাহা এ পর্যন্ত পরিশোধ করিতে পারি নাই। এক্ষণে তুমি উক্ত এক হাজার টাকা তলব করায় এবং উহা নগদে পরিশোধ করিতে অক্ষম বিধায় তদ্বিনিময়ে আমার স্বত্বদখলী নিম্নের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি তোমার বরাবর সম্পাদন করিয়া দিয়া অংগীকার করিতেছি যে, অদ্য হইতে তুমি এই হেবা-বিল-এওয়াজনামার বলে আমার স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলীকার হইয়া নিজ নাম পত্তন করতঃ আমার ন্যায় তুল্য ক্ষমতা পরিচালনে যদৃচ্ছাক্রমে ভোগদখল করিতে থাকিবে; তাহাতে আমি কি আমার অপর কোন ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কখনও কোন প্রকার দাবীদাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না, এবং করিলেও

তাহা সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সুস্থ চিত্তে অন্যের বিনা অনুরোধে অত্র হেবা-বিল-এওয়াজনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন…………সাল, তারিখ…………।

তপশীল সম্পত্তি

* * *

বিক্রয়-কোবালা

পরিচিতি : বিক্রয়ের ইংরাজী প্রতিশব্দ 'সেল' ; কিন্তু ইংরাজীতে যাহাকে 'কন্‌ভেয়ান্স' বলে 'বিক্রয়' তাহার অন্তর্গত মাত্র ; কন্‌ভেয়ান্সের বাংলা অর্থ স্বত্বান্তরপত্র, ক্রয়-বিক্রয় লেখ্য, বা সমর্পণপত্র বলা যাইতে পারে ; ষ্ট্যাম্প আইনে কন্‌ভেয়ান্সের যে সজ্ঞা প্রদান করা আছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পায় ; স্বত্বান্তরপত্র অর্থে বিক্রয়মূলে স্বত্বান্তর এবং অন্যান্য যে কোন প্রকার দলিল যাহার দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দাতার জীবদ্দশায় হস্তান্তরিত হয় এবং যাহা ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল [১] বা সিডিউল [১এ]তে অন্য কোন নামে উল্লিখিত হয় নাই। সিডিউল দুইটি পাঠ করিলে দেখা যাইবে বহু প্রকারের দলিলের জন্য ষ্ট্যাম্প শুল্কের কথা লিখিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কন্‌ভেয়ান্স একপ্রকার মাত্র। উপরের সংজ্ঞা হইতে জানিতে পারি যে কোন দলিলের বিষয়বস্তু পাঠে এমন প্রতীয়মান হয় যে উহা এমন এক প্রকারের দলিল যাহা কন্‌ভেয়ান্স নহে, বরং অন্য প্রকারের দলিল যাহার সম্বন্ধে সিডিউলে ভিন্নভাবে লিখিত আছে তাহা হইলে সেইরূপ দলিলকে কন্‌ভেয়ান্স বা স্বত্বান্তরপত্র বলিব না। দানপত্র, বিনিময়পত্র, হস্তান্তরপত্র ইত্যাদি দলিলমূলে দাতা-গ্রহীতার মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাহা কন্‌ভেয়ান্স নহে এই কারণে যে ঐগুলি সম্পর্কে সিডিউলে ভিন্নভাবে লিখিত আছে।

যাহা হউক, বিক্রয়-কোবালার স্বরূপ কি তাহা জানিলে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৪-ধারাতে বিক্রয়ের সংজ্ঞা লিখিত আছে : কোন আর্থিক মূল্যের পরিবর্তে সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরকে বিক্রয় কহে ; এই আর্থিক মূল্য সংগে সংগে প্রদান করা যাইতে পারে, আবার ভবিষ্যতে প্রদান করিবার অংগীকারেও বিক্রয় করা চলে। অথবা, বর্তমানে কিছু মূল্য প্রদান করিয়া ভবিষ্যতে বাকি মূল্য পরিশোধ করিবার অংগীকারেও বিক্রয় করা চলে। (অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি যে পণের টাকা আদান-প্রদান না হওয়া সত্ত্বেও দলিল লেখক মামুলী গৎ হিসাবে লিখিয়া থাকেন—পণের সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া অত্র বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিলাম

ইত্যাদি। সত্য সত্যই টাকাকড়ির আদান-প্রদান না হইয়া থাকিলে এইরূপ লিখিবার কোন যুক্তি নাই ; এইরূপ মামুলী লেখার ফলে অনেক ক্ষেত্রে মামলার উৎপত্তি হয় ; দলিললেখকগণ পার্টিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া পণবাহা সম্পর্কে দলিলে যথাযথ লিখিলে উক্তরূপ মামলার উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। ভবিষ্যতে যখন পণের টাকা পরিশোধ করা হইবে তখন রসীদ লিখিয়া লইলে চলিবে ; এই রসীদও প্রয়োজনে রেজিস্ট্রী করা যায়।

একশত টাকা বা তাহার অধিক মূল্যের ট্যান্‌জিব্‌ল্ স্থাবর সম্পত্তি বা রিভারসান-ঘটিত সম্পত্তি বা অপরাপর ইন্‌ট্যান্‌জিব্‌ল্ সম্পত্তি কেবলমাত্র নিবন্ধীকৃত দলিলমূলে হস্তান্তর করা যায়।

একশত টাকার কম মূল্যের ট্যান্‌জিব্‌ল্ স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারে ; তবে রেজিস্ট্রী না করিলেও চলে।

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য যে চুক্তি বা কনট্রাক্ট করা হয় সেই চুক্তিতে এই শর্ত থাকে যে কতকগুলি শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে ; কিন্তু এই চুক্তি উক্ত সম্পত্তির উপর কোন 'ইন্‌টারেস্ট' বা 'চার্জ' সৃষ্টি করে না ; এই সম্পর্কে বায়নানামার পরিচিতিতে বিশেষভাবে লিখিত আছে। অবশ্য, চার্জযুক্ত বায়নানামার চার্জ সৃষ্টি করে ; এবং সেজন্য ভিন্নভাবে ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হয় ; এইরূপ দলিলের আদর্শ দেখুন। বিক্রীত সম্পত্তিতে দায় বা দেনা থাকিলে সেই দায় বা দেনা মূল্যস্বরূপে গণ্য করিয়া ষ্ট্যাম্প নির্ধারণ করিতে হইবে।

বিক্রয়-কোবালা দলিলে যদিও সাধারণতঃ লিখিত থাকে ভবিষ্যতে বিক্রীত সম্পত্তি ভোগদখলে কোন বিঘ্ন দেখা দিলে আমি মায় ওয়ারিশানগণক্রমে তাহার ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিব ইত্যাদি—তথাপি এজন্য কোন অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না ; কারণ, উক্ত বিবৃতি ক্ষতি-নিষ্কৃতিরূপে গণ্য হইবে না। পণবাহের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল সিডিউল ১[এ]-এর ২৩ নং আর্টিকেল মতে দিতে হয়, রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে।

বিক্রয়-কোবালা—১

গ্রহীতা············ দাতা············

কস্য নিম্ন তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত রায়তদখলী স্বত্বীয় সম্পত্তির বিক্রয়-কোবালা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা··············থানা·········· ···অবর-নিবন্ধক··············মৌজা (বা তালুক)············ এর মধ্যস্থিত রায়ত-দখলীস্বত্বীয় ভিটা ০'২৩ শতক জমি যাহার বার্ষিক খাজনা······ ······পয়সা ভূস্বামী পশ্চিমবংগ সরকারের সেরেস্তায় আদায় দিতে হয়। এই সম্পত্তি আমি

ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বিনা আপত্তিতে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে আমার অর্থের বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় আমি উক্ত ০·২৩ শতক ভিটা বিক্রয় করিবার ঘোষণা ও প্রচার করিলে আপনি তাহা অবগত হইয়া উক্ত সম্পত্তি খরিদের প্রস্তাব করেন ; আমি বাজার-দর যাচাই করিয়া যাচাইসুরতে উক্ত সম্পত্তির সর্বোচ্চ দর কোং ৫০০·০০ (পাঁচ শত) টাকা ধার্যে ও তাহা নগদ গ্রহণে (বা রেজিস্টারিং অফিসারের সম্মুখে লইবার চুক্তিতে) অদ্য উক্ত সম্পত্তি আমি আপনাকে বিক্রয় করিলাম। এইরূপে নিঃস্বত্বে সাফ বিক্রয়-কোবালাপত্র লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিতে আমার যাহা কিছু স্বত্ব-স্বামীত্ব ও অধিকার ছিল তাহা অদ্য হইতে আমা হইতে লুপ্ত হইয়া আপনাতে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে বর্তিল। আপনি অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তিতে খরিদসূত্রে মালিক দখলীকার ও স্বত্ববানমতে ধার্য খাজনা তপশীলোক্ত ভূস্বামী সরকারে সন-সন আদায় দিয়া দান-বিক্রয়াদি সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণের মালিক ও ক্ষমতাযুক্তে পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পরম সুখে ভোগদখল করিতে থাকুন ; তাহাতে আমি মায় ওয়ারিশানে কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না ; কেহ কোন ওজর-আপত্তি করিলে তাহা সর্বত্র বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। অত্র সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আপনাকে বিক্রয় করিলাম ; বিক্রীত সম্পত্তির আমিই সম্পূর্ণ মালিক ও দখলীকার। আমি ব্যতীত উক্ত সম্পত্তির আর কেহ সরিক বা ওয়ারিশ নাই এবং উক্ত সম্পত্তি আমি ইতিপূর্বে আর কাহারো নিকট কোনপ্রকার দায়সংযোগ বা হস্তান্তরাদি করি নাই। ভবিষ্যতে আমার স্বত্ব বা দখলের দোষে কি আমার কৃতকার্যের দ্বারা কি আমার সরিক কি ওয়ারিশ কর্তৃক আপনার খরিদা স্বত্বের কোন বিঘ্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিঘ্নজনিত ক্ষতিপূরণের দায়ী আমি, আমার ওয়ারিশ ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে রহিলাম। বিক্রীত সম্পত্তির কাগজপত্রাদিতে আমার অন্যান্য সম্পত্তি সম্পর্কে বিবরণাদি লিখিত থাকায় আপনাকে ঐগুলি দিতে পারিলাম না ; আবশ্যক ও তলবমত দিব। এতদর্থে আপন ইচ্ছায় সুস্থ চিত্তে সরল মনে অন্যের বিনা অনুরোধে মূল্যের সমস্ত টাকা নগদ গ্রহণে সাক্ষীগণের সাক্ষাতে বিক্রয়-কোবালাপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ...

তপশীল

তপশীলে দাগ নং খতিয়ান নং, সম্পত্তির পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ ইত্যাদি অংকে ও কথায় লিখিয়া দিতে হইবে, প্রত্যেক দলিলের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। বিক্রীত সম্পত্তির স্বত্ব, মৌজার নাম দিতে হইবে ; জে,

এল, নং অবশ্যই দিতে হইবে। সঠিক আছে কিনা তাহা লিখিয়া দিবেন। প্রয়োজনে বিক্রীত সম্পত্তির আয় প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। পণবাহা কি প্রকারে প্রদান করা হইয়াছে তাহার একটি সিডিউল থাকিলে ভাল হয়। তারপর, কৈফিয়ত কিছু থাকিলে দিতে হইবে। সম্পাদনকারী দলিল পাঠ করিতে না জানিলে দলিলখানি পাঠ করিয়া শুনাইতে হইবে। এইরূপ একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া পাঠকারী স্বাক্ষর করিবেন : "দলিলখানি সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া দাতাকে শ্রবণ করাইলাম ; এবং দলিলের মর্ম উপলব্ধি করিয়া দাতা স্বেচ্ছার দলিলে সম্পাদনের স্বাক্ষর করিয়াছেন।" বিষয়টী গুরুত্বপূর্ণ—পি, সি, মোঘা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার দলিলের ক্ষেত্রে তপশীল সংক্রান্ত নির্দেশগুলি প্রযোজ্য। নিরক্ষর দাতার জন্ত সার্টিফিকেট এবং কৈফিয়ত সকল দলিলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বিক্রয়-কোবালা—২

উত্তরাধিকারী স্বত্ব বিক্রয়-কোবালা

পূর্বে আইনের ধারা আলোচনাকালে ভেস্‌টেড ও কনটিনজেণ্ট ইনটারেস্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সম্পত্তি পাওয়া যাইবে তাহা বর্তমানে বিক্রয় করা যাইতে পারে ; যেমন, 'ক' একখানি উইলমূলে 'গ'-কে 'ক'-এর সম্পত্তির মালিক করিয়া গিয়াছে ; উইলে ইহা লিখিত আছে যে 'গ'-এর অবর্তমানে উক্ত সম্পত্তির মালিক হইবে 'চ' ; সম্পত্তিতে 'চ'-এর স্বত্ব হইতেছে 'ভেস্‌টেড' ; এই ভেস্‌টেড স্বত্ব যাহা 'গ'-এর অবর্তমানে 'চ' ভবিষ্যতে পাইবে তাহা আজ বর্তমানে 'চ' অন্যকে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে পারে।

এই বিষয়বস্তু বিক্রয়-কোবালার আকারে লিখিত হইবে।

পুস্তক-স্বত্ব বিক্রয়-কোবালা—৩

ঈশ্বরীপ্রসাদ একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন; কিন্তু এককালীন অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি সন্ধ্যাদেবীকে পুস্তকের কপিরাইট ৫০০০.০০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেন এবং পুস্তকের স্বত্ব-স্বামীত্ব হইতে বঞ্চিত হইলেন ; পুস্তকে গ্রন্থ-প্রণেতারূপে ঈশ্বরীপ্রসাদের নাম থাকিবে বটে, কিন্তু পুস্তক-প্রচার, বিক্রয় প্রভৃতির সকল প্রকার দায়িত্বই সন্ধ্যাদেবীর। ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইবে। ফি ও ষ্ট্যাম্প সাধারণ বিক্রয়-কোবালার ন্যায়।

এইরূপ বিক্রয়-কোবালার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে পণের টাকা এককালীন না। প্রদান করিয়া মাসে মাসে বা নির্ধারিত কিস্তিতে কিস্তিতে পণের মূল্য দিবার ব্যবস্থা থাকে। এইরূপ বিক্রয়-কোবালার পণবাহা অ্যানুয়িটি হওয়ার জন্য ষ্ট্যাম্প-মাশুল অ্যানুয়িটির ন্যায় ষ্ট্যাম্প আইনের ২৫-ধারামতে নির্ধারণ করিতে হইবে। বৃত্তি চিরস্থায়ী হইলে—অর্থাৎ একজনের জীবনকালে সীমিত নহে—২০ বৎসরে মোট যতটাকা বৃত্তি প্রদেয় হয় তাহার উপর আর্টিকেল-২৩ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়; আর কিস্তির কাল কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবনের সহিত শেষ হইলে ১২ বৎসরে মোট প্রদেয় বৃত্তির উপর ২৩-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়; তৃতীয়তঃ, কোন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত যদি বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকে তবে মোট যত টাকা বৃত্তি প্রদেয় হয় সেই টাকার উপর ২৩-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয়।

সাধারণ বিক্রয়-কোবালার ন্যায় দলিল লিখিয়া পণবাহা সম্পর্কে উক্তরূপ লিখিতে হইবে। সাধারণতঃ কতকগুলি সর্তও যুক্ত থাকে ঃ যথা, অ্যানুয়িটির টাকা যথাযথ প্রদান না করিলে আইনের আশ্রয় লইয়া টাকা আদায় করা যাইবে; বা ক্রেতা যদি উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন তাহা হইলেও অ্যানুয়িটির সর্ত উল্লেখে বিক্রয় করিবেন; অথবা এইরূপ সর্তও থাকিতে পারে যে অ্যানু-য়িটির টাকা পর পর কয়েক মাস বা বৎসর (কত কিস্তি তাহা উল্লেখ করিতে হইবে) বাকি পড়ে, তাহা হইলে ক্রেতা বিক্রীত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন, উক্ত সর্তসকল লিখিবার জন্য ভিন্নভাবে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে না।

সম্পত্তি সূত্রে বিক্রয়-কোবালা—৫

ক্রেতা.......... .   বিক্রেতা... ..

১। ....মূল

২। ....সম্মতিদাতা

বিক্রয়-কোবালা পত্রমিদং। নিম্নের তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত সম্পত্তি মায় দ্বিতল ইমারত ড্রেন, পায়খানা, গ্যাস ও ইলেকট্রিক ফিটিং ইত্যাদি যাহা আছে সেই সমস্ত ইজমেণ্ট রাইট টাইটেল ও ইণ্টারেস্ট প্রভৃতি যে কিছু স্বত্ব-স্বামীত্ব ও অধিকার আমার আছে সেই সমস্ত স্বত্বের দরবস্তু হকুক আপনাকে ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকায় বিক্রয় করিলাম।

উক্ত সম্পত্তি আমার পিতা ... . মহাশয় স্বোপার্জিত অর্থে প্রস্তুত করিয়া বিগত..... ...সালের... .....মাসে পরলোক গমন করিলে আমি তাঁহার কৃত

উইলের নির্দেশানুসারে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দীর্ঘ ······বৎসরকাল নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দখলীকার আছি। অন্য কাহারো তাহাতে স্বত্ব নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনি আমার ভ্রাতা শ্রী······ কে সম্মতিজ্ঞাপক পক্ষরূপে (কন্‌সেন্‌টিং পার্টি) দলিলখানিতে সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর না করিলে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে অস্বীকার করায় আমার ভ্রাতা এবং আমি দলিলখানি আপনার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিলাম। উক্ত সম্পত্তিতে আমাদের যে কোন অধিকার বা স্বত্ব ছিল তাহা রহিত হইয়া উত্তরাধিকার বা অ্যাসাইনি প্রভৃতি সূত্রে তৎসমস্ত আপনাতে বর্তিল। আমার বা আমাদের উত্তরাধিকার বা অ্যাসাইনি প্রভৃতি ভবিষ্যতে উক্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবী-দাওয়া করিবে না। আপনি এই দলিলের বলে আপন নাম খারিজ করাইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকুন। ইতি ··········

তপশীল চৌহদ্দি

*　　*　　*　　*

পণবাহার জায়

*　　*　　*　　*

মোট ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র

*　　*　　মূল দাতার স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্যঃ কন্‌সেন্‌টিং পার্টি থাকার জন্য কোন প্রকার বেশী ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না। এবং পণবাহা প্রাপ্তি স্বীকারে কন্‌সেন্‌টিং পার্টির স্বাক্ষর অনাবশ্যক।

অংশীদারের অংশ বিক্রয়—৬

(বিক্রয়-কোবালা, রিলিজ নহে)

কস্য না-দাবি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি শ্রী··········আমার উভয় পুত্র শ্রী··············ও শ্রী··············এর সহিত একত্রে ও একযোগে পরস্পরে মূলধন বিনিয়োগে কারবার চালাইয়া

আসিতেছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার আর ব্যবসায়কার্য করিবার আদৌ ইচ্ছা না থাকায় উক্ত কারবারে আমার যে স্বত্বলভ্য ছিল ও ঐ কারবারের লভ্যাংশ হইতে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা হইয়াছে সেই সমুদয় আমার পুত্রদ্বয়ের অনুকূলে অদ্য নগদ ....টাকা পাইয়া ত্যাগ করিলাম। এক্ষণে এই না-দাবি পত্র লিখিয়া দিয়া অংগীকার করিতেছি যে উক্ত কারবারে ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তিতে ভবিষ্যতে আর কোন দাবি-দাওয়া করিব না। ইতি...........

দ্রষ্টব্য : উক্ত দলিলখানি 'না-দাবি' নামকরণে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু দলিলখানির বিষয়বস্তু পাঠে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে দলিলখানি বিক্রয়-কোবালা ভিন্ন অপর কিছুই নহে। একটা নাম দিলে দলিলের ভাবান্তর হইতে পারে না। মূল কথা এই যে যেখানে 'আমার স্বত্বে স্বত্ববান' কথা লেখা থাকে সেখানে স্বত্বান্তর করা হয়, সুতরাং তাহা বিক্রয়-কোবালা আর যেখানে 'আমার দাবি-দাওয়া নাই' লেখা থাকে তখন না-দাবি দলিলের বিষয়বস্তু পাঠ করিয়া বুঝিতে হইবে তাহা কি দলিল, নাম দেখিয়া নহে।

অস্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর উল্লেখে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়—৭

এই বিক্রয়-কোবালা দ্বারা আমি উল্লেখ করিতেছি যে সন..... ...... সালের . ... তারিখে খাট, বিছানা, টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি 'ক' তপশীলে উল্লিখিত অস্থাবর সম্পত্তি আপনাকে... .... টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া তাহা আপনাকে ডেলিভারি দিয়া স্বত্বত্যাগী হইয়াছি এবং আপনি সেই অবধি উক্ত সম্পত্তিসমূহ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। ঐ সকল আসবাবপত্র আমার নিম্নলিখিত চৌহদ্দিস্থিত 'খ' তপশীলভুক্ত গৃহে ছিল ও এখনও আছে। আপনি এযাবৎকাল ভাড়াটিয়া সূত্রে তাহা দখল করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এক্ষণে উক্ত গৃহ আমার বিক্রয় করা আবশ্যক এবং আপনিও ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় সময়োচিত মূল্য............. টাকায় বিক্রয় করিয়া ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তক্রমে স্বত্বত্যাগী হইলাম। আপনিও আমার স্বত্বে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া উত্তরাধিকারক্রমে ও ওয়ারিশান সূত্রে ভোগবান ও দখলিকার হইলেন, তাহাতে ভবিষ্যতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারো কোন ওজর-আপত্তি খাটিবে না। ইতি সন... ....

দ্রষ্টব্য : অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় যাহা পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি (রেসিটেশন) মাত্র; সুতরাং উহার জন্য ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয় না।

ইজমেণ্ট স্বত্বের হস্তান্তর—৮

লিখিতং শ্রী...... ....১নং দলিলদাতা এবং শ্রী.................. ২নং দলিলদাতা। কস্য বায়ু, আলোক ও পথ চলাচলের ইজমেণ্ট রাইট হস্তান্তরপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি ১নং দলিলদাতা ১২নং শীলাবতী রোডস্থিত বাটীর মালিক হইতেছি ও আমি ২নং দলিলদাতা ১৩নং শীলাবতী রোডস্থিত বাটীর মালিক হইতেছি। এক্ষণে ১২নং শীলাবতী রোডস্থিত বাটীর পশ্চিম পার্শ্বে আমি ১নং দলিলদাতা আমার যে মেথর খাটিবার পথ, জানালা ও বায়ু ও আলোক যাতায়াতের পথ বহুকাল হইতে বর্তমান আছে, উহা আপনি ২নং দলিলদাতা আপনার ১৩নং বাটীর পার্শ্বস্থ পতিত জমির পূর্ব-দিকে অবস্থিত বিধায় আপনি সে সমস্ত জোরপূর্বক বন্ধ করিয়া দেন এবং আমি ১নং দলিলদাতা আমার বাটীর পশ্চিম পার্শ্বে আর জায়গা না থাকায় আমিও বাধ্য হইয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করি, সেজন্য আপনাতে ও আমাতে বহুদিন যাবৎ মনোমালিন্য ও মামলা-মোকদ্দমা চলিতেছিল এবং তজ্জন্য আমাদের উভয়েরই বহু ক্ষতি হইতেছিল; সেই সকল কারণে আমরা অদ্য তারিখে এই এগ্রিমেণ্টপত্র দ্বারা উভয়ে উভয়ের নিকট মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে এইরূপ সর্তে আবদ্ধ হইতেছি যে, আমি ১নং দলিলদাতা অদ্য আপনাকে নগদ ৩০০০˙০০ টাকা দিলাম এবং ২নং দলিল-দাতা আপনার নিকট হইতে উক্ত ৩০০০˙০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়া স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে আপনার যে সমস্ত জানালা ও আলো-বায়ু গমনাগমনের এবং মেথর খাটিবার পথ বর্তমান আছে তাহা চিরকাল মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে কখনও বন্ধ করিয়া দিতে পারিব না বা এরূপ কার্য কখনও করিব না যাহাতে আপনার কোনরূপ ক্ষতি হয় এবং আমি ১ নং দলিলদাতা অংগীকার করিতেছি যে আমার যে সমস্ত জানালা আলো-বায়ু গমনাগমনের এবং মেথর যাতায়াতের পথ বর্তমান আছে তাহা ছাড়া আর নূতন জানালা ও আলো গমনাগমনের পথ ইত্যাদি বাড়াইতে বা তৈয়ার করিতে পারিব না। এতদর্থে আমরা ১নং ও ২নং দলিলদাতা এই এগ্রিমেণ্টপত্র লিখিত, পঠিত ও স্বাক্ষরযুক্তে সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি ....

দ্রষ্টব্য: দাতাদ্বয় সহি সম্পাদন করিবেন। উক্ত দলিলের ষ্ট্যাম্প কোবা-লার ন্যায় ২৩-আর্টিকেল অনুসারে প্রদেয়। কিন্তু দলিলে পণের উল্লেখ না থাকিলে বা থাকিলেও যদ্যপি দলিলে এরূপ লেখা থাকে যে উক্ত সম্পত্তিতে আপনার ও আমার উভয়েরই সমান স্বত্ব রহিল, তাহা হইলে একরারের ন্যায় ৫-আর্টিকেল অনুসারে ১˙৫০ পয়সার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। পার্থক্য হইতেছে এই যে কোবালার স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় কিন্তু একরারনামায় তাহা হয় না।

বিক্রয়-কোবালা—৯

(হেবা-বিল-এওয়াজ)

বিক্রয়-কোবালা অর্থে হেবা-বিল-এওয়াজ দলিল কেমন হইবে তাহা পূর্বে লিখিত হইয়াছে। আমরা জানি বিবাহের সময় দেনমোহরের প্রাপ্য কিছু টাকা প্রদান করা হয়; বাকি টাকা পরবর্তীকালে প্রদান করিবার সময় টাকার পরিবর্তে স্থাবর সম্পত্তি স্ত্রীর অনুকূলে সম্পাদন করিলে সেই হেবা বিক্রয়-কোবালা-রূপে গণ্য হয়; কিন্তু পরবর্তীকালে প্রদেয় মোট টাকার পরিবর্তে যদি নগদে কিছু টাকা এবং অবশিষ্ট টাকার পরিবর্তে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়, তবে যে টাকার বিনিময়ে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয় সেই টাকার উপর বিক্রয়-কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। অর্থাৎ যদি দলিলে এইরূপ লিখিত হয় যে, "আমার নিকট ২৫০০·০০ টাকা তোমার পাওনা, তন্মধ্যে ২০০০·০০টাকা মূল্যের পরিমাণ... .. শতক সম্পত্তি হেবা করিলাম এবং বক্রী ৫০০.০০ টাকা নগদ দিলাম, ইত্যাদি" তাহা হইলে ৫০০·০০ টাকার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না।

একরারনামা

পরিচিতি ঃ একরারনামা বহু প্রকারের এবং অনেক বিষয় সংক্রান্ত হইতে পারে; এবং কি একরারের সর্ত এবং কি একরারের সর্ত নহে তাহা লইয়াও মতবিরোধ হওয়া অস্বাভাবিক নহে; তবে একরারনামা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত-রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে; একরারনামা হইতেছে বিধিমতে এমনই কাজ যাহাতে একাধিক ব্যক্তি তাহাদের মধ্য হইতে এক বা একাধিক জনের সুবিধার্থে কোন কাজ করিতে বা কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে; অথবা, একরারনামা হইতেছে এই যে, একাধিক ব্যক্তির মধ্যে কোন বিষয় সম্পর্কে চুক্তিপত্র; তবে লীজ হইতে ইহার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে; ধরুন, কোন ব্যক্তি দুই বৎসরের জন্য অপর এক ব্যক্তির নিকট হইতে বাড়ী ভাড়া লইয়া মাসে মাসে ভাড়া বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া দিবার অংগীকারে যে দলিল সম্পাদন করিয়া দেয়, তাহা যদ্যপি একরারনামারূপে লিখিত হয় তবুও তাহা লীজরূপে গণ্য করিতে হইবে। তবে বায়নানামা; সরকারী লাইসেন্স প্রাপ্তির বিনিময়ে সরকারের অনুকূলে সর্ত প্রতিপালনের স্বীকারোক্তি সম্পর্কিত দলিল সকলই একরারনামার অন্তর্গত।

আবার, কতক দলিল আছে যাহা সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত হইবার পূর্বে সেই সম্পর্কে একরারনামা সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত হইবার ব্যবস্থা আছে; এইগুলির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে যে মূল দলিল সম্পাদিত ও নিবন্ধীকৃত হইবে তাহারই প্রদেয় ষ্ট্যাম্প একরারনামায় সংযুক্ত করিতে হয়; যথা, লীজের একরারে লীজের ষ্ট্যাম্প

(আর্টিকেল-৩৫), সেটেলমেণ্টের একরারে সেটেলমেণ্টের ষ্ট্যাম্প (আর্টিকেল-৫৮) এবং বণ্টননামার একরারে বণ্টননামার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। তবে এম্, এন্, বাসুর ষ্ট্যাম্প আইনে (পৃঃ ২৭৯), এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে পার্টিসানের একরারনামায় একরারনামার ষ্ট্যাম্প ক্ষেত্র বিশেষে চলে। যেমন, মাদ্রাজ হাইকোর্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন যে একখানি পার্টিসান লিস্ট্-এ বণ্টনের ব্যবস্থা না করিয়া যদি চুক্তিবদ্ধ সর্তে ভবিষ্যতে বণ্টনের কথা উল্লেখ থাকে তবে তাহা একরারনামা বিবেচিত হইবে [(গংগ্যা বনাম চিনা-লিংগ্যা, ১৯১৩, এ, আই, আর ১৬২ (মাদ্রাজ)]।

প্রয়োজনবোধে একরারনামায় দাতা, গ্রহীতা উভয়েই দলিলে সম্পাদন-স্বরূপে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। একরারনামায় ষ্ট্যাম্প (বণ্টননামা, সেটেলমেণ্ট বা লীজের একরারনামা ব্যতীত) সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৫ অনুসারে প্রদেয়।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ টেবলের আর্টিকেল-[ই] অনুসারে ৪·০০ টাকা ফিস্ দিতে হয় ; তবে কোন ব্যক্তির নিকট চাকরী করিবার সর্ত সম্পর্কিত একরার-নামায় আর্টিকেল-[ডি] অনুসারে ২·০০ টাকা ফিস্ দিতে হয়।

একরারনামা—১

(বিক্রীত সম্পত্তি ফেরত পাইবার)

কস্য ফেরত একরারনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। হুগলী জেলার অন্তর্গত মৌজা আকুনি গ্রামে অবস্থিত রায়ত দখলী স্বত্ববিশিষ্ট দুই দাগে শালি জমি ০·৫২ শতক যাহার বার্ষিক খাজনা ২·৪৫ (দুই টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সা) ভূস্বামী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেরেস্তায় আদায় দিতে হয়। এই সম্পত্তি, যাহার বিশেষ বিবরণ নিম্ন তপশীলে বর্ণিত হইয়াছে আমি অদ্য তারিখে সম্পাদিত এক-কিতা কোবালামূলে কোং ৯০০·০০ (নয় শত) টাকা মূল্যে আপনার নিকট হইতে খরিদ করিয়া এমতে খরিদাসূত্রে ভোগ-দখলকার আছি। উক্ত সম্পত্তি এক্ষণে আপনি মূল্যের টাকা প্রত্যর্পণে একটি নির্দিষ্ট কড়ার মধ্যে ফেরত লইবার প্রস্তাব করিলে আমি তাহাতে সম্মত এবং স্বীকৃত হইয়াছি এবং তন্মূলে আমি অত্র ফেরত একরারপত্র লিখিয়া দিয়া ইহা স্বীকার, অংগীকার ও প্রকাশ করিতেছি যে যদি আপনি মায় ওয়ারিশানে অদ্য হইতে আগামী সন ১৩৭৫ (তেরশত পঁচাত্তর) সালের মাহ ফাল্গুন পর্যন্ত আমার ভোগ-দখলের পর কেবলমাত্র ঐ সনের চৈত্র মাসের মধ্যে পূর্বোক্ত মূল্যের ১০০০·০০ (এক হাজার) টাকা এককালে মায় ওয়ারিশান আমাকে প্রদান করেন তাহা হইলে আমি মায় ওয়ারিশানে বিনা ওজরে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দ্বিতীয় কোবালা দ্বারা আপনাকে ফেরত দিব ; ইহাতে কোন

ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না। মূল্যের টাকা এককালে আদায় দিবেন, কোন কিস্তিবন্দির দাবী করিতে পারিবেন না। উক্ত কড়ার মত টাকা প্রদান করিয়া সম্পত্তি ফেরত লইবেন। কড়ার গত হইলে আমি টাকা গ্রহণ করিতে বা সম্পত্তি ফেরত দিতে বাধ্য থাকিব না। ইহাও প্রকাশ থাকে যে যদি আমি উক্ত কড়ার মতে সহজে টাকা গ্রহণ না করি বা সম্পত্তি ফেরত না দিই বা ফেরত দিতে অস্বীকার বা টালবাহানা করিতে থাকি, তাহা হইলে আপনি মায় ওয়ারিশানে মূল্যের সমস্ত টাকা আদালত সাহায্যে প্রদান করিয়া সম্পত্তি ফেরত লইবেন, তাহাতে মায় ওয়ারিশানে কোন ওজর বা দাবী করিতে পারিব না। এতদর্থে আপন ইচ্ছায়, সুস্থ শরীরে, সরল মনে অন্যের বিনা অনুরোধে অত্র দলিলের সকল সর্তে উভয় পক্ষ মায় ওয়ারিশানে তুল্যরূপে বাধ্য থাকিয়া আমি অদ্য ফেরত একরারনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন............

তপশীল

* * *

দ্রষ্টব্য: দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই সম্পাদনে স্বাক্ষর করিয়া নিবন্ধীকরণের জন্য উভয়েই সম্পাদন স্বীকার করিতে পারেন। এইরূপ একরারনামার কড়ারের কাল আর একখানি একরারনামামূলে বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে।

একরারনামা—২

কস্য একরারনামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি আপনার নিকট হইতে ..... টাকা ঋণ লইয়া এই অংগীকার করিতেছি যে আমি অদ্য হইতে আপনার কারবারে...... .....কাজে নিযুক্ত হইলাম। আমার পারিশ্রমিক হইতে প্রতি মাসে.........টাকা করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধার্থে কাটিয়া লইবেন। আপনার সমস্ত টাকা উক্তরূপ হিসাবে পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্য কোথাও কার্য করিতে পারিব না। যদি করি তাহা হইলে আপনি চুক্তি ভংগের নালিশ করিয়া আমাকে দণ্ডবিধির আইন অনুসারে দণ্ডনীয় করিতে পারিবেন, তদ্ব্যতীত আপনার কার্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ...............টাকা অর্থদণ্ড দিব। উক্ত টাকা আমার সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তের কোন প্রকার ওজর-আপত্তি চলিবে না। ইতি সন............

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত একরারনামাখানি যদি এইরূপে পরিবর্তিত থাকিত যে 'যদি সর্তানুসারে কার্য করিয়া মালপত্র না দিই তাহা হইলে আমার অগ্রিম লওয়া টাকা মায় শতকরা.........টাকা হারে সুদ সহ আদায় দিব' তাহা হইলে দুইটি পৃথক বিষয় সংক্রান্ত দলিল হওয়ার জন্য অগ্রিম লওয়া টাকার উপরে তমসুকের (বণ্ড-এর) ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এবং রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ও [এ] এবং [ই] উভয়ই দেয়। কিন্তু এইরূপ সর্ত থাকিলে আর দণ্ডবিধি আইনানুসারে বাধ্য করিয়া কাজ করান যায় না।

নোকরনামা বা চাকরি করিবার একরার—৩

লিখিতং শ্রী . ...। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আপনার নিকট হইতে অদ্য তারিখে .... টাকা লইয়া নিম্নলিখিত সর্তে তাহা পরিশোধ করিতে আমি প্রতিজ্ঞা ও অংগীকারাবদ্ধ হইতেছি। কোন সর্তের কোন প্রকার অন্যথা সাধন করিতে পারিব না এবং ইচ্ছা করিয়া কোন নিয়মভংগ জনিত অপরাধ করিলে দণ্ডবিধি আইনানুসারে আমার নামে চুক্তিভংগের নালিশ করিয়া আমাকে সমস্ত সর্ত পালনে বাধ্য করিতে পারিবেন এবং আমি বিনা আপত্তিতে তাহা করিব এবং উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করিব।

সর্তাবলী

১। অদ্য হইতে তিন বৎসরের জন্য আপনার নিকট চাকর থাকিবার অংগীকার করিলাম।

২। প্রতিদিন আপনার বাড়ীতে উপস্থিত থাকিয়া আপনার নির্দেশানুসারে চাষ-আবাদ বা অন্য যে কোন কার্যে নিয়োজিত করিবেন তাহা সম্পাদন করিব।

৩। আপনার বাড়ীতে দুইবেলা আহারাদি করিব এবং বৎসরে চারখানি পরিধেয় বস্ত্র ও চারখানি গামছা পাইব।

৪। কোন কারণে আপনার কার্য ছাড়িয়া অপরের কার্য করিতে পারিব না বা আপনার প্রদত্ত টাকা পরিশোধ করিতে চাহিলে আপনি তাহা লইতে বাধ্য রহিলেন না।

৫। প্রতিমাসে বেতন বাবদ........ টাকা হিসাবে পাইব এবং সেই টাকা আপনার অগ্রিম প্রদত্ত টাকায় বাদ যাইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ বিশেষ প্রতিকার আইনে বিধান আছে যে অবিচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসরের অধিক দিনের জন্য কন্‌ট্রাক্ট হয় না। সুতরাং তিন বৎসরের অধিককালের চুক্তি গ্রাহ্য হইবে না।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ডি] অনুসারে দিতে হইবে।

একরারনামা—৪

(দলিল প্রদর্শন করাইবার একরার)

সাধারণতঃ নিয়ম এই যে বিক্রেতা যখন কোন সম্পত্তি ক্রেতাকে বিক্রয় করেন, তখন উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার কাগজপত্র ক্রেতাকে প্রদান করা হয়, কোন কারণে বিক্রেতা বিক্রীত সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র ক্রেতাকে প্রদান করিতে না পারিলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে একখানি কভেন্যাণ্ট-পত্র সম্পাদন করাইয়া লইতে পারেন; এইরূপ একরারনামামূলে বিক্রেতা ক্রেতার প্রয়োজনে বিক্রিত সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল প্রকার কাগজপত্র প্রদর্শন করাইতে বাধ্য থাকেন এবং সেই মর্মে কভেন্যাণ্টপত্র লিখিত হইয়া থাকে। যে সকল কাগজপত্র ক্রেতাকে প্রদান করা গেল না তাহার বিবরণ কভেন্যাণ্টপত্রে লিখিত হইবার পর এইরূপ লিখিত থাকিবে: "আমি এই কভেন্যাণ্টপত্র লিখিয়া দিয়া একরার করিতেছি যে ভবিষ্যতে উক্ত কাগজপত্রাদি মায় ওয়ারিশান স্থলা-ভিষিক্তগণক্রমে আপনাদিগের দেখিবার বা কাহাকেও দেখাইবার বা কোন আদালতে দাখিল করিবার আবশ্যক হইলে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলা-ভিষিক্তগণক্রমে তাহা প্রদর্শন করাইতে বা দাখিল করিতে বাধ্য থাকিলাম ও থাকিবে। যদি যথাসময়ে তাহা না করি বা করে তবে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য রহিলাম বা রহিবে।"

সালিশের একরার—৫

(অচলনামা)

১। শ্রীযুক্ত.................... ২। শ্রীযুক্ত....................

লিখিতং শ্রী ....ও শ্রী ....ইত্যাদি।

আমাদের উভয় ভ্রাতার মধ্যে আজ দুই বৎসর ধরিয়া মনোমালিন্যের সূত্রপাত হওয়ায় পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির অংশ সম্বন্ধে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং সেজন্য একাধিক দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু হওয়ায়, আমরা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। এক্ষণে আমরা এই একরারনামা দ্বারা অংগীকারাবদ্ধ হইতেছি যে আপনারা উভয়ে এই বিবাদ-বিসম্বাদের যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন তাহাতে আমরা উভয়ে বাধ্য হইব এবং তাহার কোন অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। যদ্যপি কেহ আপনাদের মধ্যস্থতায় অমত করেন তাহা হইলে তিনি অপর-পক্ষকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ.........টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন। যদি না দেন তবে আদালতের সাহায্যে তাহা মায় খরচা আদায় দিতে হইবে। এই অংগীকার সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমরা এই একরারপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি..............

ভাড়া খরিদ চুক্তিপত্র—৬

(হায়ার পার্চেজ)

কস্য চুক্তিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। লিখিতং প্রথম পক্ষ মালিক শ্রী…………………… এবং দ্বিতীয় পক্ষ খরিদ্দার শ্রী……………………। নিম্নে প্রথম পক্ষকে 'মালিক' এবং দ্বিতীয় পক্ষকে 'খরিদ্দার' নামে লিখিত হইয়াছে। অত্র চুক্তিপত্রমূলে আমরা নিম্নলিখিত সর্তে আবদ্ধ হইলাম :—

১। তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত জিনিসপত্রগুলি মালিক ভাড়া দিয়াছেন এবং খরিদ্দার ভাড়া লইয়াছেন; মাসিক………টাকা হারে ভাড়া স্থিরীকৃত হইল এবং অদ্য হইতে আগামী………সালের………তারিখ পর্যন্ত এই চুক্তিপত্র কার্যকরী থাকিবে।

২। খরিদ্দার ইতিপূর্বে মালিককে……টাকা প্রথম মাসের রেণ্ট বা ভাড়া স্বরূপে প্রদান করিয়াছেন; মালিকও এতদ্বারা প্রথম মাসের ভাড়া প্রাপ্তি স্বীকার করেন; পরবর্তীকালে ভাড়া প্রতিমাসের………তারিখের মধ্যে……টাকা করিয়া মাসিক ভাড়া বাবদ মালিককে খরিদ্দার প্রদান করিবেন।

৩। তপশীলে বর্ণিত জিনিসপত্রগুলি খরিদ্দার সযত্নে ব্যবহার করিবেন এবং সংরক্ষণ করিবেন; অবশ্য, 'উইয়ার এবং টিয়ার' জনিত ক্ষয়-ক্ষতির জন্য খরিদ্দার দায়ী হইবেন না, আগুনে পুড়িয়া উক্ত জিনিসপত্রের কোনরূপ ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করিতে খরিদ্দার বাধ্য থাকিবেন; জিনিসপত্রগুলি মালিককে অথবা তাঁহার প্রতিনিধি বা কর্মচারীকে সকল সময় পরিদর্শন করিতে দিতে খরিদ্দার বাধ্য থাকিবেন।

৪। মালিকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে খরিদ্দার জিনিসপত্রগুলি বর্তমানে যে ঠিকানায় আছে সেই স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিবেন না; (জিনিসপত্রগুলি যে ঠিকানায় আছে সেই ঠিকানা দিতে হইবে) অথবা জিনিসপত্রগুলি উক্ত ঠিকানায় ফিক্স্চার হইতে দিবেন না।

৫। যে স্থানে জিনিসপত্রগুলি রক্ষিত হয় সেই স্থানের জন্য প্রদেয় খাজনা এবং কর খরিদ্দার নিয়মিতভাবে যথাসময়ে প্রদান করিবেন; যদি না প্রদান করেন তাহা হইলে চুক্তিপত্র বিনা নোটিশে উক্ত কারণে নাকচ হইবে।

৬। খরিদ্দার এই চুক্তিপত্রের কোন সর্ত পালন করিতে অবহেলা করিলে, মালিক কোন প্রকার নোটিশ প্রদান না করিয়াই চুক্তির মেয়াদ শেষ করিতে পারেন এবং জিনিসপত্রগুলি তাঁহার দখলে আনয়ন করিতে পারেন; এবং এই উদ্দেশ্যে খরিদ্দার 'লিভ বা লাইসেন্স' দিতেছে যে মালিক বা মালিকের এজেণ্ট বা কর্মচারী খরিদ্দারের দখলীকৃত যে কোন গৃহাদিতে অনুসন্ধানের জন্য প্রবেশ

করিয়া উক্ত জিনিসপত্রগুলিতে পুনরায় দখল লইতে পারিবেন ; ইহার জন্য মালিক অথবা তাঁহার এজেণ্ট বা কর্মচারী অবৈধ প্রবেশের দায়ে দায়ী হইবেন না।

৭। খরিদ্দার যে কোন সময়ে উক্ত জিনিসপত্রগুলি মালিককে ফেরত দিয়া এই চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ করিতে পারেন।

৮। উপরিউক্ত পরপর তিনটি ক্লজের যে কোন একটিতে চুক্তিপত্রের মেয়াদ শেষ হইলে খরিদ্দার মালিককে চুক্তিভংগের তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য যাবতীয় রেণ্ট পরিশোধ করিয়া দিবেন ; এইরূপ পরিশোধের জন্য খরিদ্দার কোন প্রকার ক্রেডিট অ্যালাউন্স পাইবেন না।

৯। নির্ধারিত মেয়াদের যে কোন সময় খরিদ্দার বক্রী রেণ্ট এবং ভবিষ্যতে প্রদেয় রেণ্ট সকল প্রদান করিয়া উক্ত জিনিসপত্রগুলির মালিক হইতে পারেন : অবশ্য ইহার জন্য খরিদ্দার কোন ডিস্কাউণ্ট পাইবেন না। (যদি ডিস্কাউণ্ট দিবার ব্যবস্থা থাকে তবে সেই মর্মে লিখিতে হইবে।)

১০। খরিদ্দার অথবা অন্য কোন ব্যক্তি—যাঁহার দখলে জিনিসপত্রগুলি থাকে—কেবলমাত্র 'বেলী'-রূপে গণ্য হইবেন।

উপরিউক্ত সর্তানুসারে জিনিসপত্রগুলি ক্রয় না করিলে, অথবা সকল প্রাপ্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করিলে, উক্ত জিনিসপত্র পুরাপুরি মালিকের সম্পত্তিরূপে পরিচিত থাকিবে।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় আমরা শ্রী ························ ······এবং শ্রী····· ·········· ····এই চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন····· ···

তপশীল

*   *   *

(অস্থাবর সম্পত্তি হইলেও তাহার বিবরণ এখানে দিতে হইবে।)

বিবাহ-বিচ্ছেদের চুক্তিপত্র—৭

কস্য বিবাহ-বিচ্ছেদ চুক্তিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। লিখিতং শ্রী ·············· ·············(পরে 'পতি'রূপে পরিচিত) প্রথম পক্ষ এবং শ্রীমতী··············· ············(পরে 'পত্নী'রূপে পরিচিত) দ্বিতীয় পক্ষ। উভয়ের মধ্যে বহুকাল যাবৎ কলহ, অশান্তি, মনের অমিল সর্বদা বিরাজ করায় আমরা উভয়ে পৃথক-ভাবে বসবাস করিতেছি ; বর্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদের চুক্তি করিবার মানসে উভয়ে নিম্নলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইলাম :—

১। উভয় পক্ষ পৃথকভাবে বসবাস করিতে থাকিবে; একে অপরের জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারিবে না; এবং দাম্পত্য জীবনের অধিকার পুনরুদ্ধারের অজুহাতে আইনের সাহায্য লইতে পারিবে না।

২। পতি, পত্নীর জীবদ্দশা পর্যন্ত মাসিক……টাকা ভাতা স্বরূপ দিবেন; এবং পতির ঔরসজাত দুইটি সন্তানের ভরণপোষণের জন্য মাসিক………টাকা করিয়া দিবেন। অবশ্য, যদি উপযুক্ত আদালত দ্বারা এই বিচ্ছেদ চূড়ান্তভাবে স্বীকৃত হয় তবে পতি অত্র চুক্তিপত্রের সর্তানুসারে ভাতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন না।

৩। ১০ বৎসর বয়স্ক পুত্র বিভাস এবং ৮ বৎসর বয়স্ক কন্যা রানী—এই সন্তান দুইটিকে পত্নী উপরের সর্তে লিখিত মাসিক প্রদেয়……টাকা হইতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন যতদিন না সন্তান দুইটি … … বৎসর বয়সে উপনীত হয়। সন্তান দুইটির জন্য পত্নী অন্য কোন প্রকার ক্ষতিনিষ্কৃতি পতির নিকট দাবী করিতে পারিবেন না।

৪। পতির গৃহ হইতে পত্নী তাঁহার নিজস্ব যাবতীয় গহনাপত্র, ফারনিচার এবং অপরাপর আসবাবপত্র লইয়া যাইতে পারিবেন।

৫। এই চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে পত্নী যে সকল ঋণ করিবেন তাহা তিনি পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন; এই ঋণের জন্য পতি কোন প্রকার দায়ী হইবেন না; যদি পতিকে উক্তরূপ ঋণ পরিশোধ করিতে হয় তবে তিনি উক্ত মাসিক ভাতা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন। সন্তান দুইটির রক্ষণাবেক্ষণ বা শিক্ষাদীক্ষা এবং পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যদি কোন ব্যয়ভার পতিকে বহন করিতে হয় তবে পতি তাহা উক্ত মাসিক ভাতা হইতে কাটিয়া লইতে পারিবেন।

৬। পতি প্রতি সপ্তাহের রবিবার (বা অন্য কোন সময়ে)……ঘণ্টার জন্য উক্ত সন্তান দুইটির সাহচর্য লাভ করিতে পরিবেন। অবশ্য প্রকাশ থাকে যে ভবিষ্যতে যদি কখনো পতি এবং পত্নী পরস্পর সম্মতিক্রমে স্বামী-স্ত্রীরূপে পুনরায় একসংগে বসবাস করেন তাহা হইলে এই চুক্তিপত্র সেইরূপ অবস্থায় কার্যকরী থাকিবে না, এবং পতিকেও উক্তরূপ অর্থ প্রদান করিতে হইবে না।

আরো প্রকাশ থাকে যে পতি অথবা পত্নীর যে কোন একজনের মৃত্যুতে এই চুক্তিপত্র প্রত্যাহৃত হইতে পারিবে। এতদর্থে সরল মনে সুস্থ শরীরে, অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র চুক্তিপত্র আমরা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন……

দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপ চুক্তিপত্র যে কোন ধর্মের লোক সম্পাদন করিতে পারেন; মুসলমানদিগের ডিভোর্সের যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাহার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

বায়নানামা

পরিচিতি ঃ বায়নানামা এক প্রকার একরারনামা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ভবিষ্যতে কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য সম্পত্তির মূল্য বাবদ আংশিক অর্থ প্রদানে বর্তমানে যে দলিলমূলে চুক্তি করা হয় সেই চুক্তিই বায়নানামা।

বায়নানামা সম্পাদনের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে নালিশ করিয়া বায়নানামাদাতা অথবা তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের নিকট হইতে সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইতে অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিতে পারা যায়। বায়নানামার সময় নির্দিষ্ট করা না থাকিলে যে তারিখে ক্রেতা জানিতে পারেন যে বিক্রেতা বায়নানামার চুক্তি ভংগ করিয়া অপর ব্যক্তিকে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে সেই তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে বিক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা যাইতে পারে।

একরারনামার ন্যায় বায়নানামাতেও ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] অনুসারে ৪·০০ টাকা দিতে হয়।

বায়নাপত্র—১

কস্য বায়নাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা ২৪ পরগণা, থানা ও অবর-নিবন্ধক অফিস বারাসাতের অন্তর্গত মৌজে আনারপুর গ্রামস্থিত নিম্নের তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত ০·৪৩ শতক বাস্তু-জমি আমি আপনাকে ১০,০০০·০০ (দশ হাজার) টাকায় বিক্রয় করিবার চুক্তি করিয়া উক্ত পণের টাকার মধ্যে অগ্র ১৫০০·০০ (পনর শত) টাকা বায়নাস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। এইক্ষণে এই বায়না-পত্র দ্বারা স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে অগ্য হইতে আগামী এক বৎসরের মধ্যে—অর্থাৎ............সালের.........তারিখ মধ্যে আপনি অবশিষ্ট পণের টাকা দিতে প্রস্তুত হইলে আমি উক্ত সম্পত্তি সাফকোবালামূলে আপনাকে বিক্রয় করিতে বাধ্য রহিলাম। কিন্তু আপনি যদি উক্ত সময়ের মধ্যে পণের টাকা দিতে না পারেন তাহা হইলে আমি অপর যে কোন ব্যক্তিকে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিব; এবং আপনি বায়নার টাকা হইতে বঞ্চিত হইবেন। এতদর্থে বায়নার টাকা নগদ পাইয়া এই বায়নাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ....

তপশীল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপ বায়নানামায় অন্যান্য সর্তও লিখিত হইতে পারে : যেমন "নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপনি পণের টাকা দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও যদি আমি আপনার অনুকূলে বিক্রয়-কোবালা দলিল সম্পাদন করিয়া এবং রেজিস্ট্রী করিয়া না দিই তবে ক্ষতিপূরণস্বরূপ আপনাকে............টাকা দিতে বাধ্য থাকিব ;" আবার, "আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণের টাকা না দিতে পারিলে আমি অপর ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিব ; এবং উপযুক্ত সময়ে টাকা না পাইবার জন্য আমার যে ক্ষতি হইবে তাহার জন্য আপনি দায়ী হইবেন।"

বলা বাহুল্য, এই সকল সর্তাবলীর জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়না ; ১'৫০ পয়সার ষ্ট্যাম্পেই সকল সর্তাবলী লেখা চলিবে।

বায়নাপত্র—২

নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি যাহা আমি ওয়ারিশপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘ পনর বৎসর কাল নির্দায় ও নির্দোষ এবং বিনা আপত্তিতে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছি, উক্ত সম্পত্তি (বিক্রয়ের কারণ দর্শান এখানে) বিক্রয় করা আবশ্যক এবং আপনি উক্ত সম্পত্তি.........টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় আমি অদ্য তারিখে আপনার নিকট বায়নাস্বরূপ টাকা লইয়া নিম্নলিখিত সর্তে আবদ্ধ হইলাম, যথা :—

১। অদ্য হইতে.........দিনের মধ্যে আপনার নিয়োজিত অ্যাড্ভোকেট (বা অন্য লোক)কে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কিছু দলিলাদি আছে তাহা রসীদ লইয়া পরীক্ষার্থ দিব।

২। দলিলের টাইটেল ঠিক আছে স্থিরীকৃত হইলে আপনি আমাকে...... দিন মধ্যে বিক্রয়-কোবালার মোসাবিদা আমার অনুমোদনের জন্য পাঠাইবেন ; আমি তাহাতে আমার অনুমোদনজ্ঞাপক মর্মলিপি স্বাক্ষর করিয়া এক সপ্তাহ মধ্যে ফেরত পাঠাইব।

৩। আপনি মোসাবিদা ফেরত পাইবার পর হইতে........... দিন মধ্যে দস্তুরমত ষ্ট্যাম্পে আপনার ব্যয়ে লেখাপড়া ঠিক করিয়া আমায় পাঠাইলে আমি তাহাতে স্বাক্ষরাদি করিয়া নির্দিষ্ট দিনে রেজিস্ট্রেসন অফিসে উপস্থিত হইয়া বক্রী পণবাহা গ্রহণে দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিব। রেজিস্ট্রী খরচ প্রভৃতি যাহা হয় তাহা আপনি দিবেন।

৪। যদ্যপি আমার সম্পত্তির টাইটেল ঠিক না থাকার জন্য আপনার আইন উপদেষ্টা আপনাকে এই সম্পত্তি ক্রয় করিতে যুক্তি না দেন, তাহা হইলে আমি বিনা ওজর বা আপত্তিতে বায়নার দরুণ প্রাপ্ত.........টাকা ও টাইটেল পরীক্ষার জন্য যাবতীয় উকিল খরচ ফেরত দিব, যদি না দিই আপনি যথাবিধি আইনের সাহায্য লইয়া উক্ত টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন এবং তাহাতে আপনার যাহা ব্যয় হইবে তাহা আমি আপনাকে ফেরত দিতে ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারক্রমে বাধ্য রহিলাম।

৫। বিনা কারণে আপনি যদ্যপি উক্ত সম্পত্তি ক্রয় না করেন বা ক্রয় করিতে ইতস্ততঃ করেন, তাহা হইলে বায়নার টাকা হইতে আপনি বঞ্চিত হইবেন। অধিকন্তু আপনাকে নোটিশ দেওয়ার.........দিন পরে আর আমার উক্ত সম্পত্তি আপনাকে বিক্রয় করাইতে পারিবেন না। ইতি সন............

তপশীল

* * *

বায়নাপত্র—৩

('চার্জযুক্ত বায়না')

সাধারণ বায়নাপত্রের ন্যায় দলিলখানি লিখিত হইবার পর এই অংশটি সংযুক্ত করিতে হইবে : "যতদিন না আপনাকে অত্র বায়নাপত্রানুসারে বিক্রয়-কোবালা-পত্র সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিই, ততদিন পর্যন্ত বায়নার টাকা গ্রহণ জন্য তপশীল-বর্ণিত সম্পত্তি আপনার নিকট 'চার্জযুক্ত' রহিল ; অর্থাৎ নিম্ন-তপশীলস্থ সম্পত্তি বায়না বাবদ প্রদত্ত টাকার চার্জ স্বরূপে রহিল।"

চার্জযুক্ত বায়নাপত্রে আর্টিকেল-৫ অনুসারে ১·৫০ পয়সার ষ্ট্যাম্প মাশুল অন্যান্য সাধারণ বায়নাপত্রের ন্যায় প্রদান করা হইয়া থাকে ; উপরন্তু চার্জযুক্ত হওয়ার জন্য মর্গেজের ন্যায় আর্টিকেল ৪০(বি) অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা যাইতে পারে, এবং রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] এবং-[এ] অনুসারে লওয়া হইয়া থাকে। ষ্ট্যাম্প আইনের ৫-ধারা অনুসারে পৃথক বিষয় সম্পর্কিত দলিল হইতেছে বলিয়া ষ্ট্যাম্পের ও রেজিস্ট্রেসন ফিসের ঐরূপ ব্যবস্থা। চার্জযুক্ত হওয়ার জন্য আর্টি.-৪০ (বি) অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল না দিয়া অনেকে আর্টি.-৫৭ অনুসারে সিকুারিটি বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিয়া থাকেন ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ তাহা হইলে ৪·০০ টাকা হইবে ; কারণ, সিকুারিটি বণ্ডে [ই]-ফিস্ ধার্য হয়। কেহ কেহ অবশ্য উহা পৃথক বিষয় সম্পর্কিত রূপে জ্ঞান করেন না। কিন্তু সম্পত্তি

হস্তান্তর আইনে 'চাজ' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে সেই ব্যাখ্যা যে বায়না সম্পর্কিত চুক্তিপত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে :—

'চাজ' মর্গেজের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও মূলতঃ উহা পৃথক। মর্গেজমূলে নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বান্তর হইয়া থাকে ; কিন্তু চার্জ হইতেছে সেইরূপ অধিকার যে অধিকার বলে নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি হইতে পূর্ব প্রদত্ত অর্থ ফেরত লওয়া যায়। যেমন, বায়নাবাবদ প্রদত্ত অর্থ চার্জযুক্ত বায়নাপত্রে লিখিত তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি হইতে আদায় করা যায়। চার্জযুক্ত সম্পত্তি প্রদত্ত অর্থের এক-প্রকার সিকিউরিটিস্বরূপ ; চুক্তি অনুযায়ী কার্য নিষ্পন্ন না হইলে প্রদত্ত অর্থ চার্জযুক্ত সম্পত্তি হইতেই উদ্ধার করা যাইবে। মর্গেজমূলে নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে স্বত্বান্তরজনিত অধিকার পায় গ্রহীতা ; চার্জমূলে নির্দিষ্ট সম্পত্তিতে কোন স্বত্বান্তর-জনিত অধিকার গ্রহীতা পায় না বটে কিন্তু চার্জযুক্ত সম্পত্তি হইতে গ্রহীতা প্রদত্ত অর্থ আদায় করিবার অধিকার পায়। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০০-ধারায় চার্জ সম্পর্কে এই প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (ভৌমিকের রেজি-স্ট্রেসন ল'-এর ৬০ পৃষ্ঠা দেখুন)। সুতরাং আর্টি.-৪০ অনুসারে 'চার্জযুক্ত হওয়ার জন্য ষ্ট্যাম্প রুসুম প্রদান করা যাইতে পারে ; এবং যেহেতু পৃথক বিষয় সম্পর্কিত দলিল সেজন্য [ই]-ফিস্ ও মর্গেজ-এর জন্য [এ]-ফিস্ কেহ কেহ ধার্য করেন। কিন্তু এই প্রসংগে ভিন্ন মত প্রণিধানযোগ্য। এইমত গ্রহণ করিলে চার্জযুক্ত বায়নাপত্রকে দুইটি পৃথক বিষয় সম্পর্কিত নিদর্শনপত্র জ্ঞান করিবার কারণ নাই। এই পুস্তকে ষ্ট্যাম্প আইনের ৫-ধারার অন্তর্গত দ্রষ্টব্য পর্যায়ে অংশ দেখুন।

ঋণ স্বীকারপত্র

পরিচিতি ঃ ঋণ স্বীকারপত্র অর্থ লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয় ; যে ব্যক্তি ঋণস্বরূপে অর্থ গ্রহণ করেন, তিনি এই ঋণ স্বীকারপত্র লিখিয়া দেন। ঋণ স্বীকারপত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নাই ; দ্বিতীয়তঃ, এরূপ ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের কোন প্রতিজ্ঞা থাকিবে না, সুদ দিবার বা কোন প্রকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমর্পণ করিবার কোন সর্ত থাকিবে না ; কেবল-মাত্র ঋণ স্বীকার করিয়া খাতক বা খাতকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঋণ স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। হ্যাণ্ডনোটে এইরূপ লিখিত থাকে যে 'টাকা চাহিবামাত্র দিব,' কিন্তু ঋণ স্বীকারপত্রে এইরূপ কিছু লিখিত থাকিবে না।

কোন ঋণ স্বীকারপত্রে কত সুদ দিতে হইবে তাহা উল্লেখ ছিল এবং সাক্ষীও ছিল। হাইকোর্টের বিচারে সাব্যস্ত হয় যে যখন টাকা দিবার অংগীকার নাই

তখন ইহা তমশুক নহে, ঋণ স্বীকারপত্র মাত্র। সুতরাং দেখা যাইতেছে উপরের আলোচনার সহিত হাইকোর্টের রায়ের পার্থক্য আছে।

২০.০০ টাকার অধিক অর্থ সম্পর্কিত ঋণ স্বীকারপত্র হইলে ০.১০ পয়সার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প লাগিবে (সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-১ দেখুন)

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে আর্টিকেল-[এ]-এর অনুসারে।

ঋণ স্বাকারপত্র

আমি অত্য তারিখে শ্রীযুক্ত .... এর নিকট হইতে কোং ....টাকা পাইয়া এই রসীদপত্র (ঋণ স্বীকারপত্র) লিখিয়া দিলাম। ইতি সন........ ...সাল............. তারিখ............।

শ্রী... ....

দত্তক গ্রহণ

পরিচিতি ঃ দত্তক গ্রহণ সম্পর্কে বহুবিধ শাস্ত্রীয় এবং রাষ্ট্রীয় বিধান আছে; নিবন্ধীকরণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

দত্তক গ্রহণ সম্পর্কে তিন/চারি প্রকারের দলিল হইতে পারে। প্রথমতঃ দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকারপত্র; এই প্রাধিকারপত্রে স্বামী স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার প্রাধিকার বা ক্ষমতা প্রদান করেন। ইহা ঠিক উইল-এর ন্যায়; উইলের সর্তাবলী যেমন উইলকারীর মৃত্যুর পর কার্যকরী হইয়া থাকে, দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্রের সর্তও তেমনি প্রাধিকারপত্রদাতার মৃত্যুর পর কার্যকরী হইয়া থাকে। উইলের ন্যায় দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র ৩ নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া থাকে। তবে এই দুই প্রকার দলিলের পার্থক্যও প্রণিধানযোগ্য। উইলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে; কিন্তু দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্রের নিবন্ধীকবণ বাধ্যতামূলক: উইলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না; দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্রে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় (সিডিউল ১[এ]-এর আর্টিকেল-৩); তবে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ উভয়ের ক্ষেত্রে একই প্রকার— আর্টিকেল-[সি]।

দত্তক গ্রহণের প্রাধিকার মৌখিক বা লিখিত হইতে পারে; লিখিতভাবে প্রাধিকার প্রদান করা হইলে. উহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। তবে, কোন উইলের মধ্যে দত্তক গ্রহণ করিবার প্রাধিকার প্রদান করা থাকিলে, যেহেতু উইলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে সেহেতু অনিবন্ধীকৃত উইলে লিখিত দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র আইন-গ্রাহ্য।

প্রাধিকারপত্র কাহাকে বলে তাহার একটি উদাহরণ প্রদান করা হইল ঃ

শেখর এবং নবীনা—স্বামী-স্ত্রী ; কিন্তু তাহাদের কোন সন্তানাদি নাই ; শেখর একখানি দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র নবীনার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিল ; যেহেতু, এই দলিল প্রাধিকারপত্র মাত্র সেহেতু ইহাতে লিখিত হইল : "আমার মৃত্যুর পর তুমি দত্তক সন্তান গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইবে।"

দ্বিতীয়তঃ, দত্তক গ্রহণপত্র : এই দলিল প্রাধিকারপত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ; ইহার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে ; নিবন্ধীকৃত হইলে ইহা ৪নং রেজিস্টার বহিতে নকল হইয়া থাকে ; তবে ষ্ট্যাম্প মাশুল সিডিউল ১[এ]-এর আর্টিকেল-৩ অনুসারে প্রদান করিতে হয়। দত্তক গ্রহণপত্রে সন্তান যে দত্তকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে উল্লেখ থাকে মাত্র। এইরূপ দত্তক গ্রহণপত্রে যদি দত্তকপুত্রকে স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করা থাকে এবং সেই স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ প্রদান করা থাকে তবে সেই দত্তক গ্রহণপত্র ১নং রেজিস্টার বহিতে নকল করা হইয়া থাকে। দত্তক গ্রহণপত্রে [ই]-ফিস্ ৪·০০ টাকা দিতে হয়। দত্তক গ্রহণপত্র যে দত্তক গ্রহণ করিবার দিনেই সম্পাদন করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই (লাব সিং বনাম মেহের সিং, ১৯৩২ লাহোর হাইকোর্ট)।

তৃতীয়তঃ, দত্তক গ্রহণে সম্মতিপত্র : এইরূপ দলিলমূলে কোন ব্যক্তি তাহার কোন পুত্রকে অপর ব্যক্তির দ্বারা দত্তক গ্রহণ করিতে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকে। ভূধরবাবু নীলিমাদেবীর বরাবর একটি পুত্র দত্তক গ্রহণে সম্মতিপত্র দলিল সম্পাদন করিয়া দিলেন। ভূধরবাবু সম্মতিপত্রে লিখিলেন : "আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান গৌরীপ্রসাদ দত্তকে আপনি দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমি সানন্দে আপনার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম ; আপনি গৌরীপ্রসাদের নাম-গোত্রাদি পরিবর্তনে দত্তকপুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিবেন ; তাহাতে আমার কোন ওজর-আপত্তি নাই।" ইহা একপ্রকার চুক্তিপত্র।

সুতরাং, এইরূপ দলিলের ষ্ট্যাম্প সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৫ অনুসারে ১·৫০ পয়সা প্রদান করা উচিত। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]-৪·০০ টাকা। এইরূপ দলিলের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক নহে।

দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র

ষ্ট্যাম্প মাশুল—সিডিউল-১[এ], আর্টিকেল-৩ অনুসারে ৩০·০০ টাকা। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[সি] (iii)—১২·০০ টাকা।

লিখিতং শ্রী ....ইত্যাদি। কস্য দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র-

মিদং কার্যঞ্চাগে। আমার সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও যে সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করিবে এমন সম্ভাবনাও দেখি না ; অতএব, অত্র প্রাধিকার-পত্রমূলে এই ক্ষমতা প্রদান করিতেছি যে যদ্যপি কোন ঔরসজাত পুত্র না রাখিয়া বা স্বয়ং কোন দত্তক গ্রহণ না করিয়া আমি ইহধাম ত্যাগ করি, তাহা হইলে আমার পত্নী শ্রীমতী শিবানী দেবী আমার পরলোকান্তে উপযুক্ত দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেই দত্তকপুত্র আমার ত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে। প্রথম দত্তকপুত্রের অকাল বিয়োগ ঘটিলে শিবানী দেবী দ্বিতীয় বা ততোধিক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে, প্রতিবারে একাধিক পুত্র দত্তক গ্রহণ করা চলিবে না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে অত্র দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ... .।

দত্তক গ্রহণপত্র

ষ্টাম্প মাশুল—৩০'০০ টাকা। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]-৪'০০ টাকা।

শ্রী .... ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রীমতী... ....ইত্যাদি। কস্য দত্তক গ্রহণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার স্বামী ৺ .. .. তারিখের ....নং দলিলমূলে দত্তক গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার মধ্যম পুত্র শ্রীমান .... কে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করিবার আমার একান্ত বাসনা প্রকাশ করায় এবং আপনি আমার কামনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করায় শাস্ত্রাদি অনুসারে আপনার উক্ত মধ্যম পুত্রকে শ্রী . ...নামকরণে দত্তকরূপে গ্রহণ করিলাম। এখন হইতে শ্রীমান ... .আমার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় সর্ব-প্রকারে সর্ববিষয়ের অধিকারী হইল, তাহাতে আমার আত্মীয়-স্বজনের বা অপর কাহারো কোন প্রকার আপত্তি চলিবে না, করিলেও তাহা সর্বপ্রকার অগ্রাহ্য ও নাকচ হইবে। ইতি সন . . ..।

পুত্র দত্তক গ্রহণে সম্মতিপত্র

ষ্টাম্প মাশুল—১'৫০ পয়সা। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪.০০ টাকা

শ্রী .... ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী .. .. ইত্যাদি। কস্য দত্তক গ্রহণ সম্মতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি আমার পঞ্চম পুত্র শ্রী .... কে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করায় আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উক্ত শ্রী ....কে আপনাকে দান করিয়া এই মর্মে আমার সম্মতি প্রকাশ

করিতেছি যে আপনি তাহাকে যথাবিধি বৈধ ক্রিয়াদি দ্বারা তাহার নাম-গোত্রাদি পরিবর্তন করিয়া দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আমার কোন ওজর-আপত্তি নাই। শ্রীমান.......... কুমারে আমার যে অধিকার ও স্বামীত্ব ছিল, তাহা অদ্য হইতে আপনাতে বর্তিল। আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে শ্রী...... .... কুমারের আর উত্তরাধিকার স্বত্ব-স্বামীত্ব রহিল না। আপনার পুত্র-স্বরূপে আপনার সম্পত্তির উপর স্বত্ব বর্তিল; এখন হইতে শ্রী ...... কুমারের সর্বপ্রকার লালনপালনের ভার আপনার উপর অর্সিল। এতদর্থে সরল মনে সুস্থ শরীরে অত্র দত্তক গ্রহণ সম্মতিপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন .. .. ।

সাপ্লিমেন্টারী দলিল

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনের ৪-ধারায় বিধান আছে যে বিক্রয়-কোবালা মর্গেজ এবং সেটেলমেন্ট দলিলের জন্য যদি কোন সাপ্লিমেন্টারী দলিলের প্রয়োজন হয়, তবে এই সাপ্লিমেন্টারী দলিলে ২·০০ টাকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিলে চলিবে; এই সাপ্লিমেন্টারী দলিল মূল দলিলের একাংশরূপে গণ্য হইবে। যেমন, একখানি বিক্রয়-কোবালা দলিল নিবন্ধীকৃত হইবার পর দেখা গেল যে কোবালাখানিতে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অসাবধানতাবশতঃ আসিয়া গিয়াছে; এই ত্রুটি অপর একখানি ভ্রম-সংশোধনপত্রমূলে ঠিক করিয়া লওয়া যায়; এখানে ভ্রম-সংশোধনপত্রখানি মূল কোবালার সাপ্লিমেন্টারী দলিলরূপে বিবেচিত হইবে।

তবে, কোবালা মর্গেজ সেটেলমেন্ট ভিন্ন অপর কোন দলিলের ক্ষেত্রে ৪-ধারার সুবিধা পাওয়া যাইবে না।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০টাকা।

সাপ্লিমেন্টারী দলিলের তিনটি বিষয় সংক্রান্ত মোসাবিদা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

সাপ্লিমেন্টারী দলিলের সংগে মূল দলিল এবং ০·৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্পযুক্ত উক্ত মর্মে দরখাস্ত দাখিল কবিতে হয় ১৬-ধারা অনুসারে ষ্ট্যাম্প ডিনোটেশনের জন্য।

পূর্ব সম্পাদিত দলিল বাহালকরণপত্র

(কন্‌ফারমেশান ডিড)

গ্রহীতা শ্রী................ দাতা শ্রী .... ।

পূর্ব সম্পাদিত দলিল বহালকরণপত্র সম্পাদন করিয়া অংগীকার ও প্রকাশ করিতেছি যে আমার পিতা ....মহাশয় ....সালে পরলোক-গমন করিলে আমার মাতা শ্রীমতী............. আমি নাবালক থাকায় নাবাল-

কের স্বাভাবিক অভিভাবিকাস্বরূপে আমাদের সম্পত্তি দেখাশুনা করেন। আমি নাবালক থাকাকালীন আমার মাতা স্বয়ং এবং নাবালকের স্বাভাবিক গার্জেনস্বরূপে নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আপনার অনুকূলে সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করিয়া দিয়া উক্ত সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃসত্ব হন। এক্ষণে আমি সাবালক সাব্যস্ত হওয়ায় আমার মাতা আপনাদের অনুকূলে............রেজিস্ট্রেসন অফিসের ....সালের .... নং যে বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন সেই কোবালার বাহালকরণপত্র আমাকে সম্পাদন ও রেজেস্ট্রী করিয়া দিতে আপনি অনুরোধ করায় আমি সন্তুষ্টচিত্তে এই কন্‌ফারমেশান দলিল লিখিয়া দিয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে আমার মাতা শ্রীযুক্তা... . ...আপনাকে যে বিক্রয়-কোবালা দলিল . ...টাকা পণ গ্রহণে সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই এবং সেই কোবালা এতদ্বারা আমি কায়েম (বা কন্‌ফার্‌ম) করিলাম অর্থাৎ নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার বা আমার ওয়ারিশান স্থলাভিষিক্ত প্রভৃতি কাহারো কোন প্রকার স্বত্বাধিকার ইত্যাদি কিছুই নাই বা থাকিবে না। এতদর্থে এই ডিড অব্ কন্‌ফারমেশান লিখিয়া দিলাম। ইতি সন.. .... তারিখ . .. ...।

তপশীল চৌহদ্দি

* * *

সম্মতিজ্ঞাপকপত্র

(ডিড অব্ কন্‌সেণ্ট)

কল্যাণ কিছু সম্পত্তি ....রেজিস্ট্রেসন অফিসের... .... সালের ....নম্বর দলিলমূলে এলার নিকট হইতে ক্রয় করিল; কোন কারণে (সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ থাকা উচিত) কল্যাণ বুঝিল যে এই হস্তান্তরে নন্দিতার সম্মতি থাকা প্রয়োজন; কল্যাণ নন্দিতাকে অনুরোধ করিল একখানি সম্মতিপত্র সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে: নন্দিতা রাজি হইল, কারণ বিক্রীত সম্পত্তিতে তাহার কোন "স্বত্বাধিকার ছিল না বা নাই"।

দলিল সংশোধনপত্র

শ্রীযুক্ত... .. ..ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী . ... ইত্যাদি।

কস্য দলিল সংশোধনপত্র কার্যঞ্চাগে। আমি ইংরাজী.................

সালের ....তারিখে............রেজিস্ট্রেসন অফিসের..... ...... নং রেজিস্টারিযুক্ত কোবালা দ্বারা ....টাকার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি উক্ত কোবালার ....দফার সম্পত্তির চৌহদ্দি ভুল হইয়াছে; অতএব, এতদ্বারা সেই চৌহদ্দি সংশোধন করিয়া দিলাম। এখন হইতে এই দলিলখানি উক্ত দলিলের অংশস্বরূপে গণ্য হইবে। ইতি সন...............।

তপশীল

*　　　*　　　*

এফিডেভিট

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল-১[এ]-এর ৪নং আর্টিকেলে এফিডেভিটের যে অর্থ প্রদান করা হইয়াছে সেই অর্থে এফিডেভিট বলিতে প্রতিজ্ঞাপত্র (অ্যাফারমেশান) এবং ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশান) বুঝাইবে। যে সকল ব্যক্তি হলফ করিয়া বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কোন বিষয় লিখিয়া দিয়া থাকেন তাহা এফিডেভিট বলা যাইতে পারে। রেজিস্টারিং অফিসার নিবন্ধীকরণ আইনের ৬৩-ধারামতে এফিডেভিট সংক্রান্ত কার্য করিবার অধিকারী। কোন প্রতিজ্ঞাপত্র বা ঘোষণাপত্র ৩'০০ টাকার ষ্ট্যাম্প-কাগজে লিখিয়া রেজিস্ট্রী করাইবার জন্য সম্পাদন করিতে হয়; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪'০০ টাকা। এই সকল দলিল দ্বারা কোন প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া তদন্যথাচরণ করা যায় না।

একরার ও এফিডেভিট এক নহে। একরার দ্বারা যে প্রতিজ্ঞা করা হয় তাহার অন্যথাচরণ করিলে ক্ষতির দায়িক হইবার কথা থাকে, আর এফিডেভিট দ্বারা শুধু প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করা হয়।

এফিডেভিট—১

লিখিতং শ্রী...............ইত্যাদি। সকলের অবগতির জন্য আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি যে আমার পুত্র শ্রী..................এর বয়স বর্তমানে ....বৎসর; অর্থাৎ শ্রী............সালের ....তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক যাহা উল্লেখ করিলাম তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য; কোন কথা আমি স্বেচ্ছায় গোপন করি নাই বা মিথ্যা বলি নাই। ইতি সন.........।

এফিডেভিট – ২

শ্রীযুক্ত.......... .... ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী সমীরণ চট্টোপাধ্যায়, পিতা................ ...ইত্যাদি। কস্য একিডেভিটপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞারদ্ধ হইয়া স্বীকার করিতেছি যে আমার পিতা ৺............ইংরাজী.......... সালের......তারিখে ....রেজিস্ট্রেসন অফিসের.........নং দলিল দ্বারা আপনার নামে তাঁহার স্বোপার্জিত সম্পত্তি [সম্পত্তির বিবরণ দিতে হইবে এখানে] বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইয়াছিলেন এবং তদবধি আপনি উক্ত সম্পত্তি বিনা বাধায় ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে নানা জনে উক্ত সম্পত্তি আপনার নামে বেনামা মাত্র আছে রটনা করায়, আমি এই একিডেভিটপত্র দ্বারা প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিতেছি যে উক্ত সম্পত্তি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব আপনাকে ন্যায্য মূল্য গ্রহণে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন এবং সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি। আমার মাতাও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র; সুতরাং তাঁহার একমাত্র ওয়ারিশ হেতু এতদ্বারা প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিতে আমার কোন প্রকার দাবী দাওয়া নাই বা থাকিতে পারে না। ইতি...............।

দ্রষ্টব্য ঃ কিন্তু যদি এমন লেখা থাকে যে "উক্ত সম্পত্তিতে আমার যে দাবী দাওয়া থাকা সম্ভব তাহা আমি ত্যাগ করিলাম" তাহা হইলে ইহা 'না-দাবি' হইবে এবং তদনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

এফিডেভিট—৩

সকলের অবগতির জন্য আমি শ্রী · .... · ইত্যাদি এতদ্বারা প্রতিজ্ঞা-পূর্বক কহিতেছি যে ৺ .. ..পিতা ৺... · ....ইত্যাদি গত .... সালের ......তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; বর্তমানে উক্ত ৺............এর পরিত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির আমিই একমাত্র ওয়ারিশ। এইসকল উক্তি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। আমি কোন বিষয় স্বেচ্ছায় গোপন করিলাম না বা মিথ্যা প্রচার করিলাম না। ইতি..... ।

দ্রষ্টব্য ঃ কোন ব্যক্তি কোন দলিল সম্পাদন করিয়াছেন কিন্তু দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; এইরূপ অবস্থায় মৃত সম্পাদনকারীর ওয়ারিশ দলিলখানি রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু ওয়ারিশান সম্পর্কে এবং সম্পাদনকারীর মৃত্যু সম্পর্কে রেজিস্টারিং অফিসারকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে; রেজিস্টারিং অফিসারের সন্তুষ্টির জন্য উপরিউক্ত এফিডেভিট ইত্যাদি দাখিল করিতে হয়।

এফিডেভিট—৪

(ট্রেডমার্ক ঘোষণা পত্র)

সকলের অবগতির জন্য প্রচার করা যাইতেছে যে আমি শ্রী................ ইত্যাদি "শান্তিরস সালসা" নামে একটি আমাশয়ের প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। আমার দ্বারা প্রস্তুত উক্ত ঔষধের স্বত্ব, স্বার্থ ও অধিকার রক্ষণার্থে নিম্নবর্ণিত ট্রেডমার্ক প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে আমার একমাত্র অধিকার স্থাপন মানসে তাহা প্রচার ও প্রকাশ করিলাম। আমার ঔষধের নিম্নলিখিত ট্রেডমার্ক করিলাম ; যথা—

'শান্তিরস সালসা'—সাদার উপর একটি পদ্মফুল।

এক্ষণে সাধারণের জ্ঞাতার্থে ইহা প্রচারিত হইল, যে কেহ যদ্যপি আমার ঔষধের ট্রেডমার্ক বা তাহার কোন অংশ বা উহার এমন অনুকরণ করেন যাহাতে লোকে আমার ঔষধ ধারণায় ভ্রমে পতিত হন বা কোনরূপ বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করেন তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন।

প্রকাশ থাকে যে উক্ত ঔষধের লেবেলে যে পদ্মফুলের ছবি আছে তাহার কপি সহি করিয়া এতদসহ গাঁথিয়া দিলাম ; উহার এক কপি অত্র দলিলের অংশস্বরূপ গণ্য হইবে ; অপর কপি রেজিস্ট্রেসন অফিসে দলিলের নকলের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। এতদর্থে অত্র ট্রেডমার্কের ঘোষণাপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি............

দ্রষ্টব্য : 'ট্রেডমার্ক'-এর এক কপি ম্যাপ-প্ল্যান ইত্যাদির ন্যায় নকল-বহিতে (৪নং রেজিস্টার বহি) সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

নিয়োগপত্র

পরিচিতি : ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল ১[এ] ৭নং আর্টিকেলে নিয়োগ-পত্রের জন্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক নির্ধারিত আছে। উক্ত আর্টিকেলমূলে দলিলাদি খুব কমই হইয়া থাকে ; এবং উহাতে জটিলতাও আছে। সিডিউলের ৬৪-আর্টিকেলে যে ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টের উল্লেখ আছে তাহার সহিত নিয়োগপত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে ; আবার মোক্তারনামার সহিত ইহার পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য। মোটামুটি এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হইল :

নিয়োগপত্রমূলে নিযুক্ত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ নিয়োগপত্র গ্রহীতাকে) ট্রাস্টী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ, নিয়োগপত্রমূলে নিয়োগপত্র গ্রহীতাকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, নির্ধারণ, হস্তান্তরাদির ক্ষমতাও প্রদান করা যাইতে পারে। নিয়োগপত্রমূলে নিযুক্ত

ব্যক্তিকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া থাকে ; কিন্তু ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টে ট্রাস্টী মনোনয়ন করিয়া ট্রাস্টীর কাজ দলিলে পরিষ্কারভাবে লেখা থাকে ; নিয়োগপত্রে এইরূপ কিছু লিখিবার প্রয়োজন নাই।

ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টে নির্দিষ্টকালের জন্য অছি নিয়োগ করা হয় ; নিয়োগপত্রমূলে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয় তাহা নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালের জন্য হইতে পারে। ট্রাস্টী ট্রাস্ট-সম্পত্তির অপব্যবহার করিলে তাহার হিসাবনিকাশ দিতে বাধ্য ; নিয়োগপত্রমূলে নিযুক্ত ব্যক্তি সেইরূপ হিসাবনিকাশ দিতে বাধ্য না ও হইতে পারেন। ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টমূলে ট্রাস্টী তাঁহার ক্ষমতা অপরকে সমর্পণ করিতে পারেন না ; কিন্তু নিয়োগপত্রমূলে নিযুক্ত ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ট্রাস্টীরূপে নিয়োগ করিতে পারেন।

মোক্তারনামার সহিত নিয়োগপত্রের পার্থক্য যথেষ্ট ; মোক্তারনামামূলে এজেণ্ট মোক্তারনামাদাতার অনুমতি ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কোন কার্য করিতে পারেন না ; নিয়োগপত্রে যেমন নিযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাস্টী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা থাকে, মোক্তারনামায় সেইরূপ কোন ক্ষমতা মোক্তারকে প্রদান করা হয় না। আবার কোন সম্পত্তি দেবোদ্দেশে দান করিয়া তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলে তাহা সেটেলমেণ্টরূপে গণ্য হইবে ; উহা কখনো ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টরূপে বিবেচিত হইবে না ; তবে নিয়োগপত্রমূলে কোন সম্পত্তি দেবসেবায় অর্পণ করিয়া সেবাইত নিযুক্ত করা যায় ; পান্চ্নামা এইরূপ একপ্রকার নিয়োগপত্র (মহেশচন্দ্র রায় বনাম গোসেন গণপতগীর)। পান্চ্নামাতেও আর্টিকেল-৭ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই] – ৪·০০ টাকা।

নিয়োগপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল সিডিউল ১ [এ]-এর আর্টিকেল-৭ অনুসারে ৩৭·৫০ পয়সা, রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা।

নিয়োগপত্র—১

লিখিতং শ্রী·········· ·····ইত্যাদি। আমি সপরিবারে তীর্থবাস মানসে আমার স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি আমার জীবিতকাল পর্যন্ত কিরূপে পরিচালিত হইবে তাহার বন্দোবস্তপত্র লিখিত-পঠিত করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়াছি। কিন্তু সেই সমস্ত ভার কাহার উপর ন্যস্ত হইবে এবং কে সেই সমস্ত কার্যভার সুচারুরূপে পরিচালনে সক্ষম হইবেন বা কে সেই সমস্ত দায়িত্বসূচক ভার গ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন তাহা এ পর্যন্ত স্থির করিতে না পারায় ট্রাস্টী নিযুক্ত করিতে পারি নাই। অতএব জেলা······· ··· ·থানা······ · এর অধীন····· ······গ্রাম নিবাসী ৺················ ···মহাশয়ের পুত্র আমার পরম সুহৃদ্ শ্রী···········

....কে এতদ্বারা ক্ষমতা দিতেছি যে তিনি বৈষয়িক কার্যসমূহ সুচারুরূপে পরিচালনের উপযুক্ত লোক মনোনীত করিয়া তাঁহার উপর কার্যভার ন্যস্ত করিবেন। তিনি যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন তাহা আমার পক্ষ হইতে নিযুক্তের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তাঁহার নিয়োগপত্র আমার বন্দোবস্তপত্রের অংশস্বরূপ গণ্য হইবে।

পান্চ্ নামা

(নিয়োগপত্র—২)

লিখিতং (১) শ্রী..................(২) শ্রী...............(৩) শ্রী... ....। আমরা ....কর্তৃক রচিত উইলের নির্দেশানুসারে... .. .. ধর্মীয় এনডাউমেন্টের পান্চ্ রূপে নিযুক্ত আছি। আমরা একত্রে আপনি শ্রী..... ....কে......... ....প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসারে সেবাইত নিযুক্ত করিলাম। আপনি নিম্নলিখিত প্রকার প্রত্যহ নিষ্ঠার সহিত সুসম্পন্ন করিবেন।

* * *

*

[কাযের বিবরণ দিতে হইবে।]

আপনি কর্তব্যকর্মে অবহেলা করিলে আমরা আপনাকে সেবাইতের পদ হইতে চ্যুত করিয়া নূতন সেবাইত নিযুক্ত করিব।

ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্ট

(ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল-৬৪)

পরিচিতি ঃ ট্রাস্ট আইন অনুসারে এই প্রকার দলিল সম্পাদিত হয়; দাতা, গ্রহীতা উভয়ে বা উভয়ের মধ্যে যে কেহ ট্রাস্ট-দলিল সম্পাদন করিতে পারেন; রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক।

অপরের সম্পত্তিতে ট্রাস্টনামার বলে কোন নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যে অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই ট্রাস্ট-দলিল। ট্রাস্ট-সম্পত্তির অপব্যবহার করিলে ট্রাস্টী তাহার জন্য দায়ী হইবেন এবং তাহার হিসাবনিকাশ দিতে বাধ্য। ট্রাস্ট-দলিল রহিতকরণ সম্ভব; তবে এ সম্পর্কে দলিল সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত থাকা যুক্তিযুক্ত।

ট্রাস্ট ও মোক্তারনামার মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট; মোক্তার, মোক্তারনামাদাতার

আদেশ অনুসারে কার্য করেন, কিন্তু ট্রাস্টী তাহা করেন না ; ট্রাস্টীর কার্যে প্রতিবন্ধকতা সাধন করা চলে না।

কোন সম্পত্তি দেবোদ্দেশে দান করিয়া তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিলে তাহা সেটেল্‌মেণ্ট ট্রাস্টনামা নহে। (এমন দেখা যায় যে 'ট্রাস্টনামা' নামকরণে সম্পত্তি দেবোদ্দেশে দান করিয়া তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হইয়াছে ; এরূপ ক্ষেত্রে ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্টের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিলে ভুল হইবে ; সেটেল-মেণ্টের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।)

বিশ্বাস স্থাপনার স্বীকারপত্র

শ্রী ....ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী........ ....। আমি এই বিশ্বাস স্থাপনার স্বীকার-পত্র সম্পাদন করিয়া সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছি যে নিম্ন তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার কোন স্বত্ব বা সংস্রব নাই। আপনি শ্রী.............. আমার নামে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন মাত্র ; তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারো ভেস্‌টেড্ বা কন্‌টিন্‌জেণ্ট কোন প্রকার স্বত্ব নাই। যদি কখনো কোন প্রকার দাবী-দাওয়া করি তবে তাহা সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। আপনি বা আপনার অবর্তমানে আপনার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত যিনি ন্যায়সংগত অধিকারী হইবেন তিনি বা তাঁহারা বলিবামাত্র দখল ছাড়িয়া দিব। উক্ত সম্পত্তি আপনি বা আপনার ওয়ারিশানদিগের নামে যথাবিহিতরূপে হস্তান্তর করিতে স্বয়ং, ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তক্রমে বাধ্য রহিলাম। ইতি............

তপশীল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ ইহা না-দাবি নহে ; না-দাবিতে দাবী ত্যাগ করা হয় কিন্তু ইহাতে তাহা হয় না। বেনামা সম্পত্তি পরের দখলে না-দাবী না লেখাইয়াও এইরূপ দলিল দ্বারা রাখা যায়। এই দলিলে যদি লিখিত থাকিত 'দাবী ত্যাগ করি-লাম' তবে না-দাবীরূপে গণ্য হইত।

অছি নিয়োগপত্র

প্রথম পক্ষ ঃ ১। শ্রী...............ইত্যাদি। ২। শ্রী .... ইত্যাদি। ৩। শ্রী .. . .ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পক্ষ ঃ ১। শ্রী....................ইত্যাদি।

যেহেতু আমাদের ট্রাস্টী নিয়োগ করিয়া তাঁহার হস্তে যাবতীয় বৈষয়িক কার্য নির্বাহ ও তদারকির ভার সমর্পণ ভিন্ন আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা হইবার উপায়ান্তর নাই, কেননা প্রথম পক্ষের অবিমৃষ্যকারিতা ও অসাবধানতার জন্ম অনেক ঋণ হইয়া তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সেহেতু আমরা প্রথম পক্ষ ওয়ারিশানক্রমে বাধ্য হইয়া এইরূপ অংগীকারাবদ্ধ ও নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে কার্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দ্বিতীয় পক্ষকে ট্রাস্টী নিযুক্ত করিলাম। এক্ষণে এই দলিল মধ্যে যেখানে প্রথম পক্ষ উল্লিখিত হইবে সে স্থানে এই দলিল সম্পাদনকারিগণকে বুঝাইবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ স্থলে ট্রাস্টী মহাশয়কে বুঝাইবে।

১। এক্ষণে নিয়ম হইল যে, প্রথম পক্ষ তাঁহাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার ভার দ্বিতীয় পক্ষকে অর্পণ করিলেন।

২। এই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষ আমাদের পূর্ব কর্মচারিগণকে বহাল রাখিয়া বা নূতন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া যদৃচ্ছভাবে সম্পূর্ণ স্বীয় কর্তৃত্ব পরিচালনে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

৩। ট্রাস্টী মহাশয় প্রথম পক্ষের প্রত্যেককে মাসিক ...... টাকা হিসাবে বৃত্তি দিবেন। তদ্ব্যতীত পুত্র-কন্যার বিবাহে প্রতিবারে...........টাকা হিসাবে দিবেন। তদতিরিক্ত কোন টাকা প্রথম পক্ষ পৃথকভাবে দাবী করিবেন না বা দ্বিতীয় পক্ষ দিবেন না।

৪। দুর্গোৎসব প্রভৃতি যে সমস্ত কৌলিক ও পৈতৃক ক্রিয়াকলাপাদি প্রচলিত আছে তাহা নির্বাহার্থ বার্ষিক...... টাকা নির্ধারিত হইল। ট্রাস্টী মহাশয় ঐ টাকায় ঐ সমস্ত পর্বাদি যথাসম্ভব নির্বাহ ও সম্পাদন করিবেন।

৫। যে টাকা আদায় হইবে তাহা হইতে খাজনা ইত্যাদি প্রদানে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা ট্রাস্টী মহাশয় যেরূপে রাখিতে ইচ্ছা করেন রাখিবেন।

৬। যে সকল মোকদ্দমা দায়ের করা আছে বা ভবিষ্যতে রুজু হইবে তাহা ট্রাস্টী মহাশয় পক্ষভুক্ত হইয়া চালাইবেন। আমাদের আর কোন প্রকার প্রয়োজন হইবে না।

৭। দ্বিতীয় পক্ষ প্রতি বৈশাখ মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের আয়ব্যয়ের হিসাব দিবেন এবং প্রথম পক্ষ তাহার যথার্থ্য সম্পর্কে যে ছাড়-সহি করিয়া দিবেন তাহাই পূর্ণ দাবী রাহিত্য স্বরূপ গণ্য হইবে এবং তাহার বলে আর দ্বিতীয় পক্ষ বা তাঁহার ওয়ারিশ ও অ্যাসাইন প্রভৃতি কেহ কোন প্রকার দায়ী হইবেন না।

৮। ট্রাস্টী মহাশয় ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে পূর্বে জানাইয়া আমাদিগের কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ বা ভিন্ন সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবেন।

৯। ট্রাস্টী স্বীয় পারিশ্রমিক বাবদ মাসিক ... ...টাকা হিসাবে পারিশ্রমিকস্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

১০। আমাদের কৃত ঋণ যে পর্যন্ত না সমস্ত পরিশোধ হয় সে পর্যন্ত প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে কার্য হইতে অপসারিত করিতে পারিবে না। অবশ্য সর্ত এই যে, যদি দ্বিতীয় পক্ষ কার্য করিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ হন বা তাঁহার বৈধ কার্যে তঞ্চকতা বা নীতিহীনতা প্রকাশ করেন তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ কার্য হইতে অপসৃত হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইবে।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বচ্ছন্দ চিত্তে প্রথম পক্ষ প্রত্যেকে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া দ্বিতীয় পক্ষকে সমর্পণ করিলেন এবং দ্বিতীয় পক্ষও এই সকল নিয়মাধীনে কার্য করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপনস্বরূপে এই দলিলে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিলেন।

মূল্য নির্ধারণপত্র

পরিচিতি ঃ আদালতের আদেশে কোন সম্পত্তির মূল্য নির্ধারিত হইতে পারে; কিন্তু আদালতের আদেশ ব্যতীতও সম্পত্তির মূল্য বিধানানুসারে নির্ধারিত হইতে পারে; এবং সেই নির্ধারণপত্র ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল-১[এ]-র আর্টিকেল-৮ অনুসারে ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয়; যে সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে মত বিরোধ হয়, সেই সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের জন্য বিবদমান পার্টি কোন একজন বা একাধিক নিরপেক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে একরারনামামূলে মূল্য নির্ধারক নিযুক্ত করিতে পারেন; ধরুন, রাম, শ্যাম, যদু তিন ভাই; তাহারা তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিতে চায়। কিন্তু সম্পত্তির মূল্য সম্পর্কে তাহারা একমত হইতে পারিতেছে না; আর মূল্য নিরূপিত না হইলে বণ্টন সম্ভব নহে; এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা স্থির করিল যে একজন মূল্য নির্ধারক নিয়োগ করিয়া মূল্য নির্ধারক যেরূপ নির্দেশ দিবেন, সেইমত তাহারা সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা করিবে। ধরুন, তাহারা অভিজ্ঞ ফণীবাবুকে মূল্য নির্ধারক নিয়োগ করিল। ফণীবাবুকে মূল্য নির্ধারক নিয়োগ করিতে হইলে, ফণীবাবুকে লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। ফণীবাবু তাহাদের সর্তে রাজি হইয়া সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিলেন; তিনি যেমন সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ নির্ধারিত মূল্যের উপর আর্টিকেল-৮ অনুসারে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প কাগজে মূল্য নির্ধারণপত্র লিখিত হয়; ফণীবাবু সম্পত্তির যেরূপ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিবেন, রাম, শ্যাম ও যদুকে তাহা মানিয়া লইতে হইবে।

এইরূপ দলিল ৪নং রেজিস্টারে নকল হইয়া থাকে, রেজিস্ট্রেশন ফিস-[ই]—৪·০০ টাকা।

মূল্য নির্ধারণপত্র

১। শ্রী..................ইত্যাদি। ২। শ্রী..............ইত্যাদি।
৩। শ্রী............................ইত্যাদি।

মহাশয়গণ বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী..............................ইত্যাদি। কস্য মূল্য নির্ধারণপত্র-মিদং কার্যঞ্চাগে। আপনারা আমাকে আপনাদের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিবার জন্য অ্যাপ্রেজার নিযুক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনাদের অভিপ্রায়মত একরারনামার বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করিয়াছি; আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে নিম্নলিখিত মূল্য নির্ধারণ যথার্থ। সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনটি ভিন্ন তপশীলে ক, খ, গ রূপে মূল্য সহ দেখান হইল; অস্থাবর সম্পত্তিও চ, ছ, জ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া মূল্য সহ দেখান হইল :

(এখানে ভিন্ন ভিন্ন তপশীলগুলি লিখিয়া মূল্য সহ স্থাপন করুন)

এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে অত্র মূল্য নির্ধারণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ....তারিখ .... ।

শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্র

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলের ৯নং আর্টিকেল দেখুন; শিক্ষানবিশি আইনমূলে যে সকল ছাত্র কোন ট্রেড, ক্র্যাফ্‌ট্ ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন তাঁহাদের এইরূপ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিতে হয়; শিক্ষানবিশ সাবালক হইলে চুক্তিপত্রখানি নিবন্ধীকৃত হইতে পারে; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই] —৪.০০ টাকা। ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলে ১১-আর্টিকেলে যে "আর্টিকেল্‌স্ অব ক্লার্কসিপের" সম্পর্কে উল্লেখ আছে তাহার সহিত শিক্ষানবিশির চুক্তিপত্রের কোন সম্পর্ক নাই। ১১-আর্টিকেলমূলে ২৫০.০০ টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে "আর্টিকেল্‌স্ অব্ ক্লার্কসিপ" লিখিত হয়; যিনি হাইকোর্টের এটর্নী হইতে চাহেন তাঁহাকে প্রথমে ক্লার্করূপে কর্ম করিবার চুক্তিপত্র সম্পাদন করিতে হয়; এই চুক্তিপত্র 'আর্টিকেল্‌স্ অব ক্লার্কসিপ'। শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্রের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্র

শ্রী....................ইত্যাদি।
ম্যানেজার................ওয়ার্কসপ
(ঠিকানা)

লিখিতং শ্রী... .... ইত্যাদি। আমি এতদ্বারা স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে আমি আপনার দ্বারা পরিচালিত উক্ত কারখানায় ওয়েল্‌ডিং কার্য শিক্ষার জন্য নিম্নলিখিত চুক্তিতে আপনার নিকট আবদ্ধ রহিলাম :—

(১) আগামী.........তারিখ হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত আপনার কারখানায় নিয়মিত প্রত্যহ উপস্থিত থাকিব ; এবং নির্দেশমত হাতে-কলমে কার্য শিক্ষা করিব।

(২) নির্ধারিত দুই বৎসরকালের মধ্যে আমি অন্য কোথাও শিক্ষা অসমাপ্ত রাখিয়া যাইব না ; যদি যাই তবে বিধানানুসারে দণ্ডনীয় হইব।

(৩) কাজকর্ম কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষালাভান্তে আপনি বিবেচনা করিয়া আমার পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিয়া দিবেন, আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্তরূপে গণ্য হইবে।

(৪) শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করিয়া আমি অনুপস্থিত থাকিতে পারিব।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্থির মস্তিষ্কে অত্র চুক্তিপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন .... তারিখ............।

অ্যাওয়ার্ড বা বিনির্ণয়

পরিচিতি ঃ অ্যাওয়ার্ড শব্দটির একাধিক প্রতিশব্দ বাংলায় প্রচলিত—যথা, বিনির্ণয়, রোয়েদাদ ইত্যাদি। সুতরাং আমরা লিখিতে পারি বিনির্ণয়পত্র, রোয়েদাদনামা প্রভৃতি। ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলের ১২-আর্টিকেলে বলা হইয়াছে যে বিনির্ণয় অর্থে দুই প্রকার মীমাংসা হইতে পারে ; যথা, কোন মধ্যস্থের (আরবিট্রেটর) দ্বারা লিখিতভাবে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি বা কোন সালিসের (আমপায়ার) দ্বারা লিখিতভাবে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি। অ্যাওয়ার্ডের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা কোন পার্টিশান সংক্রান্ত হইবে না ; পার্টিশান সংক্রান্ত অ্যাওয়ার্ড হইলে ৪৫-আর্টিকেল অনুসারে পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয়। এবং মামলা সংক্রান্ত কোন অ্যাওয়ার্ড যেন কোন আদালতের নির্দেশে গঠিত না হয় ; অর্থাৎ সম্পত্তি পার্টিশান সংক্রান্ত নহে এমন কোন বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কোর্টের নির্দেশ ব্যতিরেকে অ্যাওয়ার্ড গঠিত হয়। সেই অ্যাওয়ার্ডের মীমাংসাপত্র ১২-আর্টিকেলের ন্যায় ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইবে।

রেজিস্ট্রেশন ফিস্-[ই]—৪'০০ টাকা। কিন্তু যে অ্যাওয়ার্ডমূলে সম্পত্তি বণ্টন করা হয় সেই অ্যাওয়ার্ডের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হইবে।

অ্যাওয়ার্ড—১

১। শ্রী..................ইত্যাদি। ২। শ্রী..................ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী · ....ইত্যাদি এবং শ্রী.................. ইত্যাদি।

কস্য বিনির্ণয়পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনারা উভয়ে একযোগে একরারনামামূলে আমাদিগকে সালিশ মান্য করায় আমরা মধ্যস্থতা করিতে রাজি হই; নিরপেক্ষভাবে আমরা উভয়ে আপনাদের মৌখিক বক্তব্য এবং দলিলাদি পরীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে আমরা একমত হইয়া আপনাদের মতবিরোধ নিম্নলিখিতভাবে মীমাংসা করিয়া দিলাম :—

[যে সকল বিষয়ের মীমাংসা করা হইল তাহার বিবরণ এখানে দিতে হইবে।]

আমরা যেরূপে বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিলাম তাহাতে আপনারা কেহ কখনও কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না; বা করিলেও তাহা উক্ত একরারনামার সর্তানুসারে নাকচ ও অগ্রাহ্য হইবে। ইতি সন..... ......।

অ্যাওয়ার্ড—২

(সম্পত্তি বণ্টন সংক্রান্ত)

১। শ্রী........ ......ইত্যাদি। ২। শ্রী ....ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী...................ইত্যাদি এবং শ্রী.......................ইত্যাদি।

কস্য সালিসের মীমাংসাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনারা দুই ভগ্নীতে আপোষে আপনাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতে অপারগ হইয়া একযোগে আমাদিগকে আপনাদিগের সম্পত্তি বিভাগ-বণ্টন করিয়া দিবার জন্য.........রেজিস্ট্রেশন অফিসের.........নং একরারনামামূলে আমাদিগের সম্মতি লইয়া আমাদিগকে মধ্যস্থ মানিয়াছেন। এক্ষণে আমরা আপনাদের সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কে দলিলাদি পরীক্ষা করিয়া এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্পত্তির মূল্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া নিম্নলিখিতরূপে উহা আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলাম। আপনারা সকলে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে আমাদিগের মধ্যস্থতার নিষ্পত্তি যেমনভাবে এই দলিলে লিখিত হইল তেমনভাবে মানিয়া লইতে বাধ্য রহিলেন; কেহ কোনরূপ অন্যথা করিলে তাহা আদালতে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে। ইতি সন.........।

* * *

'ক' তপশীল

এই তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি শ্রী...................... ......পাইবেন।

'খ' তপশীল

এই তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি শ্রী ....পাইবেন।

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ যেহেতু উপরিউক্ত বিনির্ণয়পত্র সম্পত্তি পার্টিশান সংক্রান্ত সেজন্য ৪৫-আর্টিকেল অনুসারে পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফি আর্টিকেল-[এ] অনুসারে।

বণ্ড বা তমস্সুক

পরিচিতি ঃ নির্দিষ্ট শর্তে সুদ প্রদানের অংগীকারে টাকা প্রদানের জন্য সাক্ষীর মোকাবিলায় যে ঋণপত্র (বা খত, বা মুচলেকা বা প্রতিজ্ঞাপত্র) লেখা হয় তাহা সাধারণ বণ্ডের অন্তর্গত। ষ্ট্যাম্প আইনের ২-ধারায় বণ্ডের সংজ্ঞা লিখিত আছে; বণ্ড অর্থে নিম্নলিখিত যে কোন প্রকার হইতে পারে: (ক) বণ্ড হইতেছে সেই প্রকারের চুক্তিপত্র যাহার মূলে কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করেন এই শর্তে যে কোন নির্দিষ্ট কাজ করা হইলে অথবা না করা হইলে (দলিলে এ সম্পর্কে লিখিত থাকিবে) উক্ত অর্থ প্রদানের দায়িত্ব আর থাকিবে না। (খ) চাহিবামাত্র অথবা বাহকের নিকট দেয় নহে এবং সাক্ষীর স্বাক্ষরিত এমন যে চুক্তিপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে টাকা দিবার চুক্তিতে আপনাকে আবদ্ধ করেন তাহা বণ্ডের অন্তর্গত। (গ) বণ্ড হইতেছে সেই প্রকারের দলিল যাহাতে সাক্ষীর স্বাক্ষর যুক্ত আছে এবং যাহার মূলে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট শস্য অথবা কৃষিজাত দ্রব্য প্রদান করিতে আবদ্ধ বা বাধ্য থাকেন। সুতরাং বণ্ড টাকা লইয়া হয় এবং শস্যাদি লইয়াও হয়; শস্যাদি লইলে, যেদিন শস্যাদি লওয়া হয় সেই দিনের বাজার দর অনুসারে মোট হস্তান্তরিত শস্যের মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে। সুদ শস্যে প্রদান করা চলে। কেবলমাত্র টাকা প্রাপ্তির স্বীকার উক্তি থাকিলে চলিবে না, কারণ শুধু স্বীকার উক্তি হ্যাণ্ডনোটের পর্যায়ে পড়ে। টাকা ধার লওয়া হইল—ইহা সাধারণ বণ্ডে স্পষ্ট লেখা থাকা দরকার; তমসুকে সাক্ষীরও স্বাক্ষর থাকা দরকার। আবার, ঋণ করিয়া সম্পত্তি বন্ধক রাখিলে তাহা মর্গেজের পর্যায়ে পড়িবে।

সাধারণ বণ্ডে ষ্ট্যাম্প রুস্থম সিডিউলের ১৫-আর্টিকেল অনুসারে প্রদেয়; অন্যান্য বণ্ডের ষ্ট্যাম্প মাশুল সম্পর্কে যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে; রেজিষ্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে প্রদেয়।

অনেক সময় সাধারণ বণ্ডে এইরূপ লিখিত থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর হারে বা নির্দিষ্ট সময় অন্তে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব। কিন্তু বণ্ডের মধ্যে এইরূপ শর্ত আইনানুগ নহে; কন্ট্রাক্ট আইনের ৭৪-ধারায় এইরূপ নির্দেশ আছে। আমাদের সুপ্রীম কোর্ট ১৯৫৩ সালে কোন কেস সংক্রান্তে উক্তরূপ শর্ত দণ্ডমূলক নির্দেশ দিয়াছেন। কন্ট্রাক্ট আইনের ৭৪-ধারা এড়াইবার জন্য অনেকে বণ্ডে প্রথমে উচ্চতর সুদের হার উল্লেখে পরে এইরূপ শর্তের উল্লেখ করেন যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোন নিদিষ্ট সময় মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলে অল্পতর সুদে ঋণ পরিশোধ করা যাইবে; এইরূপ ক্ষেত্রে, অবশ্য, পি, সি, মোঘা বলেন ঋণদাতারও সহি সম্পাদন থাকা যুক্তিযুক্ত।

উপরে ষ্ট্যাম্প আইনে 'বণ্ড'-এর যে সংজ্ঞা লিখিত হইয়াছে তাহাতে সুদ প্রদান সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই; সুতরাং, শিবেনবাবু যদি ভরণপোষণের জন্য তাঁহার ভগ্নীর অনুকূলে একখানি দলিল দ্বারা সাক্ষীগণের সমক্ষে নিজেকে নিম্নলিখিতভাবে দায়াবদ্ধ রাখেন তবে তাহা বণ্ডরূপে বিবেচিত হইবে এবং বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইবে—এগ্রিমেণ্ট হইবে না।

শিবেনবাবু লিখিলেন: আপনি আমার পরম আত্মীয়া; আমি অত্র দলিল দ্বারা বৎসরে......কুইন্টাল ধান্য এবং......টাকা আপনার ভরণপোষণের নিমিত্ত প্রদান করিতে বাধ্য রহিলাম ইত্যাদি। [বিশেষ বিবরণের জন্য 'ভোনো'র ষ্ট্যাম্প আইন পুস্তক দেখিতে পারেন।]

বণ্ড—১

কস্য ঋণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমি আপনার নিকট হইতে ১০০০'০০ (এক হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত শর্তে আবদ্ধ রহিলাম:—

(১) শতকরা দুই টাকা হারে মাসিক সুদ দিব।

(২) আগামী .... সালের...... .. ...মাসের মধ্যে সুদসহ ঋণের সমুদয় টাকা পরিশোধ করিব; যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ঋণের সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, তবে চুক্তিভংগের দায়ে দণ্ডনীয় হইব।

(৩) যখন যে টাকা আদায় দিব তাহা প্রথমে সুদের পাওনা ওয়াশীল হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা আসলে ওয়াশীল যাইবে।

(৪) এই টাকা যখন যেরূপ আদায় দিব সেইমত এই তমসুকের পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাড়াইয়া দিব।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে ১০০০'০০ (এক হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণে এই ঋণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি…………

বণ্ড—২

কস্য খতপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য আপনার নিকট ১৬০০ শত কিলোগ্রাম ধান্য ধার লইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করায় আপনি তাহাতে সম্মত হন। মোট ধান্যের উপর প্রতি বর্ষে………কিলোগ্রাম ধান্য সুদ স্বরূপ দিব; আগামী………সালের………মাসের মধ্যে সুদসহ সমস্ত ধান্য পরিশোধ করিব। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে ধান্যের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে যে পর্যন্ত পরিশোধ না হয় সেই পর্যন্ত উক্ত হিসাবে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব। অদ্য তারিখে উক্ত ধান্যের বাজার দর প্রতি ৪০ কিলোর দাম ২০'০০ টাকা। ধান্য দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিব; এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে নিম্ন স্বাক্ষরিত সাক্ষীগণের সমক্ষে ধান্য গ্রহণ করিয়া এই খতপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি………

বণ্ড—৩

যদি এইরূপ লিখিত হয় যে, "আমি আপনার নিকট অদ্য তারিখে ৫০০'০০ (পাঁচ শত) টাকা ধার লইলাম; উক্ত ঋণের সুদ বাবদ আমি ৪০০'০০ (চারি শত) টাকা দিব; মোট সুদে আসলে ৯০০'০০ (নয় শত) টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিলাম; উক্ত টাকা আমি আগামী ……..বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিব ইত্যাদি"—তাহা হইলে উক্ত ৯০০'০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে; কেননা, এই বণ্ডমূলে উক্ত ৯০০'০০ টাকা সিকিওর করা হইতেছে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ও ৯০০'০০ টাকার উপর ধার্য হইবে।

বণ্ড—৪

(কিস্তিবন্দি খতপত্র)

কস্য কিস্তিবন্দি খতপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি………সালের……মাসে বিশেষ প্রয়োজনে বণ্ডমূলে বার্ষিক শতকরা………টাকা সুদে……টাকা কর্জ লইয়াছিলাম। কিন্তু এযাবৎ নানা কারণে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারি নাই। উক্ত টাকার সুদ সমেত যে টাকা আপনার প্রাপ্য হইয়াছিল, তাহার

মধ্যে নগদ আদায় ও ছাড়-রফা বাদে এক্ষণে·········টাকা আমার দেনা আছে এইরূপ স্থিরীকৃত হইল। উক্ত টাকা এক্ষণে এককালীন পরিশোধ করিবার ক্ষমতা না থাকায় এই কিস্তিবন্দিপত্র লিখিয়া দিয়া স্বীতার ও অংগীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত কিস্তিবন্দি অনুসারে আপনার প্রাপ্য টাকা আদায় দিব। যদি কিস্তিমত ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে অবহেলা প্রদর্শন করি বা কোন এক কিস্তি খেলাপ করি, তবে সমুদয় কিস্তি খেলাপ বিবেচিত হইয়া নালিশের কারণ হইবে এবং কিস্তি খেলাপীর তারিখ হইতে আদায়ের কালতক খেলাপী কিস্তির টাকার উপর মাসিক শতকরা·········টাকা হারে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব এবং আপনি উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিয়া আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক-নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিয়া আপনার পাওনা টাকার আদায় লইবেন। প্রকাশ থাকে যে যখন যে টাকা দিব তাহা এই খতপত্রের পৃষ্ঠে ওয়াশীল পাড়াইয়া দিব। পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অপর কোন প্রকার ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না, যদি করি তবে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সুস্থ চিত্তে অত্র কিস্তিবন্দি খত সম্পাদন করিলাম। ইতি সন ·······
তাং········· ।

কিস্তিবন্দির জায়

*　　　　*　　　　*

বণ্ড—৫

মহাজনের নিকট হইতে ঋণ করিয়া খাতক ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বণ্ডমূলে কতকগুলি শর্তে আবদ্ধ থাকে; অনেক সময় খাতকের সংগে শ্যুয়র্টি বা জামিনদার বণ্ড সম্পাদন করিয়া ঋণের টাকার দায়িক হয়; এই প্রকার বণ্ডও সাধারণ বণ্ডের অন্তর্গত; এবং ১নং বণ্ড ফরমের ন্যায় লিখিত হইবে; তবে সম্পাদনকারী হইবেন খাতক এবং শ্যুয়র্টি (এক বা একাধিক), খাতকের সহিত জামিনদারও ঋণ পরিশোধের শর্তে আবদ্ধ।

বণ্ড—৬

কস্য তমস্সুকপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি সাংসারিক অভাব-অনটনের জন্য আপনার নিকট হইতে অদ্য তারিখে·········কুইণ্টাল ধান্য কর্জ লইলাম। মোট ধান্যের উপর প্রতি বর্ষে......কিলোগ্রাম ধান্য সুদস্বরূপ দিব। আগামী... মাসে মায় সুদ সমস্ত ধান্য পরিশোধ করিব। যদি না করি তাহা হইলে যে পর্যন্ত

পরিশোধ না হয় উক্ত হিসাবে সুদ দিতে বাধ্য থাকিব। তাহাতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশান প্রভৃতি কেহ কখনও কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে। অদ্য তারিখে উক্ত ধান্যের বাজার দর প্রতি কুইণ্টাল ....টাকা। ধান্যে যদ্যপি ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হই তবে যখন ঋণ পরিশোধ করিব সেই সময়ের চলতি বাজার দর অনুসারে মূল্য পরিশোধ করিব। এতদর্থে দলিলে লিখিত ধান্য সাক্ষিগণের সাক্ষাতে বুঝিয়া পাইয়া এই তমসুকপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি .... ।

দ্রষ্টব্য ঃ তমসুকের টাকা পরিশোধের কড়ারের তারিখ হইতে তিন বৎসর অন্তে তামাদি হয়।

ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র

পরিচিতি ঃ ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র এক প্রকারের বণ্ড; ষ্ট্যাম্প আইনে তিনটি অর্থে বণ্ড শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; সাধারণ বণ্ডের পরিচিতি পর্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে; ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র প্রথম প্রকারের বণ্ড (সাধারণ বণ্ডের পরিচিতি দেখুন)। ইহার বিশেষত্ব এই যে চুক্তি অনুযায়ী কার্য না হইলে, ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থার কথা ইহাতে লিখিত হয়; এবং একজন অপরের জন্য দায়াবদ্ধ থাকিতে পারেন। ধরুন বিভাসকুমার সুচরিতা দেবীর নিকট হইতে সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কিছু টাকা ধার লইলেন; সুচরিতা দেবীর সন্তুষ্টির জন্য বিভাসের আত্মীয় কনকবাবু সুচরিতা দেবীর অনুকূলে একখানি ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র সম্পাদন করিয়া দিয়া ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিতে পারেন; এবং প্রয়োজন হইলে কনকবাবু তাঁহার সম্পত্তি ঐ ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রমূলে সুচরিতা দেবীর নিকট দায়াবদ্ধ রাখিতে পারেন।

ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলস্থ ৩৪-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। রেজিস্ট্রেশন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা।

ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র—১

লিখিতং শ্রী ....। কস্য ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি...... ....অবর-নিবন্ধক অফিসের ....সালের ....নং কোবালামূলে কোবালার তপশীলস্থ সম্পত্তি আপনাকে বিক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব হইয়াছি। উক্ত সম্পত্তি আপনাকে নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় বিক্রয় করিয়াছি। তথাপি আপনার ভবিষ্যৎ আশংকা নিরসনের জন্য আমি

এতদ্বারা স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তি লইয়া আমার কৃত-কর্মের জন্য ভবিষ্যতে যদ্যপি কোনপ্রকার গোলযোগ হয়, তাহা হইলে আপনার যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিতে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ-ক্রমে বাধ্য রহিলাম।

[উক্ত উদ্দেশ্যে যদি সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা হয়, তবে নিম্নলিখিত অংশটিও লিখিতে হইবে—]

আমি সহজে আপনার সমস্ত ক্ষতিপূরণ না করিলে নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি নীলাম প্রভৃতি করাইয়া আপনার সর্বপ্রকার ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন ; আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে সমস্ত টাকা আদায় না হইলে আমার অপরাপর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

এতদর্থে········ ······

তপশীল

* * *

ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র—২

কস্য ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার স্বামী শ্রী ... আমার পুত্রের চিকিৎসার জন্য অনন্যোপায় হইয়া গত····· ··· ·সালের····· ·তারিখে তাঁহার ········ ········ মৌজাস্থ····· ··· ·· ·শতক সম্পত্তি রেহান রাখিয়া ··············অবর-নিবন্ধক অফিসের··········· সালের·· · ·······দলিলমূলে মাসিক শতকরা ················ টাকা হার সুদে··············· ···টাকা কর্জ লইয়াছেন। এক্ষণে আমি এতদ্বারা স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে, যদি শ্রী····················উক্ত ঋণকৃত টাকা সুদসহ মেয়াদ মধ্যে পরিশোধ করিতে না পারেন বা তাঁহার রেহানী সম্পত্তি ক্রোক-নীলাম দ্বারা আপনার দেয় ঋণের টাকা সুদসহ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হয় তাহা হইলে আমি আপনার দেয় কর্জ টাকা মায় সুদ ও অন্যান্য খরচা সমেত পরিশোধ করিব। আপনার টাকা পরিশোধ করিতে কোন প্রকার শৈথিল্য করিলে আপনি উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিয়া আমার স্থাবর-অস্থাবর স্বনামী-বেনামী যাবতীয় সম্পত্তি ক্রোক-নীলাম করতঃ আমার নিকট হইতে আপনার ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে উক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য থাকিলাম ও থাকিবে। অবশ্য, আমার স্বামীর নিকট হইতে আপনার সমস্ত ঋণপ্রদত্ত টাকা আদায় পাইলে, এই ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রের শর্তসকল

রহিত হইবে, অন্যথা অত্র ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্রের সর্তসকল বলবৎ রহিবে। এতদর্থে সুস্থ চিত্তে অত্র ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন............ ....তারিখ.................. ।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত ক্ষতিপূরণের শর্তস্বরূপে কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি চার্জ রাখা যায় ; সেরূপ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দলিলের যথাযথ পরিবর্তন সাধনে এবং উহার সহিত তপশীলযোগে দলিলখানি লিখিত হইবে।

জামিননামা

পরিচিতি ঃ জামিননামা এক প্রকারের বণ্ড ; অবশ্য, জামিনস্বরূপে কোন সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলে তখন উহা মর্গেজের ন্যায় বিবেচিত হইবে। এইপ্রকার দলিল নিম্নলিখিত কারণে সম্পাদিত হইয়া থাকে :—

কোন দায়িত্ব বা লায়াবিলিটি সুসম্পন্ন করিবার সিক্যুরিটিস্বরূপে এইরূপ দলিল লিখিত হইতে পারে ; কোন অফিসের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ দলিল সম্পাদিত হইতে পারে। বা কোন অফিসে কাজ করিবার হেতু টাকাকড়ি বা অন্যান্য সম্পত্তি যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার জবাবদিহি করিবার জন্য এইরূপ দলিল সম্পাদিত হইতে পারে ; অথবা, কোন চুক্তি অনুসারে যাহাতে কোন কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য জামিনদার (শ্যুয়র্টি) এইরূপ দলিল সম্পাদন করিতে পারেন। ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলে বর্ণিত আর্টিকেল-৫৭ অনুসারে ষ্ট্যাম্প রুসুম লাগে ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা।

জামিননামা—১

মহামহিম শ্রী ....ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী........................ ইত্যাদি। কস্য জামিননামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি আমাকে..............তারিখে আপনার দ্বারা পরিচালিত ....কোম্পানীতে...... .....পদে নিয়োগ করিয়াছেন। নিয়োগের শর্তানুসারে আমি অত্র জামিননামা সম্পাদন করিয়া দিয়া স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে আমি যতদিন উক্ত পদে বাহাল থাকিব ততদিন নিম্নলিখিত শর্তগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব ; এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনশত টাকা সিক্যুরিটি-স্বরূপে জামিন রাখিলাম। যদি কখনো নিম্নলিখিত শর্ত পালনে অবহেলা প্রদর্শন করি বা কোন শর্ত পালন না করি, তাহা হইলে উক্ত জামিন-রক্ষিত টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারিবেন ; উপরন্তু শর্ত-বহির্ভূত এবং শর্ত-বিগর্হিত আমার কোন কৃতকর্মের জন্য যদি ক্ষতির পরিমাণ টাকার হিসাবে উক্ত জামিনের

তিন শত টাকার অধিক হয় তবে আমার অপরাপর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হইতে সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে পারিবেন ; তাহাতে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে কোন আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না।

১। আমি যথারীতি আপনার নির্দেশানুসারে কাজকর্ম করিব।

২। আমার অধীনে যে সকল কর্মচারী থাকিবেন তাঁহাদের উপর যথানিয়মে তদারকি করিব ; তাঁহাদের কেহ কার্যে অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে, উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিব এবং সে-সকল বিষয় আপনার দৃষ্টিগোচরে আনয়ন করিব।

৩। অফিসের নিয়মানুসারে প্রদত্ত বেতন ও ভাতা ইত্যাদি ব্যতিরেকে আইন বহির্ভূত অন্য কোন প্রকার অর্থাদি আমি গ্রহণ করিব না।

৪। কোম্পানীর কর্তব্যকর্ম সম্পাদনকালে যে সকল টাকাকড়ি আদায় হইবে তাহার কপর্দকও আপন সুবিধার্থে ব্যয় করিব না ; এবং কোম্পানীর ঘরে কোম্পানীর নামে প্রাপ্ত মালপত্র এবং টাকাকড়ি যথারীতি জমা দিব ;

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সাক্ষিগণের সাক্ষাতে অত্র জামিননামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি.................

আপস-রফাপত্র

পরিচিতি ঃ একাধিক পার্টির মধ্যে কোন ক্লেম বা বিবাদের যে লিখিত নিষ্পত্তি হয় তাহাকে আপস-রফাপত্র বা কম্‌প্রোমাইজ বলা হয়। আমরা জানি যে কোন মামলা সম্পর্কে বিবদমান পক্ষদ্বয় আদালতে সোলেনামা দাখিল করিয়া মামলা তুলিয়া লইতে পারেন বা উক্ত মামলার নিষ্পত্তি করিতে পারেন ; কিন্তু আদালতের বিচারাধীন কোন মামলা সম্পর্কিত নহে এমন যে সোলেনামা, তাহা দলিলের আকারে লিখিলে রফাপত্র বিবেচিত হইবে ; এবং উহা রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারে ; তবে এই রফাপত্র যদি স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় এবং রেজিস্ট্রেসন আইনের ১৭-ধারার আওতায় পড়ে তবে উহার রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক।

আপস-রফাপত্র মূলতঃ একপ্রকার একরারনামা ; এবং ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলে বর্ণিত আর্টিকেল-৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয় ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা।

আপস-রফাপত্র

প্রথম পক্ষ....................দ্বিতীয় পক্ষ..........................

কস্য আপস-রফাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে।...............বিষয় লইয়া আমাদের

মধ্যে গত··· ······· ···সাল হইতে যে মনোমালিন্য এবং বিবাদ চলিতেছে তাহা আমাদের উভয়কে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে ; এবং এইরূপ চলিতে থাকিলে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিব ; সুতরাং উভয়ের মংগলার্থে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে এবং শর্তে আমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করিলাম :—

[এখানে প্রয়োজনীয় শর্তগুলির উল্লেখ করুন ; এবং কিভাবে বিবাদের নিষ্পত্তি হইল তাহাও লিখুন ।]

পারিবারিক বন্দোবস্ত-(বা রফা) পত্র

পরিচিতি ঃ পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র একপ্রকার আপস-রফাপত্র মাত্র ; ইতিপূর্বে যে আপস-রফাপত্রের আলোচনা করা হইয়াছে পারিবারিক বন্দোবস্ত-পত্র তাহার একটি বিশেষ রূপ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র এবং পারিবারিক নিরূপণপত্র দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয় (যদিও এই দুইটি পত্রের ইংরাজি নাম একই—ফ্যামিলি সেটেলমেণ্ট)। পারিবারিক রফাপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল অপরাপর চুক্তিপত্রের ন্যায় আর্টিকেল-৫ অনুসারে দিতে হয় ; আর পারিবারিক নিরূপণপত্রের ষ্ট্যাম্প মাশুল সেটেলমেণ্টরূপে আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে দিতে হয়। একই পরিবারভুক্ত লোকজন যদি পারিবারিক সম্পত্তি সম্পর্কিত অথবা এমন কোন সম্পত্তি যাহার উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রকৃত বিবাদ আপস-রফা করিয়া লয় তবে সেই আপস-রফা পারিবারিক বন্দোবস্তপত্ররূপে বিবেচিত হইবে। পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকিবে ঃ—

(১) পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র একই পরিবারের লোকজনদিগের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন ; অথবা একই সম্পত্তির উপর সম্ভাব্য দাবিদারদিগের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন।

(২) পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে অথবা পারিবারিক সম্পত্তি রক্ষার্থে অথবা বিবদমান পার্টিগুলিকে মামলা হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র রচিত হওয়া প্রয়োজন।

পরিবারের সকল ব্যক্তিকেই যে মিলিতভাবে বন্দোবস্ত করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই ; কেহ কেহ থাকিলে চলিবে।

এই আপসনামামূলে এক পার্টির দ্বারা অপর পার্টিকে কোন স্বত্ব বা অধিকার হস্তান্তরিত হয় না ; প্রত্যেকেরই পারিবারিক সম্পত্তিতে যে স্বাধীন স্বত্ব বা অধিকার (টাইটল) থাকে তাহা প্রত্যেকের অংশ অনুসারে প্রত্যেকের দ্বারা স্বীকৃতি পায় এবং দখলীকৃত হয়।

১০০·০০ (একশত) টাকার অধিক মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত হইলে

এইরূপ বন্দোবস্তপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক। ষ্ট্যাম্প মাশুল আর্টিকেল-৫ অনুসারে ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০টাকা।

এইপ্রকার দলিল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য পি, সি, মোঘা'র "দি ইন্‌ডিয়ান কনভেয়্যানসার" পুস্তক দেখিতে পারেন।

পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র

লিখিতং প্রথম পক্ষ শ্রী .... ইত্যাদি, দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী........... ইত্যাদি এবং তৃতীয় পক্ষ শ্রী . ...ইত্যাদি। কস্য পারিবারিক বন্দোবস্ত-পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। নিম্ন 'ক', 'খ' এবং 'গ' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী মালিক হইতেছেন .. ..; তিনি.........সালের......... তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন ; তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে প্রথম পক্ষ নিম্ন 'ক', 'খ', 'গ' তপশীল বর্ণিত সমস্ত সম্পত্তি মৃতের দত্তকপুত্ররূপে দাবি করেন ; কিন্তু অপর পক্ষদ্বয় উক্ত দাবি অস্বীকার করেন এই অর্থে যে উক্ত প্রথম পক্ষ মৃতের দত্তকপুত্র নহে। দ্বিতীয় পক্ষ অনুরূপে মৃতের পত্নীরূপে তপশীলত্রয়ে বর্ণিত সকল সম্পত্তি দাবি করেন ; কিন্তু উক্ত দাবিও অপর পক্ষদ্বয় দ্বারা অস্বীকৃত। তিন পক্ষের প্রত্যেকেই মৃতের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির কিছু অংশ দখল লইয়া তপশীলত্রয়ে বর্ণিত সমস্ত সম্পত্তি স্ব-স্ব নাম মিউটেশানের জন্য (অর্থাৎ নাম খারিজের জন্য) দরখাস্ত করিয়াছেন।

পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত বিবাদের ফলে যে মামলা মোকদ্দমার সম্ভাবনা দেখা দিতেছে তাহাতে তিন পক্ষেরই প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হইবে ; এমতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনের হিতোপদেশে আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত আলোচনা করিয়া আমরা পক্ষত্রয় আমাদের বিবাদ-বিসম্বাদ নিম্নলিখিত শর্তে অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রমূলে মিটমাট করিয়া লইলাম :—

'ক' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্বে মালিক হইবেন প্রথম পক্ষ শ্রী......... . ... ; 'খ' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্বে মালিক হইবেন দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী····· ················; এবং 'গ' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির নির্ব্যূঢ় স্বত্বে মালিক হইবেন তৃতীয় পক্ষ শ্রী························।

(প্রয়োজনীয় অন্যান্য শর্তাবলী যোগ করিতে পারেন।)

দ্বিতীয় পক্ষ পরদানশীন মহিলা বিধায় অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্রের সকল বিষয় আমি আমার উপদেষ্টা শ্রী·················এর দ্বারা ভালভাবে বুঝিয়া লইয়াছি ; সকল বিষয় বুঝিয়া লইয়া অত্র বন্দোবস্তপত্র স্বেচ্ছায় সম্পাদন করিয়াছি (শ্রীমোঘা বলেন পরদানশীন মহিলা দলিলের সম্পাদনকারী হইলে এইরূপ শর্তোল্লেখ যুক্তিযুক্ত ; এবং এই নিয়ম সকল দলিলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।)

এতদর্থে সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায় সরল মনে আমরা পক্ষত্রয় অত্র পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন............তারিখ.........।

বন্দোবস্তপত্র

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনের ২২-আর্টিকেলে কম্‌পোজিসান ডিড্ বা বন্দোবস্তপত্রের ষ্ট্যাম্প রুসুম সম্পর্কে লিখিত আছে। বন্দোবস্তপত্র অর্থে নিম্নলিখিত দলিল বুঝিতে হইবে :—

(১) বন্দোবস্তপত্র অর্থে আমরা সেইরূপ দলিল বুঝিব যে দলিল খাতকের দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং যে দলিলমূলে খাতক তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করে মহাজনের হিতার্থে বা সুবিধার্থে।

(২) বন্দোবস্তপত্র অর্থে সেই দলিল বুঝিতে হইবে যে দলিল খাতক দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং যে দলিলমূলে মহাজন কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের টাকার উপর প্রদেয় লভ্যাংশ টাকা বা চুক্তি অনুযায়ী প্রদেয় টাকা মহাজনকে প্রদান করিবার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হয়। (মহাজন খাতককে ঋণ প্রদান করে; মহাজন-খাতকের মধ্যে চুক্তি অনুসারে ঋণের টাকার উপর মহাজনকে টাকা দিবার ব্যবস্থা থাকে; যদি চুক্তি থাকে ঋণের টাকার উপর খাতকের ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ লওয়া হইবে তাহা হইলে দলিলে সেই সম্পর্কে লিখিত থাকিবে; আর যদি বিশেষ চুক্তি অনুসারে ঋণের টাকার উপর খাতকের দ্বারা মহাজনকে অর্থ দিবার ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে দলিলে সেইরূপ লিখিত থাকিবে।)

(৩) বন্দোবস্তপত্র অর্থে আমরা সেইরূপ দলিল বুঝিব যে দলিল খাতক দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং যে দলিলে মহাজনের সুবিধার্থে কোন পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে অথবা লেটার অব্ লাইসেন্সমূলে খাতকের ব্যবসা চালু রাখিবার শর্তাদি লিখিত হয়। (লেটার অব্ লাইসেন্স : ইহার অর্থ ষ্ট্যাম্প আইনের ৩৮-আর্টিকেলে প্রদান করা হইয়াছে; ইহা খাতক-মহাজনের মধ্যে একপ্রকার চুক্তিপত্র; এই চুক্তিপত্র অনুসারে মহাজন নির্দিষ্টকালের জন্য তাঁহার দাবি স্থগিত রাখেন এবং খাতক স্ব-ইচ্ছায় তাহার ব্যবসায় উক্ত নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চালাইয়া যায়।)

ষ্ট্যাম্প আইনে বন্দোবস্তপত্রের উক্তরূপ তিন ভাগে ব্যাখ্যা করা না হইলেও সুবিধার জন্য উক্তরূপ করা হইয়াছে। উক্ত তিন প্রকারের যে কোন এক প্রকার সম্পর্কে লিখিত দলিল বন্দোবস্তপত্ররূপে গণ্য হইবে।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা।

বন্দোবস্তপত্র

মহামহিম শ্রী………………ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী………………ইত্যাদি। কস্য বন্দোবস্তপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে।

আমি গত………সালের………মাসে আপনার নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক………টাকা হার সুদে………টাকা ঋণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া……… নামে ব্যবসা চালাইতেছিলাম; যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও ব্যবসায়ে উন্নতি ঘটাইতে সক্ষম হইতেছি না যাহার ফলে ঋণকৃত টাকা পরিশোধ করিতে পারিতেছি না; ব্যবসায়ের দিন-দিন যেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে; তাহাতে যে কখনো আপনার টাকা পরিশোধ করিতে পারিব এমন আশা করি না। আমি আপনাকে আমার এই নিদারুণ সংকটাবস্থার কথা জানাইলে আপনি দয়াপরবশ হইয়া আমার ব্যবসায়ের সমস্ত দ্রব্যাদি মায় পরিসম্পৎ ও দায়িতা (অ্যাসেট্‌স্‌ ও লায়াবিলিটি) এবং প্রতিষ্ঠাধিকার (গুডউইল) লইতে ইচ্ছুক হওয়ায়, এবং আমি আপনার হিতার্থে সেই সকল হস্তান্তর করিয়া দিয়া অংগীকার করিতেছি যে তাহাতে আমার আর কোন প্রকার দাবি-দাওয়া রহিল না; আমার পরিবর্তে আপনি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী হইয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে ভোগদখল করিতে থাকুন। ইতি সন… ……..তারিখ…………।

বিবাহবিচ্ছেদনামা

পরিচিতিঃ ইতিপূর্বে একরারনামা পর্যায়ে বিবাহবিচ্ছেদের চুক্তিপত্র সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে; উহার সহিত বিচ্ছেদনামা বা ডিভোর্সের কোন সম্পর্ক নাই; বর্তমানে ডির্ভোস দলিল কেবলমাত্র মুসলমানগণ করিতে পারেন; স্বামী কর্তৃক ত্যাগসাধনকে 'তালাক' কহে; আর পত্নীর সম্মতিসহকারে যে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় তাহাকে 'খুলা' বা 'মুবারতনামা' বলে। 'খুলায়' স্ত্রী আপন প্রাপ্য দাবী ত্যাগ করেন।

স্ত্রী দুশ্চরিত্রা না হইলেও তাহাকে ত্যাগ করা যায়।

ষ্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল-২৯ অনুসারে ষ্ট্যাম্প রুসুম ১০·০০ টাকা দিতে হয়; রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌-[ই]—৪·০০ টাকা।

তালাকনামা

কস্য তালাকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি তোমাকে সন……সালের ………তারিখে মহম্মদীয় সারা অনুসারে…………টাকা দেন-মহর সাব্যস্তে বিবাহ করিয়াছিলাম। বিবাহকালাবধি তোমার সহিত একদিনের জন্যও আমি

সুখে ঘর-সংসার করিতে পারিলাম না। তোমার সহিত আমার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক একেবারে নাই বলিলেই চলে। আমার প্রতি তুমি সর্বদা কুব্যবহার কর; এবং তুমি আমার সম্পূর্ণ অবাধ্য। এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া অদ্য তোমাকে তিন তালাক বায়েন করিলাম। অদ্য হইতে তোমার সহিত আমার কোন প্রকারের স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক রহিল না। তুমি নিকা দ্বারা বা তোমার ইচ্ছামত অন্য উপায়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর তাহাতে আমি কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না। বিবাহের তারিখেই মোহরে-মাওয়াজ্জেলে বাবদ ৪৫০·০০ (চারি শত পঞ্চাশ) টাকা গহনা ইত্যাদিতে পরিশোধ করিয়াছিলাম, অদ্য বক্রী মোহরে-মাওয়াজ্জেলে বাবদ ৪৫০·০০ (চারি শত পঞ্চাশ) টাকা ও তিন মাস দশ দিনের খোরাকি বাবদ·········টাকা নগদ পরিশোধ করিয়া দিলাম। তুমি অদ্য হইতে আমার নিকট অন্য কিছু দাবী-দাওয়া করিতে পারিবে না। আমি আর তোমার খোরপোষের জন্য দায়ী হইব না। এতদর্থে অন্যের বিনানুরোধে নিজ হিতার্থে অত্র তালাকনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন . . ...তারিখ········· ।

খুলানামা

(স্ত্রী কর্তৃক স্বামী ত্যাগ)

লিখিতং শ্রীমতী········ ······· · ·······ইত্যাদি। কস্য খুলানামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আজ হইতে প্রায় দুই বৎসর পূর্বে আপনি আমাকে মোহম্মদীয় সারা মতে বিবাহ করিয়া জওজিয়াতে আনিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার গৃহে আসিবার পর হইতেই কি জানি কেন আপনি আমার সহিত অত্যন্ত কুব্যবহার করিয়া আমার যথেষ্ট মনোবেদনার কারণ হইয়াছেন। এ পর্যন্ত কাবিননামার কোন শর্তই পালন করেন নাই, সুতরাং আপনাকে আমি আর কোনক্রমে স্বামী-রূপে গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব, আমি এতদ্বারা আপনাকে ত্যাগ করিলাম এবং আপনিও তাহাতে সম্মত হওয়ায় এতদ্বারা স্থির হইল যে আমার সহিত আর আপনার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক রহিল না। গহনাপত্র যাহা দিয়াছিলেন তাহা আমারই রহিল, তবে মোহরে-মাওয়াজ্জেলে বাবদ আমার যে·········টাকা পাওনা আছে তাহা এ পর্যন্ত আপনি পরিশোধ করেন নাই, আমি ঐ টাকার সমস্ত দাবী ত্যাগ করিলাম। ইতি সন·· ······

বিনিময়পত্র

পরিচিতি ঃ সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৮-ধারায় 'বিনিময়'-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা আছে। বিনিময় অর্থে আমরা বুঝি ঃ যখন দুই ব্যক্তি একটি

জিনিসের মালিকানা অপর একটি জিনিসের মালিকানার পরিবর্তে পরস্পরে হস্তান্তর করে, তখন সেইরূপ হস্তান্তরকে বিনিময় বলা হয় ; অবশ্য শর্ত এই যে উক্ত জিনিস দুইটির কোনটিই বা উভয়ই কেবলমাত্র অর্থ হইতে পারিবে না।

উপরিউক্ত সূত্র হইতে আমরা বিনিময়ের কি কি বৈশিষ্ট্য পাই? জিনিসের পারস্পরিক হস্তান্তর যখন, তখন যে কোন প্রকার সম্পত্তি—স্থাবর, অস্থাবর যাহাই হউক না কেন—বিনিময়যোগ্য। সুতরাং স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময় সিদ্ধ; স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে স্থাবর সম্পত্তির বিনিময় সিদ্ধ ; এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ও সিদ্ধ। কিন্তু জমি 'স্থাবর' সম্পত্তি এবং অর্থ বা টাকাকড়ি 'অস্থাবর' সম্পত্তি ; তাহা হইলে স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময় যদি সিদ্ধ হয়, তবে টাকার বিনিময়ে জমির বিনিময় কি সিদ্ধ নয়? সিদ্ধ বটে, কিন্তু তাহা বিনিময়রূপে সিদ্ধ নহে,—বিক্রয়রূপে সিদ্ধ। সূত্রটি লক্ষ্য করিলে দেখিবেন যে লেখা আছে "জিনিস দুইটির কোনটিই বা উভয়ই কেবলমাত্র টাকা হইতে পারিবে না", সুতরাং টাকা ভিন্ন অন্য প্রকার অস্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ে স্থাবর সম্পত্তির বিনিময় সম্ভব ; ('টাকা বা অর্থ' শব্দে নোট, গিনি, কোম্পানীর কাগজ এবং অন্যান্য মুদ্রা প্রভৃতি বুঝাইবে)।

দ্বিতীয়তঃ, সূত্রে বলা হইয়াছে দুইটি জিনিসের কোনটিই বা উভয়ই কেবলমাত্র টাকা বা অর্থ হইতে পারে না ; সুতরাং কেবলমাত্র অর্থ না হইয়া যদি কতক টাকা এবং কতক সম্পত্তির বিনিময়ে সম্পত্তি বিনিময় হয়, তাহা উক্ত বিনিময়-গ্রাহ্য ; অর্থাৎ ধরুন, বিভাস তাহার ৫০০·০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সুব্রতর ৪০০·০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তির সহিত বিনিময় করিতে চাহিল ; কিন্তু যেহেতু সম্পত্তির মূল্য সমান-সমান হইল না, সেজন্য সুব্রত ৪০০·০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি এবং ১০০·০০ টাকা প্রদানে রামের ৫০০·০০ শত টাকা মূল্যের সম্পত্তির সহিত বিনিময় করিল ; ইহা বিধানসম্মত।

দুখানি দলিল দ্বারা বিনিময় সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু একখানি "বিনিময়পত্রে" দুই পক্ষ স্বাক্ষর করিয়াই সাধারণতঃ বিনিময়পত্র সম্পাদিত হয়। প্রয়োজনে ডুপ্লিকেট বিনিময়পত্র রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারে ; ষ্ট্যাম্প আইনের ২৪-আর্টিকেলমূলে ডুপ্লিকেটের ষ্ট্যাম্প সর্বোচ্চ ৩·০০ টাকা দিতে হয়। মূল দলিলের অবিকল নকল হইবে ডুপ্লিকেট। যে দুইটি সম্পত্তি বিনিময় করা হয় তাহাদের মূল্য সমান হইবে আশা করা যায় ; যদি তাহা না হয় তবে যে ব্যক্তির সম্পত্তির মূল্য কম, সে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বাকি মূল্য অর্থ দ্বারা বা অন্য কোন জিনিস দ্বারা পূরণ করিয়া দিতে পারে; এরূপ ক্ষেত্রে যে কোন এক পক্ষের সম্পত্তির মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে (কারণ উভয় পক্ষই সমান

মূল্যের সম্পত্তি আদান-প্রদান করিতেছে)। কিন্তু যদি এমন হয় যে রাম তাহার ৫০০'০০ শত টাকা মূল্যের সম্পত্তির সহিত শ্যামের ৪০০'০০ শত টাকা মূল্যের সম্পত্তি বিনিময় করিতে রাজি হয় তাহা হইলে ৫০০'০০ শত টাকার উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে; অর্থাৎ যে সম্পত্তির মূল্য উচ্চতম তাহার উপর ষ্ট্যাম্প ও ফিস্ দিতে হইবে।

বিনিময় দলিলে উভয় পক্ষই সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর করিয়া দলিল রেজিস্ট্রী করিবেন।

ষ্ট্যাম্প আইনের ৩১-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে।

বিনিময়পত্র

প্রথম পক্ষ শ্রী.................ইত্যাদি। দ্বিতীয় পক্ষ .... ইত্যাদি।

আমরা উভয়ে যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক আছি; আমি প্রথম পক্ষ শ্রী ....'ক' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি এবং আমি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী.......................'খ' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি পুরুষানুক্রমে নির্বিবাদে ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। আমাদের উভয়ের উক্ত স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধা হওয়ায় আমরা উক্ত সম্পত্তি বিনিময় করিতে সাব্যস্ত করি। 'ক' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির মূল্য আনুমানিক ১৫০০'০০ (পনর শত) টাকা এবং 'খ' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ১২০০'০০ (বার শত) টাকা হইবে; কিন্তু ৩০০'০০ শত টাকা মূল্যের তারতম্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা পরস্পর সম্পত্তি বিনিময় করিতে সম্মত হই; (ঘাটতি ৩০০'০০ শত টাকা নগদে দিতে হইলে সেই মর্মে লিখিতে হইবে; ইহার জন্য অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয় না; উচ্চতম ১৫০০'০০ শত টাকায় উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।) উক্ত সম্পত্তিদ্বয় পরস্পরের সুবিধার জন্য বিনিময় করা আবশ্যক বিধায় আমরা নিম্নলিখিতরূপে বিনিময় করিলাম :—

আমি প্রথম পক্ষ শ্রী ....'ক' তপশীলভুক্ত সম্পত্তি পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় ভোগদখলীকার আছি; বিনিময়-করণের ফলে অদ্য হইতে আপনি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী............... ..পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে উক্ত 'ক' তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দান-বিক্রয় প্রভৃতি হস্তান্তরকরণাদির মালিক হইলেন। অনুরূপে আমি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী ....'খ' তপশীলভুক্ত সম্পত্তি ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় ভোগদখলীকার আছি।

বিনিময়করণের ফলে অদ্য হইতে আপনি প্রথম পক্ষ শ্রী.................... পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে উক্ত 'খ' তপশীল বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া দান-বিক্রয় প্রভৃতি হস্তান্তরাদির মালিক হইলেন।

আমরা উভয়ে এতদ্বারা স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি, যে উক্ত সম্পত্তিদ্বয় সকল প্রকার দায়মুক্ত; যদি ভবিষ্যতে কাহারো সম্পত্তি দায়সংযুক্তরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে পরস্পরে পরস্পরের নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য দায়ী রহিলাম। আমরা অত্র বিনিময়পত্র দ্বারা যে অংগীকারে আবদ্ধ হইলাম তাহাতে আমাদের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ সম্পূর্ণরূপে বাধ্য থাকিবে; ভবিষ্যতে কাহারো কোন আপত্তি চলিবে না, করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অন্যের বিনা প্ররোচনায় আমরা এই বিনিময়পত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম; মূল বিনিময়পত্রখানি প্রথম পক্ষ শ্রী..............................এর নিকট রহিল; এবং ইহার প্রতিলিপি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী..........................এর নিকট রহিল; প্রকাশ থাকে যে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের প্রয়োজনে দ্বিতীয় পক্ষকে মূল বিনিময়পত্রখানি দেখাইতে এবং দিতে বাধ্য রহিলেন। ইতি সন.........তারিখ............।

'ক' তপশীল   'খ' তপশীল

* * *   * * *

বন্ধকনামা (মর্টগেজ)

পরিচিতি: সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ৫৮-ধারায় বলা হইয়াছে যে কোন নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব (স্বার্থ বা ইনটারেস্ট) যদি ঋণ গ্রহণের জামিন-স্বরূপে হস্তান্তর করা হয় তাহা হইলে উক্ত হস্তান্তরকরণ মর্টগেজরূপে বিবেচ্য হইবে। উক্ত হস্তান্তরের ফলে যে অধিকার সৃষ্টি হইল তাহা অবশ্য ঋণ পরিশোধ করিবার অধিকারের আনুষংগিক (অ্যাক্সেসরি)।

বণ্ড, মর্টগেজ এবং প্রমিসরি নোটের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য; বণ্ডমূলে কর্জকৃত টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে; মর্টগেজে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকার সহিত টাকা না দিলে আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে আদায় দিবার শর্ত থাকে; আর হ্যাণ্ডনোটে টাকা পরিশোধ করিবার অংগীকার থাকে মাত্র।

বন্ধকনামার নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক; অন্ততঃ দুই জন সাক্ষী থাকা উচিত।

বিভিন্ন প্রকার মর্টগেজের সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(১) **সাধারণ মর্টগেজ:** ইহাতে দখল হস্তান্তরিত হয় না; কিন্তু বন্ধকদাতা

ঋণের টাকা এবং সুদ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকে ; এবং যদি বন্ধকদাতা ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হয় তবে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ প্রদত্ত টাকা আদায় লইতে পারিবার শর্তও থাকে।

(২) খাইখালাসী বন্ধকনামা (ইউজিউফ্রাকচুয়ারি মর্টগেজ): ইহাতে বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধকী সম্পত্তিতে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দখল দেওয়া হইয়া থাকে ; বন্ধক গ্রহীতা সুদের পরিবর্তে অথবা আংশিক আসলের পরিবর্তে বা কিছু সুদ এবং কিছু আসলের পরিবর্তে বন্ধকী সম্পত্তির আয় ভোগ করিবার অধিকার পান ; বন্ধকদাতা ব্যক্তিগতভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকেন না ; এবং বন্ধকের টার্মের মধ্যে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী টাকা দাবী করিতে পারেন না ; অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে এইরূপ বন্ধকনামায় ঋণ পরিশোধের ব্যক্তিগত চুক্তির কথা লিখিত থাকে ; এইরূপ ক্ষেত্রে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী টাকা দাবী করিতে পারেন এবং প্রয়োজনে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ও করিতে পারেন।

(৩) কট-কোবালা (বা বিক্রয় শর্তে বন্ধক): ইহাতে সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় এই শর্তে যে, নির্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে উক্ত বিক্রয় শর্তশূন্য বিক্রয় বিবেচিত হইবে অথবা নির্দিষ্ট তারিখে বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে পারিলে উক্ত বিক্রয় নাকচ হইবে অথবা এইরূপে টাকা পরিশোধ করিলে গ্রহীতা দাতাকে সম্পত্তি হস্তান্তর করিবে। বন্ধক গ্রহীতার দখলে বন্ধকী সম্পত্তি থাকে ; এবং বন্ধকদাতা চুক্তি ভংগ করিলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি (বন্ধকদাতার দ্বারা) উদ্ধার করিবার অধিকার হরণের (অথবা ফোরক্লোজারের) জন্য মোকদ্দমা করিতে পারেন। বিচারালয় যে সময় নির্দিষ্ট করেন সেই সময়ের মধ্যে বন্ধকদাতা বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিতে পারিলে সম্পত্তি বন্ধকদাতার অনুকূলে হস্তান্তর করা হয় ; অন্যথা, বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তির নিরংকুশ মালিক হইবেন।

(৪) ইংলিশ মর্টগেজ: ইহাতে বন্ধকী টাকা নির্ধারিত দিনে পরিশোধ করিবার চুক্তি থাকে এবং সম্পত্তি শর্ত রহিতে মর্টগেজ গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হয় এই শর্তে যে চুক্তি অনুযায়ী বন্ধকদাতা টাকা পরিশোধ করিলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকদাতাকে পুনরায় হস্তান্তর করিবেন।

(৫) ইকুইটেবল মর্টগেজ: ইহাকে টাইটল দলিল গচ্ছিত দ্বারা মর্টগেজ বলা যাইতে পারে ; ইহাতে বন্ধকদাতা তাঁহার টাইটল দলিল জামিনস্বরূপে জমা রাখিয়া টাকা ধার লহেন।

(৬) অ্যানোমেলাস মর্টগেজ: উপরিউক্ত ফর্মগুলির যে কোন এক প্রকার নহে এমন যে মর্টগেজ সেই মর্টগেজকে অ্যানোমেলাস মর্টগেজ বলা হয়।

ষ্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল-৪০ এবং ৪১ অনুসারে প্রয়োজনমত ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে প্রদান করিতে হইবে।

সাধারণ বন্ধকনামা—১

কস্য বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার পুরাতন বাড়ীখানি মেরামতের জন্য টাকার প্রয়োজন হওয়ায় অদ্য তারিখে আপনার নিকট নিম্নতপশীল বর্ণিত ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ১০০০'০০ (এক হাজার) টাকা কর্জ লইয়া এই বন্ধকনামা লিখিয়া দিয়া অংগীকার করিতেছি যে, উল্লিখিত ১০০০'০০ টাকার সুদ মাসিক............টাকা হারে আদায় কালতক দিব। টাকা পরিশোধের ওয়াদা আগামী ....সালের.......... মাস পর্যন্ত রহিল। যদি উক্ত মেয়াদ মধ্যে টাকা পরিশোধ না করি তবে উক্ত মেয়াদ গতে সমস্ত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত হারে সুদ দিব। প্রতি.........মাস অন্তর সুদের টাকা পরিশোধ করিব। সুদের টাকা বাকী থাকিলে আসলে ওয়াশীল পাইব না। যখন যে টাকা দিব তখন তাহা বন্ধকনামার পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখাইয়া দিব। পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না।

নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তির বার্ষিক খাজনা..... যাহা পশ্চিমবংগ সরকারের কালেক্টার বাহাদুরে আদায় দিতে হয় ; উক্ত খাজনা পূর্বের ন্যায় আমিই প্রদান করিব।

বন্ধকনামায় লিখিত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে। ইতি-পূর্বে উক্ত সম্পত্তি কোন স্থানে কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায়াবদ্ধ করি নাই। সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আপনার নিকট আবদ্ধ রাখিলাম। আপনার নিকট দায়াবদ্ধ থাকাকালীন উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায়সংযুক্ত করিব না ; যদি খাজনা বাকি পড়ার জন্য উক্ত সম্পত্তি নীলাম বিক্রয় হয় তাহা হইলে আপনি সময়ের অপেক্ষা না করিয়া আমার নামে উপযুক্ত আদালতে পাওনা টাকার নালিশ করিতে পারিবেন। নীলামে খাজনা বাদে যে পণ ফাজিলের টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা হইতে আপনার বন্ধকী টাকার মায় সুদসহ আদায় লইতে পারিবেন। আপনার টাকা পরিশোধ হইয়া যদি পণ ফাজিলের টাকা উদ্বৃত্ত থাকে তবে তাহা আমি পাইব। যদি উক্ত সম্পত্তি হইতে আপনার পাওনা টাকার সংকুলান না হয় তাহা হইলে আপনি আমার অন্যান্য স্থাবর, অস্থাবর, স্বনামী ও বেনামী সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইবেন। এই বন্ধক-নামার সমুদয় শর্তে আমি ও আমার ওয়ারিশ এবং স্থলাভিষিক্তগণও বাধ্য

থাকিব ও থাকিবে। প্রকাশ থাকে যে বন্ধকী সম্পত্তি বর্তমানে আমার নিজ দখলে রহিল। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে আপন হিতার্থে অত্র বন্ধকনামা সম্পাদন করিলাম। ইতি সন········ তারিখ········· ।

তপশীল চৌহদ্দী

* * *

খাইখালাসী বন্ধকনামা—২

কস্য খাইখালাসী বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন বিধায় আপনার নিকট হইতে·········টাকা বার্ষিক·········টাকা সুদে কর্জ লইলাম। আপনার সহিত চুক্তি অনুসারে·········সালের মাস······হইতে নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আপনার দখলে ছাড়িয়া দিয়া ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। উক্ত জমি আপনি আপনার খাস দখলে রাখিয়া এবং যদৃচ্ছাক্রমে বন্দোবস্ত করিয়া উহার খাজনা ও উৎপন্ন লভ্য হইতে আসলে ও সুদে ওয়াশীল দিবেন। মায় সুদসহ আপনার যাবতীয় বন্ধকী টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আপনি ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে পারিবেন। ঐ সম্পত্তি হইতে আপনার টাকা মায় সুদসহ পরিশোধ হইয়া গেলে আপনি উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি আমাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবেন। এতদর্থে এই খাইখালাসী বন্ধকনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন·········তারিখ·········

তপশীল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ (১) পরিচিতি পর্যায়ে খাইখালাসী বন্ধকনামার ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে ; বিভিন্ন শর্তে সম্পত্তি বন্ধক রাখা যাইতে পারে ; প্রয়োজন অনুসারে উপরিলিখিত নমুনার পরিবর্তন করিতে হইবে।

(২) রেজিস্ট্রী করা আবদ্ধ সম্পত্তির উপর দাবী বার বৎসর পর্যন্ত থাকে। সুতরাং কোন নির্ধারিত সময়ের উল্লেখ না থাকিলে বার বৎসর কাল সর্বোচ্চ মেয়াদ ধরিতে হইবে।

কট্-কোবালা—৩

লিখিতং শ্রী·························ইত্যাদি। কস্য কট্-কোবালাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি নানাভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি ; সেই সমস্ত ঋণ যথাশীঘ্র পরিশোধ করা নিতান্ত কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার নিকট কোং ·········টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলাম।

আগামী·········সালের·········মাস মধ্যে শতকরা বার্ষিক·········টাকা হারে সুদ সহ আপনার প্রাপ্য সমস্ত বন্ধকী টাকা পরিশোধ করিব। যদি না করিতে পারি তবে নিম্নতপশীল বর্ণিত আবদ্ধ সম্পত্তিসমূহ হইতে আমি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে স্বত্বরহিত হইব, এবং আপনি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত-গণক্রমে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন; তাহাতে আমার বা ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তের কোন ওজর আপত্তি খাটিবে না। যদি আমার কৃত কোন ত্রুটিবিচ্যুতির ফলে কটের সম্পত্তি কোন প্রকারে নষ্ট হয়, বা আমি কোন প্রকার ক্ষতিজনক কার্য করি, অথবা আবদ্ধ সম্পত্তিতে আমার স্বত্বের কোন দোষ থাকা বা ঐ সম্পত্তি কোন প্রকারে দায়সংযুক্ত থাকা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে মেয়াদের অপেক্ষা না করিয়া আপনি নালিশ দ্বারা আমার যে কোন সম্পত্তি হইতে আপনার মায় সুদ প্রাপ্য বেবাক টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। এতদর্থে এই কট্-কোবালা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন······তারিখ············।

তপশীল চৌহদ্দি

*　　　　*　　　　*

ইংলিশ মর্টগেজ—৪

(কট্-কোবালা)

শ্রী··················ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী························ইত্যাদি। কস্য কট্-কোবালাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমার স্বত্ব দখলী নিম্ন-তপশীল চৌহদ্দিস্থিত·········শতক জমি অদ্য তারিখে আপনার নিকট হইতে······টাকা গ্রহণে অত্র কট্-কোবালামূলে বিক্রয় করিলাম। অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তি আপনার দখলীভুক্ত হইল এবং আপনি উক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইলেন। তবে শর্ত রহিল এই যে আগামী······সালের······মাসের·········তারিখে আপনার দেয়·········টাকা মায় বার্ষিক ········টাকা হিসাবে সুদসহ যদ্যপি আদায় দিই তাহা হইলে আপনি উক্ত সম্পত্তি আমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন—কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিবেন না। যদি ঐ তারিখে টাকা পরিশোধ করিতে না পারি, আপনি নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যেমন দখলীকার ও স্বত্বাধিকারী হইলেন তেমনি থাকিবেন এবং ঐ সম্পত্তিতে আমার কোন দাবি-দাওয়া থাকিবে না। যদি কোন প্রকার দাবি-দাওয়া করি তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে; আপনি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে

উক্ত সম্পত্তির দান বিক্রয়ের মালিক হইবেন এবং আমার ও আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তের স্বত্ব লোপ হইবে; এতদর্থে পণের লিখিত ....টাকা নগদে বুঝিয়া পাইয়া এই কট্-কোবালাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন... ..

তপশীল চৌহদ্দি

* * *

দ্রষ্টব্য: উপরে পর পর দুইখানি কট্-কোবালার নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে; ইংরাজীতে উক্ত দুই প্রকার দলিলের ভিন্ন নাম পরিচয় থাকিলেও বাংলায় উভয়ই কট্-কোবালা নামে পরিচিত; কিন্তু ঐ দুই প্রকারের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য; পরিচিতি পর্যায়ে ৩নং ও ৪নং বন্ধকনামা পাঠ করুন।

ইকুইটেবল মর্টগেজ—৫

শ্রী... ... .ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী ....ইত্যাদি। কস্য ইকুইটেবল বন্ধকপত্র-মিদং কার্যঞ্চাগে। আমার পৈতৃক সম্পত্তি সহর কলিকাতার.................. রোডস্থ..........নং বাটীর কোবালাপত্র আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া.......... টাকা নিম্নলিখিত তপশীল অনুযায়ী নোট ও নগদে বুঝিয়া পাইয়া অংগীকার করিতেছি যে আমি আপনাকে অদ্য তারিখে প্রাপ্ত... ....টাকার শতকরা সুদ মাসিক................হারে আদায় দিব। এবং তারিখ হইতে ....মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব। না করি মায় সুদ বেবাক টাকা আমার নিকট হইতে প্রচলিত আইনানুসারে আদায় হইবে। তাহাতে আমি বা আমার স্থলাভিষিক্ত বা অ্যাসাইনি কাহারো কোন আপত্তি চলিবে না; যে পর্যন্ত আমার সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিতে পারি সে পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে দায় সংযোগ করিব না। এতদর্থে এই ইকুইটেবল বন্ধকনামা সম্পাদন স্বাক্ষর ও সমর্পন করিলাম। ইতি সন......................

দ্রষ্টব্য: ইকুইটেবল মর্টগেজে ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৬ অনুসারে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে।

বন্ধকনামা—৬

(ক্রমে ক্রমে বন্ধকী টাকা পাইবার শর্ত সংযুক্ত)

লিখিতং শ্রী...................। কস্য বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার গৃহনির্মাণ কার্যের জন্য............সহস্র টাকার আবশ্যক হওয়ায়

এবং আপনি উক্ত..............সহস্র টাকা বার্ষিক শতকরা............টাকা হার সুদে ঋণ প্রদান করিতে সম্মত হওয়ায় নিম্নতপশীল বর্ণিত............সহস্র টাকা মূল্যের সম্পত্তি আপনার নিকট আবদ্ধ রাখিয়া .... সহস্র টাকা কর্জ করিলাম। এবং শর্ত রহিল এই যে আমি উক্ত .. .. .. সহস্র টাকার মধ্যে অদ্য তারিখে মাত্র..... ....হাজার টাকা গ্রহণ করিলাম এবং বক্রী .... হাজার টাকা আপনার নিকট জমা রহিল; আমার তলবমত আপনি বক্রী টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন। যখন যত টাকার আবশ্যক তাহা লইবার সপ্তাহ পূর্বে আপনাকে আমি লিখিত নোটিশ দিব এবং সেই টাকা আপনি আমাকে প্রদান করিয়া স্বতন্ত্র রসিদ গ্রহণ করিবেন। উহাতে শৈথিল্য করিলে বা পুনর্বার টাকা দিতে ত্রুটি করিলে আমার যে কিছু ক্ষতি খেসারত হইবে তাহা আপনি পূরণ করিতে বাধ্য রহিলেন। আমি উক্তরূপে টাকা যখন যাহা গ্রহণ করিব, তাহার বার্ষিক শতকরা.........টাকা হিসাবে সুদ সেই দিন হইতে চলিবে। এইভাবে বন্ধকনামায় লিখিত..... ... ..সহস্র টাকা প্রদত্ত হইবে এবং আমি এই দলিল সম্পাদনের তারিখের . ... বৎসর পরে আসল সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিব; যদি না করি তবে উক্ত টাকা আদায় জন্য আপনি যে কোন বৈধ ক্রিয়াদি অবলম্বন করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিতে পারিবেন; সেজন্য যে কিছু খরচপত্র হইবে তাহা আমি আদায় দিতে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তক্রমে বাধ্য রহিলাম। আরও প্রকাশ থাকে যে যত টাকা লওয়া হইবে কেবল তাহার সুদ চলিতে থাকিবে এবং সেই সুদ আমি প্রতি মাসে আদায় দিব; যদি না দিই তাহা হইলে তিন মাস অতিক্রান্ত হইলে আইনের সাহায্য লইয়া উহা আদায় লইতে পারিবেন।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র বন্ধকনামা সাক্ষিগণের সাক্ষাতে সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ....

ফসল বন্ধকনামা—৭

কস্য ফসল বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি বর্তমান সালের......... মাসে নিম্নতপশীল বর্ণিত প্রায়..... ....পরিমাণ জমিতে ধান্য রোপণ করিয়াছি; কিন্তু অর্থের অসচ্ছলতার জন্য নিড়ান-কার্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেছি না; সেজন্য উক্ত জমিস্থ ধান্য আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া অদ্য আপনার নিকট হইতে .. . .টাকা কর্জ লইলাম। উক্ত টাকার মাসিক সুদ ....টাকা করিয়া দিব। আগামী পৌষ মাসে ধান্য পাকিলে উক্ত টাকা সুদসহ আদায় দিব। যদি মেয়াদ মধ্যে ঋণকৃত টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে আপনি উপযুক্ত আদালতে আমার নামে নালিশ

করিয়া নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তির উপরিস্থ ধান্য ক্রোক-নীলাম দ্বারা বিক্রয় করিয়া অপনার পাওনা টাকা মায় সুদ ও খরচাসহ আদায় করিয়া লইবেন তাহাতে আমি কি আমার ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলেও তাহা সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে অদ্য হইতে বার মাস মধ্যে আপনার কর্জ টাকা পরিশোধের ওয়াদা থাকিল। এতদর্থে সুস্থ চিত্তে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র ফসল বন্ধকনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন............

দ্রষ্টব্য ঃ ষ্ট্যাম্প সিডিউলের ৪১-আর্টিকেল অনুসারে ফসল বন্ধকনামায় ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয়; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে। ১৮ মাসের অতিরিক্ত মেয়াদে ফসল বন্ধকনামা কার্যকরী নহে।

অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামা—৮

কস্য অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু আমার এমন কোন স্থাবর সম্পত্তি নাই যাহা বন্ধক রাখিয়া বর্তমানে টাকার চাহিদা মিটাই; আমার বর্তমান পরিস্থিতির বিষয় আপনাকে জানাইলে আপনি অনুগ্রহপূর্বক নিম্নতপশীলে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আমাকে .... শত টাকা কর্জ দিতে রাজি হন; সেই হেতু অদ্য তারিখে নিম্নতপশীল বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া বার্ষিক শতকরা......... টাকা সুদে............টাকা কর্জ লইলাম। উক্ত টাকা পরিশোধের ওয়াদা সন............সালের মাস............ পর্যন্ত রহিল। যদি মেয়াদ মধ্যে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে যখন যে টাকা দিব তাহা বন্ধকনামার পৃষ্ঠে ওয়াশীল লিখিয়া দিব। খতের পৃষ্ঠের ওয়াশীল ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের ওয়াশীলের আপত্তি করিতে পারিব না। যতদিন আপনার টাকা পরিশোধ করিতে না পারি তর্তাদন তপশীল বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি কাহারো নিকট কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায়াবদ্ধ করিতে পারিব না, করিলেও আইনতঃ দণ্ডনীয় হইব। যদি মেয়াদ মধ্যে আপনার টাকা মায় সুদ পরিশোধ করিতে না পারি তাহা হইলে আপনি ইচ্ছা করিলে আমার নামে আদালতে নালিশ করিয়া উক্ত বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আপনার প্রাপ্য সমস্ত টাকা মায় সুদ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন এবং উহাতেও কর্জকৃত টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হইলে আমার অন্যান্য সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া লইবেন। এতদর্থে অত্র বন্ধকনামার সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইয়া এই বন্ধকনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি............

অস্থাবর সম্পত্তির জায়

*　　*　　*

দ্রষ্টব্য : সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে ; পরিচিতি পর্যায়ে দেখুন ; অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধকনামাও লিখিত হইতে পারে ; রেজিস্ট্রী করা পক্ষের ইচ্ছাধীন।

পুনঃ দায়সংযুক্তিপত্র

(ফারদার চার্জ)

পরিচিতি ঃ বন্ধকী সম্পত্তি পুনর্বার বন্ধক দেওয়াকে ফারদার চার্জ কহে। প্রথম বন্ধকদাতা বা অন্যকেও পুনর্বার বন্ধক দেওয়া যাইতে পারে। রেজিস্ট্রেসন সিডিউলের আর্টিকেল-৩২ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় ; ষ্ট্যাম্প ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে।

পুনঃ দায়সংযুক্তিপত্র

কস্য বন্ধকী সম্পত্তির পুনর্বার দায়সংযুক্তিকরণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি গত সন ....সালের...........মাসের ....তারিখে............রেজিস্ট্রেসন অফিসের........নং বন্ধকনামা দ্বারা জেলা........ থানা.........এর অন্তর্গত .... গ্রামের ....শতক জমি আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া...............টাকা কর্জ লইয়াছিলাম। পুনরায় আমার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় সেই সম্পত্তি—যাহার তপশীল চৌহদ্দি নিম্নে প্রদত্ত হইল—তাহাই পুনরায় অদ্য আপনার নিকট বন্ধক রাখিয়া.........টাকা কর্জ লইলাম। বার্ষিক শতকরা............টাকা হারে আদায় কাল পর্যন্ত সুদ দিব। বন্ধকী সম্পত্তি হইতে যদ্যপি আপনার পাওনা সমস্ত টাকা আদায় না হয় তাহা হইলে আমার অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা আপনার টাকা সুদসহ সমস্ত আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমার বা আমার ওয়ারিশান কাহারো কোন ওজর-আপত্তি চলিবে না,—করিলেও তাহা সর্বত্র সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র ফারদার চার্জপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন...... .. তারিখ............।

তপশীল

*　　*　　*

পুনঃ সমর্পণপত্র

(রিকনভেয়ান্স)

পরিচিতি ঃ বন্ধকনামার পরিচিতি পর্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে কয়েক-প্রকারের বন্ধকনামায় বন্ধকী সম্পত্তিতে দখল বন্ধক গ্রহীতার অনুকূলে ত্যাগ করা হয় কিন্তু ইহাও লেখা থাকে যে অমুক সালের অমুক মাসে সমস্ত প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে পারিলে বন্ধকী সম্পত্তি বন্ধকদাতার অনুকূলে পুনঃ সমর্পিত হইবে ; যথা, ইংলিস মর্টগেজ।

আবার, যে সকল বন্ধকনামামূলে বন্ধকী সম্পত্তিতে বন্ধক গ্রহীতাকে দখল দেওয়া হয় না, সে সকল বন্ধকনামার ক্ষেত্রে শর্তানুযায়ী কর্জের টাকা সুদসহ বন্ধকদাতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিলে বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতার অনুকূলে না-দাবিপত্র সম্পাদন করিয়া দিয়া থাকেন। ইহা না-দাবির মত লিখিত হয় ; তবে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] অনুসারে দিতে হয়। না-দাবি পর্যায়ে পুনরায় এ সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এখন বন্ধকী সম্পত্তির পুনঃ সমর্পণপত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, যে সকল বন্ধকনামায় সম্পত্তির দখল দেওয়া হয়, তাহার টাকা পরিশোধকালে রিকন্‌ভেয়ান্স লিখাইয়া লইতে হয়।

ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৫৪ অনুসারে ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হয় ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা।

পুনঃ সমর্পণপত্র

কস্য রিকন্‌ভেয়ান্সপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি·········সালের············ তারিখে নিম্নতপশীল চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তি···············রেজিস্ট্রেসন অফিসের ············নং বন্ধকনামামূলে আমার নিকট আবদ্ধ রাখিয়া বার্ষিক শতকরা ·········সুদে ······· টাকা ঋণ করিয়াছিলেন। অদ্য সেই টাকা মায় সুদ সমস্ত বুঝিয়া পাইয়া লিখিয়া দিতেছি যে বন্ধকী সম্পত্তিতে আর আমার কোনপ্রকার দাবি-দাওয়া নাই ; আপনার অনুকূলে নিম্নতপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ দখল ও স্বত্বাধিকার ছাড়িয়া দিলাম। আপনি পূর্বের ন্যায় তাহাতে দান, বিক্রয় প্রভৃতি সর্বপ্রকার হস্তান্তরকরণের মালিক হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ও পুত্র-পৌত্রাদি ও ওয়ারিশানক্রমে ভোগদখল করিতে থাকুন। আমার নিকট সম্পত্তি বন্ধক দিবার সময় যে সমস্ত দলিলাদি দিয়াছিলেন তাহা ফেরত দিলাম। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র পুনঃ সমর্পণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন··· ········ তারিখ··············· ।

তপশীল

*　　*　　*

না-দাবি বা মুক্তিপত্র

পরিচিতি ঃ কোন সম্পত্তিতে বা ব্যক্তির উপর যখন কোনপ্রকার দাবি-দাওয়া থাকে না, সেরূপ ক্ষেত্রে দলিলের আকারে উক্ত দাবি-দাওয়া না থাকার কথা লিখিতে হইলে তাহা না-দাবি দলিলরূপে লিখিতে হইবে। দুই প্রকার বিষয় সম্পর্কে সাধারণতঃ না-দাবি লিখিত হয়। প্রথমতঃ, আমরা জানি যে কয়েক প্রকার বন্ধকনামার দাবী ত্যাগ করা হয় না-দাবিপত্রমূলে; রিকন্‌ভেয়ান্সের পরিচিতি পর্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। এইরূপ না-দাবিপত্রে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] অনুসারে দিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্য প্রকার না-দাবিপত্র : এই প্রকার না-দাবিপত্রমূলে কোন সম্পত্তিতে বা কোন ব্যক্তির উপর যে কোনপ্রকার দাবি-দাওয়া নাই তাহা লিখিত থাকে; এরূপ ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয়।

সকল প্রকার না-দাবিতেই ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৫৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প রসুম দিতে হয়।

না-দাবি—১

কস্য মুক্তিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি গত·········সালের·········তারিখে ············রেজিস্ট্রেসন অফিসের······নং বন্ধকনামামূলে আপনার রাসবিহারী রোডস্থিত দ্বিতল বাটী আমার নিকট ·· · ······হাজার টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিলেন। অদ্য তারিখে আপনি সুদসহ আমার মোট প্রাপ্য···········টাকা পরিশোধ করায় আমি এই মুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে নিম্ন-তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তিতে আমার বা আমার ওয়ারিশান প্রভৃতি কাহারো কোন দাবি-দাওয়া নাই বা রহিল না। আপনি পূর্ববৎ উক্ত সম্পত্তিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্বে মালিক হইলেন। আমার উক্ত সম্পত্তিতে বন্ধকীসূত্রে যে অধিকার বা দায় সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইল। ইতি············

তপশীল

*　　*　　*

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত না-দাবিপত্রখানির জন্য রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৫·০০ টাকা দিতে হইবে; কিন্তু নিম্নলিখিতগুলির জন্য আর্টিকেল-[এ] অনুসারে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

না-দাবি—২

নিম্নতপশীল বর্ণিত আনুমানিক পাচ শত টাকা মূল্যের............শতক সম্পত্তি যাহা ভুলক্রমে আমার নামে রেকর্ড করা হইয়াছে তাহাতে আমার কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব কোন কালে ছিল না বা নাই। এতদর্থে অত্র না-দাবি সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি..............

তপশীল

*　　　*　　　*

না-দাবি—৩

আপনি নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমার নামে বেনাম খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে আপনি উক্ত সম্পত্তি আপনার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিতে বলায় আমি সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় অত্র না-দাবিপত্র আপনার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তি আমি কখনো ভোগ-দখল করি নাই ; এবং উক্ত সম্পত্তিতে আমার কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব ছিল না বা নাই। এতদর্থে অত্র না-দাবিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য............ টাকা। ইতি.........

তপশীল

*　　　*　　　*

না-দাবি—৪

কস্য না-দাবিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি আপনার একমাত্র কন্যা হইতেছি। মহম্মদীয় সারা অনুসারে আপনার অবর্তমানে আমি আপনার সম্পত্তির কিয়দংশের উত্তরাধিকারী হইব। কিন্তু আপনার বাসনা এই যে আমি যেন উক্ত সম্পত্তিতে ভবিষ্যতে কোনপ্রকার দাবি না করি ; আপনার ইচ্ছা উক্ত সম্পত্তি আমার ভ্রাতাত্রয় লাভ করুক ; কারণ তাহাতে ভ্রাতাত্রয়ের খুবই সুবিধা হইবে। আপনার মনোবাসনা আমার নিকট প্রকাশ করায় আমি তাহা পূরণ করিতে সম্মত হই ; এতদুদ্দেশ্যে আপনি আমায় .... টাকা প্রদান করায় আমি এতদ্দ্বারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে আপনার অবর্তমানে আপনার ত্যক্ত সম্পত্তিতে আমার কোনপ্রকার অধিকার বা দাবি সৃষ্ট হইবে না। যাহা কিছু দাবি বা অধিকার সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল সেই সকল ভাবি স্বত্ব আমি স্বেচ্ছায় আপনার অনুকূলে পরিত্যাগ করিলাম। ভবিষ্যতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন উহাতে

কোন প্রকার দাবি-দাওয়া করিতে পারিবেন না ; করিলেও তাহা আদালতে সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য ও বাতিল হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই না-দাবিপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি ....

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত না-দাবিপত্রখানি ৪-নং রেজিস্টারে নকল করিতে হইবে।

না-দাবি—৫

আমার পিতা উইলমূলে আমাকে ৫০০০'০০ টাকা মূল্যের সোনার গহনা ইত্যাদি দান করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গহনাদি এযাবৎ কাল তুমি আমার ভ্রাতা তোমার দখলেই আছে। আমি উহা আদৌ ভোগ-দখল করি নাই এবং পাই নাই। উক্ত সম্পত্তি তুমি পূর্ববৎ ভোগ-দখল করিবার বাসনা প্রকাশ করায় এবং আমারও তাহাতে কোন আপত্তি না থাকায় অদ্য তারিখে তোমার নিকট হইতে ১৫০০'০০ টাকা গ্রহণ করিয়া উক্ত অস্থাবর সম্পত্তিতে আমার যে অধিকার জন্মিয়াছিল তাহা রহিত হইল। এতদর্থে এই না-দাবিপত্র লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিসমূহে আমার বা আমার ওয়ারিশ বা আমার স্থলাভিষিক্ত প্রভৃতি কাহারো কোন দাবি-দাওয়া রহিল না। তুমি সে সমস্তের মালিক হইয়া ভোগ-দখল করিতে থাক। ইতি............

দ্রষ্টব্য ঃ ৪নং রেজিস্টার বহিতে উক্ত না-দাবিপত্রখানি নকল করিতে হইবে ; ১৫০০'০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও রেজিস্ট্রেসন-[এ] ফিস্ দিতে হইবে, ৫০০০'০০ টাকার উপর নহে। কারণ, দাতা ১৫০০'০০ টাকা পাইয়া সম্পত্তির উপর অধিকার ত্যাগ করিতেছে।

বণ্টননামা

পরিচিতি ঃ অবিভক্ত সম্পত্তির একাধিক স্বত্ব-দখলীকার মালিকগণ যখন উক্ত সম্পত্তি পরস্পরের সুবিধার্থে বিভাগ করিয়া লহেন তখন উহা বণ্টননামার আকারে লিখিত হয়। যৌথভাবে দখলীকৃত সম্পত্তির মালিকগণের যে কোন একজন মালিক ইচ্ছা করিলে সম্পত্তি বণ্টন করিয়া লইতে পারেন যদিও অপর মালিকগণ ইচ্ছা করেন যে সম্পত্তি যৌথভাবে ভোগ দখল করা হউক ; এরূপ ক্ষেত্রে সম্পত্তি দুইটি ভাগে পৃথক করা হয় ; যিনি বণ্টন চাহেন তাঁহার অংশ যৌথ সম্পত্তি হইতে পৃথকীকৃত হইল এইরূপ দেখান হয় ; ধরুন, রাম, শ্যাম, যদু ও মধু কোন সম্পত্তি যৌথভাবে ভোগ-দখল করে ; রাম চাহে যে সম্পত্তি পৃথক করা হউক ; কিন্তু শ্যাম, যদু ও মধু যৌথভাবে থাকিতে চাহে ; এরূপ

ক্ষেত্রে সম্পত্তিতে রামের অংশ পৃথক করিয়া দেখান হয়। বাকি অংশ অবিভক্ত অবস্থায় অপর তিনজনের নামে দেখান হয়।

মৌখিক বা লিখিত চুক্তি অনুসারে, অথবা আদালত বা অ্যাওয়ার্ডের মাধ্যমে পার্টিশান কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে।

যৌথ সম্পত্তিতে পক্ষগণের টাইটেলের স্বরূপ সম্পর্কে রিসাইটাল থাকা উচিত ; আর থাকা উচিত পক্ষগণের শেয়ার সম্পর্কে এবং উক্ত সম্পত্তি পার্টিশান করিবার ইচ্ছা বা চুক্তি সম্পর্কে। কি প্রকারে অবিভক্ত সম্পত্তি শেয়ার অনুসারে ভাগ-ভাগ করা হইল সে সম্পর্কেও রিসাইটাল থাকিতে পারে। উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রিসাইটাল বিবেচনা করিয়া লিখিতে হইবে। ইহার পরে যে ভাবে বিভাগ করা হইল সেই সম্পর্কে লিখিত হইবে।

পার্টিশানের সমতা রাখিবার জন্য অনেক সময় এক পক্ষকে অপর পক্ষকে কম-পেন্‌সেসানস্বরূপে টাকা দিতে হইতে পারে। এই টাকা প্রদান করা হইয়া থাকিলে বা ভবিষ্যতে প্রদান করিবার চুক্তি থাকিলে সে সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখিতে হইবে। পার্টিশানের সময়ও প্রদান করা যাইতে পারে ; এক পক্ষকে অপর পক্ষ দ্বারা এই কমপেন্‌সেসানের টাকা প্রদানের জন্য ভিন্নভাবে কোনরূপ ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। ধরুন, দুই অংশে সম্পত্তি বণ্টিত হইল ; এক অংশের মূল্য ২০০০·০০ টাকা, অপর অংশের মূল্য ১৫০০·০০ টাকা ; যিনি প্রথম অংশ লইলেন তিনি দ্বিতীয় পক্ষকে কমপেন্‌সেসানস্বরূপে ৫০০·০০ টাকা দিলেন ; দলিলেও তাহা লিখিত হইল ; ২০০০·০০ টাকার উপর পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। প্রতি অংশের মূল্য ভিন্নভাবে দেখাইতে হইবে।

সকল পক্ষই দলিলের সম্পাদনকারী হইবেন ; নাবালকের পক্ষে গার্জেন পক্ষ হইতে পারেন। সাধারণতঃ এই বিষয়ে গার্জেনের কৃতকর্ম নাবালক ভবিষ্যতে মানিয়া লইবেন. অবশ্য যদি উক্ত পার্টিশান নাবালকের সুবিধার্থে ন্যায্য এবং পক্ষপাতশূন্য হয় ; যদি তাহা না হয় তবে নাবালক সাবালক হইয়া তাহার অধিকার লইয়া মামলা করিতে পারে।

যে পক্ষ সম্পত্তির যে অংশ পাইবেন সেই অংশ সংক্রান্ত টাইটেল দলিল তিনি আপন হেফাজতে রাখিবেন ; যদি প্রত্যেক পক্ষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন টাইটেল দলিল না থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে একজনের নিকট উক্ত দলিল রাখা চলিবে ; যে পক্ষের নিকট টাইটেল দলিল থাকিবে তিনি উহা অন্য পক্ষকে দেখাইতে এবং কপি লইতে দিতে বাধ্য থাকিবেন ; উক্ত বিষয়গুলি ভালভাবে পার্টিশানে লেখা থাকা উচিত।

বণ্টননামার অনুলিপি রেজিস্ট্রী হইতে পারে ; অনুলিপির জন্য সর্বোচ্চ

৩'০০ টাকা ষ্ট্যাম্প দিতে হয় আর্টিকেল-২৫ অনুসারে। এরূপক্ষেত্রে ০'৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি ষ্ট্যাম্পযোগে ডিনোটেশনের জন্য দরখাস্ত দিতে হয়।

পার্টিশানে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৪৫ অনুসারে। যৌথ সম্পত্তি যতগুলি অংশে বিভাগ করা হয়, সেই ভাগগুলির মধ্য হইতে বৃহত্তম ভাগের মূল্য মোট বন্টিত সম্পত্তির মূল্য হইতে বিয়োগ করিয়া যে মূল্য অবশিষ্ট থাকে তাহার উপর ৪৫-আর্টিকেলের নির্দেশ অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয়। ধরুন, কোন সম্পত্তি বণ্টননামামূলে তিন অংশে বিভক্ত হইবে; প্রথম পক্ষ যে সম্পত্তি পাইবে তাহার মূল্য ধরা হইল ৪০০০'০০ টাকা, দ্বিতীয় পক্ষ যাহা পাইবে তাহার মূল্য হইল ৩০০০'০০ টাকা আর তৃতীয় পক্ষ যাহা পাইবে তাহার মূল্য ২০০০'০০ টাকা। মোট বন্টিত সম্পত্তির মূল্য হইতেছে ৪০০০+৩০০০+২০০০=৯০০০'০০ টাকা; এই মোট মূল্য হইতে বৃহত্তম অংশ ৪০০০'০০ টাকা বিয়োগ করিয়া যাহা থাকিবে তাহার উপর ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; সুতরাং ৯০০০'০০—৪০০০'০০=৫০০০'০০ টাকার উপর ষ্ট্যাম্প রুসুম এবং রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হইবে। আবার, কোন সম্পত্তি দুইজনের মধ্যে পার্টিশান হইলে বৃহত্তম অংশটি বা দুইটি অংশের মূল্য সমান সমান হইলে যে কোন একটি অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প রুসুম ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

যৌথ সম্পত্তির পার্টিশান সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৮-ধারার আওতায় আসে না; সুতরাং পার্টিশান কার্য মৌখিকও হইতে পারে; কিন্তু দলিলের আকারে লিখিলে এবং বন্টিত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১০০'০০ টাকার অধিক হইলে রেজিস্ট্রেসন বাধ্যতামূলক।

পার্টিশান সংক্রান্ত একরারনামায় পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে কি একরারে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। একরারনামার পরিচিতি পর্যায়ে আমরা লিখিয়াছি যে সাধারণতঃ পার্টিশানের একরারনামায় পার্টিশানের ন্যায় আর্টিকেল-৪৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে পার্টিশান দলিল করিবার চুক্তিতে বর্তমানে যে পার্টিশান লিস্‌ট্ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র রচিত হয় তাহাতে একরারনামার ষ্ট্যাম্প দিলেও চলে; ইহা মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়। এম, এন, বাসুর ষ্ট্যাম্প আইনের আর্টিকেল-৫ সংক্রান্ত আলোচনা দেখুন (পৃঃ ২৭৯)। কিন্তু ভবিষ্যতে বণ্টন করিবার চুক্তিতে বর্তমানের চুক্তিপত্রে যে পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে সে সম্পর্কে একাধিক বিচারের রায়ে বলা হইয়াছে (যেমন, রাজম্ম আয়ার বনাম রাজম্ম আয়ার; তেজ প্রতাপ সিং বনাম চম্পকলি কাউর ইত্যাদি)। এ প্রসংগে বিস্তৃত বিবরণের জন্য

ভোনোর ষ্ট্যাম্প আইন পুস্তকে ২ (১৫)-ধারা সংক্রান্ত আলোচনা পাঠ করিতে পারেন।

এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইনে [২ (১৫)]-ধারাতে পার্টিশানের যে সংজ্ঞা আছে তাহাতে পার্টিশান অর্থে অন্যান্যর মধ্যে 'পার্টিশানের চুক্তিও ধরা হইয়াছে। সুতরাং, আইনের জটিলতা এড়াইবার জন্য পার্টিশানের চুক্তিপত্রে পার্টিশানের ষ্ট্যাম্প প্রদান বিধেয়। দ্বিতীয়বার যখন দলিল করা হইবে তখন নির্ধারিত ষ্ট্যাম্প মাশুল হইতে প্রথমে প্রদত্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল বাদ দিতে হইবে। এ সম্পর্কে আর্টিকেল-৪৫ দেখুন।

বণ্টননামা

প্রথম পক্ষ শ্রী······· ···········ইত্যাদি ; দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী··············· ······ ·········ইত্যাদি ; তৃতীয় পক্ষ শ্রী···············ইত্যাদি।

কস্য বণ্টননামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমরা তিন সহোদরে আমাদিগের পৈতৃক ও স্বোপার্জিত যে সকল সম্পত্তি আমরা অদ্যাবধি যৌথভাবে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছি,এক্ষণে আমাদের স্ব স্ব সংসার বৃহত্তর হইতে থাকায় পরস্পরের সুবিধা ও আবশ্যকবশতঃ বিভাগ-বণ্টন করিয়া নিজ নিজ অংশানুযায়ী সম্পত্তি লইবার জন্য আমরা এই বণ্টননামা লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে নিম্নের 'ক' 'খ' এবং 'গ' তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যথাক্রমে প্রথম পক্ষ, দ্বিতীয় পক্ষ এবং তৃতীয় পক্ষের অংশরূপে নির্দিষ্ট হইল ; 'ক' তপশীলস্থ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য···············টাকা, 'খ' তপশীলস্থ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ············টাকা এবং 'গ' তপশীলস্থ সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য····· ········· টাকা। আমাদের নির্দিষ্ট তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি আমরা পুরাপুরি রকম ভোগ-দখল করিতে থাকিব, তাহাতে অপর পক্ষ বা পক্ষগণের কাহারো কোন প্রকার দাবি-দাওয়া বা ওজর-আপত্তি চলিবে না এবং করিলেও আইনতঃ বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। এই সকল সম্পত্তির মালেকান খাজনা আমরা আমাদের নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী পশ্চিমবংগ সরকারে আদায় দিব। এই বণ্টননামায় লিখিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোন স্থানে কোন প্রকারে হস্তান্তরিত বা দায়াবদ্ধ নাই বা কোন দেনার দায়ে ক্রোকাবদ্ধ নাই। সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আমরা বিভাগ-বণ্টন করিয়া লইলাম। পক্ষগণের মধ্যে যদি কাহারো ব্যক্তিগত ঋণের জন্য মহাজন নালিশ করেন তাহা হইলে যে পক্ষের দেনা হইবে সেই পক্ষের সম্পত্তি হইতে টাকা আদায় হইবে, অপর পক্ষ বা পক্ষগণ তাহার জন্য দায়ী হইবেন না।

আমাদিগের এজমালি সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র, ফাইনাল পর্চা, খাজনার দাখিলা এবং অন্যান্য টাইটল দলিলপত্রাদি যাহা ছিল তাহা প্রথম পক্ষের নিকট থাকিল (প্রয়োজনে উক্ত কাগজপত্রাদির একটি তালিকা এখানে দিতে পারেন)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের আবশ্যকমতে ঐ সকল কাগজপত্র প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষকে দেখাইতে বা যথাস্থানে দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অত্র পার্টিশানের মূল কপিটি প্রথম পক্ষের নিকট থাকিবে; ডুপ্লিকেট এবং টি্‌প্‌লিকেট যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের নিকট থাকিবে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজনে প্রথম পক্ষ মূল পার্টিশান দলিলখানি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষকে দেখাইবেন।

এতদর্থে আমরা সকলে স্বেচ্ছায় সুস্থ চিত্তে নিজ নিজ হিতার্থে ও সুবিধা বিবেচনায় এই পার্টিশান দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি ……… …

'ক' তপশীল : এই তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি প্রথম পক্ষ শ্রী…… · ……… ……… ……এর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে; সম্পত্তির মূল্য · ·· টাকা।

* * *

'খ' তপশীল : এই তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী……………… …………এর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে; সম্পত্তির মূল্য … টাকা।

* * *

'গ' তপশীল : এই তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষ শ্রী……………… ………… এর জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, সম্পত্তির মূল্য……টাকা।

* * *

অংশনামা

পরিচিতিঃ ভারতীয় পার্টনারশিপ আইনের ৪-ধারায় বলা হইয়াছে যে একাধিক ব্যক্তি কোন কারবার বা ব্যবসায়ে যৌথভাবে সমষ্টির উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইলে অংশীদারগণ কে কিরূপ লভ্যাংশ পাইবে মুখ্যতঃ সেই বিষয় সংক্রান্ত যে দলিল লিখিত হয় তাহাকে অংশনামা বলা যাইতে পারে। সুতরাং, কোন কারবারের লাভ অংশীদারগণের মধ্যে শেয়ার করিবার চুক্তি পার্টনারশিপের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অংগ; সেজন্য উক্ত আইনের ৫-ধারায় লিখিত হইয়াছে পার্টনারশিপের সম্পর্ক 'কনট্রাক্ট্‌ বা চুক্তি' অনুসারে—'ষ্ট্যাটাস' অনুসারে নহে। সুতরাং কোন সম্পত্তির যৌথ মালিকগণ সম্পত্তির লাভ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলে তাহা পার্টনারশিপরূপে বিবেচিত হইবে না। যদিও পার্টনারশিপ

মৌখিক চুক্তি দ্বারা সম্ভব তথাপি ভাবী বিবাদ এড়াইবার জন্য লিখিতভাবে হওয়া নিরাপদ। ইহা চুক্তিপত্রের আকারে লিখিত হইবে ; সকল অংশীদার দলিল সম্পাদন করিবেন ; যে সকল শর্তে কারবারের কাজ পরিচালিত হইবে তাহা লিখিতে হইবে ; কারবারের প্রকৃতি, মূলধন, লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারদিগের শেয়ার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে দলিলে লিখিত থাকিবে। কোন কারবারের অংশীদার ২০ জনের অধিক হইলে এবং সুদি কারবারের (ব্যাংকিং বিজিনেস) অংশীদার ১০ জনের অধিক হইলে ভারতীয় কোম্পানী আইনের ৪০-ধারা অনুসারে রেজিস্ট্রী হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

পার্টনারশিপ চালু থাকাকালে নূতন অংশীদার গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং কোন অংশীদার কারবার ত্যাগ করিতে পারে। কি শর্তে অংশীদার গ্রহণ করা যাইবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দলিলে লিখিত থাকিবে। নাবালক পাটনার হইতে পারে না তবে নাবালক পার্টনারশিপের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। সাবালক হইয়া তিনি নোটিশ দিবেন – তিনি পার্টনার হইতে চাহেন কি না চাহেন ; সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে অথবা যে দিন তিনি প্রথম জানিবেন যে উক্ত পার্টনারশিপের তিনি একজন সুবিধাভোগী সেইদিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে (যে দিনটি পরে হইবে) নোটিশ দিতে হইবে। কোন ফার্ম অংশীদার হইতে পারে না। কারবারের মেয়াদ পূর্ব হইতে নির্ধারণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই ; দলিলে পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে—কারবার বর্তমানে চালু আছে কি নূতন কোন কারবার আরম্ভ করা হইবে। কারণ, কোন কারবার বাস্তবে রূপায়িত হইবার পূর্বে সেই কারবার সংক্রান্ত কোন পার্টনারশিপ থাকিতে পারে না এবং কোন কারবারের উদ্যোগীদিগের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপিত হয় চুক্তির সাধারণ নিয়মানুসারে—পার্টনারশিপের বিধানানুসারে নহে।

কারবার সম্পর্কে বিবরণ থাকিবে ; ইহা যেন নীতি বিগর্হিত (ইম্‌মরাল), বে-আইনী অথবা সরকারী নীতির (পাবলিক পলিসি) প্রতিকূল না হয়।

যে নামে অংশীদারী কারবার চলে তাহাকে 'ফার্ম্ নেম' বলে।

কোন্ পার্টনারশিপে কি কি টার্ম থাকিবে তাহা কারবার বিশেষে ভিন্ন হইবে। তবে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে লিখিত থাকেঃ —

(১) কারবারের প্রকৃতি, মেয়াদ এবং ফার্মের নাম।

(২) অংশীদারের শেয়ার।

(৩) মূলধন সম্পর্কে ব্যবস্থা এবং মূলধনের সুদ ;

(৪) ফার্মের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ;

(৫) চেক-সহি করিবার এবং অ্যাকাউন্ট হইতে টাকা তুলিবার ক্ষমতা ;

(৬) অ্যাকাউণ্ট রাখিবার পদ্ধতি এবং বাৎসরিক অ্যাকাউণ্ট বা ব্যালান্স্ সীট প্রণয়ন করিবার প্রণালী ;

(৭) কারবারের কাজকর্ম পরিচালন ;

(৮) অংশীদারদিগের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ;

(৯) ব্যয় এবং লাভ ;

(১০) অংশীদারী কারবার ভংগ হইলে অথবা কোন অংশীদারের মৃত্যু হইলে ব্যবস্থা ;

(১১) অংশীদারের অবসরগ্রহণ (রিটায়ারমেণ্ট) এবং বিতাড়ন (এক্স্পালশান) ;

(১২) কারবার গুটান ;

(১৩) নোটিশ সার্ভিসের ধরণ ;

(১৪) সালিশী ব্যবস্থা (আর্বিট্রেশান)।

অংশীদারগণ ইচ্ছা করিলে অংশনামা রহিত করিতে পারেন ; তবে অংশনামা আংশিক রহিত করা চলে না।

কোন অংশীদার যদি তাঁহার অংশ টাকা লইয়া ছাড়িয়া দেন তাহা হইলে উহা বিক্রয়-কোবালারূপে গণ্য হইবে।

ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউলের ১ [এ]-র ৪৬-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হয়।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] অনুসারে ৪·০০ টাকা দিতে হইবে।

অংশনামা

লিখিতং প্রথম পক্ষ শ্রী............................... ,দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী...... ....এবং তৃতীয় পক্ষ শ্রী.............................ইত্যাদি। কস্য অংশনামাপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে। আমি প্রথম পক্ষ শ্রী......................... টাকা লগ্নি করিয়া, আমি দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী..........................ইত্যাদি...... টাকা লগ্নি করিয়া এবং আমি তৃতীয় পক্ষ শ্রী..........................ইত্যাদি...... টাকা লগ্নি করিয়া আমরা একযোগে জেলা.........থানা.........এর এলাকাধীন ....অঞ্চলে একটি...... ...কারখানা (বা দোকান ইত্যাদি) খুলিয়াছি। উক্ত কারখানার নাম........................দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে আমরা তিনজনে উক্ত কারবারের অংশীদার আছি। আমাদের এই কারবারে আর নূতন কোন অংশীদার লইব না। মাল খরিদ-বিক্রী যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে তাহা.......................পক্ষ করিবেন। কারখানার কাজকর্মের তত্ত্বাবধান

করিবেন······················পক্ষ। এবং দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ রক্ষা করিবেন ····················পক্ষ। কারবারের টাকা················ব্যাঙ্কে জমা থাকিবে; প্রয়োজনে··········পক্ষ টাকা উঠাইয়া মালপত্র খরিদ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। উক্ত ব্যাঙ্কের পাশ বহিতে·············পক্ষের নামধাম ইত্যাদি থাকিবে। তাঁহার উপরই টাকা জমা রাখিবার ও উঠাইবার ভার থাকিল। তিনজন অংশীদারের মধ্যে দুইজন যে দিকে ভোট দিবেন সেই হিসাবেই কারবার চলিতে থাকিবে। কারবারের কোন কর্মচারীকে নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতে হইলে উপরোক্ত হিসাবে মত লইয়া কার্য করিতে হইবে। প্রতি চৈত্র মাসের শেষে বাৎসরিক কারবারের লাভ-লোকসানের হিসাব প্রস্তুত হইবে। প্রথম পক্ষ শ্রী .... লাভের ....অংশ পাইবেন, দ্বিতীয় পক্ষ শ্রী················লাভের ..... অংশ পাইবেন, এবং তৃতীয় পক্ষ শ্রী ···· ....লাভের······ · অংশ পাইবেন।

প্রকাশ থাকে যে আমরা কেহই প্রথম বৎসরের লভ্যাংশ হইতে কিছুই লইতে পারিব না, প্রথম বৎসরের লভ্যাংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা থাকিবে। এতদর্থে উপরোক্ত শর্তসমূহে আমরা তিনজনেই বাধ্য থাকিয়া অত্র অংশনামা-পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন················।

মোক্তারনামা

পরিচিতি: মোক্তারনামা সম্পর্কে একাধিক স্থানে এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে; সেগুলি বিশেষভাবে পাঠ করা প্রয়োজন। মোক্তারনামা এমন এক প্রকার নিদর্শনপত্র যাহাতে এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মোক্তারনামাদাতার এজেণ্ট হইয়া কাজকর্ম করিবার ক্ষমতা প্রদান করা থাকে। মোক্তারনামা দুই প্রকার—খাসমোক্তারনামা এবং আমমোক্তারনামা। খাসমোক্তারনামায় মোক্তারকে একটিমাত্র ক্ষমতা প্রদান করা থাকে; একখানি খাসমোক্তারনামা বলে একখানি দলিল রেজিস্ট্রী করা চলিবে; তবে যদি কোন কারণবশতঃ একটি কার্যের জন্য একাধিক দলিল লেখাপড়ার আবশ্যক হয় তাহা হইলে সেই সমস্ত দলিলের রেজিস্ট্রী কার্য একখানি মোক্তারনামা দ্বারাই হইতে পারে। আবার, একটি দলিলের পাঁচ ছ'খানি অনুলিপি থাকিতে পারে; সেগুলির রেজিস্ট্রী কার্য একখানি খাসমোক্তারনামামূলে চলিবে। যদি কোন ডিক্রীর টাকা মাসিক কিস্তি অনুসারে আদালত হইতে আদায় করিতে হয় তাহা হইলেও তাহা খাসমোক্তারনামার বলে হইবে। কেননা, উহা একটি কার্য মাত্র; এক টাকাই মাসে মাসে আদায় হইতেছে।

আমমোক্তারনামামূলে মোক্তারকে একাধিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া থাকে।

মোক্তারনামার, আবার দুইটি রূপ :—প্রামাণিক (অথেনটিকেটেড) মোক্তারনামা এবং নিবন্ধীকৃত (রেজিস্টার্‌ড্) মোক্তারনামা। সকল প্রকারের মোক্তারনামাই নিবন্ধীকৃত হইতে পারে; কিন্তু প্রামাণিককৃত মোক্তারনামা কেবলমাত্র দলিলের সম্পাদন সংক্রান্ত; যে মোক্তারনামায় মোক্তারকে সম্পাদিত দলিল দাখিল করিয়া সম্পাদন স্বীকার ও রেজিস্ট্রেসনের জন্য অন্যান্য কাজকর্ম করিবার ক্ষমতা প্রদান করা আছে কেবলমাত্র সেই মোক্তারনামা অথেনটিকেট করা যাইবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য রেজিস্ট্রেসন আইনের প্রয়োজনীয় ধারা এবং নিয়মগুলি পাঠ করুন। কোন মোক্তারনামায় অথেনটিকেশান ক্লজ থাকিলে প্রথমে উহা অথেনটিকেট করিতে হয়; ইহা বাধ্যতামূলক; পার্টি ইচ্ছা করিলে উক্ত মোক্তারনামা রেজিস্ট্রীও করিতে পারে।

মোক্তারনামার বলে উইল বা ডিক্লারেশান অব্ ট্রাস্ট রেজিস্ট্রী হয় না। মোক্তারনামার বলে উইল দাখিল পর্যন্ত করা চলে না। তবে উইল ডিপোজিট দেওয়া চলে।

যদি মোক্তারনামামূলে একাধিক মোক্তার নিয়োগ করা হইয়া থাকে তবে মোক্তারনামায় খোলাখুলিভাবে লিখিত থাকা উচিত যে মোক্তারগণ একযোগে বা পৃথক ভাবে কাজ করিতে পারেন কি না; যদি এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু লেখা না থাকে তবে ধরা হইবে মোক্তারগণ কেবলমাত্র জয়েন্টলি বা সমষ্টিগতভাবে কাজ করিতে পারিবেন।

ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৪৮ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

মোক্তারনামা অথেনটিকেশানের জন্য—

(১) খাসমোক্তারনামায় [এল] (i)—৪'০০ টাকা।

(২) আমমোক্তারনামায় [এল] (ii)—৮'০০ টাকা।

মোক্তারনামা নিবন্ধীকরণের জন্য [ই] —৪'০০ টাকা।

সবিশেষ আলোচনার জন্য ভোনো, বাসু এবং মোল্লার ষ্ট্যাম্প আইন পুস্তক দেখিতে পারেন। নিম্নে সামান্যমাত্র জটিল প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

ভোনো অভিমত পোষণ করেন যে ষ্ট্যাম্প আইনের দুই ধারার অন্তর্গত ২১নং ক্লজে পাওয়ার-অব্-অ্যাটরনির যে সূত্র প্রদান করা হইয়াছে এবং ৪৮নং আর্টিকেলে যে ক্লাসিফিকেসন করা হইয়াছে তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের জন্য আইনসভা পাওয়ার-অব্-অ্যাটরনি সম্পাদনকারীর সংখ্যার উপর কোন প্রকার গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। নিযুক্ত এজেন্টের সংখ্যা এবং এজেন্টকে প্রদত্ত ক্ষমতাই ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয়ের মাপকাঠি (যোগীরাম বনাম মহম্মদ রফী; ভোনো পৃঃ ৪৮১)।

কয়েকজন ব্যক্তি সরকারের নিকট হইতে কিছু টাকা ফেরত পাইবেন। তাঁহারা একত্রে 'ক'-এর অনুকূলে টাকা লইবার জন্য এবং তাঁহাদের পক্ষে রিফাণ্ড বিলে স্বাক্ষর করিবার জন্য একখানি নিদর্শনপত্র সম্পাদন করিলেন। 'ক' কোন কোর্টের উকিল বা মোক্তার নহেন। উক্ত নিদর্শনপত্র মোক্তারনামা-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে।

ভারতের বাহিরে কোন মোক্তারনামা লিখিত হইবার পরে ভারতে ষ্ট্যাম্প যুক্ত হয়—তবে উক্ত মোক্তারনামা যথোচিত ষ্ট্যাম্পযুক্ত হইয়াছে বিবেচিত হইবে, অভিমত প্রকাশ করেন কলিকাতা হাইকোর্ট।

আরথার পল বেনথল কেস-এর রায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন ব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষমতাবলে (বিভিন্ন ক্যাপাসিটিতে) যে সকল স্বত্ব-সার্থের অধিকারী (যথা, এক্‌সিকিউটার, অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেটর, ট্রাস্‌টী এবং ডিরেকটর) সে সম্পর্কে তিনি একখানি মোক্তারনামা সম্পাদন করিলেন। প্রধান বিচারপতি চক্রবর্তী এবং বিচারপতি দাসের মতে উক্ত আমমোক্তার একটি বিষয় সম্পর্কিত; কিন্তু, বিচারপতি এস্. আর. দাসগুপ্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে নিদর্শনপত্রখানির প্রকৃতি একপ্রকার (অর্থাৎ আমমোক্তার) হইলেও উহা একাধিক বিষয় সম্পর্কিত। কারণ, সাধারণভাবে উক্ত আমমোক্তারদাতা একজন ব্যক্তি বিবেচিত হইলেও আইনতঃ উক্ত ব্যক্তি এক্‌সিকিউটার, অ্যাড্‌মিনিস্‌ট্রেটর, ট্রাস্‌টী ইত্যাদি রূপে একাধিক; সুতরাং উক্ত ব্যক্তি আইনের চক্ষে একাধিক, এবং যতগুলি ক্ষমতাবলে তিনি এজেন্ট্‌ নিয়োগ করিয়াছেন, উক্ত আমমোক্তারখানি ততগুলি আমমোক্তারের সমষ্টি বিবেচনা করিতে হইবে; অর্থাৎ, ষ্ট্যাম্প আইনের পাঁচ ধারা অনুসারে পৃথক বিষয় সম্পর্কিত বিবেচনা করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

এই প্রসংগে আমাদের বক্তব্য এই যে বিচারপতি দাসগুপ্তের অভিমত গ্রহণ-যোগ্য নহে; কারণ, ২(২১)-ধারা এবং ৪৮নং আর্টিকেলে মোক্তারদাতার সংখ্যার সম্পর্কে কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। আইনসভার এরূপই ছিল অভিপ্রেত; এ সম্পর্কে পূর্বেই লিখিয়াছি। সুতরাং উক্ত আমমোক্তারদাতাকে আইনের চক্ষে একাধিক গণ্য হইলেও, পৃথক বিষয়-সম্পর্কিত আমমোক্তারনামা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। সাধারণভাবে, রাম, শ্যাম, যদু, মধু একত্রে হরিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলে যদি একটি বিষয় সংক্রান্ত আমমোক্তার হয় তবে একজন ব্যক্তি আইনের চক্ষে একাধিক বিবেচিত হইবার জন্য কেন উক্ত আমমোক্তারখানি বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আমমোক্তার হইবে তাহা উপলব্ধি করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

এলেন বনাম মরিসন বিচারের রায় গুরুত্বপূর্ণ :—কোন পারস্পরিক ইন্স্যুয়র‍্যান্স্ ক্লাবের সদস্যগণ একখানি আমমোক্তারনামামূলে প্রত্যেক সদস্য পৃথক পৃথক ভাবে এজেন্ট্‌কে ক্ষমতা প্রদান করিলেন এই মর্মে যে এজেন্ট্‌গণ সদস্যদিগের পক্ষে ক্লাব পলিসি স্বাক্ষর করিবেন। এইরূপ নিদর্শনপত্র একখানি আমমোক্তারনামা বিবেচনা করিয়া ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

খাসমোক্তারনামা (অথেনটিকেটকৃত)

জেলা············থানা········· এর অধীন············গ্রামের············ জাতির ব্যবসাজীবী আমি শ্রী························পিতা························ এই দলিল রেজিস্ট্রী করিবার খাসমোক্তারনামা লিখিয়া দিয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে··········সালের············মাসের············তারিখে জেলা··············· থানা············এর অধীন ············গ্রামের অধিবাসী ·············এর কন্যা শ্রী························এর অনুকূলে ············ মৌজাস্থ আমার স্বত্বদখলী ··· ·········শতক জমি-পণবাহা····· ·········টাকা গ্রহণে একখানি বিক্রয়-কোবালা লিখিয়া দিয়াছি। কিন্তু ·· ··· ···রেজিস্ট্রেসন অফিসে উপস্থিত হইয়া উক্ত দলিলের সম্পাদন কার্য স্বীকারে রেজিস্ট্রী কার্য সম্পাদন করিয়া দেওয়া অসুবিধাজনক বোধে··············গ্রাম নিবাসী শ্রী··················· এর পুত্র··············জাতীয় চাকুরীজীবী শ্রী························মহাশয়কে খাসমোক্তার নিযুক্ত করিলাম। তিনি·····················রেজিস্ট্রেসন অফিসে উপস্থিত হইয়া উক্ত দলিল দাখিল ও আমার সম্পাদন স্বীকারে তাহা রেজিস্ট্রী করিয়া দিবেন ও রেজিস্ট্রী করিবার জন্য যে কোন কার্য করা আবশ্যক তাহা করিবেন এবং রসিদে স্বাক্ষর করিয়া দলিল ফেরত লইবেন। মোক্তার মহাশয়ের কৃতকার্য আমার স্বীয় কৃতকার্যের ন্যায় সর্বাংশে গণ্য হইবে। ইতি সন···········

দ্রষ্টব্য : উক্ত খাসমোক্তারনামাখানি অথেন্টিকেট করিতে হইবে ; কারণ, বলা হইয়াছে "আমার দ্বারা সম্পাদিত দলিলখানি মোক্তার দাখিল করিয়া রেজিস্ট্রী কার্য সম্পন্ন করিবেন"।

খাসমোক্তারনামা—১

(নিবন্ধীকৃত)

লিখিতং শ্রী····················পিতা····················নিবাস········· থানা········জেলা···········জাতি·········পেশা········· কস্য, খাসমোক্তার-

নামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি এতদ্বারা শ্রী.....................পিতা.........
.........সাকিন.........থানা.........জেলা..........জাতি.........পেশা.......
...কে খাসমোক্তার নিয়োগ করিয়া প্রকাশ করিতেছি যে, নিম্নের তপশীল বর্ণিত
......শতক জমি বিক্রয় করিবার ঘোষণা দেওয়ায় জেলা..........থানা.......এর
এলাকাধীন.........গ্রাম নিবাসী ....জাতীয় মৃত..... ....এর পুত্র
চাকুরীজীবী শ্রী......... .... সর্বোচ্চ......................টাকা পণবাহে
উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে সম্মত হওয়ায় উক্ত খাসমোক্তার শ্রী...............
আমার পক্ষে খাসমোক্তারস্বরূপে উক্ত বিক্রয় মূল্য.........টাকা গ্রহণে উক্ত
ক্রেতার বরাবর উপযুক্ত বিক্রয়-কোবালা লিখিত পঠিত করিয়া উহাতে আমার
নাম বকলমে দস্তখত করতঃ সম্পাদন করিয়া দিবেন এবং...........রেজিস্ট্রেসন
অফিসে উহা দাখিল করিয়া যথারীতি রেজিস্ট্রী করিয়া দিবেন। উক্ত মোক্তার
উক্ত বিক্রয়-কোবালা সম্পাদন, দাখিল ও রেজিস্ট্রী করিতে যাহা করিবেন তাহা
আমার স্বীয় কৃত কর্মের ন্যায়ই কবুল ও গ্রাহ্য হইবে। এতদর্থে নিজ হিতার্থে
অত্র খাসমোক্তারনামা সম্পাদন করিলাম। ইতি...........

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত খাসমোক্তারনামাখানি নিবন্ধীকৃত হইবে ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-
[ই]—৪'০০ টাকা।

খাসমোক্তারনামা—৩

লিখিতং শ্রী .... ইত্যাদি। কস্য খাসমোক্তারনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। বাগানবাটী বিক্রয় করিবার আবশ্যক বিধায় আমি............কে খাসমোক্তার নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা দিতেছি যে তিনি উপযুক্ত খরিদ্দার স্থির করিয়া উক্ত সবৃক্ষাদি বাগানবাটী বিক্রয় করিবেন। বিক্রয়লব্ধ টাকা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিবেন এবং বিক্রয়-কোবালা আমার হইয়া স্বীয় নাম বকলমে সহি করিয়া.........অবর-নিবন্ধক অফিসে দাখিল করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিবেন। রসীদে আপন নাম সহি করিয়া দলিল ফেরত লইবেন বা লইবার ক্ষমতা দিবেন এবং উক্ত বাগানবাটী বিক্রয় করিবার জন্য অন্যবিধ যে কোন কার্য করিতে হয় তাহা করিবেন। ইতি.....................

তপশীল চৌহদ্দি

* * *

খাসমোক্তারনামা—৪

(প্রামাণিক)

লিখিতং শ্রী........... ....ইত্যাদি। কস্য খাসমোক্তারনামা

পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা…………থানা…………এর অন্তর্গত…………
গ্রাম নিবাসী…………জাতীয় কৃষিজীবী……… ……এর পুত্র শ্রী…………
সন…… ……সালের…………তারিখে আমার নিকট হইতে…………টাকা পণবাহা গ্রহণে আমার অনুকূলে এক কিতা বিক্রয়-কোবালা লিখিয়া দেন। আজ-কাল করিয়া উহা রেজিস্ট্রী করিয়া দিতে বিলম্ব করায় আমি…………
অবর-নিবন্ধক অফিসে উক্ত দলিল করতঃ উক্ত দলিলের দাতা শ্রী…………
এর উপর সমনজারীর প্রার্থনা করি। সমনের তারিখে উক্ত সম্পাদনকারী রেজিস্ট্রী অফিসে হাজির না হওয়ায় অবর-নিবন্ধক মহাশয় উক্ত দলিলে রেজিস্ট্রী অগ্রাহ্য করিয়াছেন ; এক্ষণে উক্ত প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে জেলা-নিবন্ধক মহাশয়ের আদালতে আপীল-আবেদন করা আবশ্যক বিধায় জেলা………থানা ……এর অন্তর্গত………গ্রাম নিবাসী………জাতীয় চাকুরিজীবী শ্রী………
এর পুত্র শ্রী…………………কে খাসমোক্তার নিযুক্ত করিয়া এতদ্বারা ক্ষমতা দিতেছি যে, উক্ত মোক্তার উক্ত……………অবর-নিবন্ধক অফিস হইতে উক্ত প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল লইয়া………জেলা-নিবন্ধকের আদালতে আমার পক্ষ হইতে উক্ত অগ্রাহ্য দলিল ও প্রত্যাখ্যানাদেশের নকল দাখিল করিয়া আবেদন দায়ের করিবেন এবং উক্ত মোকদ্দমায় অ্যাডভোকেটাদি নিযুক্ত ও ছওয়াল জবাব করিতে, আপীলের অজুহাতে সত্য পাঠে ও আবেদন সংক্রান্ত যে কোন কাগজেতে আমার নাম ব-কলমে সহি করিতে পারিবেন এবং ঐ মোকদ্দমা সংক্রান্ত যাহা যাহা করা প্রয়োজন তাহা আমার পক্ষ হইতে করিতে পারিবেন। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পর উক্ত রেজিস্ট্রী আদালত হইতে উক্ত দলিল ফেরত ও আদালতের রায় গ্রহণ করা প্রভৃতি যে কোন কার্য করিবেন তাহা আমার স্বীয় কৃতকর্মের ন্যায় কবুল ও মঞ্জুর হইবে। ইতি সন……………।

দ্রষ্টব্য ঃ ইহা প্রামাণিক (অথেনটিকেট) করাইতে হইবে রেজিস্ট্রী করাইলে চলিবে না।

আমমোক্তারনামা—৫

লিখিতং শ্রী………………পিতা ………সাং…………থানা………
জেলা…………জাতি……… ..পেশা… ……। কস্য আমমোক্তারনামা-পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। ভারত ইউনিয়নের মধ্যে আমার যে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও বাণিজ্য ব্যবসাদি আছে বা ভবিষ্যতে হইবে, তৎসংক্রান্ত কার্যসমূহ সুশৃংখলায় নির্বাহের জন্য আমি (১) জেলা…………এর অন্তর্গত থানা………
এর সামিল…………গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত…………………… এর পুত্র শ্রী……………………জাতি ……… পেশা………… ও (২) …………

(৩)………… (৪)…………(৫)…………ইত্যাদি এই পাঁচজনকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়া স্বীকার করিতেছি যে উক্ত আমমোক্তারগণ একযোগে বা তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ আমার পক্ষ হইতে ভারতের যে কোন স্থানে যে সকল সরকারী কর্মচারী আছেন বা ভবিষ্যতে হইবেন তাঁহাদিগের নিকট যে কোন কার্য করিতে পারিবেন।

যে কোন হাইকোর্টের আদিম ও আপীল বিভাগে চিফ্ কোর্টে, জজ বা সাবজজ আদালতে, রেভিনিউ বোর্ডে ম্যাজিষ্ট্রেট বা তদধীনস্থ যে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে এবং মুন্সেফ, রেজিস্ট্রার, ডিষ্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রার, সাবরেজিস্ট্রার, চীফ কমিশনার ও ডিভিসন্তাল কমিশনার প্রভৃতির নিকট অর্থাৎ যে সকল প্রকার দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা রেভিনিউ আদালতে বা অফিসাদিতে এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও পুলিশ অফিস বা পুলিশ কর্মচারী সমীপে যে সরেনাও বা আপীল বা মোতফর্কা মামলা-মোকদ্দমা উপস্থিত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তৎসম্বন্ধে সর্বশ্রেণীর বিচারপতি, কার্যকারক, সালিশ, পঞ্চায়েৎ মেম্বর বা কমিশনারের সমক্ষে আমার পক্ষ হইতে যে সকল আর্জি, বর্ণনাপত্র, দরখাস্ত ও ষ্টেটমেণ্ট প্রভৃতি দাখিল করা আবশ্যক হইবে, সেই সকলে সত্যপাঠ লিখিবেন এবং আমার নাম ব-কলম দস্তখতে দরখাস্ত করিয়া উপযুক্ত আদালতে দাখিল করিবেন।

রাজিনামা, সোলেনামা, সফিনামা ইত্যাদি আমার নাম ব-কলমে দস্তখত করিয়া দাখিল করিতে পারিবেন এবং যে কোন মোকদ্দমায় আমার পক্ষ হইতে সালিশ মান্য করিতে পারিবেন।

অ্যাডভোকেট প্রভৃতি আমার পক্ষ হইতে নিযুক্ত করিবেন এবং ওকালতনামায় আমার নাম সহি করিয়া স্ব স্ব ব-কলম দিবেন।

যে কোন আদালতে আমার পক্ষ হইতে কোন প্রকার অ্যাফিডেভিট করিবার আবশ্যক হইলে তাহা এবং ডিক্রিজারী প্রভৃতি যে কোন কার্য করিবার আবশ্যক হয় করিবেন। আদালতে টাকা আমানত করা বা আবশ্যকবোধে তাহা ফেরত বা আমানতি টাকা বাহির করা প্রভৃতি সকল প্রকার কার্য করিবেন।

আদালতে যে কোন প্রকার দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিবেন এবং আবশ্যকমত ফেরৎ লইবেন। আমার দেয় খাজনা বা ডিক্রি ইত্যাদি বাবদ কোন দেনার টাকা দাখিল করিবার প্রার্থনা করিবেন এবং দাখিল করিবেন। প্রাপ্য খাজনা বা ডিক্রি বা বন্ধকি তমসুক ইত্যাদি বাবদ পাওনা টাকা উপযুক্ত ষ্ট্যাম্পে রসিদ দিয়া আমার নাম আপন-আপন ব-কলমে দস্তখত করিয়া আদায় লইবেন। যদি ঐ সকল প্রাপ্য টাকা আদালতে জমা থাকে, উপযুক্তরূপ দরখাস্তাদি দ্বারা আদায় লইতে পারিবেন।

সকল প্রকার মামলা মোকদ্দমা তদ্বির করিবেন এবং আমার নামীয় সমন, নোটিশ ও সকল প্রকার পরোয়ানা আমার পক্ষ হইতে রসিদ দিয়া গ্রহণ করিবেন। সর্বপ্রকার ফিস্ ও মেয়াদ ও সাক্ষী প্রভৃতির খোরাকি খরচা প্রভৃতি দাখিল করিবেন ও ফেরৎ লইবেন। কোর্ট-ফি বা নন্‌জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের মূল্য কালেক্টারি হইতে আমার পক্ষ হইতে ফেরৎ লইবেন এবং তৎসংক্রান্ত যে কোন রসিদাদি দিতে হয় দিবেন।

দেওয়ানী, ফৌজদারী, কালেক্টারি প্রভৃতি যে কোন আদালতের ও কর্মচারীর সর্বপ্রকার প্রকাশ্য নিলামে আমার হইয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিবেন ও নিলামী টাকা আমানত করিবেন এবং নিলামী সার্টিফিকেট বাহির করা ও সম্পত্তিতে দখল লওয়া প্রভৃতি যে কোন কার্য করিতে হয় তৎসমুদয় করিবেন। নিলাম খরিদা সম্পত্তিতে দখল লইবেন ও দখলের রসিদ দিবেন। ডিক্রিজারির নিলামে খাস ডাকে খরিদ করিবার প্রার্থনা ও খাস ডাকে খরিদ ও পণের টাকা ডিক্রির পাওনা মুসমা পাইবার সর্বপ্রকার প্রার্থনা-আদি যাহা কিছু কর্তব্য তৎসমুদয় করিবেন। ঈশ্বর না করুন, দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ আমার কোন সম্পত্তি যদ্যপি উক্ত কোন প্রকার নিলামে বিক্রয় হয়, তাহাদের উদ্ধার করিবার জন্য যে কোন কার্য করা আবশ্যক তাহা করিবেন বা আবশ্যকবোধে পণফাজিলের টাকা ফেরৎ লইবেন। ইনকাম-ট্যাক্স, লাইসেন্স ট্যাক্স, রোড সেস, পাবলিক ওয়ার্কসের বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স সম্বন্ধীয় ষ্টেটমেণ্ট ও কাগজাদি আবশ্যকমত সত্য পাঠাদিসহ দাখিল করিবেন ও তৎসংক্রান্ত দরখাস্ত ও আপীলাদি অপরাপর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করিবেন। আমার প্রাপ্য সর্বপ্রকার আমানতি টাকা, হুণ্ডি, ড্রাফ্‌ট্, চেক, সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদির সুদের টাকা আমার পক্ষে লইবার নিমিত্ত রসিদ লিখিয়া দিবেন ও ঐ সকল টাকা লইবেন। খাতকদিগের নিকট হইতে আমার প্রাপ্য টাকা লইবেন ও রসিদ দিবেন; এবং আমার মহাজন ও অপর পাওনাদারদিগকে আমার দেয় সর্বপ্রকারের টাকা দিবেন ও টাকা দিয়া রীতিমত রসিদ লইবেন।

যে কোন রেজিস্ট্রেসন অফিসে দলিলাদি নিবন্ধীকরণের জন্য সকল প্রকার দলিল দাখিল করিবেন; উইল ডিপজিট করিবেন ও আমার সম্পাদিত দলিলের সম্পাদন স্বীকার করিয়া রেজিস্ট্রী করাইয়া দিবেন এবং দলিল সম্পাদন স্বীকার বা তছদিকের নীচে আমার নাম আপন ব-কলমে দস্তখত করিবেন; আমার বরাবর অন্যের দ্বারা সম্পাদিত দলিল দাখিল করিয়া সমন প্রভৃতির দরখাস্ত করিবেন ও আবশ্যক হইলে রেজিস্টারি কার্যকারকের সমক্ষে দলিলে লিখিত পণবাহের টাকা লইবেন। সর্বপ্রকার দলিল ও আদর্শের নকল লইবেন ও রেজিস্টারিং অফিসারের প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে আপীল ও আবেদন করিবেন

এবং আপীল ও আবেদনের দরখাস্তে সত্যপাঠ লিখিবেন এবং আমার এজেণ্ট-রূপে সহি করিবেন ; দলিলের কাট-কুট ইত্যাদির কৈফিয়ৎ লিখিবেন এবং আমার হইয়া স্বাক্ষর করিবেন। দলিলে নিবন্ধীকরণ কার্য সমাপ্ত হইবার পর দলিল ফেরৎ লইবেন বা ফেরৎ লইবার জন্য বরাত রসিদ লিখিয়া দিবেন। এতদ্ব্যতীত রেজিস্ট্রেসন সম্বন্ধীয় যে কোন আবশ্যকীয় কার্য অথবা সর্ব বিষয়ে আইন ও নজির সংগত যে কোন কার্য আমার পক্ষ হইতে করিবেন তৎসমুদায় আমার নিজ কৃতের ন্যায় গণ্য হইবে এবং তদ্বারা আমি বাধ্য হইব।

প্রকাশ থাকে যে উক্ত মোক্তারগণ একত্রে অথবা এককভাবে আমার এজেণ্টরূপে আমার হইয়া আমার হিতার্থে সকল প্রকার কার্য করিতে পারিবেন।

এতদর্থে এই আমমোক্তারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন...............

দলিল লেখকের স্বাক্ষর
নাম ও ঠিকানা দিন

* * *

সাক্ষী (১) স্বাক্ষর ও ঠিকানা
(২) স্বাক্ষর ও ঠিকানা
ইত্যাদি।

ঠিকানা অর্থে অ্যাড্রিসান বুঝিবেন ; এবং পিতার নাম, গ্রাম, থানা, জেলা, পেশা, জাতি ইত্যাদি দিবেন।

দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপ আমমোক্তারনামা নিবন্ধীকরণের জন্য একটিমাত্র [ই]-ফিস্ ও অথেনটিকেশানের জন্য একটি [এল্]-ফিস্ দিতে হইবে। ফিস্-টেবলের আর্টিকেল-[এল] ও উহার অন্তর্গত নোটগুলি দেখুন।

রহিতকরণ অযোগ্য আমমোক্তারনামা—৬

আমরা জানি মোক্তারনামা রহিত করা যায় ; প্রামাণিককৃত আমমোক্তার-নামার রহিতকরণ রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট সাদা কাগজে দরখাস্ত করিয়া করিতে হয় ; এ সম্পর্কে অন্যত্র এ পুস্তকে লিখিয়াছি ; নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামা রহিত করিতে হইলে সাধারণ রহিতকরণের জন্য নির্ধারিত ষ্ট্যাম্প পেপারে লিখিত হয় ; ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলস্থ আর্টিকেল-[১৭] অনুসারে ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হয়।

কিন্তু অনেক সময় মোক্তারনামায় এমন শর্ত আরোপ করা থাকে যে কোন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বা কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত মোক্তারনামা রহিত করা যাইবে না। মোক্তারনামাতে এই রহিতকরণের অযোগ্যতা সম্পর্কে কোন শর্ত থাকিলে ভিন্ন ভাবে কোন ষ্ট্যাম্প বা ফিস্ প্রদান করিতে হয় না।

আমমোক্তারনামা—৭

লিখিতং শ্রী আশাবরী .... ইত্যাদি। আমার নানাপ্রকার কাজকর্ম আমার পক্ষে সম্পন্ন করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিত্রয়কে মোক্তার নিযুক্ত করিলাম :—

(১) শ্রীহিন্দোল .... ইত্যাদি।

(২) শ্রীবিভাস..........ইত্যাদি।

(৩) শ্রীহাম্বীর .... ইত্যাদি।

হিন্দোল কুমার ১নং, ২নং এবং ৩নং প্যারাতে বর্ণিত কার্যগুলি আমার পক্ষে সম্পন্ন করিবেন।

বিভাস কুমার ৪নং এবং ৫নং প্যারাতে বর্ণিত কার্যগুলি আমার পক্ষে সম্পন্ন করিবেন।

হাম্বীরদেব ৬নং প্যারাতে বর্ণিত দলিল নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য করিবেন এবং ৭নং, ৮নং এবং ৯নং প্যারাতে বর্ণিত অন্যান্য কার্যগুলিও সম্পন্ন করিবেন।

১। ....

২। ....

৩। ....

৪। ....

৫। ....

৬। ....

৭। ....

৮। ....

৯। ....

(মোক্তারনামার বিষয়গুলি উক্তরূপ ১নং, ২নং ইত্যাদি প্যারাতে লিখিতে হইবে।)

দ্রষ্টব্য ঃ এইরূপক্ষেত্রে, মোক্তারনামাখানি নিবন্ধীকরণের জন্য তিনটি [ই]-ফিস্ অর্থাৎ ১২·০০ টাকা দিতে হইবে ; কেননা, ইহা তিনটি পৃথক বিষয় সম্পর্কিত মোক্তারনামা। তবে মোক্তারনামাখানি অথেনটিকেশানের জন্য একটিমাত্র [এল্]-ফিস্ চার্জ করিতে হইবে। ফিস্-টেবলের অনুচ্ছেদ [এল্] এবং আনুষংগিক নোটগুলি দেখুন।

হ্যাণ্ডনোট

(বচনপত্র)

পরিচিতি ঃ প্রমিসরি নোট (বা বচনপত্র) এবং হ্যাণ্ডনোটের মধ্যে

কোন পার্থক্য নাই। হ্যাণ্ডনোটে সাধারণতঃ কোন সাক্ষী থাকে না; অবশ্য যদি এইরূপ শর্ত লেখা থাকে যে "আপনার প্রেরিত ব্যক্তিকে মায় সুদ সমস্ত টাকা দিব" তাহা হইলে সেইরূপ হ্যাণ্ডনোটে সাক্ষী থাকিতে পারে। 'কর্জ লইলাম বা ঋণ লইলাম' এইরূপ হ্যাণ্ডনোটে লেখা চলে না; তমস্সুকে এইরূপ কথা লিখিত থাকে। হ্যাণ্ডনোট একপ্রকার টাকা প্রদান করিবার অংগীকার মাত্র।

হ্যাণ্ডনোট

আমি, নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী, শ্রী.....................পিতা............... গ্রাম................ .. থানা.................জেলা............ জাতি........ পেশা............মহাশয়ের নিকট হইতে নগদে ৩০০০'০০ (তিন হাজার) টাকা গ্রহণে এতদ্বারা স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে তিনি বা তাঁহার আদেশমত যে কোন ব্যক্তি চাহিবামাত্র অদ্য হইতে আদায় পর্যন্ত বার্ষিক শতকরা ১০ ০০ (দশ) টাকা সুদে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিব। ইতি সন.........

শ্রী ....

পিতা......................গ্রাম............

থানা.........জেলা.........জাতি.........

পেশা...........তারিখ .... ।

বচনপত্র

(প্রমিসরি নোট)

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রী.........................ইত্যাদি এর নিকট হইতে ৩০০০'০০ (তিন হাজার) টাকা লইয়া অংগীকার করিতেছি যে অদ্য হইতে আগামী ছয় মাস পরে উক্ত প্রাপ্ত তিন হাজার টাকা মায় বার্ষিক শতকরা ১০ (দশ) টাকা সুদসহ শ্রী.......... .... কে প্রত্যর্পণ করিতে বা তাঁহার আদেশমত ইহার পৃষ্ঠলিপিক্রমে ও অনুজ্ঞা মত যে কোন ব্যক্তিকে দিতে বাধ্য রহিলাম। ইতি.........

শ্রী...................

রিনিউকৃত হ্যাণ্ডনোট

গ্রহীতা শ্রী ....ইত্যাদি।

দাতা শ্রী.................... ..... ইত্যাদি।

আমি ১৯৬৪ সালের ৫ই জুলাই তারিখে আপনার অনুকূলে একখানি হ্যাণ্ড-

নোট লিখিয়া দিয়া এই মর্মে বাধ্য ছিলাম যে আপনাকে বা আপনার আজ্ঞা-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মায় বার্ষিক শতকরা ১০'০০ (দশ) টাকা হিসাবে সুদসহ তিন হাজার টাকা পরিশোধ করিব। উল্লিখিত টাকা পরিশোধ করিবার সময় প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে; কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম বিধায় উক্ত আসল ৩০০০'০০ (তিন হাজার) টাকা গত এক বৎসরের মোট সুদ ৪২০'০০ টাকা একুনে ৩৪২০'০০ টাকা (তিনহাজার চারিশত কুড়ি) টাকা উক্তরূপ বার্ষিক শতকরা দশ টাকা হিসাবে সুদ দিবার অংগীকারে অত্র রিনিউকৃত হ্যাণ্ডনোটপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি ....

রসিদপত্র

পরিচিতি ঃ কোন টাকার প্রাপ্তি স্বীকারপত্রকে রসিদপত্র বলা হয়; কুড়ি টাকার অধিক টাকা একসময়ে লিখিতভাবে প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইলে ষ্ট্যাম্প সিডিউলের ৫৩-আর্টিকেলমূলে ০'১০ পয়সার রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প লাগাইতে হয়; স্বাক্ষর রেভিনিউ ষ্ট্যাম্পের উপর করিতে হয়; অথবা, ষ্ট্যাম্পের নীচে স্বাক্ষর করিলে ষ্ট্যাম্পখানিকে '×' চিহ্ন দ্বারা দাগাইয়া দিতে হইবে।

রসিদপত্রে কেবলমাত্র টাকা প্রাপ্তির স্বীকার করা চলিবে; অন্য কোন শর্তাদি যুক্ত করা চলিবে না; ধরুন, আপনি কোন রেডিও ব্যবসায়ীকে একটি রেডিওর অর্ডার দিলেন; রেডিওর মূল্য ১২০০'০০ শত টাকা ধার্য হইল; অগ্রিম আপনি ৪০০'০০ শত টাকা দিলেন; আপনি রসিদপত্র লিখাইয়া লইবেন; ব্যবসায়ী রসিদপত্র লিখিয়া দিবেন ঃ

রসিদপত্র

গ্রহীতা শ্রী.................

লিখিতং শ্রী.....................ইত্যাদি। কস্য রসিদপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনার ফরমাইস মত আপনাকে ১২০০'০০ (বার শত) টাকা মূল্যের একটি রেডিও প্রস্তুত করিয়া দিবার অংগীকারে অগ্রিম ৪০০'০০ (চারি শত) টাকা গ্রহণে এই রসিদপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন.........

ষ্ট্যাম্প

স্বাক্ষর...............।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত নিদর্শনপত্র রসিদপত্র; কিন্তু যদি এমন শর্ত আরোপ করা হয় যে ঃ 'আমার দ্বারা তৈয়ারী রেডিওতে যদি কোন ত্রুটি বা গলদ প্রকাশ পায় তাহা হইলে আপনার যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিব' অথবা যদি এরূপ শর্ত আরোপ করা হয় যে ঃ 'রেডিওটি আগামী.........মাসের......

তারিখের মধ্যে আপনাকে ডেলিভারী দিব, যদি না দিই তাহা হইলে মূল্যের··· টাকা কম পাইব' ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহা হইলে উহা একরারনামার ন্যায় ১'৫০ পয়সার ননজুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প লিখিতে হইবে ; কারণ, ঐরূপ শর্ত আরোপে উক্ত রসিদপত্র মূলতঃ একরারনামা হইয়া যাইতেছে।

আবার, কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়মূল্য ভিন্ন একটি রসিদমূলে প্রদান করা যায় ; যদি বিক্রয়-কোবালা রেজিস্ট্রী করা হইয়া থাকে, তবে ঐ সংক্রান্ত রসিদপত্রের রেজিস্ট্রেসনের জন্য ফিস্ লাগিবে আর্টিকেল-[বি] অনুসারে ; আর, বিক্রয়-কোবালা পূর্বে নিবন্ধীকৃত না হইয়া থাকিলে আর্টিকেল-[এ] অনুসারে ফিস্ দিতে হইবে ; ষ্ট্যাম্প কিন্তু মাত্র ০'১০ পয়সার লাগিবে।

যেহেতু স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরপত্রের নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক, সেহেতু হস্তান্তরকালে মূল্য প্রদান বাকি থাকিলে পরে রসিদপত্রমূলে যখন উহা প্রদান করা হয় তখন উক্ত রসিদপত্র রেজিস্ট্রী করিতে চাহিলে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[বি] অনুসারে দিতে হইবে।

রসিদপত্র

গ্রহীতা শ্রী·······················ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী·················ইত্যাদি। কস্য রসিদপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি আপনাকে যে হাস্‌কিং মেসিনটি বিক্রয় করিয়াছি তাহার মূল্য বাবদ ২৫,০০০'০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা বুঝিয়া পাইয়া টাকার প্রাপ্তি স্বীকারস্বরূপ এই রসিদপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন····· ······

স্বাক্ষর··········· ·········

(রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প)

লীজ

পরিচিতি ঃ ষ্ট্যাম্প আইনে লীজের অর্থ নিম্নলিখিতরূপ করা হইয়াছে : লীজ অর্থে স্থাবর সম্পত্তির লীজ বুঝিতে হইবে ; সুতরাং অস্থাবর সম্পত্তির কোন প্রকার লীজ হয় না। (এ) পাট্টা ; (বি) কবুলিয়ত অথবা লীজের প্রতিলিপি (কাউনটার পার্ট) নহে এমন কোন অংগীকারপত্রে কোন স্থাবর সম্পত্তি চাষ করিবার, দখল করিবার বা যাহার জন্য খাজনাদি প্রদান করিবার উল্লেখ থাকে ; (সি) যে নিদর্শনপত্রমূলে উপশুল্ক (টোল) ইত্যাদি আদায় করিয়া ভোগ করিবার অধিকার প্রদান করা হয় ; (ডি) লীজের জন্য যদি কোন দরখাস্ত করা হয় এবং উক্ত দরখাস্তের উপর লিখিতভাবে যদি উক্ত দরখাস্ত গ্র্যাণ্ট করা

হয় তবে সেই দরখাস্ত লীজরূপে গণ্য হইবে, রেজিস্ট্রেশন আইনের ২-ধারাতেও লীজের সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে ; এখানে বলা হইয়াছে, লীজ অর্থে প্রতিলিপি কবুলিয়ত, চাষ করিবার বা ভোগ-দখল করিবার অংগীকারপত্র এবং লীজ প্রদান করিবার চুক্তিপত্র বুঝিতে হইবে।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৫-ধারায় লীজের সূত্র প্রদান করা আছে : স্থাবর সম্পত্তির লীজ হইতেছে উক্ত সম্পত্তি ভোগ করিবার অধিকার সম্পর্কিত হস্তান্তরকরণ ; এইরূপ ভোগানুমতি নির্দিষ্টকালের জন্য বা চিরকালের জন্যও হইতে পারে ; এইরূপ ভোগানুমতির জন্য মূল্যস্বরূপে টাকা, শস্য বা সেবা নির্ধারিত সময় অন্তর লীজদাতাকে লীজগ্রহীতা প্রদান করিবেন। সম্পত্তি হস্তান্তরকারীকে বলা হয় লীজদাতা এবং সম্পত্তি গ্রহণকারীকে বলা হয় লীজ-গ্রহীতা। এককালীন যে দাম প্রদান করা হয় তাহাকে প্রিমিয়াম বলে এবং যে অর্থ, শস্যাংশ, সেবা বা অন্যান্য জিনিস নির্ধারিত সময় অন্তর প্রদান করা হয় তাহাকে খাজনা বা রেন্ট্ বলে। সুতরাং কোন লীজের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে : (১) হস্তান্তরকরণ (ট্রান্সফার) ; (২) মেয়াদকাল (পিরিয়ড) ; (৩) পণ (কন্‌সিগরেশান)। হস্তান্তরকরণ অর্থে বুঝিব যে লীজদত্ত স্থাবর সম্পত্তির উপর দখল এবং ভোগ লীজ গ্রহীতার উপর বর্তিয়াছে ; কিন্তু লীজদত্ত সম্পত্তির মালিকানা (ওনারসিপ) লীজদাতারই রহিয়াছে ; 'বিক্রয়' হইতে 'লীজের' পার্থক্য এইখানেই ; কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিলে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা এবং ভোগ-দখল সকলই গ্রহীতায় বর্তায় ; কিন্তু লীজে লীজদত্ত স্থাবর সম্পত্তির উপর দখল ও ভোগ গ্রহীতায় বর্তাইলেই উক্ত সম্পত্তির ওনারসিপ বা মালিকানা লীজদাতারই রহিয়া যায় ; অর্থাৎ, বিক্রীত সম্পত্তি ফেরৎ পাইবার কোন অধিকার বিক্রেতার থাকে না ; কিন্তু লীজদত্ত সম্পত্তি নির্দিষ্ট কাল পরে ফেরত পাইবার অধিকার লীজদাতার থাকে।

মেয়াদ কাল : স্থাবর সম্পত্তি লীজ প্রদান করা হইয়া থাকে কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য ; অবশ্য, অনির্দিষ্ট কালের জন্য (এ ক্ষেত্রে লীজ গ্রহীতার জীবন-কাল পর্যন্ত ধরিতে হইবে) বা চিরকালের জন্যও (এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নির্দিষ্ট সময় অন্তর লীজ রিনিউ করা হইয়া থাকে) হইতে পারে ; তবে লীজ কোন্ সময় হইতে কার্যকরী হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে ; কোন লীজ বর্তমান কাল হইতে অথবা ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত তারিখ হইতে কার্যকরী হইতে পারে। যদি লীজে কোন তারিখের উল্লেখ না থাকে তবে লীজ সম্পাদনের তারিখ হইতে লীজ কার্যকরী হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

মূল্য : মূল্য অর্থে প্রিমিয়াম এবং খাজনা উভয়ই হইতে পারে ; অবশ্য,

কেবলমাত্র প্রিমিয়াম অথবা কেবলমাত্র খাজনাও হইতে পারে। জেরিপেশ্গী লীজে প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সম্পত্তি লীজ প্রদান করা হয়; বন্ধকনামার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; টাকা ঋণ লইয়া যেমন সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়, তেমনি প্রিমিয়ামস্বরূপ চুক্তি অনুসারে অর্থ লইয়া সম্পত্তি ভোগের অধিকার নির্দিষ্টকালের জন্য জেরিপেশ্গী লীজ মাধ্যমে প্রদান করা হইয়া থাকে। সেজন্য অনেকে বলিয়া থাকেন যে বর্তমানে জেরিপেশ্গী লীজ মূলতঃ খাইখালাসী বন্ধকনামা; সুদ গ্রহণ আইনানুসারে নিষিদ্ধকরণের জন্য খাইখালাসী বন্ধকনামার পরিবর্তে জেরিপেশ্গী লীজ করা হইয়া থাকে (ভৌমিকের রেজিস্ট্রেসন ল' দেখুন)। লীজমূলে যে খাজনা প্রদত্ত হইবে তাহা নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক; এবং খাজনার হার যদি লীজের মেয়াদকাল মধ্যে পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে সে সম্পর্কেও খোলাখুলি ভাবে লিখিত হইবে; যদি কোন লীজে এমন চুক্তির কথা লেখা থাকে যে লীজদাতা যেমনই খাজনা ধার্য করুন না কেন তাহাই প্রদত্ত হইবে এবং লীজে কিরূপ খাজনা ইত্যাদি প্রদান করা হইবে তাহার কোন উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে সেইরূপ লীজ আইনানুসারে কার্যকরী হইবে না। অবশ্য নিষ্কর লীজ হইতে পারে।

এখন পাট্টা, প্রতিলিপি বা কাউণ্টারপার্ট, কবুলিয়ত কাহাকে বলে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিব।

পাট্টা ঃ ইহা এক প্রকার লীজ; ইহাতে লীজ গ্রহীতা শর্তশূন্যে লীজদত্ত সম্পত্তি ভোগ করে।

প্রতিলিপি ঃ ইহা একপ্রকার কবুলিয়ত; লীজ গ্রহীতা ইহা সম্পাদন করে; নির্ধারিত খাজনাদি প্রদান করিবার চুক্তি স্বীকার করে; সুতরাং প্রতিলিপি পূর্ব সম্পাদিত কোন লীজ-দলিলের পরিপ্রেক্ষিতে হইতে পারে; যেমন পাট্টার প্রতিলিপি হইতেছে কবুলিয়ত।

কবুলিয়ত ঃ কবুলিয়ত সেইরূপ স্বীকার উক্তিপত্র যাহাতে লেসী (লীজ গ্রহীতা) নির্ধারিত খাজনা প্রদান করিতে সম্মত হয়। সুতরাং লীজ গ্রহীতাই কবুলিয়ত সম্পাদন করিবে। অবশ্য, যেহেতু কবুলিয়তের শর্তে লীজদাতারও সম্মতি থাকা প্রয়োজন, সেজন্য সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৭-ধারায় নির্দেশ আছে যে লীজদাতাও কবুলিয়তে সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর করিবে। কেবলমাত্র লীজগ্রহীতা কবুলিয়ত সম্পাদন করিলে উক্ত কবুলিয়ত লীজরূপে গণ্য হইবে না; তবে দখলের প্রকৃতি প্রমাণ করিবার জন্য উক্ত কবুলিয়ত (যে কবুলিয়তে কেবলমাত্র লীজ গ্রহীতা সম্পাদন করিয়াছে) আইনে গ্রাহ্য হইবে (ভৌমিকের রেজিস্ট্রেসন ল' দেখুন)।

সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৭-ধারায় নির্দেশ আছে যে লীজ মাত্রেই দাতা

এবং গ্রহীতা উভয়েরই সম্পাদনস্বরূপে স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন; অন্যথা উহা লীজরূপে আইনে গ্রাহ্য হইবে না (পি, সি, মোঘা রচিত ইন্ডিয়ান কনভেয়ান্সার' পুস্তকের লীজ সংক্রান্ত অধ্যায় দেখিতে পারেন); তবে কেবলমাত্র লীজদাতা বা লীজ গ্রহীতা লীজ দলিল সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিতে পারেন; এইরূপ দলিল লীজের চুক্তিরূপে আইনে গণ্য হইবে; এবং কৃষি সংক্রান্ত লীজে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৭-ধারা অনুসারে যে কোন একপক্ষ, দাতা বা গ্রহীতা, লীজ সম্পাদন করিতে পারেন; এইরূপ কৃষিকার্য সংক্রান্ত লীজ যদিও একপক্ষ দ্বারা সম্পাদিত তথাপি লীজরূপে আইনে গ্রাহ্য হইবে (ভৌমিকের রেজিস্ট্রেসন ল' দেখুন)

আমলনামা এবং লাইসেন্সের সহিত লীজের পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য।

আমলনামামূলে জমিদার গ্রহীতাকে সম্পত্তিতে দখল লইতে সম্মতি দেন। আর লাইসেন্সমূলে গ্রহীতাকে নির্দিষ্ট শর্তে সম্পত্তি ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করা হয়। বিনা লাইসেন্সে গ্রহীতার উক্ত অধিকার বে-আইনী বিবেচিত হইবে। তবে এই অধিকার ইজমেণ্ট নহে বা লাইসেন্সদত্ত সম্পত্তিতে গ্রহীতার কোন স্বত্বও সৃষ্টি হয় না; লীজে লীজদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়, কিন্তু লাইসেন্সে এইরূপ কোন স্বত্ব হস্তান্তরিত হয় না। লাইসেন্সমূলে অবশ্য অনেক সময় সম্পত্তিতে স্বত্ব সৃষ্টি হইতে দেওয়া হয়; যেমন, জমি দিয়া যাইবার অনুমতি, এবং পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিবার অনুমতি ইত্যাদি।

লাইসেন্স সাধারণতঃ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য নহে বা ইহা হস্তান্তরযোগ্যও নহে; সাধারণ প্রমোদ স্থানে যোগদান করিবার লাইসেন্স অবশ্য হস্তান্তরযোগ্য। যেহেতু লাইসেন্স সাধারণতঃ হস্তান্তরযোগ্য নহে সেহেতু, বিপরীত কোন চুক্তি থাকিলে তাহা নিদর্শনপত্রে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। ধরুন, শ্যামলকে একটি লাইসেন্সমূলে কোন অধিকার প্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু শ্যামলকে প্রদত্ত লাইসেন্সমূলে অধিকার শ্যামলের কর্মচারী বা এজেন্ট ব্যবহার করিতে পারিবে না যদি লাইসেন্সে উক্ত মর্মে স্পষ্ট কিছু লেখা না থাকে।

বিক্রয়-কোবালা, লীজ ইত্যাদি দলিলে লাইসেন্সের কোন শর্তাদি সন্নিবেশিত থাকিলে তাহার জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প কসুম অতিরিক্ত দিতে হয় না; তবে লাইসেন্স সংক্রান্ত ভিন্নভাবে দলিল করিলে তাহাতে ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[ই] অনুসারে প্রদেয় (পি, সি, মোঘার পুস্তক দেখুন)।

যাহা হউক, লীজ সম্পর্কে অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে লিখিত হইল :—

চিরস্থায়ী মোকররী মৌরশী বন্দোবস্তে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখলের অধিকার ও খাজনার কমবেশী না হইবার কথা একান্ত আবশ্যক। শুধু মৌরশী

(হেরিডিটারী) বা মোকররী (ফিক্সড্ রেট) হইলে চিরস্থায়ী বলা যাইবে না। চিরস্থায়ী স্বত্বে ঐ উভয়বিধ অধিকারের সংযোগ হওয়া আবশ্যক।

কতক খাজনা অগ্রিম দিলে তাহা সেলামীরূপে বিবেচিত হইবে না এবং উক্ত অগ্রিম দেয় টাকার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। অর্থাৎ, অগ্রিম প্রদত্ত খাজনা প্রিমিয়াম ও ফাইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। একটি বিচারের রায় দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার হইয়াছে! বাৎসরিক ১৫·০০ টাকা খাজনায় চারি বৎসরের জন্য একখানি লীজ সম্পাদিত হইল ; লীজের শর্তানুসারে চারি বৎসরের জন্য প্রদেয় খাজনা ১৫ × ৪ = ৬০·০০ টাকা ; এখন, লীজে লিখিত হইল যে প্রথমেই এককালীন ৫০·০০ টাকা খাজনা অগ্রিম দিতে হইবে এবং চারি বৎসরান্তে দশ টাকা খাজনা প্রদানে সম্পত্তি পুনসমর্পিত হইবে। এই অগ্রিম প্রদত্ত ৫০·০০ টাকা কি ফাইন বা প্রিমিয়ামরূপে গণ্য করা যাইতে পারে? মাদ্রাজ হাইকোর্টের রুলিং :—না, উক্ত পঞ্চাশ টাকা প্রিমিয়াম বা ফাইন নহে, উহা খাজনা মাত্র ; সুতরাং, অগ্রিম প্রদত্ত খাজনার জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প-মাশুল দিতে হইবে না। (৭ মাদ্রাজ, ২০৩, এফ্ বি,)। বিশেষ আলোচনার জন্য এম্. এন্, বাসু মহাশয়ের ইনডিয়ান ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট (পৃঃ ৩৫৩) এবং ভোনোর পুস্তকের (পৃঃ ৪৪৭) প্রয়োজনীয় অংশ দেখিতে পারেন। খাজনা অগ্রিম প্রদান না করিলে যেমন বাৎসরিক খাজনার ওপর ষ্ট্যাম্প মাশুল নিরূপিত হয়, এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

লীজ এবং বন্ধকনামার পার্থক্যও প্রণিধানযোগ্য। বন্ধকনামার সমস্ত টাকা পরিশোধ জন্য দলিলদাতা বাধ্য ; কিন্তু লীজে অর্থাৎ ভোগানুমতিপত্রে কোন নির্দিষ্টকালের জন্য সম্পত্তি ভোগ করিতে দেওয়া হয় মাত্র। যদি কোন দলিলে লিখিত থাকে "তোমায় পাঁচ বৎসরের জন্য এই সম্পত্তিটি এত টাকা পাইয়া ভোগ করিতে দিলাম এবং এই দলিল সম্পাদন দ্বারা টাকা পরিশোধের দায় হইতে অব্যাহতি পাইলাম" তাহা হইলে এইরূপ দলিল জেরিপেশ্গী লীজ বা এক প্রকার ভোগানুমতিপত্র বিবেচিত হইবে ; খাজনা আদায় হউক বা না হউক, শস্য উৎপন্ন হউক বা না হউক, ইহার জন্য দাতার আর কোন দায় রহিল না। কিন্তু যেখানে সদখল বন্ধক দেওয়া যায় সেখানে প্রকারান্তরে মায় সুদ সমস্ত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব যায় না।

ষ্ট্যাম্প সিডিউলের ৩৫-আর্টিকেল অনুসারে লীজের ষ্ট্যাম্প রুসুম ধার্য হয় ; রেজিষ্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয় ; ফিস্ টেবল দেখুন।

পাট্টা ও কবুলিয়ত একত্রে দাখিল করা হইলে রেজিষ্ট্রেসন ফিস্ দুইটির জন্য লইবার বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য ; কেবলমাত্র পাট্টাখানি দাখিল করিলে যে ফিস্ ধার্য হইত, পাট্টা ও কবুলিয়ত একই সময় দাখিল করিবার জন্য তাহার অর্ধেক

ফিস্ পাট্টার ক্ষেত্রে ধার্য হইবে ; আর কবুলিয়তের জন্য উক্ত পাট্টায় প্রদেয় ফিস্ প্রদান করিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ, কৃষিকার্যের জন্য লীজ (কবুলিয়ত বা পাট্টা) দলিলের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প ডিউটি সম্পর্কে বিশেষত্ব এই যে এক বৎসরের জন্য বা একশত টাকা অপেক্ষা অধিক নহে, এইরূপ লীজে কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। অর্থাৎ যদি দলিলমূলে কৃষিকার্যের জন্য সম্পত্তিতে প্রদত্ত লীজের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক না হয় তবে কোন ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে না ; আবার লীজের মেয়াদ এক বৎসরের অধিককাল হইয়া যদি বাৎসরিক খাজনা একশত টাকার অধিক না হয় তাহা হইলেও কোন ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হয় না। এই সুবিধা ভোগ করিতে হইলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পালিত হওয়া আবশ্যক : যথা, চাষের জন্য সম্পত্তি লীজ দিতে হইবে ; চাষীর দ্বারা লীজ সম্পাদিত হইবে ; এবং উক্ত লীজে ফাইন বা প্রিমিয়াম প্রদানের কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। এবং হয় লীজের মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হইবে না অথবা খাজনার পরিমাণ একশত টাকার অধিক হইবে না।

মোকররি পাট্টা

(পারপিচুয়াল লীজ)

কস্য মোকররিপট্টকপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা ২৪ পরগণা, থানা হাসনাবাদ সামিল কালুতলা মৌজায় আমার পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তি আছে ; উক্ত সম্পত্তি হইতে নিম্নতপশীল বর্ণিত ১'২২ শতক (এক একর বাইশ শতক) জমি আপনার নিকট হইতে ১০০০'০০ (এক হাজার) টাকা সেলামী গ্রহণে প্রতি ০'৩৩ (তেত্রিশ শতকে) ৩'০০ (তিন) টাকা খাজনা ধার্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলাম। কোন কালেও উক্ত নির্ধারিত খাজনার তারতম্য করিতে পারিব না : উক্ত খাজনা ব্যতীত অপরাপর সেসাদি যাহা উক্ত সম্পত্তিতে ধার্য আছে বা ভবিষ্যতে ধার্য হইবে তাহাও আপনাকে দিতে হইবে। কিস্তি অনুসারে কার্য না করিলে বার্ষিক শতকরা ৫'০০ (পাঁচ) টাকা হিসাবে কিস্তি খেলাপী সুদ দিতে বাধ্য থাকিবেন ; আপনি নিম্নলিখিত কিস্তিমত খাজনা আদায় দিয়া উক্ত জমিতে জোত-আবাদ, গৃহ নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন, বাগান-বাগীচা যথেচ্ছাক্রমে দান-বিক্রয়ের মালিক হইয়া ভোগ-দখল করিতে থাকুন, তাহাতে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী, স্থলাভিষিক্ত বা অ্যাসাইনি প্রভৃতি কেহ কখনো কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারিবে না ; সরকারী কার্যের জন্য তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ গৃহীত হইলে আইনানুসারে আমার অংশের ক্ষতিপূরণ পাইব ; এবং সেই পরিমাণে জমা কমাইয়া দিব। আমার কোন স্বত্বের দোষে বা কৃতকার্যে বা কোন ত্রুটিতে উক্ত জমিতে আপনার স্বত্ব দখলের

কোন ক্ষতি হইলে আপনার নিকট ক্ষতিপূরণের দায়ী হইব ; এতদর্থে কবুলতি গ্রহণে এই মোকররি পাট্টা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ....

তপশীল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত লীজে কত হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে তাহা লিখিত হইয়াছে ; উক্তরূপ লিখিবার জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না। খাজনা এবং সেলামীর যোগে ষ্ট্যাম্প ধার্য হইবে।

জেরিপেশ্‌গী লীজ—২

শ্রী............ .. .. ইত্যাদি বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী...... ....ইত্যাদি। কস্য জেরিপেশ্‌গী কবুলতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি বর্ধমান জেলাস্থিত কাটোয়া থানা ও মৌজার অধীনে নিম্নতপশীল বর্ণিত তিন একর সম্পত্তি ইজারা-বিলি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমি তৎপ্রার্থী হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলে আপনি আমার নিকট হইতে ৬০০০'০০ (ছয় হাজার) টাকা অগ্রিম গ্রহণে নিম্নলিখিত শর্তে আমাকে তাহা বিলি করিয়া দিলেন ; নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি পাঁচ বৎসরের জন্য আমার ভোগ-দখলে থাকিবে। উক্ত সম্পত্তি আমার ভোগ-দখলভুক্ত থাকাকালীন সকল প্রকার মামলা মোকদ্দমা এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রকার খরচপত্রাদি আমিই চালাইব। [অন্যান্য প্রকার শর্তাদি প্রয়োজন অনুসারে লিখিতে হইবে।]

উপসংহারে আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক জ্ঞাপন করিতেছি যে আমি উল্লিখিত সমস্ত শর্তে বাধ্য থাকিয়া এই কবুলতিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম ; আপনিও অত্র কবুলিয়ত সম্পাদন করিলেন। ইহার সমস্ত শর্তে আমি ও আমার উত্তরাধিকারী ও স্বত্বাধিকারীক্রমে বাধ্য রহিলাম ও আপনি রহিলেন। ইতি ....

তপশীল চৌহদ্দি

* * *

ভাগ কবুলতি—৩

কস্য দুই-সন মেয়াদী ভাগ কবুলতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তির আপনি মালিক হইতেছেন। উক্ত সম্পত্তি আমি ভাগে চাষ-

আবাদ করিবার প্রার্থনা করিলে আপনি তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আগামী.........সালের .....মাহা পর্যন্ত এই দুই বৎসর উক্ত সম্পত্তিতে ভাগে চাষ-আবাদ করিব। এতদর্থে এই ভাগ কবুলতি লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে উক্ত সম্পত্তিতে নিজ পরিশ্রমে যে কোন ফসল উৎপন্ন করিব তাহার রকম অর্ধাংশ ফসল আপনাকে দিব ও তাহার রসিদ লইব। বিনা রসিদে অর্ধাংশ ফসল আদায় দিবার মুসমা পাইব না। বক্রী অর্ধাংশ ফসল আমি ভোগ করিব। যদি প্রতি সন উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ ফসল আপনাকে আদায় না দিই, তবে তাহার মূল্যস্বরূপ বাৎসরিক কোং.........টাকা আদায় দিব। সহজে আদায় না দিলে, আপনি আইনের সাহায্যে আপনার প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবেন। জমি মজকুরা সাবেক মত বজায় রাখিয়া প্রতি সন দস্তুরমত ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহার অর্ধাংশ আপনাকে আদায় দিয়া মেয়াদ-ভোর চাষ-আবাদ দ্বারা ভোগ-দখল করিব। মেয়াদ গতে বিনা নোটিশে জমির দখল ছাড়িয়া দিব। আপনি খাস দখল লইয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবেন। তাহাতে আমার ওজর-আপত্তি চলিবে না।

আরো প্রকাশ থাকে যে বপন, রোপণ, কর্ষণ সম্বন্ধে যাহা কিছু ব্যয় হইবে তাহা সমস্ত আমার, আপনার কোন দায়িত্ব নাই। আপনার প্রাপ্য ধান্য ও খড় তোলাই-ঝাড়াই করিয়া আমি স্বয়ং বা আমার লোক দ্বারা আপনার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিব; অনুরূপে অপরাপর ফসল যাহা উৎপন্ন হইবে তাহার অর্ধেক আপনার বাসস্থলে যথাসময়ে পৌঁছাইয়া দিতে কোন ত্রুটি করিব না।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে স্বেচ্ছায় অত্র দুই সনের ভাগ কবুলতি পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ....

তপশীল

* * *

ভাড়াটিয়া কবুলতি—৪

কস্য এক সনের মেয়াদে ভাড়াটিয়া কবুলতিপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা হুগলী, অবর-নিবন্ধক অফিস হরিপাল, থানা হরিপালের অধীন বালিয়া পরগণা মৌজে কৃষ্ণরামপুর গ্রামে নিম্নতপশীল বর্ণিত একবন্দে বাস্তু জমি মায় গৃহাদি-সহ ০·০৪ (চার শতক) সম্পত্তি। এতৎ সম্পত্তি অদ্যকার তারিখে আপনাকে বিক্রয় করিয়া চিরতরে নিঃস্বত্ব ও দখলহীন হইয়াছি। এক্ষণে আমি উক্ত গৃহে বসবাস করিবার জন্য আপনার নিকট হইতে মেয়াদি ভাড়ায় বন্দোবস্ত লইবার প্রস্তাব করায় আপনি তাহাতে সম্মত হইলে পর আমি আপনার নাম বরাবর

উক্ত সম্পত্তি মায় গৃহাদির বর্তমান সনের আশ্বিন মাহা হইতে আগামী সন ১৩৭২ সালের ভাদ্র মাহা পর্যন্ত এই এক বৎসরের মেয়াদী ভাড়াটিয়া কবুলতি মাসিক কোং ৬.০০(ছয় টাকা) হিসাবে বাৎসরিক কোং ৭২.০০ (বাহাত্তর) টাকা ভাড়ায় অত্র এক সনের মেয়াদি কবুলতি লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে ধার্যকৃত ভাড়ার টাকা প্রতি মাস মাস আপনাকে আদায় দিয়া তাহার রসিদ লইব ; বিনা রসিদে ভাড়ার টাকা আদায়ের মুশমা পাইব না ; যদি ভাড়ার টাকা মাস-মাস আদায় না দিই তবে মাসিক শতকরা......... হারে সুদ দিব। বাটীর অবস্থার পরিবর্তনকর কোন কার্য করিব না, বা দরজা জানালা প্রভৃতি কোন প্রকারে নষ্ট করিব না। যদি আমার কৃতকর্মের জন্য বা অসতর্কতায় আপনার কোন প্রকার ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিলাম। বাটীর আবশ্যকীয় মেরামত আপনি করিয়া দিবেন, না দিলে আমি স্বয়ং তাহা করিয়া লইব এবং আপনার প্রাপ্য ভাড়া হইতে তাহা বাদ যাইবে।

বাটীর মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স-আদি যাহা আমার দেয় তাহা আমি দিব, আপনার দেয় ট্যাক্স আপনি দিবেন।

মেয়াদ গতে বিনা নোটিশে গৃহাদির দখল ছাড়িয়া দিব ; আপনি খাস দখলে লইয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবেন ; তাহাতে আমার মায় ওয়ারিশানগণের কোন ওজর-আপত্তি বা দাবি-দাওয়া চলিবে না ; করিলে তাহা আদালতাদি সর্বস্থানে সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবেক ; এতদর্থে আপন খুসীতে সুস্থ শরীরে অত্র মেয়াদী ভাড়াটিয়া কবুলতিপত্র লিখিয়া দিলাম। আপনি শর্ত পালনে স্বীকৃত হইয়া অত্র লীজপত্র সম্পাদন করিলেন। ইতি সন......... তারিখ................ ।

তপশীল

* * *

লীজ—৫

(পাট্টা ও কবুলতি একত্রে)

যেহেতু আমি শ্রী........................ইত্যাদি প্রথম পক্ষ এবং আমি শ্রী........................ইত্যাদি দ্বিতীয় পক্ষ।

আমরা উভয়ে পরস্পরে ও একত্রে নিম্নলিখিত শর্তে আবদ্ধ রহিলাম, এবং দলিলে অপ্রাসংগিক, অনিয়মিত বা অর্থশূন্য বোধ না হইলে পুনরুল্লেখ স্থলে আমাদের নামের পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ মাত্র উল্লিখিত

হইবে এবং প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ শব্দে উক্ত পক্ষদ্বয়ের স্থলাভিষিক্ত, উত্তরাধিকারী ও অ্যাসাইনি প্রভৃতিও বুঝাইবে।

নিম্নতপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত জেলা ২৪-পরগনা বারাসাত টাউনে...... রোডস্থ পাকা দ্বিতল ইমারত যাহার স্বত্বাধিকারী প্রথম পক্ষ, তাহা উক্ত প্রথম পক্ষ মাসিক...... টাকা ভাড়ায় দ্বিতীয় পক্ষকে............বৎসরের জন্য ভাগ-বিলি করিলেন।

দ্বিতীয় পক্ষ প্রতি মাসের...........তারিখে বিল লইয়া প্রথম পক্ষকে ভাড়া আদায় দিবেন। মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স্........ টাকার অর্ধেক যাহা জমিদারের দেয় তাহা প্রথম পক্ষ দিবেন। প্রজার দেয় দ্বিতীয় পক্ষ দিবেন। সময়মত ভাগ আদায় না দিলে দ্বিতীয় পক্ষকে উচ্ছেদ করা হইবে।

দ্বিতীয় পক্ষ বাটী অপর কাহাকেও ভাড়া-বিলি করিতে পারিবেন কিন্তু এমন ভাড়াটিয়াকে স্থান দিবেন না যাঁহারা জটলা করিয়া প্রতিবাসীর অসন্তুষ্টি সাধন করে বা ভারত ইউনিয়নের বিপক্ষে কোন বিদ্রোহ বা তদনুরূপ কার্য করে বা করিবার প্রয়াস পায়।

দ্বিতীয় পক্ষ বাটীর দরজা-জানালা প্রভৃতি বজায় রাখিয়া বসবাস করিবেন অর্থাৎ বাটীর হানিকর কোন কার্য করিবেন না।

এই দলিল সম্পাদনের তারিখ হইতে চুক্তির মেয়াদ.........বৎসর গণ্য হইবে কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ যদি এই চুক্তিপত্রের সমস্ত শর্ত বজায় রাখেন তাহা হইলে তিনি সময় অন্তে আরো .... বৎসরের জন্য উক্ত বাটীতে উক্ত নিয়মাধীনে বসবাস করিতে পারিবেন। সময় গত হইলে দ্বিতীয় পক্ষ বিনা ওজরে বাটীর অধিকার ত্যাগ করিবেন, তাহাতে কোন ওজর-আপত্তি করিতে পারিবেন না।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে আমরা উভয়পক্ষে অত্র চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি .....

তপশীল

* * *

ফলকর কবুলিয়ত—৬

লিখিতং শ্রী............... .....ইত্যাদি।

এই ফলকর কবুলতিপত্র সম্পাদন করিয়া স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে—

১। অদ্য হইতে দুই বৎসরের জন্য নিম্নতপশীল বর্ণিত বাগান ইজারা লইলাম ; বার্ষিক খাজনা.........টাকা ধার্য হইল। এবং দুই বৎসরের খাজনার জন্য দায়ী রহিলাম।

২। খাজনার টাকা নিম্নলিখিত কিস্তিমত আদায় দিয়া আপনার নিকট হইতে রসীদ গ্রহণ করিব। সময়মত খাজনা দিতে ত্রুটি করিলে, যে খাজনা বকেয়া পড়িবে তাহার উপর বার্ষিক শতকরা.........হারে সুদ দিব।

৩। বৃক্ষাদিতে যে সকল ফল হইবে তাহার হেফাজতি ভার আমার। তলস্থ জমি বা পুষ্করিণী-আদিতে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

৪। ফলকর বজায় রাখিতে বৃক্ষাদির শাখা-প্রশাখা যে পরিমাণে কর্তনাদি করিতে হয় তাহাই করিব, তাহার অতিরিক্ত কোন কার্যের জন্য কোন বৃক্ষ শুষ্ক হইলে তাহার জন্য আমি দায়ী হইব।

৫। কোন শুষ্ক বৃক্ষ আমি কর্তন করিতে পারিব না। তবে গাছের গোড়ায় জংগল হইলে তাহা পরিষ্কার করিবার ভার আমার রহিল।

৬। নির্ধারিত খাজনা ব্যতীত আপনাকে প্রতি বৎসর..... নারিকেল... বোম্বাই আম ইত্যাদি দিব। যদি না দিই বা দিতে না পারি তাহা হইলে ঐ সকলের মূল্য বাবদে.........টাকা দিব। ইতি ... ..

তপশীল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উপরিলিখিত ফলকর কবুলতিপত্রখানি অনেকের মতে লীজ; কিন্তু আমরা পরিচিতি পর্যায়ে আলোচনা করিয়াছি যে কেবলমাত্র স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে লীজ হইতে পারে; কিন্তু ফল যেহেতু স্থাবর সম্পত্তি নহে, সেজন্য ফলকর কবুলতিপত্রকে লীজের অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হইবে না মনে হয়; নাম ফলকর কবুলতি হইলেও মূলতঃ ইহা একপ্রকার বণ্ড; ষ্ট্যাম্পও আর্টিকেল-১৫ অনুসারে দিতে হইবে; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে।

কবুলতি—৭

তিন বৎসরের জন্য এই কবুলতিপত্র দেওয়া গেল; কিন্তু আমি ইচ্ছা করিলে আরো দুই বৎসরের জন্য এই সম্পত্তি নির্দিষ্ট খাজনায় ভোগ করিতে পারিব।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্তরূপ লিখিত থাকিলেও পাঁচ বৎসরের খাজনার উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য হইবে না; কবুলতিদাতা আরো দুই বৎসর সম্পত্তি দখল করিবেন কি না তাহা অনিশ্চিত, সুতরাং অতিরিক্ত দুই বৎসর দখল করিবার কথা সম্ভাব্য চুক্তিমাত্র; ইহার জন্য ষ্ট্যাম্প দিতে হয় না বা অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেসন ফিস্ও দিতে হয় না।

কবুলতি—৮

(অগ্রিম ভাড়ার)

আমি আপনার·········রোডস্থ············নং বাটী মাসিক············টাকা হিসাবে············বৎসরের জন্য ভাড়া লইলাম। প্রতিমাসে ভাড়ার টাকা দিব এবং অন্য এক মাসের ভাড়া হিসাবে·········টাকা অগ্রিম দিলাম। শেষ মাসে অর্থাৎ যখন দুই বৎসর পূর্ণ হইবে তখন অগ্রিম প্রদত্ত টাকা পরিশোধ হইবে। এতদর্থে আমি অত্র কবুলতিপত্র সম্পাদন করিলাম ; আপনিও উক্ত শর্ত স্বীকারে অত্র কবুলতিপত্র সম্পাদন করিলেন। ইতি·········

দ্রষ্টব্য ঃ অগ্রিম ভাড়ার টাকা দিবার জন্য কোন প্রকার অতিরিক্ত ষ্ট্যাম্প মাশুল বা রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয় না। যেহেতু কৃষিকার্য সংক্রান্ত কবুলিয়ত নহে, সেজন্য দাতা এবং গ্রহীতা উভয়কেই সম্পাদন করিতে হইবে।

হাটের ইজারার কবুলতি—৯

লীজ গ্রহীতা শ্রী············ইত্যাদি ; লীজদাতা শ্রী··············ইত্যাদি।

কস্য হাটের মেয়াদী ইজারা বন্দোবস্তের কবুলিয়তপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা···········অবর-নিবন্ধক অফিস······ ·····থানা·········এর এলাকাধীন মহাশয়ের··············গ্রামে নিম্নতপশীল বর্ণিত·········একর···········শতক জমিস্থিত নামজাদ···········হাটের মেয়াদী বন্দোবস্তের মোহরত দেওয়ায় আমি উক্ত হাট তিন বৎসরের জন্য মেয়াদী ইজারা লওয়ার প্রার্থনা করায় আপনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ বার্ষিক············টাকা খাজনা ধার্যে তিন বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমার নিকট কবুলিয়ত তলব করায় আমি উক্ত বন্দোবস্তে স্বীকৃত হইয়া অত্র ইজারা কবুলিয়ত লিখিয়া দিয়া অংগীকার করিতেছি যে ইহার কোন নিয়ম ভংগ করিলে মহাশয় হাট মজকুর খাসদখল লইতে পারিবেন।

নিয়ম

১। হাটের বার্ষিক খাজনা·········টাকা সাব্যস্ত হইল ; ইহার কম-বেশীর ওজর-আপত্তি তুলিতে পারিব না।

২। খাজনা ভিন্ন পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ক-সেস যাহা আইনসংগতরূপে প্রচলিত আছে তাহা দিব।

৩। খাজনা তিনটি সমান কিস্তিতে আদায় দিব ; ত্রুটি করিলে টাকাপ্রতি প্রতি মাসের জন্য·········পয়সা হিসাবে সুদ দিব।

৪। হাটস্থিত জমিতে পুষ্করিণী খনন, ইমারত প্রস্তুত বা অন্য কোন প্রকারে তাহার বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন করিতে পারিব না।

৫। ইজারার স্বত্ব কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিব না, এবং সীমানা সরহদ্দ বজায় রাখিব।

৬। ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে অবধারিত হার অনুসারে কর আদায় করিব এবং তাহাদের প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অত্যাচার-উৎপীড়ন না হয় তৎপ্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিব।

৭। যে সকল চালা, ঘর ইত্যাদি বর্তমান আছে তাহার যথাবিহিত সংস্কারকার্য করিব।

৮। হাট দস্তুরমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিব। কোথাও কোন প্রকার ময়লা-আবর্জনা রাখিব না।

৯। এই কবুলতির কোন শর্ত পালন করিতে ত্রুটি করিলে মহাশয় হাট খাসদখল লইতে পারিবেন। প্রকাশ থাকে যে, আমরা উভয়ে ও আমাদিগের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণ উপরোক্ত শর্তসমূহে বাধ্য থাকিলাম ও থাকিবে। এতদর্থে অত্র ইজারা কবুলিয়ত আমরা উভয়পক্ষই সম্পাদন করিলাম। ইতি…………

হাটের জমির তপশীল চৌহদ্দি

* * *

দ্রষ্টব্য : কবুলিয়তদাতা এবং কবুলিয়ত গ্রহীতাকে একযোগে আপন আপন নাম সহি করতঃ সম্পাদন করিতে হইবে। কারণ, ইহা কৃষিকার্য সংক্রান্ত লীজ নহে ; কৃষিকার্য সংক্রান্ত লীজে কেবলমাত্র দাতা সম্পাদন করিলেই চলে ; সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১০৭-ধারায় এইরূপ ব্যবস্থা নির্দেশিত হইয়াছে। পরিচিতি পর্যায় দেখুন।

বাজারে বসতি প্রজার কবুলতি—১০

আমি মহাশয়ের…………বাজারের নিম্নলিখিত চৌহদ্দিভুক্ত………মাপের ……………বর্গহাত জমিতে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করিয়া স্বেচ্ছাধীন প্রজাস্বরূপ বসবাস জন্য প্রজাশ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে এই কবুলতি লিখিয়া দিয়া অঙ্গীকার করিতেছি—

১। চৌহদ্দিভুক্ত জমির জন্য মোট বার্ষিক খাজনা………টাকা তিন কিস্তিতে প্রতি কিস্তি………টাকা হিসাবে দিব। কিস্তি খেলাপ করিলে খেলাপি টাকার উপর প্রতি মাসে……… ….পয়সা হিসাবে সুদ দিব। খাজনার টাকা ব্যতীত রোড-সেস ইত্যাদি যে সকল কর প্রচলিত আছে তাহা বিনা আপত্তিতে আদায় দিব।

২। উক্ত জমিতে দোকানঘর নির্মাণ করিয়া বাস করিব। ভাড়া বিলি বা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিবার আমার ক্ষমতা রহিল না।

৩। উক্ত জমি মহাশয়ের যে কোন সময়ে আবশ্যক হইলে আমাকে একমাস পূর্বে নোটিশ দিলে আমি বিনা ওজর-আপত্তিতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য রহিলাম। আমি উক্ত এক মাস সময় মধ্যে ঘরদরজা মালমসলা উঠাইয়া লইব অথবা মহাশয় ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৪। বাজারের উন্নতিকল্পে মহাশয় যে সমস্ত নিয়ম করিবেন তাহা আমি পালন করিতে বাধ্য রহিলাম।

৫। আমি বাজারের অন্যান্য বসতি দোকানদারের বা অন্য লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য বা ধর্মের ব্যাঘাতজনক কোন ব্যবসা করিতে পারিব না।

৬। আমি আমার তৈয়ারী দোকানঘর কাহারো নিকট ভাড়ায় খাটাইতে পারিব না এবং উক্ত ঘর ও জমি কাহারো নিকট কোন প্রকারে দায়াবদ্ধ বা হস্তান্তর করিতে পারিব না, করিলেও তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে।

৭। উপরিউক্ত কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে মহাশয় আমাকে যে কোন সময়ে উঠিয়া যাইতে বাধ্য করিবেন। তাহাতে আমার কোন প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। এতদর্থে আমরা উভয়ে অত্র কবুলতিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন············

দ্রষ্টব্য ঃ যেহেতু উপরিউক্ত লীজ কৃষিকার্য সম্পর্কিত নহে, সেজন্য লীজ-দাতা এবং লীজ গ্রহীতা উভয় পক্ষকেই সম্পাদন করিতে হইবে।

ফেরিঘাটের কবুলতি—১১

মহামহিম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্যপাল

মহাশয় বরাবরেষু············।

লিখিতং শ্রী··················ইত্যাদি। জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত ····· থানার স্বনামখ্যাত···········গুজারঘাট দুই বৎসরের মেয়াদি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া লিখিয়া দিতেছি যে নিম্নলিখিত শর্ত অনুসারে বার্ষিক নির্দিষ্ট কর······ টাকা নিম্নলিখিত কিস্তিতে সরকার বাহাদুরে কিস্তি কিস্তি আদায় দিয়া দাখিলা লইব। ত্রুটি করিলে আইনানুসারে দণ্ডিত হইব। এই কবুলতি লিখিত নিয়মানুসারে আমরা পরস্পর একত্রে এবং পৃথকভাবে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে বাধ্য রহিলাম।

ঘাটের উভয় পারে ছাউনি করিয়া দিব; দিবারাত্র মনুষ্য ও পশু পারাপারের জন্য লোক মোতায়েন রাখিব। পারাপার জন্য চারিখানি মজবুত নৌকা রাখিব এবং তাহার উপযুক্ত পাটাতন করিব।

লোকজনের নৌকায় উঠিবার সুবিধার জন্য উভয় পারে নিজ ব্যয়ে ঘাট বাঁধিয়া দিব। যে নৌকায় যেরূপ বোঝাই লইবার আদেশ করিয়া দিবেন সেইমত বোঝাই লইব। আমাদের ক্রটিতে অতিরিক্ত বোঝাই জন্য বা অন্য কোন কারণে নৌকাডুবি হইলে তাহার সম্পূর্ণ দায়ী হইব।

সরকারী কোন কর্মচারী বা মাল পারাপার জন্য কোন মজুরী পাইব না; সরকারী ডাক যথাসময়ে পার করিব; কোন ক্রটি হইলে তাহার জবাবদিহি আমাদের রহিল।

সাধারণের নিকট হইতে পারাপারের জন্য নিম্নলিখিত হারমত কর আদায় করিব, তাহার অতিরিক্ত কিছু লইতে পারিব না।

কর আদায়ের হার

প্রতি মানুষ······ ···পয়সা।

গো-মহিষাদি প্রত্যেকটি············পয়সা।

রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদি প্রত্যেকটি······ ·····পয়সা।

ট্রাক, মোটর ইত্যাদি প্রত্যেকটি············টাকা।

মাল প্রতি মণ············পয়সা।

দ্রষ্টব্য ঃ কৃষিকার্য সম্পর্কিত কবুলিয়ত নহে বলিয়া উভয়পক্ষই সম্পাদন করিবেন।

জলকরের কবুলতি—১২

কস্য জলকরের মেয়াদী জমা বন্দোবস্তীপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে নিম্নলিখিত জলকরের ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিম্নলিখিত নিয়মে তিন বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তক্রমে আবদ্ধ রহিলাম। অর্থাৎ প্রতি বর্ষে বার্ষিক·········টাকা খাজনা নিম্নলিখিত কিস্তিবন্দিমত আদায় দিব। এবং ইহা ব্যতীত পথকর ও পাবলিক ওয়ার্কস কর যাহা প্রচলিত এবং ভবিষ্যতে যে সকল নূতন কর প্রবর্তিত হইবে তাহা বিনা ওজরে আদায় দিব। কিস্তি অনুসারে খাজনা দিতে ক্রটি করিলে কিস্তি খেলাপী টাকার উপর বার্ষিক শতকরা ·········টাকা হিসাবে সুদ দিব।

খাজনা আদায় পক্ষে হাজা, শুকা, মৎস্য অজন্মা, বালিভরাটি ইত্যাদি কোন ওজর-আপত্তি করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না।

জলকরে নৌকা ইত্যাদি গমনাগমনের কোন ব্যাঘাত যাহাতে না জন্মায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মৎস্য শিকার করিব। জলকরের তলস্থ ভূমির সহিত

আমার কোন সংস্রব থাকিবে না। সর্বসাধারণের জল ব্যবহারে কোন আপত্তি করিব না।

কিস্তিবন্দির টাকা আদায় দিবার পূর্বে যদি মৎস্য ধরিবার সময় উপস্থিত হয় তাহা হইলে প্রথমে কিস্তির খাজনা আদায় দিয়া তবে মৎস্য ধরিব। যদি খাজনা না দিই তবে মহাশয় আমার কার্যে বাধা দিবেন বা আমি যে মৎস্য ধরিব তাহা আটক করিয়া বিক্রয় দ্বারা আপনার প্রাপ্য খাজনা আদায় করিয়া লইবেন।

ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে যে সকল মৎস্য জলে থাকিবে তাহার সহিত আমার কোন সংস্রব থাকিবে না। যদি অন্যথা করি তাহা হইলে আপনাকে ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য রহিলাম। এই কবুলতির কোন শর্ত প্রতিপালন করিতে অন্যথা করিলে আপনি বিনা নোটিশে খাসদখল লইতে পারিবেন।

নিরূপণপত্র

(সেটেলমেণ্ট)

পরিচিতি ঃ সেটেলমেণ্টে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয়। ষ্ট্যাম্প আইনের অন্তর্গত সিডিউল ১ [এ]-র ৫৮-আর্টিকেলমূলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। ষ্ট্যাম্প আইনের ২-ধারায় (২৪) নং এ নিরূপণপত্রের সংজ্ঞা প্রদান করা আছে। লিখিতভাবে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির নিরূপণ করা হয় এই প্রকার দলিলে ; উইলের সহিত নিরূপণপত্রের পার্থক্য এই যে উইল কার্যকরী হয় উইলদাতার মৃত্যুর পর, নিরূপণপত্র কার্যকরী হয় নিরূপণপত্র সম্পাদনের অব্যবহিত পর হইতেই। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নিরূপণপত্র রচিত হয় : (ক) বিবাহের যৌতুকাদি সম্পর্কে ; (খ) নিরূপণপত্রদাতার সংসারের ব্যক্তিদের মধ্যে নিরূপণপত্রদাতার দ্বারা সম্পত্তি বিভাগ-বণ্টন সম্পর্কে (পারিবারিক নিরূপণপত্র ; ইহা কিন্তু পূর্বে লিখিত পারিবারিক বন্দোবস্তপত্র হইতে পৃথক) ; অথবা যে সকল ব্যক্তির মধ্যে নিরূপণপত্রদাতা তাঁহার সম্পত্তি বণ্টন করিতে চান সেই সম্পর্কে অথবা নিরূপণপত্রদাতার উপর নির্ভরশীল এমন কোন ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে ; (গ) অথবা ধর্মার্থে বা পরোপকারার্থে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি সম্পর্কে। উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত কোন একরারনামাও নিরূপণপত্ররূপে গণ্য হইবে। কোন ট্রাস্ট দলিলেও উপরোক্ত শর্তাদির কোন একটি থাকিলে তাহাও নিরূপণপত্ররূপে গণ্য হইবে।

জীবনস্বত্বে নিরূপণপত্রে স্পষ্ট লেখা থাকিবে যে ভরণপোষণের শর্তে সম্পত্তি প্রদত্ত হইতেছে। তবে দাতার সমস্ত সম্পত্তি এই উদ্দেশ্যে নিরূপণ করা যায় না ; কোন হিন্দু বিধবা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি একজন আত্মীয়কে

সমর্পণ করেন ; শর্ত ছিল এই যে আত্মীয় বিধবার প্রতিপালনের ভার লইবেন ; —ইহা দানপত্ররূপে সাব্যস্ত হইয়াছে। কাহাকেও কোন সম্পত্তি তাঁহার জীবিতকাল পর্যন্ত দান করিয়া যদি লেখা হয় যে গ্রহীতার মৃত্যুর পর আবার তাহা দাতার ষ্টেটভুক্ত হইবে তবে তাহা সেটেলমেণ্ট বিবেচিত হইবে।

নিরূপণপত্র রহিত করা যায় ; তবে সাধারণতঃ সম্পত্তিতে দখল পাইবার পূর্বে এই রহিতকরণ কার্য সম্পন্ন করিতে হয়।

নিরূপণপত্র—১

(জীবনস্বত্বে)

কস্য জীবনস্বত্বে নিরূপণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা পশ্চিম দিনাজপুর, অবর-নিবন্ধক অফিস ও থানা ইসলামপুরের অন্তর্গত বলিয়া পরগণা মৌজে মেটেখাল গ্রামে এক দাগে পুকুর মায় সজল, স্থল, পাহাড়, বাঁশ ও সবৃক্ষাদির অংশসহ ০·৭৫ (পঁচাত্তর) শতক জমি যাহা আমি খরিদমূলে প্রাপ্ত হইয়া উহাতে ভোগ-দখলে কায়েম আছি। আপনি দলিল গ্রহীতা আমার পিসীমা হইতেছেন ; আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন ; আপনার ভরণপোষণের যাহাতে কিঞ্চিত সুব্যবস্থা হয় সেজন্য কিছু ব্যবস্থা করা ন্যায়তঃ, ধর্মতঃ কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আমার খরিদা উক্ত সম্পত্তি আপনাকে অদ্য তারিখে আপনার জীবনস্বত্বে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আপনার নাম বরাবর অত্র জীবনস্বত্বের নিরূপণপত্র লিখিয়া দিয়া স্বীকার ও অঙ্গীকার করিতেছি যে আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন ঐ সম্পত্তি দান-বিক্রয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার হস্তান্তর-করণাদির ক্ষমতা রহিতে কেবলমাত্র আপনি আপনার জীবনাবধি নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তির আয়-উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। তাহাতে আমার মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণের কোন ওজর-আপত্তি চলিবে না,—করিলে অত্র দলিলমূলে তাহা সর্বস্থানে সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। আপনার মৃত্যুর পর নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি পুনরায় আমার এষ্টেটভুক্ত হইবে ; তাহাতে আপনার ওয়ারিশান বা আপনার স্থলাভিষিক্তগণের কোন প্রকার ওজর-আপত্তি ইত্যাদি চলিবে না। আর প্রকাশ থাকে যে অত্র সম্পত্তির খাজনা আমি নিজ হইতে সরকার বাহাদুর বরাবর আদায় দিব। এই সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে। অত্র বন্দোবস্তকৃত সম্পত্তির আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য ৬০০০·০০ (ছয় হাজার) টাকা। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল অন্তঃকরণে, স্বেচ্ছায় অত্র জীবনস্বত্বের নিরূপণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন............

তপশীল চৌহদ্দি

*　　　*　　　*

দ্রষ্টব্য ঃ কোন নোটিশ দিতে হইবে না।

নিরূপণপত্র—২

কস্য জীবনস্বত্বের নিরূপণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার বয়স ৫৫ বৎসর হইবে। আমার পত্নী ও একমাত্র বিবাহিতা কন্যা আছে; আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমার একমাত্র পুত্র আরসাদ আলী অকালে পরলোক গমন করিয়াছে; তুমি উক্ত আরসাদ আলীর পত্নী অর্থাৎ আমার বিধবা পুত্রবধূ হইতেছ। তোমার কোন সন্তানসন্ততি নাই; তুমি আমার বাটীতে আমার আশ্রয়ে থাকিয়া এ যাবৎ তোমার বৈধব্য জীবন যাপন করিয়া আসিতেছ এবং ঐ ভাবে আমার বাটীতে থাকিয়া তোমার জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিয়াছ; আমার জীবিতাবস্থাকাল পর্যন্ত তোমার গ্রাসাচ্ছাদনাদির কোন অসুবিধা হইবে না; কিন্তু আমার লোকান্তে যাহাতে তোমার জীবিকা নির্বাহের ও বসবাসের অসুবিধা না হয় তাহার সুব্যবস্থা করা আমার কর্তব্য; সেহেতু আমি আমার স্বত্বদখলী স্বনাম-বেনাম খরিদা পৈতৃক প্রাপ্ত সম্পত্তির মধ্যে জেলা............ অবর-নিবন্ধক............থানা............এর অন্তর্গত মৌজে............গ্রামে নিম্নের তপশীলে বিশেষভাবে বর্ণিত ও চৌহদ্দিস্থিত পাঁচ বন্দে শালি-সুনা বাস্তু ও ডোবা পুষ্করিণীর অংশ সজলস্থল মায় সবৃক্ষাদি.........শতক সম্পত্তি মায় বাস্তুস্থিত একখানি কাঁচা ঘর সমেত যাহার মূল্য কোং............হাজার টাকা হইবে;—এতৎ সম্পত্তিসকল তোমাকে আজীবন জীবনস্বত্বে ভোগ দখলের অধিকার দিয়া এতদ্বারা স্বীকার করিতেছি যে যদ্যপি তুমি নিকাহাদি না করিয়া আমার বাটীতে অদ্যাবধি যে ভাবে বৈধব্য জীবন যাপন করিতেছ তদ্রূপভাবে তোমার স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া আমার বাটীতে অবস্থানপূর্বক তোমার পবিত্র বৈধব্য জীবন যাপন কর তাহা হইলে তুমি উপরোক্ত সম্পত্তি সকল আজীবন জীবনস্বত্বে ভোগ-দখল করিবে ও খাজনাপত্রাদি সরকারে আদায় দিবে; তাহাতে তোমার জীবনস্বত্বে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর আমার বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণের কাহারো কোন প্রকার দাবি-দাওয়া চলিবে না। উক্ত সম্পত্তি কাহারো নিকট কোন প্রকার দায় সংযোগ বা হস্তান্তরাদি করিতে পারিবে না, করিলেও তাহা সর্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু যদ্যপি অবস্থাগতিকে তুমি দ্বিতীয় নিকাহ কর অথবা আমার বাটীতে না থাকিয়া তোমার পিত্রালয়ে বা অন্যত্র বসবাস কর তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি হইতে তুমি বঞ্চিত হইবে এবং ঐ প্রকার অবস্থায় উক্ত সম্পত্তি সকল আমার বা আমার

ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণের স্বত্বাধিকারে আসিবে। উপরোক্ত শর্ত সকল যথারীতি পালন করিয়া তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি সকল আজীবন জীবনস্বত্বে ভোগ-দখল করিবে। তোমার জীবনান্তে উক্ত সম্পত্তি সকল আমার বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণের কাহারো কোন প্রকার দাবী-দাওয়া চলিবে না। উপরোক্ত সম্পত্তি সকল সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে। এতদর্থে আমি তপশীলোক্ত সম্পত্তি সকল তোমাকে জীবনস্বত্বে ভোগ-দখলের অধিকার দিয়া আপন খুসীতে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় সাক্ষিগণের সাক্ষাতে অত্র নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন.......................

তপশীল

*   *   *

দ্রষ্টব্য ঃ নোটিশ দিতে হইবে ; নানাবিধ শর্ত সাপেক্ষে সম্পত্তি বন্দোবস্ত করা হইলেও উহার জন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

নিরূপণপত্র—৩

কস্য নিরূপণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার পুত্র শ্রী......................এর সহিত তোমার শুভ বিবাহ হইয়াছে ; তুমি আমার পুত্রবধূ হইতেছ ; সেজন্য, বিবাহের যৌতুকস্বরূপে নিরূপণপত্র দ্বারা নিম্নলিখিত তপশীল বর্ণিত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি তোমায় সমর্পণ করিলাম। তুমি অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া সন্তানাদি ওয়ারিশানগণক্রমে পরম সুখে ভোগ-দখল করিতে থাক, তাহাতে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে কোন প্রকার আপত্তি করিতে পারিব না, করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইবে। ইতি সন.......... ....

তপশীল

*   *   *

নিরূপণপত্র—৪

তুমি আমার পিসতুতো ভাই হইতেছ ; আমার পিসিমা, পিসেমহাশয়ের মৃত্যুর পর আমার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিতেছ। তোমার স্বভাব-চরিত্র প্রশংসনীয় ; আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি প্রগাঢ় ; ভবিষ্যতে তোমার জীবনযাত্রা নির্বাহে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় এই উদ্দেশ্যে নিম্নতপশীল বর্ণিত আমার স্থাবর সম্পত্তি হইতে সামান্য অংশ তোমায়

দিলাম। তুমি উক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে মালিক হইলে। উহাতে আমার যে স্বত্ব বা অধিকার ছিল তাহা অদ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়া তোমাতে বর্তিল। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে স্বেচ্ছায় এই নিরূপণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি…………

তপশীল

*　　　　*　　　　*

নিরূপণপত্র—৫

শ্রীশ্রী৺…………………… ……সেবায়েত……………………শ্রীচরণ কমলেষু……………লিখিতং শ্রী…………………। আমি নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তির মালিক হইতেছি। ধর্মার্থে আমার বিষয়-সম্পত্তির কিছু অংশ নিবেদন করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি………………দেবীকে অর্পণ করিলাম। অদ্য হইতে উহাতে আমার স্বত্বাধিকার লোপ পাইয়া উক্ত দেবীর এস্টেটের অন্তর্গত হইল। আপনি উক্ত দেবীর সেবায়েত মহারাজ হইতেছেন; দেবীর অন্যান্য সম্পত্তি যেভাবে তত্ত্বাবধান করিয়া দেবীর সেবাদি কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন আমার দ্বারা অর্পিত সম্পত্তিরও তদ্রূপ করিবেন। আমি, আমার ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী কেহ কখনো উক্ত সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবি-দাওয়া করিতে পারিব না, করিলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হইবে। ইতি……

তপশীল

*　　　　*　　　　*

নিরূপণপত্র—৬

জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলবোর্ডের সম্পাদক মহাশয়

বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী………………………

আমাদের…………গ্রামে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আছে তাহা স্থানাভাবে অবলুপ্ত হইবার অবস্থায়। গ্রামস্থ পঞ্চজন আমার অনুরোধ করায় নিম্নতপশীল বর্ণিত ০·৬৬ শতক সম্পত্তি এই নিরূপণপত্র দ্বারা বিদ্যালয়টির মংগলার্থে অর্পণ করিলাম। আপনি স্থলাভিষিক্তক্রমে উক্ত জমিতে ইমারতাদি নির্মাণ করাইয়া উক্ত কার্যের জন্য ব্যবহার করিবেন। আমার বা আমার ওয়ারিশানদিগের উক্ত সম্পত্তিতে আর কোনপ্রকার দাবি-দাওয়া রহিল না। তবে উল্লেখ রহিল

যে ভবিষ্যতে কোন কারণে উক্ত বিদ্যালয় উঠিয়া যাইলে উক্ত সম্পত্তি আমার এস্‌টেটভুক্ত হইবে। প্রতিষ্ঠানের জন্য যে গৃহ ইত্যাদি থাকিবে তাহা আপনি স্থলাভিষিক্তক্রমে ভাঙ্গিয়া লইতে পারিবেন; তাহাতে আমি মায় ওয়ারিশান কোন আপত্তি করিব না; করিলেও তাহা কোনক্রমে বলবৎ হইবে না। এতদর্থে স্বচ্ছন্দ মনে সুস্থ দেহে এই নিরূপণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি········ সন···············

তপশীল

*　　*　　*

নিরূপণপত্র—৭

(পারিবারিক)

গ্রহীতা—(১) শ্রী····· ·············ইত্যাদি; (২) শ্রী ················ ইত্যাদি; (৩) শ্রী·· ·· ·· · ·········ইত্যাদি; (৪) শ্রী ········ · ·· ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী ·········· ··· ·· ···ইত্যাদি। কস্য পারিবারিক নিরূপণ-পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। তোমরা আমার কন্যা ও পুত্র হইতেছ। আমি নিম্ন চারিটি তপশীলে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির মালিক হইতেছি; তোমরা আমাকে যথারীতি পিতার সম্মানে সম্মান কর, ভক্তি-শ্রদ্ধা কর, ভালবাস। আমার যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি যথেষ্ট লক্ষ্য রাখ; তোমাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসা-স্নেহ এবং সেবা-যত্ন আমার বর্তমান বৃদ্ধাবস্থার সকল জীর্ণতা হইতে ভুলাইয়া রাখিয়াছে। আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন তোমাদের নিকট হইতে এইরূপ ব্যবহার পাইব এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু আমার উক্ত স্থাবর সম্পত্তি তোমাদের কাহাকে কোন্ অংশ দিব তাহা আমি স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অত্র নিরূপণপত্রমূলে সরল মনে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় তাহা সাব্যস্ত করিয়া দিলাম। আমার স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া তোমরা উক্ত সম্পত্তি সুখে-স্বচ্ছন্দে পুত্র-পৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে ভোগ-দখল করিতে থাক; তাহাতে কাহারো কোন ওজর-আপত্তি চলিবে না—করিলেও তাহা সর্বতোভাবে নাকচ ও অগ্রাহ্য হইবে।

(১) শ্রী························· 'ক' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির মালিক ও স্বত্বাধিকারী হইবে। (২) শ্রী······················ 'খ' তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। (৩) শ্রী ······················ 'গ' তপশীলস্থ সম্পত্তির স্বত্ব-দখলীকার হইবে। (৪) শ্রী······················ 'ঘ' তপশীলভুক্ত সম্পত্তি পাইবে।

এতদর্থে অত্র পারিবারিক নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি······

তপশীল

(ক)·········আনুমানিক মূল্য ২০০০'০০ টাকা ; (খ)·········আনুমানিক ৩০০০'০০ টাকা ; (গ)······আনুমানিক মূল্য ২০০০'০০ টাকা ; (ঘ)··· আনুমানিক মূল্য ২৫০০'০০ টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ মোট সম্পত্তির মূল্য ২০০০+৩০০০+২০০০+২৫০০= ৯৫০০'০০ টাকা ; আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে ইহার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্‌ও অনুরূপে ৯৫০০'০০ টাকার উপর দিতে হইবে ; কিন্তু একই দলিলে নামে-নামে সম্পত্তি দান করিলে বা বিক্রয় করিলে প্রতি তপশীলের মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইত এবং সেরূপ ক্ষেত্রে ফিস্-আদির পরিমাণ বেশী হইত।

নিরূপণপত্র—৮

(অর্পণনামা ; ট্রাষ্টনামা)

শ্রীশ্রী৺রাধাশ্যাম জীউ বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রী············ইত্যাদি। কস্য অর্পণনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি·········সালে আমার গৃহে উপরিউক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি ; এবং যাহাতে তাঁহার সেবা অর্চনাদির কার্য শৃংখলার সহিত নির্বাহ হয় তাহার জন্য আমার নিম্নতপশীল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি তাঁহাকে অদ্য অর্পণ করিলাম। ঐ সমস্ত সম্পত্তিতে আমার যাহা কিছু স্বত্ব, স্বামিত্ব, অধিকারাদি ছিল তাহা অদ্য হইতে লোপ পাইল। উক্ত সম্পত্তির বাৎসরিক আয় আনুমানিক······টাকা। উক্ত আয় হইতে প্রতিদিন পূজা, আরতি ও দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য বাৎসরিক·········টাকা ব্যয় হইবে। পূজক ব্রাহ্মণ প্রতিমাসে············টাকা হিসাবে পাইবেন ; (অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থার কথা প্রয়োজনানুসারে লিখুন)।

উপরোক্ত বিধি-ব্যবস্থার জন্য বর্তমানে আমি ট্রাস্টী থাকিলাম ; আমার অবর্তমানে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী···············সেবাইত হইবেন ; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ট্রাস্টী হইবেন ; এইরূপে বংশানুক্রমে ট্রাস্টী হইতে থাকিবেন। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশাবলী লোপ পায় বা কেহ কুলধর্মবর্জিত হয়েন তাহা হইলে তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ যে কেহ আমার কুলধর্মী হইবেন, তিনিই উপরোক্ত প্রকারে দেবসেবার কার্যাদি চালাইয়া যাইবেন। উপরোক্ত বন্দোবস্তের কেহ কখন কোন রদ-বদল করিতে পারিবেন না, করিলে তিনি সেবাইতচ্যুত হইবেন।

এই অর্পণনামায় বর্ণিত সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোন স্থানে কোন রকমে হস্তান্তর বা দায়সংযোগ করি নাই ; উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় আছে।

এই অর্পণনামার লিখিত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য·········টাকা হইবে। এতদর্থে আমি স্বেচ্ছায় সুস্থ চিত্তে অন্যের বিনানুরোধে অত্র অর্পণনামা সম্পাদন করিলাম। ইতি সন·········তারিখ·········

তপশীল

*   *   *

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত প্রকার দলিলের ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে দিতে হইবে ; কিন্তু অনেকে বলেন যে যেহেতু সেবাইতের কোন প্রকার পারিশ্রমিক ইত্যাদি লইবার ব্যবস্থা নাই সেজন্য উক্ত দলিল ট্রাস্টনামা বিবেচনা করিয়া আর্টিকেল-৬৪ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; বিখ্যাত বাংলা পুস্তক 'রেজিস্টারি কার্যবিধি' প্রণেতা ৺তারকনাথ বিশ্বাস মহাশয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

নিরূপণপত্রের একরার—৯

গ্রহীতা শ্রী············· ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী ·················· ইত্যাদি। কস্য নিরূপণপত্রের একরারনামা-পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। অত্র একরারনামা দ্বারা আমি স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে নিম্নতপশীল বর্ণিত ০·৯৪ শতক জমি, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমাকে তোমার ভরণপোষণ নির্বাহের আনুকূল্য জন্য প্রদান করিব। কিন্তু বর্তমানে কতকগুলি অসুবিধার জন্য নিরূপণপত্রমূলে উক্ত সম্পত্তি তোমার অনুকূলে সমর্পণ করা সম্ভব হইতেছে না। চূড়ান্ত নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া রেজিস্ট্রী করিয়া দিবার পূর্বে আমার মৃত্যু ঘটিলে এবং আমার কন্যা, পুত্র যদ্যপি উক্ত সম্পত্তি তোমাকে দিতে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে তুমি এই একরারনামার বলে উক্ত সম্পত্তি আদালতের সাহায্যে গ্রহণ করিতে পারিবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র নিরূপণপত্রের একরারনামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন······

তপশীল

*   *   *

সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য·········টাকা।

দ্রষ্টব্য ঃ নিরূপণপত্রের একরারনামায় আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে সম্পত্তির মূল্যের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে। পরবর্তীকালে যখন নিরূপণপত্র সম্পাদিত হইবে তখন তাহাতে ১·৫০ পয়সার ষ্ট্যাম্প দিয়া নিরূপণপত্র সম্পাদন ও রেজিস্ট্রী করিতে হইবে।

ওয়াকফনামা

পরিচিতি ঃ ইসলামীয় ধর্মানুসারে কোন ধর্ম, পুণ্য বা দাতব্য কার্যের উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি চিরস্থায়ীভাবে উৎসর্গকারীকে ওয়াকফ বলে।

প্রত্যেক সাবালক প্রকৃতিস্থ মুসলমান তাঁহার স্থাবর-অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তিই ওয়াকফ করিতে পারেন।

উইল দ্বারা বা মৃত্যু ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্বে ওয়াকফ করিতে হইলে ওয়ারিশগণের সম্মতি ব্যতিরেকে ⅓ অংশের অধিক সম্পত্তি ওয়াকফ করিতে পারা যায় না; তবে ওয়ারিশগণ সম্মতি দিলে ⅓ অংশের অধিকও ওয়াকফ করা যায়। কোন সম্পত্তির অবিভক্ত অংশ (মুশায়া) কোন সমাধি বা মসজিদের অনুকূলে ওয়াকফ করা যায় না।

একবার ওয়াকফ করিলে তাহা আর রদ করা যায় না; তবে উইলে ওয়াকফ করিলে ওয়াকফ-কর্তা তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে উইল রদ করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকফও রদ হইয়া যায়।

ওয়াকফনামায় মতোয়াল্লী সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে লেখা থাকা প্রয়োজন; ওয়াকফদাতাও মতোয়াল্লী হইতে পারেন; স্ত্রীলোক মতোয়াল্লী হইতে পারেন; তবে নাবালকে বা পাগলে মতোয়াল্লী হইতে পারে না; মতোয়াল্লী ওয়াকফ সম্পত্তি তিন বৎসরের অধিক মিয়াদে বা প্রকৃত খাজনার কমে ইজারা দিতে পারেন না।

ওয়াকফনামায় ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ নিরূপণপত্রের ন্যায়।

ওয়াকফনামা

লিখিতং শ্রী............ইত্যাদি। কস্য ওয়াকফনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। নিম্নলিখিত তপশীল চৌহদ্দিস্থিত আনুমানিক..........টাকা মূল্যের সম্পত্তি জেলা...... ......থানা... ....এর অধীন............গ্রামস্থিত......মসজিদে অর্পণ করিয়া আমি উক্ত সম্পত্তি হইতে উত্তরাধিকারক্রমে নিঃস্বত্ব হইলাম। কস্মিনকালে আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত বা অ্যাসাইন কোন প্রকার দাবি-দাওয়া করিতে পারিব না, করিলেও তাহা বাতিল ও অগ্রাহ্য হইবে। আমার বা আমার উত্তরাধিকারী প্রভৃতির ঋণের দায়ে এই সম্পত্তি কস্মিনকালে বিক্রয় হইবে না। বর্তমানে এই ওয়াকফকৃত সম্পত্তির বাৎসরিক আয় প্রায়............টাকা হইবে। উক্ত আয় হইতে মসজিদের আলোকদান, আজান আহাকাম, নামাজপাঠ, প্রতি শুক্রবারে কোরাণ সরিফ পাঠ এবং মুসলমান রাহি মোসাফেরগণের আহারাদির বন্দোবস্তের জন্য বাৎসরিক............টাকা ব্যয় হইবে। ঈদুজ্জোহা ও ঈদলফেতর পর্ব উপলক্ষে

বিশেষ করিয়া গরীব মিসকিনদিগকে বাৎসরিক............টাকা দান করিতে হইবে। মসজিদের মেরামত কার্যাদির জন্য............টাকা পর্যন্ত বৎসরে-বৎসরে ব্যয় করা যাইবে। মতোয়াল্লী পাইবেন প্রতি মাসে............টাকা হিসাবে। ঈশ্বর না করুন আমার উত্তরাধিকারিগণ যগুপি দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং তাহাদের খরচপত্রের নিতান্ত অভাব হয় তাহা হইলে তাহাদিগের প্রত্যেককে সম্পত্তির আয় হইতে মাসিক............টাকা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। সমস্ত খরচপত্র বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা মসজিদের নামে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা হইবে এবং সেই ক্রীত সম্পত্তিও এই ওয়াকফকৃত সম্পত্তির অংশমধ্যে পরিগণিত হইবে।

ওয়াকফকৃত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও বিধি-ব্যবস্থার জন্য আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত আমি মতোয়াল্লী থাকিলাম। আমার অবর্তমানে আমার পত্নী শ্রীমতী...... বিবি ইহার মতোয়াল্লী হইবেন। তাহার পর হইতে আমার পুত্র-পৌত্রাদি যিনি সর্বজ্যেষ্ঠ ও ধর্মশীল হইবেন তিনিই মতোয়াল্লী হইবেন। এই ওয়াকফনামার সম্পত্তি ইতিপূর্বে কোন স্থানে কোন প্রকারে হস্তান্তর বা দায়াবদ্ধ করি নাই, ইহা সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নির্দায় অবস্থায় আছে; এবং ভবিষ্যতেও কোন মতোয়াল্লী উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে হস্তান্তর কি দায়সংযুক্ত করিতে পারিবে না। এতদর্থে আপন খুশীতে সুস্থ চিত্তে অন্যের বিনানুরোধে নিম্নলিখিত সাক্ষিগণের সমক্ষে অত্র ওয়াকফনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন............

তপশীল চৌহদ্দি

*   *   *

কাবিননামা

পরিচিতি ঃ ইহা একপ্রকার নিরূপণপত্র; মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহের যৌতুকাদি এইরূপ দলিল দ্বারা হস্তান্তর করা হয়; স্বামী স্ত্রীর অনুকূলে কাবিন-নামা সম্পাদন করিয়া দিয়া থাকেন। দেনমোহরের চুক্তি অনুসারে প্রদেয় টাকা-কড়ির অংশ কাবিননামামূলে স্বামী স্ত্রীকে অর্পণ করেন।

কাবিননামার সম্পত্তি দান বা খোরপোষের জন্য মাসহারা প্রদানের উল্লেখ থাকিলেও তাহার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

কাবিননামামূলে যত টাকারই সম্পত্তি হস্তান্তরিত হউক না কেন ইহাতে কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। তবে রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দেনমোহর ইত্যাদির টাকার উপর আর্টিকেল-[এ] অনুসারে দিতে হয়।

কাবিননামা—১

লিখিতং শ্রী……………………ইত্যাদি। কস্য কাবিননামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। মৌলবী শ্রীযুক্ত… ……………মুসলমানদিগের বিবাহ-রেজিস্ট্রার দ্বারা এবং সাক্ষী (১) শ্রী……………………; (২) শ্রী… …………; এবং (৩) শ্রী……………………এর সম্মুখে তোমার সহিত আমার শুভ পরিণয় হেতু……………টাকা 'মোহর' ধার্য হইল; এবং তুমি উহাতে সম্মত হইয়া আমাকে স্বামিরূপে স্বীকার করায় আমি তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলাম। এবং তোমাকে আমার সহধর্মিণী স্ত্রীরূপে স্বীকার করিয়া বিবাহ করিলাম। অদ্য হইতে তুমি আমার পরিণীতা স্ত্রীরূপে গণ্য হইলে এবং আমাদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ বদ্ধমূল হইল।

বিবাহের চুক্তি অনুযায়ী যৌতুকের অর্ধেক 'মুয়াজ্জল' অর্থাৎ যাহা সদ্য দেয় তাহা নিম্নলিখিত অলঙ্কারাদি দ্বারা পরিশোধ করিলাম। অপরাংশ 'মুওয়াজ্জেল' মোহম্মদীয় যে নিয়মানুসারে দেয় তাহা দিতে বাধ্য রহিলাম। ইতি ……….

কাবিননামা—২

গ্রহীতা শ্রীমতী……………………ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী……….. ……….ইত্যাদি। কস্য শুভ বিবাহের কাবিননামা পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। তোমার পক্ষের উকিল শ্রী ……….. .. ……. ইত্যাদি (নাম ও ঠিকানা লিখুন) ও তৎসম্বন্ধে দুইজন সাক্ষী—(১) শ্রী…………ইত্যাদি (নাম ও ঠিকানা লিখুন) এবং (২) শ্রী……………………ইত্যাদি (নাম ও ঠিকানা লিখুন)। সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষাতে উক্ত উকিলের এজনদিহি মতে হাজিরান বিবাহের মজলিসে কোং……………টাকা দেনমোহর ধার্যে তোমাকে বিবাহ করিয়া আপন জওজিয়াতে আনিলাম এবং উক্ত দেনমোহরের টাকার মধ্যে অর্ধেকাংশ টাকা 'মুয়াজ্জল' অর্থাৎ তোমার তলবমাত্রই দিব ও বক্রী অর্ধেকাংশ টাকা 'মওয়াজ্জেল' অর্থাৎ উক্ত বিবাহ সাব্যস্ত থাকাকালতক সুসারমতে পরিশোধ করিব। নিম্নলিখিত শর্তগুলি যাহা শাস্ত্রমতে প্রচলিত আছে তাহাতে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ রহিলাম।

১। উভয়ে একত্র থাকিয়া সংসার জীবন যাপন করিব, কখনো তোমাকে অন্ন-বস্ত্রাদির কষ্টমাত্র দিব না। যদি তুমি কোন দোষ কর তাহা হইলে শাস্ত্রের বিপরীত কোন শাস্তির ব্যবস্থা করিব না।

২। তোমার মাতা, পিতা এবং আত্মীয়াদির বাটীতে উৎসবে-আনন্দে এবং যখন তোমার মাতা-পিতাকে দেখিবার একান্ত ইচ্ছা হইবে তখন দেশস্থ চলন

অনুসারে আসা-যাওয়াতে বাধা দিব না, বিনা আপত্তিতে তোমাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।

৩। তোমার অনুমতি ব্যতীত অন্য বিবাহ, নিকাহ্-আদি করিব না, বা কোন উপপত্নী রাখিব না এবং তোমার মাতা-পিতার দেওয়া সোনা, রূপার অলংকার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি যাহা কিছু তোমাকে জেহাজা দিয়াছেন ও পরে যাহা দিবেন, তাহা আমি কোনরূপে নষ্ট বা হস্তান্তর করিতে পারিব না।

৪। যদি কোন কারণে আমার পরিবারবর্গের সহিত তোমার স্থায়িভাবে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তোমার মনোনীত স্থানে বাটী প্রস্তুত করিয়া দিব এবং তোমার উপযুক্ত ভরণপোষণ এবং অপরাপর দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক সর্বোচ্চ ....টাকা মাসহারাস্বরূপ দিতে বাধ্য থাকিব। তুমি যখন পিত্রালয়ে বা অন্য কোন স্থানে থাকিবে তখনো তোমাকে ঐ হিসাবে মাসহারা দিতে বাধ্য থাকিব।

৫। ভবিষ্যতে যদি কোন কর্ম উপলক্ষে আমি স্থানান্তরে বা বিদেশে গমন করি, তাহা হইলে তোমার খোরপোষের রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইব। যদি আমার প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হয় তাহা হইলে তুমি ঋণ করিয়া দিনাতিপাত করিবে এবং যে ঋণ করিবে তাহা আমি আসিয়া পরিশোধ করিব এবং ঐ দেনার দায়ী হইব। এতদর্থে সুস্থ শরীরে স্বেচ্ছায় অত্র বিবাহের কাবিননামা-পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি............

ইস্তফানামা

পরিচিতিঃ লীজের স্বত্ব লীজগ্রহীতার দ্বারা লীজদাতার অনুকূলে প্রত্যর্পণ করাই ইস্তফানামা। সম্পত্তি হস্তান্তর আইনে নির্দেশিত হইয়াছে যে আংশিক ইস্তফা হয় না। ষ্ট্যাম্প সিডিউলের আর্টিকেল-৬১ মতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়; মৌখিক কবুলতি সংক্রান্ত ইস্তফার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় না। এবং যে সকল লীজে কোন ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় না, সেই সকল লীজের ইস্তফানামাতেও কোন ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হইবে না। অর্থাৎ এই সকল ক্ষেত্রে সাদা ডেমি কাগজে উক্ত ইস্তফা সম্পাদিত হইবে।

রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪'০০ টাকা।

লীজের কাল শেষ হইবার পূর্বেই যদি লীজ গ্রহীতা লীজ-স্বত্ব লীজদাতার অনুকূলে ত্যাগ করে এবং কাল শেষ হইবার পূর্বে স্বত্ব ত্যাগ করিবার জন্য যদি লীজ গ্রহীতা ক্ষতিপূরণস্বরূপ কোন অর্থ গ্রহণ করে তবে তাহা ইস্তফানামাতে লিখিত হইবে; কিন্তু সেজন্য ভিন্নভাবে কোন ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে না।

কিন্তু টাকা লইয়া লীজদাতা ভিন্ন অপর কাহারো অনুকূলে লীজের স্বত্ব ত্যাগ করিলে তাহা লীজের হস্তান্তররূপে গণ্য হইবে।

ইস্তফানামা—১

গ্রহীতা শ্রী..................ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী..................পিতা............ ....ইত্যাদি।

কস্য ইস্তফানামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি ......সালে তিন বৎসরের জন্য নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ভাগে চাষ-আবাদ করিবার জন্য লীজ লইয়াছিলাম; মেয়াদ শেষ হওয়ায় এবং এক্ষণে আমি উক্ত জমি আর চাষ-আবাদ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় অত্র ইস্তফানামা দ্বারা লিখিয়া দিতেছি যে উক্ত জমিতে 'আমার কোন স্বত্ব রহিল না। আপনি ভিন্ন ব্যক্তিকে উক্ত জমি চাষ-আবাদ করিবার জন্য বিলিব্যবস্থা করিতে পারেন বা খাসে রাখিতে পারেন বা আপনার ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারেন। উক্ত সম্পত্তিতে আমি আর কোন প্রকার দাবি-দাওয়া করিতে পারিব না। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র ইস্তফানামা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন........

তপশীল চৌহদ্দি

* * *

ইস্তফানামা ২

শ্রী...............ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী..............ইত্যাদি। নিম্নতপশীল বর্ণিত এক একর জমি ভাগে চাষ-আবাদ করিবার জন্য আপনি আমায় তিন বৎসরের জন্য লীজ দিয়াছিলেন; কিন্তু লীজের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই আপনি উক্ত লীজে ইস্তফা দিতে অনুরোধ করায় আপনার নিকট হইতে ১০০'০০ (একশত) টাকা লইয়া অত্র ইস্তফানামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। এখন হইতে উক্ত সম্পত্তি আপনার খাসে আসিল। ইতি সন... .. ..

তপশীল

* * *

দ্রষ্টব্য: উক্ত দলিলে সাধারণ ইস্তফার ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। ১০০'০০ টাকা লইবার জন্য অতিরিক্ত কোন ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে না।

হস্তান্তরপত্র

পরিচিতিঃ ষ্ট্যাম্প সিডিউলের ৬২-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প দিতে হয় ইহা বিক্রয়-কোবালার অনুরূপ হইলেও ইহার ব্যাপকতা নামেই প্রকাশিত হইতেছে। স্থাবর বা অস্থাবর যে কোন প্রকারের সম্পত্তি মূল্য লইয়াই হউক বা মূল্য না লইয়াই হউক তাহা হস্তান্তরপত্রের অন্তর্গত হইতে পারে। ধরুন, দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি চুক্তি হইল এই মর্মে যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া উক্ত করপোরেশনকে হস্তান্তর করিবে; চুক্তি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনীয় জমি দখল লইয়া হস্তান্তরপত্রমূলে উক্ত করপোরেশনকে দখলীকৃত সম্পত্তি হস্তান্তর করিল। হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্য দেওয়া থাকিলে [এ]-ফিস্ লইতে হইবে; সম্পত্তির মূল্য না থাকিলে [এ]-(২) অনুসারে ফিস্ লইতে হইবে।

হস্তান্তরপত্র

(মর্টগেজের পাওনা স্বত্বের হস্তান্তরপত্র)

কস্য হস্তান্তরপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা..........থানা..........এর অন্তর্গত..........গ্রাম নিবাসী শ্রী..........এর পুত্র শ্রী.......... নিম্নের তপশীল বর্ণিত..........শতক রায়তস্থিতিবান স্বত্ববিশিষ্ট সম্পত্তি আমার নিকট বন্ধক রাখিয়া..........রেজিস্ট্রেসন অফিসের..........সালের.......... তারিখে.......... ....নং নিবন্ধীকৃত এককিতা মর্টগেজনামা দ্বারা আমার নিকট হইতে ....শত টাকা বার্ষিক শতকরা..........হার সুদে কর্জ লইয়াছিলেন; কিন্তু অদ্যাবধি তিনি আমাকে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে পারেন নাই। উক্ত হার সুদে আজ পর্যন্ত..........টাকা সুদ পাওনা হইয়াছে। অর্থাৎ সুদে-আসলে তাঁহার নিকট আমার ....টাকা পাওনা হইয়াছে। তাঁহার নামে আদালতে নালিশ করিয়া উক্ত মর্টগেজের পাওনা টাকা আদায় করা আমার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা বিবেচনা করিয়া উক্ত বন্ধকীপত্রের পাওনা..........টাকা মধ্যে ছাড়-রফা বাদে অদ্যকার তারিখে আপনার নিকট হইতে..........টাকা নগদ লইয়া উক্ত বন্ধকনামার পাওনা স্বত্ব আপনার নিকট হস্তান্তর করিলাম। অদ্য হইতে এই হস্তান্তরপত্রের বলে আপনি উক্ত মর্টগেজের স্বত্ব-স্বামিত্বের অধিকারী হইলেন এবং আমি উহার পাওনা স্বত্ব হইতে নিঃস্বত্ব হইলাম। আপনি আপোষে বা উপযুক্ত আদালতে নালিশ করিয়া বন্ধকী সম্পত্তি ক্রোক নীলাম দ্বারা উক্ত মর্টগেজের সমস্ত পাওনা টাকা মায় সুদ ও খরচা আদায় করিয়া লইবেন, তাহাতে আমি কি আমার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ কেহ

কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা দাবি-দাওয়া করিতে পারিব না বা পারিবে না, করিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে। অস্য উক্ত মর্টগেজনামাখানি এতদসহ আপনাকে দিলাম। এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে নিজ হিতার্থে অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই হস্তান্তরপত্র সম্পাদন করিলাম। ইতি সন············ তারিখ············।

ডিক্রী হস্তান্তরপত্র—২

লিখিতং শ্রী···················ইত্যাদি। কস্য ডিক্রীবিক্রয়-কোবালাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। জেলা············থানা············এর অধীন············গ্রামের ················এর পুত্র শ্রী··························সালের············তারিখে এককিতা রেজিস্ট্রী খতমূলে আমার নিকট হইতে বাৎসরিক শতকরা·········টাকা হার সুদে·········টাকা কর্জ লইয়া কড়ারকাল মধ্যে টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় উক্ত·········মুন্সেফী আদালতে মায় সুদ ········টাকার দাবিতে আমি নালিশ করিয়া ইং সন ·········সালের············ তারিখে মায় খরচায় ৪২৫'০০ টাকার ডিক্রী হাসিল করিয়াছি। এক্ষণে আমার টাকার প্রয়োজন হওয়ায় আমি উক্ত ডিক্রী আপনাকে ৩১০'০০ টাকায় বিক্রয় করিয়া অদ্যকার তারিখ হইতে উহাতে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বত্ব হইলাম, উহার যাবতীয় স্বত্ব-স্বামিত্ব আপনার হইল। আপনি অবস্থাক্রমে আপোষে বা ডিক্রিজারী দ্বারা সমস্ত টাকা আদায় লইবেন, ইহাতে আমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণের কাহারো কোন দাবি-দাওয়া রহিল না, করিলে তাহা সর্বত্র সর্বতোভাবে অগ্রাহ্য হইবে। এইসকল শর্তে ৩১০'০০ টাকা বুঝিয়া লইয়া সুস্থ দেহে স্বেচ্ছায় এই ডিক্রী হস্তান্তরপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন·········

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত দলিলখানি বিক্রয়-কোবালা ; এবং ইহার ষ্ট্যাম্পও কোবালার ন্যায়।

প্রজাই স্বত্বের হস্তান্তরপত্র

পরিচিতি ঃ প্রজাই স্বত্বের হস্তান্তরপত্রের ষ্ট্যাম্প ৬৩-আর্টিকেল মতে প্রদান করিতে হয়। রেজিস্ট্রেসন ফিস্ আর্টিকেল-[এ] মতে দিতে হয়। লীজ-গ্রহীতা মূল্য লইয়া তাঁহার প্রজাই স্বত্ব তৃতীয় ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিলে এইরূপ দলিলমূলে তাহা করিতে হয়। আমরা জানি, ইস্তফানামামূলে প্রজাই স্বত্ব লীজ গ্রহীতা লীজদাতার অনুকূলে ত্যাগ করেন, কিন্তু প্রজাই স্বত্বের হস্তান্তর-পত্রের দ্বারা লীজ গ্রহীতা মূল্য লইয়া অপর ব্যক্তিকে লীজের স্বত্ব হস্তান্তর করেন ; খাজনার সহিত ইহার কিন্তু কোন সম্পর্ক নাই ; খাজনা যথারীতি

লীজদাতাই পাইয়া যাইবে। সমীরণবাবু রেল কোম্পানীর নিকট হইতে ………টাকা খাজনায়………শতক সম্পত্তি………বৎসরের লীজ লইলেন ; এখানে লীজদাতা রেল কোম্পানী এবং লীজ গ্রহীতা সমীরণবাবু ; এখন লীজের মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই উক্ত লীজের প্রজাই স্বত্ব হাবুলবাবুকে …………টাকা মূল্যস্বরূপ লইয়া হস্তান্তর করিলেন ; হাবুলবাবু অবশিষ্টকালের জন্য প্রজাই স্বত্ব ভোগ-দখল করিবেন এবং খাজনা যথারীতি রেল কোম্পানীকে প্রদান করিবেন।

উইল

পরিচিতি ঃ উইল সম্পর্কে একাধিক স্থানে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি ; সেগুলি অনুধাবন করিলে উইল লিখিবার এবং রেজিস্টারী করাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অধিকতর জ্ঞানের জন্য সন্নিবেশিত হইল :—

যে কোন সাবালক ও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি উইল সম্পাদন করিতে পারেন ; উইলকারী লিখিতে সক্ষম হইলে স্বয়ং দস্তখত করিবেন, অন্যথা ব-কলমে স্বাক্ষর করিবেন। অন্ততঃ দুইজন লিখনক্ষম ব্যক্তি উইলে সাক্ষীরূপে স্বাক্ষর করিবেন ; উইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য কোন ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হয় না। উইলে সম্পত্তির চৌহদ্দি না দিলেও চলে। উইলে একজিকিউটার থাকে ; একজিকিউটারের নাম, পিতার নাম, গ্রাম, জাতি; পেশা ইত্যাদি সম্পূর্ণ অ্যাডিসান দিতে হইবে ; উইল দ্বারা সম্পত্তি ধর্মার্থেও উৎসর্গ করা যাইতে পারে। যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন মূল উইলের কোন অংশ পরিবর্তন করা হয়, সেই নিদর্শনপত্রকে মূল উইলখানির ক্রোড়পত্র বা কডিসিল বলা হয়—অর্থাৎ, লিখিত কোন উইলের কোন অংশ পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইলে উক্ত মূল উইল রহিত না করিয়াও একখানি ক্রোড়পত্রমূলে উক্ত পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন করা যায়। ক্রোড়পত্র সর্বপ্রকারে উইলের ন্যায় নিবন্ধীকৃত হইয়া থাকে ; ক্রোড়পত্র মূল উইলের একাংশরূপে গণ্য হয়।

উইল রহিত করা যাইতে পারে। উইল যেমন সাদা কাগজে লিখিত হয়, উইলের রহিতকরণও তেমনি সাদা কাগজে লিখিত হয় ; উইলে, ক্রোড়পত্রে বা উইলের রহিতকরণপত্রে কোন প্রকার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না। নিবন্ধীকৃত উইলের রহিতকরণপত্রও রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। রেজিস্ট্রেশন ফিস্ সকল ক্ষেত্রে [সি] ১২·০০ টাকা দিতে হয়।

উইল নিবন্ধীকরণের জন্য স্বয়ং উইলকারীকে নিবন্ধক অফিসে উইল দাখিল ও সম্পাদন স্বীকার জন্য হাজির হইতে হয়। এজেন্ট বা অন্য কাহারো দ্বারা এই কার্য সাধিত হয় না। যেহেতু উইলকারী ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তি উইল

দাখিল করিতে পারে না, সেজন্য উইলকারী রেজিস্ট্রেসন অফিসে আসিতে অক্ষম হইলে আর্টিকেল-[জে] অনুসারে রেজিস্ট্রেসন ফিস্-আদি দাখিল করিয়া কমিশনের দরখাস্ত করিতে হয় ; উইলকারীর গৃহেই উইল দাখিল হইবে। আর্টি-কেল-[কে] অনুসারে ফিস্ প্রদানে উইলের জন্য কমিশন প্রার্থনা করা যায় না।

উইলকারীর মৃত্যুর পর অবশ্য এক্‌জিকিউটার উইলখানি নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করিতে পারে। (রে. আ. এর ৪০ ও ৪১-ধারা দেখুন)।

শীলমোহরাংকিত খামে সংরক্ষিত উইল অবশ্য এজেন্ট মারফত নিবন্ধকের অফিসে গচ্ছিত (ডিপজিট) রাখিবার জন্য প্রেরণ করা যাইতে পারে। (৪২ হইতে ৪৬-ধারা দ্রষ্টব্য।)

উইল একাধিকবার করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমবার ব্যতীত দ্বিতীয়বার হইতে যতবার উইল করা হইবে ততবারই এই মর্মে উইল লেখা আরম্ভ করিতে হইবে যে ইতিপূর্বে সম্পাদিত উইল রহিতে বর্তমান উইলের নির্দেশাবলী কার্য-করী হইবে। এইরূপ লিখিবার জন্য স্বতন্ত্র কোন রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয় না ; অনেকে এইরূপ ধারণা করিতে পারেন যে যেহেতু রহিতকরণপত্র এবং উইলপত্র একই দলিলে লিখিত হইতেছে সেহেতু দুইটি [সি]-ফিস্ লইতে হইবে ; কিন্তু উক্ত ধারণা নিতান্ত অমূলক ; একটিমাত্র [সি]-ফিস্ ১২'০০ টাকা লইতে হইবে।

রেজিস্ট্রেসন আইনের ২৭-ধারায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে উইল নিবন্ধী-করণের জন্য বা উইল আমানতের জন্য যে কোন সময় উইল দাখিল করা যাইতে পারে ; অর্থাৎ, চারিমাস গতেও উইল নিবন্ধীকরণের জন্য দাখিল করা যায়।

মুসলমান ধর্মাবলম্বীও উইল বা অছিয়ৎনামা সম্পাদন করিতে পারেন ; মুসলমানদিগকে উইল সম্পর্কে যে বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

যে কোন প্রকৃতিস্থ সাবালক মুসলমান অছিয়তনামা করিতে পারেন।

সমাধির ব্যয়, ভৃত্যের তিন মাসের বেতন এবং অপরাপর ঋণ পরিশোধ করিয়া যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ উইল করা যাইতে পারে। এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তি উইলমূলে হস্তান্তর করিতে হইলে ওয়ারিশগণের সম্মতি লইতে হয়, অন্যথা উক্ত অছিয়তনামা অসিদ্ধ বিবেচিত হইবে। অবশ্য, ওয়ারিশ না থাকিলে যে কোন ব্যক্তিকে সমস্ত সম্পত্তি উইল দ্বারা দান করা যায়।

যাঁহাকে উইলমূলে সম্পত্তি দান করা হয় তিনি যদি উইল-কর্তার জীবিত কালেই মারা যান, তবে উক্ত উইল স্বাভাবিকভাবে বাতিল হইয়া যাইবে ; এবং উইলে লিখিত সম্পত্তি উইল-কর্তারই রহিয়া যাইবে।

যদিও হিন্দুদিগের উইল মৌখিক হইতে পারে না, মুসলমানদিগের উইল মৌখিক হইতে পারে।

উইল প্রমাণ বা প্রোবেট দান : উইলকারীর মৃত্যুর পর জজ সাহেবের নিকট উইল সম্পাদন প্রমাণ করিয়া প্রমাণপত্র (প্রোবেট) বা কার্য নির্বাহ নিয়োগপত্র লইতে হয়। উইল সম্পাদন প্রমাণ অর্থাৎ উইলকারীর সাবালক এবং প্রকৃতিস্থ অবস্থায় উইল করিবার পরে মৃত্যু হওয়ার প্রমাণ করিলেই প্রোবেট প্রদত্ত হয়।

উইল—১

লিখিতং শ্রী··················· ··পিতা৺ ·························ইত্যাদি। কস্য উইলপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। বৎসরাবধি নানাপ্রকার রোগ যন্ত্রণায় শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল জটিল ব্যাধির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব সে আশা পোষণ করি না, অতএব, আমার সম্পত্তিসমূহের ভোগাধিকার ও কার্যপ্রণালী নিবাহের সুবন্দোবস্ত এই সময় হইতে করা বিধেয় বলিয়া নিম্নলিখিতরূপে ব্যবস্থা করিলাম। আমার জীবনান্তে আমার উত্তরাধিকারী ও অপরাপর লিগেটিগণ এই উইলের শর্তে শর্তবান হইবেন।

[এখানে উইল-কর্তার সম্পত্তি কাহাদের মধ্যে কিরূপে বণ্টন করা হইবে তাহার বিবরণ দিতে হইবে, তাহার বর্ণনা দিতে হইবে ; যেহেতু অবস্থা বিশেষে ইহা বিভিন্ন ভাবে লিখিত হইয়া থাকে সেজন্য তাহা লিখিত হইল না।]

অত্র উইলের এক্‌জিকিউটার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদ্বয়কে নিয়োগ করিলাম :—

(ক) শ্রী··· ····················পিতা·· ·········গ্রাম···········থানা······ জেলা······ · ···জাতি············পেশা············।

(খ) শ্রী························পিতা·························ইত্যাদি।

এতদর্থে স্বেচ্ছায় অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই উইলপত্র লিখিয়া দিলাম এবং ইহাই আমার শেষ ও চূড়ান্ত উইলরূপে গণ্য হইবে। ইতি·········

সাক্ষী (১)··························

(২)··························

উইল—২

[সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় লিখুন ;] প্রথমে যে ব্যক্তি এক্‌জিকিউটার থাকিবেন তাঁহার নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

শ্রী························ ·পিতা·······················ইত্যাদি।

প্রথম এক্‌জিকিউটারের অবর্তমানে নিম্নলিখিত ব্যক্তি এক্‌জিকিউটারের কাজ করিবেন :—

শ্রী..........................পিত...|.................ইত্যাদি।

[উইলকারী ইচ্ছা করিলে উইলের মধ্যে এক্‌জিকিউটারের জন্ম মাসিক পারিশ্রমিকের ব্যবস্থাও করিতে পারেন] "এক্‌জিকিউটার ইচ্ছা করিলে প্রতি মাসে পারিশ্রমিকস্বরূপ ....টাকা লইতে পারিবেন"।

উইল—৩

কস্য উইলপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ; শরীর নানা প্রকার রোগে জরাজীর্ণ। হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে এই আশঙ্কায় আমার যে সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে এবং আমার জীবিতকালে আর যাহা কিছু অর্জিত হইবে তাহার একটি সুব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করিয়া আমি সজ্ঞানে এই উইল লিখিয়া দিয়া জানাইতেছি যে, আমার কোন সন্তানাদি নাই। আমার নিকট আত্মীয়-স্বজন যাঁহারা আছেন তাঁহারা কেহই আমার এই দুর্দিনে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়ান নাই। তুমি শ্রী .... পিতা...ইত্যাদি আমার এই দুঃখের দিনে পরম আত্মীয়ের ন্যায় পুত্রবৎ সেবা-যত্ন করিতেছ। তোমার ও তোমার স্ত্রী শ্রী .... এর সেবা-যত্নে আমি অদ্যাবধি বাঁচিয়া আছি। এবং তোমরা যে আমাকে চিরদিন এইরূপ সেবা-যত্ন করিবে ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এমতাবস্থায় আমার আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য আমি এইরূপ প্রকাশ করিতেছি যে আমার জীবনান্তে আমার ত্যক্ত যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি তুমি ও তোমার স্ত্রী উভয়ে তুল্যাংশে প্রাপ্ত হইবে এবং আমার ন্যায় তুল্য ক্ষমতায় দান, বিক্রয়, বন্ধক ইত্যাদি যাবতীয় প্রকার হস্তান্তরকরণের ক্ষমতাযুক্ত হইয়া পুত্রপৌত্রাদি ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পরম সুখে ভোগ-দখল করিতে থাকিবে। তাহাতে আমার অন্য কোন ওয়ারিশ, উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত-গণ কাহারো ওজর-আপত্তি বা দাবি-দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না। আমার বর্তমানে কোন ঋণ নাই কিন্তু আমার জীবনকাল মধ্যে যদি কোন ঋণ পরিশোধ না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করি তবে তোমরা উহা পরিশোধ করিয়া আমাকে ঋণের দায় হইতে মুক্ত করিবে এবং যদি আমার কিছু প্রাপ্য থাকে তাহা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। আমার জীবনান্তে যথাসম্ভব ব্যয় দ্বারা আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করিবে। আমি ইতঃপূর্বে আর কোন উইল করি নাই, ইহাই আমার শেষ উইল এবং এই উইলের লিখিত কার্য সকল আমার জীবনান্তে বলবৎ ও ফলবৎ হইবে। এতদর্থে আমি স্বেচ্ছায়, সুস্থ

চিত্তে, অন্যের বিনা অনুরোধে, নিজ হিতার্থে নিম্নস্বাক্ষরকারী সাক্ষিগণের সম্মুখে উইলের মর্ম বিশেষরূপে অবগত হইয়া সজ্ঞানে এই উইল সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন............

অছিয়ৎনামা—৪

লিখিতং শ্রী ....ইত্যাদি। কস্য অছিয়ৎনামাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমার বয়স প্রায়............বৎসর হইয়াছে। গত এক বৎসর যাবৎ শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছি; মনোবলও ভাঙিয়া পড়িতেছে। সুতরাং আমার যে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বর্তমানে আছে এবং আমার জীবিতকালে আর যাহা কিছু অর্জিত হইবে তাহার একটি সুব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক মনে করায় আমি সজ্ঞানে এই অছিয়ৎনামা দ্বারা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিলাম। ইহা আমার মরণান্তে বলবৎ ও কার্যকরী হইবে। আমার মৃত্যুর পর আমার কাফনদাফনের খরচের জন্য (সমাধিস্থ করিবার ব্যয়ের জন্য) এবং গরীব মিস্‌কীনদিগকে দান করিবার জন্য.........টাকা ব্যয় করিতে হইবে; চাকর-বাকরদিগের সমস্ত মাহিনা পরিশোধ করিতে হইবে। বর্তমানে আমার প্রায় ....টাকা ঋণ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। এই সকল ব্যয় নির্বাহ করিয়া এবং ঋণ পরিশোধ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহার এইরূপ ব্যবস্থা হইবে:

আমার পুত্র শ্রী...........আমার জীবিতাবস্থায় একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছে; তাহার পুত্র শ্রীমান..... ...মোহম্মদীয় আইনানুসারে আমার সম্পত্তির ওয়ারিশ হইতে বঞ্চিত। সে আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র; তাহার পিতার মৃত্যুর পর হইতেই সে আমার নিকট এযাবৎকাল থাকিয়া লালিত-পালিত হইতেছে এবং আমার এই জরাজীর্ণ শরীরের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি রাখিয়া আমার সেবাশুশ্রূষা করিতেছে। এই সমস্ত কারণে আমি তাহাকে তাহার ভরণপোষণের জন্য আমার স্বত্ব দখলী............ভূমি দিবার ব্যবস্থা করিলাম। প্রকাশ থাকে যে আমার পৌত্র শ্রীমান............কে যে সম্পত্তি দিবার ব্যবস্থা করিলাম তাহা আমার মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের কম হইবে।

উপরোক্ত ব্যয় ইত্যাদি করিয়া যে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিবে তাহা আমার তিন পুত্র, দুই কন্যা এবং পত্নী মহম্মদীয় করায়েজ অনুসারে বিভাগ করিয়া লইবে। ইহারা ব্যতীত আমার অন্য কোন ওয়ারিশ নাই।

আমার পত্নী শ্রীমতী..................কে একজিকিউট্রিক্স নিযুক্ত করিয়া গেলাম। আমার মৃত্যুর পর তিনি এই অছিয়ৎনামার নির্দেশ মতে আমার ত্যক্ত

সম্পত্তির ব্যবস্থা করিবেন। ইতিপূর্বে আমি কোন অছিয়ৎনামা সম্পাদন করি নাই। ইহাই আমার শেষ অছিয়ৎনামা। এতদর্থে সজ্ঞানে, অন্যের বিনানুরোধে আপন কর্তব্য বিবেচনা করিয়া এই অছিয়ৎনামা সম্পাদন করিলাম। ইতি সন.................তারিখ ....।

উইল—৫

কস্য উইলপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি......সালের......তারিখে .... অবর-নিবন্ধক অফিসের .....নং দলিলমূলে একখানি উইল রেজিস্ট্রী করিয়াছিলাম ; কিন্তু যাহাদের হিতার্থে আমি উক্ত উইল করিয়াছিলাম তাহাদের ব্যবহার অত্যন্ত রূঢ় এবং দুর্বিনীতের ন্যায় হওয়ায় আমি গভীর চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে উক্ত উইল নাকচ করিয়া নূতন করিয়া উইলপ্রণয়ন করিব। অত্র উইলমূলে উক্ত উইল নাকচ ও রদ করিয়া নিম্নলিখিতভাবে শেষ ও চূড়ান্ত উইল লিখিয়া দিলাম। আমার মৃত্যুর পর এই উইলের নির্দেশ কার্যকরী হইবে।

[এখন শর্তাবলী এবং উইলের বিষয় লিপিবদ্ধ করুন।]

দ্রষ্টব্য ঃ একটিমাত্র রেজিস্ট্রেশন ফিস্ আর্টিকেল [সি] (iii) অনুসারে ১২'০০ টাকা লইতে হইবে।

উইলের ক্রোড়পত্র—৬

লিখিতং শ্রী.........................ইত্যাদি। কস্য উইলের ক্রোড়পত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি.........সালের.........তারিখে একখানি উইলপত্র লিখিয়া রেজিস্টারী করিয়া দিয়া আমার মরণান্তে আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ভোগাধিকার ও কার্যপ্রণালী নির্বাহের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে উক্ত উইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সংযোজনা করা গেল।

আমার ভ্রাতা শ্রী · ....এর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাহার সংসার অভাব অনটনের মধ্যে চলিতেছে। আমার তিরোধানের পর তাহার কন্যা শ্রী ....এর বিবাহ হইলে বিবাহের খরচ-খরচা এবং যৌতুক-স্বরূপ আমার এস্টেট হইতে.........টাকা দিতে হইবে।

এবং আমার ভাই-এর পুত্র শ্রী......................। জেলা............... থানা ....এর অধীন...... ...গ্রামে আমাদের যে পৈতৃক বাগানবাড়ী আছে সেই বাগানবাড়ীতে আমার যে অংশ তাহা শ্রী ....পাইবে।

এই উইলের ক্রোড়পত্র আমার পূর্বলিখিত উইলের অংশস্বরূপ গণ্য হইয়া পঠিত হইবে। ইতি...............

মাসহারাপত্র

(বৃত্তিপত্র)

পরিচিতি ঃ ইহাকে ইংরাজীতে অ্যান্নুয়িটি বলে। ষ্ট্যাম্প আইনের ২৫-ধারাতে এই প্রকার নিদর্শনপত্র সম্পর্কে আলোচনা আছে। যে নির্দশনপত্র দ্বারা কোন বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয় বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্ধারিত অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় তাহাকে অ্যান্নুয়িটি বণ্ড বলে; অথবা যদি কোন কোবালার পণবাহা বার্ষিক বৃত্তিরূপে প্রদান করা হয় বা কোন নিদিষ্ট সময় অন্তর উক্ত মূল্য কিছু কিছু করিয়া প্রদান করা হয় তাহা হইলেও উহা অ্যান্নুয়িটির অন্তর্গত হইবে। অ্যান্নুয়িটির মূল্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হইবে।

বৃত্তি যদি নির্দিষ্ট কালের জন্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে মোট কত বৃত্তি প্রদান করা হইবে তাহা পূর্ব হইতেই জানা যাইবে। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে মোট বৃত্তির উপর ষ্ট্যাম্প নির্ধারণ করিতে হইবে। ধরা যাক, পাঁচ বৎসর কোন ব্যক্তিকে বৃত্তি বা মাসহারা দিতে হইবে। ঠিক হইল প্রতি বৎসর ১০০০·০০ টাকা করিয়া বৃত্তি দিতে হইবে; যেহেতু পাঁচ বৎসরকাল উক্ত বৃত্তি প্রদান করিতে হইবে সেজন্য মোট বৃত্তির পরিমাণ এ ক্ষেত্রে হইতেছে ১০০০×৫=৫০০০·০০ টাকা। এই পাঁচ হাজার টাকার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, বৃত্তি যদি চিরকালের জন্য বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য হয় এবং যদি ব্যক্তির জীবনাবসানের সহিত উক্ত কালের সমাপ্তি না ঘটে তাহা হইলে প্রথম বৃত্তি প্রদান হইতে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত মোট যে বৃত্তি প্রদান করা হইবে তাহার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক ধার্য করিতে হইবে; ইহাকে সাধারণতঃ চিরস্থায়ী মাসহারা বলা হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, বৃত্তি অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রদেয় হইলেও যদি উক্ত বৃত্তিপ্রদান ব্যক্তির জীবনাবসানেই সমাপ্ত হয় তাহা হইলে প্রথম বৃত্তি প্রদান হইতে আগামী বার বৎসর পর্যন্ত মোট যে বৃত্তি প্রদান করা হইবে সেই মোট বৃত্তির উপর ষ্ট্যাম্প ধার্য করিতে হইবে। ইহাকে সাধারণতঃ জীবনস্বত্বে মাসহারা বলে।

যাহা হউক, মাসহারাপত্রের উপরিউক্ত নিয়মে মূল্য নির্ধারণের পর উক্ত মূল্যের উপর সিডিউল [১ এ]-র ১৫-আর্টিকেল অনুসারে তমস্থকের ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে।

রেজিস্ট্রেশন ফিস্ আর্টিকেল-[এ]-অনুসারে দিতে হইবে।

মাসহারাপত্র—১

লিখিতং শ্রী·························ইত্যাদি। **তোমার আচরণ ও ব্যবহারে**

আমি অতীব প্রীত। আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আমায় মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার পৈতৃক অবস্থা ভাল নহে; এবং তুমি উপায়ক্ষমও নহ; কিন্তু তোমাকে এখনো দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ পড়াশুনা করিতে হইবে। তোমাকে একটি মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিবার মানসে এই মাসহারাপত্রমূলে স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে আগামী ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রতিমাসে আমার এস্টেট হইতে ৫০·০০ টাকা করিয়া মাসহারা বা বৃত্তি পাইবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা তারিখে এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। যদ্যপি আমি বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন এই বৃত্তি প্রদান করিতে তাচ্ছিল্য বা শৈথিল্য করি বা করে, তাহা হইলে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তুমি তোমার প্রাপ্য বৃত্তি মায় খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে এই বৃত্তিপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন ....

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত দলিলে নির্দিষ্টকালের জন্য মাসহারা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং মোট বৃত্তির উপর ষ্ট্যাম্প ধার্য হইবে; যেহেতু প্রতিমাসে ৫০·০০ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং ১২ মাসে মোট বৃত্তি হইবে ৫০ × ১২ = ৬০০·০০ টাকা; এবং পাঁচ বৎসরকাল বৃত্তি প্রদেয়; সুতরাং পাঁচ বৎসরে সর্বমোট ৬০০ × ৫ = ৩০০০·০০ টাকা বৃত্তি প্রদেয়। এই ৩০০০·০০ হাজার টাকার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হইবে।

চিরস্থায়ী মাসহারা—২

পরম কল্যাণীয়া শ্রী.......................ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী...............ইত্যাদি। কস্য চিরস্থায়ী মাসহারাপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। তুমি আমার পালিতা কন্যা হইতেছ। আমার ঔরসজাত তখন কোন সন্তানাদি ছিল না; কোন সন্তান লাভ করিবার সম্ভাবনাও ছিল না; সেই সময় হইতে আমি তোমায় গ্রহণ করিয়া কন্যাবৎ লালনপালন করিয়া আসিতেছি। পরবর্তী কালে প্রকৃতির খেয়ালে আমি এখন তিনটি সন্তানের পিতা। আমি দীর্ঘকাল পীড়ায় কষ্ট পাইতেছি; জানি না—ঈশ্বরের কি ইচ্ছা। কিন্তু ইহধাম ত্যাগ করিবার পূর্বে তোমার এবং তোমার উত্তরাধিকারের জন্য একটি সুবন্দোবস্ত করিয়া যাওয়া আমার কর্তব্য। এতদর্থে অত্র চিরস্থায়ী মাসহারাপত্রমূলে আমি স্বীকার ও অংগীকার করিতেছি যে তুমি ও তোমার অবর্তমানে তোমার সন্তানাদি ও ওয়ারিশানগণ চিরকালের জন্য আগামী........ সালের...........মাস হইতে প্রতিমাসে (বা বৎসরে) আমার আয়-উপস্বত্ব হইতে ১০০·০০ টাকা পাইবে। এই বৃত্তি নিয়মমত প্রদান করিতে আমি পুত্র-

পৌত্রাদি ওয়ারিশান এবং স্থলাভিষিক্তগণক্রমে বাধ্য রহিলাম। ইহাতে কোন প্রকার অন্যথা করিলে তুমি বৈধ উপায়ে তাহা আদায় করিতে ক্ষমতাবতী হইবে। তোমার অবর্তমানে তোমার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণও অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ৭ই তারিখের মধ্যে বৃত্তি পাইবে। বৃত্তি প্রদানে শৈথিল্য প্রকাশ পাইলে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বৃত্তির টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবে। অবশ্য, শর্ত রহিল যে তুমি বা তোমার কোন ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্ত কেহ এই বৃত্তির স্বত্ব দান, বিক্রয় বা কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিবে না; যদি কর তাহা হইলে আমি বা আমার উত্তরাধিকারী কেহ সেই টাকা আদায় দিতে বাধ্য হইব না বা হইবে না; এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরল মনে এই চিরস্থায়ী মাসহারাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন............

দ্রষ্টব্যঃ কুড়ি বৎসরে যে মোট বৃত্তি প্রদত্ত হইবে তাহার উপর ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ধার্য হইবে।

জীবনস্বত্বে মাসহারা—৩

পরম পূজনীয়া শ্রীযুক্তা.........................ইত্যাদি।

লিখিতং শ্রী.............................ইত্যাদি। আপনি আমার মাসীমা হইতেছেন। আপনি অকালে বিধবা হইয়া আমাদের সংসারে পরম আপনজনের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছেন; আপনার কোন সন্তানাদি নাই এবং আমার শৈশবকাল হইতে আপনি আমায় পুত্রবৎ স্নেহ করিতেছেন। আমার অবর্তমানে যদি আমার সন্তানগণ আপনাকে আমার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা না করে এবং আপনার ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে কুণ্ঠিত হয় তাহা হইলে বৃদ্ধাবস্থায় আপনি হয়ত দুঃখকষ্ট পাইতে পারেন এই আশংকায় আমি ব্যবস্থা করিলাম যে আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন আমার এস্টেট হইতে মাসিক ৩০'০০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন। প্রতি বাংলা মাসের সাত তারিখের মধ্যে এই বৃত্তির টাকা আপনাকে দেওয়া হইবে। আমি বা আমার ওয়ারিশান কেহ কখনো উক্ত বৃত্তি প্রদান করিতে শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে আপনি আইনের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আপনার প্রাপ্য বৃত্তি আদালত খরচা সহ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। [বা এমনও লেখা যাইতে পারেঃ আপনি বৃত্তি পাইতে অত্যধিক বিলম্ব হইলে বিলম্বিতকালের জন্য বার্ষিক শতকরা.........হারে সুদ পাইবেন; অথবা, নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বৃত্তির টাকা লইতে পারিবেন; ইহার অর্থ এই যে বৃত্তির জন্য সম্পত্তি

আবদ্ধ রাখা হয়; যদি বৃত্তির টাকা না প্রদান করা হয়, তবে আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বৃত্তির টাকা লওয়া যায়। সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিলে এইরূপ লিখিতে হইবে: এই মাসহারার টাকার মাতব্বরি জন্য আমার নিম্নলিখিত সম্পত্তি আবদ্ধ রহিল। আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন উক্ত সম্পত্তি আমি বা আমার কোন উত্তরাধিকারী কেহ কখনো উক্ত সম্পত্তি কোন প্রকারে দায় সংযোগ বা হস্তান্তর করিতে পারিব না বা পারিবে না। বৃত্তি না পাইলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মাসহারা লইতে পারিবেন; ইত্যাদি।] এতদর্থে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা প্ররোচনায় এই জীবনস্বত্বের মাসহারাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন............

দ্রষ্টব্য: যেহেতু মাসহারা জীবনাবসানে শেষ হইবে, সেহেতু ১২ বৎসরে যে মোট বৃত্তি প্রদত্ত হইবে তাহার উপর ষ্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ধার্য হইবে।

বৃত্তিত্যাগপত্র

পরিচিতি: আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে নির্দিষ্টকালের জন্য জীবনস্বত্বে বা চিরস্থায়ীভাবে মাসহারা বা বৃত্তির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এখন, নির্দিষ্ট-কাল শেষ হইবার পূর্বে জীবনাবসানের পূর্বে বা চিরস্থায়ী বৃত্তির ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে এই মাসহারা ভোগের স্বত্ব দাতার অনুকূলে ত্যাগ করা যায়। যেহেতু এইরূপ দলিলে দাবি বা স্বত্ব ত্যাগ করা হয় মাত্র সেজন্য এইরূপ দলিলে না-দাবি বা মুক্তিপত্রের ন্যায় ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে; অর্থাৎ বৃত্তিত্যাগপত্রে সিডিউল [১এ]-র ৫৫-আর্টিকেল অনুসারে ষ্ট্যাম্প শুল্ক দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা। নীচে একপ্রকার মাসহারা ত্যাগপত্রের উদাহরণ প্রদত্ত হইল:

চিরস্থায়ী মাসহারা ত্যাগপত্র

গ্রহীতা...শ্রী...............ইত্যাদি।

দাতা...শ্রী...............ইত্যাদি।

কস্য চিরস্থায়ী বৃত্তিত্যাগপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আপনি আমার অনুকূলে ইং সন.........সালের.........তারিখে একখানি চিরস্থায়ী মাসহারাপত্র সম্পাদন করিয়া আমাকে এবং আমার উত্তরাধিকারিগণকে বার্ষিক.. ......টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করিতে অংগীকারাবদ্ধ আছেন। কিন্তু এককালীন আমার ৫০০০·০০ টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় আমি আপনার নিকট হইতে ৫০০০·০০ টাকা লইয়া এতদ্বারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছি যে অদ্য হইতে উক্ত চিরস্থায়ী বৃত্তির সকলপ্রকার দাবি ও স্বত্ব চিরকালের জন্য ত্যাগ করিলাম। ভবিষ্যতে আর কোন প্রকার বৃত্তির জন্য আপনাকে বা আপনার ওয়ারিশান ও

স্থলাভিষিক্তগণকে কোন প্রকারে দায়ী করিতে পারিব না। আপনার উপর উক্ত চিরস্থায়ী মাসহারার জন্য যে দাবি-দাওয়া স্বত্ব বা অধিকার প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল তাহা এই মাসহারা না-দাবিপত্রমূলে রহিত হইল। ইতি সন……

দ্রষ্টব্য ঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি মাসহারা দিতে বাধ্য ছিলেন তাঁহার অনুকূলে মাসহারা ত্যাগপত্র সম্পাদিত হইতেছে। এবং সেজন্য ত্যাগপত্রদাতা কিছু অর্থও পাইতেছেন। কিন্তু দাতা যদি ঐরূপ অর্থ লইয়া মাসহারা প্রদানকারী ব্যক্তি ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তিকে ঐ মাসহারার দাবি ত্যাগ করিতেন, তবে তাহা মূলতঃ বিক্রয়-কোবালা হইত ; কেননা, মাসহারার স্বত্ব হস্তান্তরের ফলে যে ব্যক্তি উক্ত স্বত্ব লাভ করিত সে ব্যক্তি মাসহারাদাতার নিকট হইতে অনুরূপ মাসহারা আদায় করিতে পারিত ; সুতরাং তাহা না-দাবির আকারে লিখিত হইলেও বিক্রয়-কোবালারূপে গণ্য হইত।

রহিতকরণপত্র

পরিচিতি ঃ অনেক প্রকার দলিলই রেজিস্ট্রেসনের পর পুনরায় রহিত করা যায়। তবে সাধারণতঃ যে সকল দলিল দ্বারা স্বত্ব-স্বামিত্ব ও অধিকার হস্তান্তর করা হয় তাহা রহিত করা যায় না ; অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে ; যেমন দানপত্র ; বিশেষ ক্ষেত্রে দানপত্র রহিত করা যাইতে পারে ; সম্পত্তিতে দখল না দেওয়া পর্যন্ত তাহাতে দাতার অধিকার থাকে, সুতরাং দানকৃত সম্পত্তি গ্রহীতার দখলে না আসা পর্যন্ত তাহা রহিত করা যায়।

ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল [১এ]-র ১৭-আর্টিকেল রহিতকরণপত্রের ষ্ট্যাম্প শুল্ক সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করা আছে ; যে সকল রহিতকরণপত্রের জন্য সিডিউলে বিশেষ ব্যবস্থা নাই সেই সকল রহিতকরণপত্রের জন্য ১০·০০ টাকা ষ্ট্যাম্প শুল্ক ১৭-আর্টিকেল মতে দিতে হইবে। নিরূপণপত্র রহিতকরণ, অছি নিয়োগ রহিত-করণ, অংশনামা রহিতকরণ প্রভৃতির জন্য ষ্ট্যাম্প শুল্ক ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউলে বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে ; অর্থাৎ কোন দলিল রহিতকরণের জন্য কত ষ্ট্যাম্প কুসুম দিতে হইবে তাহা নির্দেশিত দানপত্র রহিতকরণ আছে।

আমি …… . …সালের . … . তারিখে…… .. . রেজিস্ট্রেসন অফিসের ……. …নং দলিলমূলে নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়া-ছিলাম, কিন্তু তুমি এ পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি দখল না করায় এবং সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের বিধানমতে তাহা অসিদ্ধ গণ্য হওয়ায় আমি এতদ্বারা উক্ত দানপত্র রহিত করিলাম এবং নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যেমন আমার দখলে আছে তেমনি রহিল। উক্ত সম্পত্তিতে তোমার বা তোমার উত্তরাধিকারী বা ওয়ারিশান কাহারো কোন প্রকার দাবি-দাওয়া রহিল না। এতদর্থে সুস্থ

শরীরে অত্র দানপত্র রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন.........

তপশীল

* * *

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত দানপত্রের রহিতকরণপত্রে বা যে কোন প্রকার দানপত্রের রহিতকরণপত্রে ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল [১এ]-র ১৭-আর্টিকেল মতে ১০.০০ টাকা ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪.০০ টাকা।

নিবন্ধীকৃত মোক্তারনামা রহিতকরণপত্র

লিখিতং শ্রী ....ইত্যাদি। আমি ....সালের...........তারিখে.........অবর-নিবন্ধক অফিসের......... নং মোক্তারনামা রেজিস্ট্রী করিয়া (১) শ্রী ....এবং (২) শ্রী ....কে আমার এজেণ্টরূপে নানাবিধ কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু বিশেষ কতকগুলি কারণে আমি তাঁহাদিগকে অ্যাটর্নীরূপে রাখিতে চাহি না। সুতরাং অত্র রহিতকরণপত্রমূলে আমি উক্ত মোক্তারনামা রহিত করিলাম। এখন হইতে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় আমার নিযুক্তকরূপে কোন প্রকার কার্য করিতে পারিবেন না। এতদর্থে এই মোক্তারনামা রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম।

দ্রষ্টব্য ঃ ষ্ট্যাম্প আর্টি.-১৭ অনুসারে ১০.০০ টাকা; রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ৪.০০ টাকা।

(অথেনটিকেটেড) মোক্তারনামা রহিতকরণ

অথেনটিকেটেড মোক্তারনামা রহিত করিতে হইলে কোন দলিল দ্বারা রহিত করিবার প্রয়োজন নাই। সাদা কাগজে রহিতকরণ সম্পর্কে বক্তব্য লিখিয়া মোক্তারনামাসহ অবর-নিবন্ধকের নিকট দরখাস্তখানি দাখিল করিতে হয়। (দরখাস্তের অধ্যায়ে দরখাস্তখানির নমুনা দেখুন)। এ সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা দেখুন।

লিখিতং শ্রী.................ইত্যাদি। তুমি আমার স্ত্রী হইতেছ। তখন আমার ঔরসজাত কোন সন্তানাদি ছিল না; আমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তোমাকে আমার মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছিলাম; কিন্তু রোগমুক্ত হইয়া আমি পরমেশ্বরের কৃপায় কিছুকাল যাবৎ সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে জীবনযাপন করিতেছি। গত............সালের...............মাসে তুমি একটি সন্তানের জননী হইয়াছ; সুতরাং দত্তক গ্রহণ করিবার এখন আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। সেজন্য অত্র রহিতকরণ পত্রমূলে আমি.........

সালের.........তারিখে............অবর-নিবন্ধক অফিসের............নং দলিল-মূলে যে দত্তক গ্রহণ করিবার পত্র তোমার অনুকূলে সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম তাহা রহিত ও নাকচ করিয়া দিলাম। আমার অবর্তমানে তুমি কোন দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইতি সন............।

দ্রষ্টব্য ঃ আর্টি.-১৭ অনুসারে ১০·০০ টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা।

নিরূপণপত্র রহিতকরণ

লিখিতং শ্রী..................ইত্যাদি। ইং সন...... সালের............ তারিখে............রেজিস্ট্রেসন অফিসের............নং দলিল দ্বারা আমি এক-খানি নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম। যাহাদের অনুকূলে আমি উক্ত নিরূপণপত্র সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলাম তাহারা উক্ত নিরূপণপত্রে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোন প্রকার অধিকার বা দখল এখনো পায় নাই; উক্ত সম্পত্তি আমারই দখলে আছে। ইতিমধ্যে আমি ভিন্নরূপ মনস্থ করায় উক্ত নিরূপণপত্র রহিত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। এতদর্থে নিম্নলিখিত কারণে আমি উক্ত নিরূপণপত্র এই রহিতকরণপত্রমূলে রহিত ও নাকচ করিলাম এবং নিম্নতপশীল বর্ণিত সম্পত্তি যেমন আমার দখলে আছে তেমনি রহিল।

[যে সকল কারণে উক্ত নিরূপণপত্র রহিত করা হইতেছে তাহা লিখিতে হইবে।]

সুস্থ শরীরে সরল মনে অত্র নিরূপণপত্রের রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন.........

দ্রষ্টব্য ঃ ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল-[৫৮ বি] অনুসারে; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা।

অছিনামা রহিতকরণপত্র

লিখিতং (১) শ্রী............ ..ইত্যাদি। (২) শ্রী............ইত্যাদি। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনার অভাবে এবং নানা প্রকারে দায়গ্রস্ত হওয়ায় আমাদের হিতার্থে আপনাকে যথানিয়মে ....সালের............ তারিখে... .....রেজিস্ট্রেসন অফিসের.........নং দলিলমূলে অছি নিয়োগ করিয়া আপনার উপর আমাদের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি উক্ত অছিনামার শর্তানুসারে কার্য করিতে-ছেন না এবং উক্ত অছিনামার নিম্নলিখিত ধারাগুলির অপব্যবহার করিয়াছেন; আপনাকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করা সত্ত্বেও আপনি সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই।

[যে সকল ধারার অপব্যবহার করা হইয়াছে তাহা এখানে লিখিতে হইবে।]

অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আপনাকে আর উক্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত রাখিলে আমাদের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এতদর্থে, আমরা অত্র রহিতকরণপত্রমূলে উক্ত অছিনিয়োগপত্র রহিত করিয়া আমাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত আপনার সকল প্রকার ক্ষমতা লোপ করা হইল। এই রহিতকরণপত্র সম্পাদনের পর আপনি আমাদের এস্টেট সংক্রান্ত কোন কার্য করিতে পারিবেন না, করিলেও আর আমরা তাহাতে কোনক্রমে বাধ্য হইব না, এবং আইনেও আপনার উক্ত কার্য অসিদ্ধ গণ্য হইবে। এতদর্থে এই অছিনামা রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন...............

দ্রষ্টব্য ঃ আর্টিকেল-[৬৪ বি] অনুসারে ষ্ট্যাম্প ; রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা।

অংশনামা রহিতকরণপত্র

পরিচিতি ঃ অংশনামা রহিত করিতে হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের সিডিউল [১এ]-র [৪৬ বি] আর্টিকেল অনুসারে ১৫·০০ টাকার ষ্ট্যাম্প দিতে হয়, রেজিস্ট্রেসন ফিস্-[ই]—৪·০০ টাকা। একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য : ধরুন, রাম, শ্যাম, যদু তিনজনে একটি কারবার আরম্ভ করিল ; তাহারা একটি অংশনামা দলিল করিল ; তাহাতে বিবৃত হইল কাহার কিরূপ অংশ, কাহার কোন্ কাজ, কে কিরূপ লভ্যাংশ পাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন, কিছুকাল কারবার চালাইবার পর হয়ত কোন কারণে যদু উক্ত কারবারে তাহার যে অংশ ছিল তাহা অপর দুই অংশীদারের অনুকূলে ত্যাগ করিল ; মূল্যস্বরূপ কিছু পণের টাকাও লইল ; এবং যদু উক্ত কারবার হইতে সংস্রবশূন্য হইল। যেহেতু কারবারটি রাম, শ্যাম, যদু এই তিন ব্যক্তিকে লইয়া আরম্ভ হইয়াছিল, সেহেতু যদু চলিয়া যাওয়ায় কারবারের মূল রূপটিও পাল্টাইয়া গেল ; এ ক্ষেত্রে রাম ও শ্যাম নূতন নামে কারবার গঠন করিতে পারে ; সুতরাং যদু তাহার যে অংশ রাম ও শ্যামের নিকট বিক্রয় করিল তাহার ফলে মূল অংশনামা রহিত হইল বটে কিন্তু তাহা মূলতঃ বিক্রয়-কোবালা ভিন্ন আর কিছুই নহে ; কারণ, যদু তাহার কারবারের অংশ অপর দুই অংশীদারের নিকট বিক্রয় করিল মাত্র ; এরূপ দলিলের নামকরণ যদিও 'অংশনামা রহিতকরণপত্র' হয় তথাপি উহা বিক্রয়-কোবালা জ্ঞানে ২৩-আর্টিকেল অনুসারে কোবালার ষ্ট্যাম্প দিতে হইবে। ১৫·০০ টাকার ষ্ট্যাম্প কাগজে কেবলমাত্র তখনই অংশনামা রহিত করা যাইবে যখন উক্ত তিন ব্যক্তি একত্রে রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিবে ; এবং যে কারবার গঠিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে। যেমন :

অংশনামা রহিতকরণপত্র

প্রথম পক্ষ............দ্বিতীয় পক্ষ.............তৃতীয় পক্ষ............ইত্যাদি।

কস্য অংশনামা রহিতকরণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমরা তিনজনে একত্রে.........নামে একটি.........কারবার.......অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। আমাদের উক্ত অংশীদারী কারবার সম্পর্কে......সালের......তারিখে.........রেজিস্ট্রেসন অফিসের.........নং দলিল রেজিস্ট্রী করিয়াছিলাম। আমরা এতদিন একত্রে কারবার করিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে নানা বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় আমরা উক্ত কারবার ভাঙিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছি। এতদর্থে, অত্র রহিতকরণপত্রমূলে উক্ত অংশনামা রহিত করিলাম; কারবারের যে মালপত্র আছে তাহা আমরা নিম্নলিখিতভাবে পাইব বা কারবারের মালপত্র বিক্রয় করিয়া যে অর্থ হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত হারে আমরা লইয়া উক্ত কারবার তুলিয়া লইলাম।

[কে কিরূপভাবে কারবারের অবশিষ্ট মালপত্র পাইবে তাহা লিখিতে হইবে।]

এতদর্থে সুস্থ শরীরে আমরা অংশনামা রহিতকরণপত্র সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি সন...............

উইল রহিতকরণপত্র

আমরা জানি উইল প্রণয়ন করিয়া রেজিস্ট্রী করিতে হইলে উইলের জন্য কোন ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না; অনুরূপে উইলের রহিতকরণপত্র সাদা কাগজে লিখিতে হয়। উইল রহিতকরণপত্রের জন্য [সি] (iii) আর্টিকেল মতে ১২·০০ টাকা রেজিস্ট্রেসন ফিস্ দিতে হয়।

লিখিতং শ্রী ....ইত্যাদি। কস্য উইল রহিতকরণপত্রমিদং কার্যঞ্চাগে। আমি ইং সন......সালের......তারিখে......রেজিস্ট্রেসন অফিসে একখানি উইল রেজিস্ট্রী করি। উক্ত অফিসের.........নং দলিলরূপে তিন নং রেজিস্টার বহিতে উহা নকল করা আছে। এক্ষণে আমার মানসিক ভাবের পরিবর্তন হেতু উক্ত উইলের শর্তসকল যাহাতে আমার মৃত্যুর পর কার্যকরী না হয় তাহার জন্য এই রহিতকরণপত্র লিখিতেছি। আমার মৃত্যুর পর উক্ত উইলের কোন শর্ত কার্যকরী করা যাইবে না; কারণ, অত্র রহিতকরণপত্র দ্বারা আমি উক্ত উইল সম্পূর্ণরূপে নাকচ ও রহিত করিলাম। আমি যদি ইহার পরে অন্য কোন উইল সম্পাদন করি তাহা হইলে সে ভাবী উইলের শর্তানুসারে আমার সম্পত্তিসমূহের ভোগাধিকার ও কার্যপ্রণালীর নির্বাহভার নির্দিষ্ট হইবে। আর যদি সেরূপ দ্বিতীয়বার কোন উইল প্রণয়ন না করি তবে প্রচলিত আইনানুসারে বিনা উইলকারীর সম্পত্তিসমূহ ওয়ারিশানক্রমে যেরূপ ভাবে ন্যস্ত হইয়া

থাকে, আমার সম্পত্তিসমূহও ওয়ারিশানগণ সেইরূপে প্রাপ্ত হইবে। এতদর্থে সুস্থ শরীরে, সরল মনে এই উইল রহিতকরণপত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন···

সংশোধনপত্র সম্পর্কে মন্তব্য

১৮৫ পৃষ্ঠাতে আলোচনা করিয়াছি যে বিক্রয়-কোবালা, মর্টগেজ এবং সেটেলমেণ্ট দলিলের সংশোধন করা প্রয়োজন হইলে ষ্ট্যাম্প আইনের ৪-ধারা অনুসারে ১·০০ টাকা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; এই তিন প্রকার দলিল ভিন্ন অন্য প্রকার দলিলের সংশোধন প্রয়োজন হইলে মুল দলিলের ন্যায় পূরা ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে ; কারণ ৪-ধারায় কেবলমাত্র উক্ত তিন প্রকার দলিলের জন্য সাপ্লিমেণ্টারি দলিলের বিধান আছে।

কেহ কেহ অবশ্য এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে সংশোধনপত্রে এক প্রকার একরারনামা মাত্র ; একরারনামার যেমন আর্টিকেল-৫ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়, যে কোন প্রকার দলিলের সংশোধনপত্রও তেমনি ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। নিবন্ধীকৃত একখানি লীজের কথাই ধরুন। লীজখানি রেজিস্ট্রী হইবার পর উহাতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্ট হইল। লীজের এই সামান্য ত্রুটি সংশোধনের জন্য একখানি সংশোধনপত্র রেজিস্ট্রী করা প্রয়োজন ; এই সংশোধন-পত্রে আর্টিকেল-৫ অনুসারে একরারনামার ন্যায় ১·৫০ পয়সার ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

কাবিন্‌নামা সম্পর্কে একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহের কারণে যে কাবিননামা সম্পাদিত হয় তাহাতে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না (সিডিউল [১এ], আর্টিকেল-৫৮—'রেহাই' অংশ দেখুন)। সাধারণতঃ, বিবাহের পূর্বে বা পরে এই কাবিননামা সম্পাদিত হইলেও এইরূপ দলিলে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইত না ; কারণ, উক্ত যৌতুকপত্র মুসলমানদিগের বিবাহ সংক্রান্ত কাবিননামা মাত্র। কিন্তু, ১৯৫৯ সালে বোম্বাই হাইকোর্ট কোন কেস্ সংক্রান্তে রায় দিয়াছেন যে কেবলমাত্র সেই সকল কাবিননামায় ষ্ট্যাম্প রুসুম দিতে হইবে না, যে সকল কাবিননামা বিবাহের সময়ে সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং বিবাহের পূর্বে বা পরে সম্পাদিত কাবিননামায় নিরূপণপত্রের ন্যায় আর্টিকেল-৫৮ অনুসারে ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। কেবল **বিবাহের সময়ে** সম্পাদিত কাবিননামায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয় না।

প্রত্যক্ষ কর (সংশোধন) আইন, ১৯৬৪

[ডিরেক্‌ট্ ট্যাক্‌সেস্ (অ্যামেন্‌ড্‌মেণ্ট) অ্যাক্‌ট্]

এই আইনের দ্বারা ইন্‌কাম-ট্যাক্‌স্ অফিসারকে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

এই আইনে নির্দেশ প্রদান করা যাছে যে পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিবার জন্য নিদর্শনপত্র রেজিস্টারিং অফিসারের নিকট দাখিল করিলে, রেজিস্টারিং অফিসার উক্ত নিদর্শনপত্র ইন্‌কাম-ট্যাক্স অফিসারের সার্টিফিকেট ব্যতীত গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ উক্ত নিদর্শনপত্র সার্টিফিকেটসহ দাখিল করিতে হইবে।

লীজ সম্পর্কে মন্তব্য

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে একাধিক বৎসর সংক্রান্ত লীজে সকল বৎসরগুলির জন্য প্রদেয় খাজনা একত্রে প্রদান করিলে, একত্রে প্রদান না করিলে যেরূপ ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হইত সেইরূপ দিতে হইবে। মনে করিলাম, পাঁচ বৎসরের একখানি লীজ ; বাৎসরিক খাজনা দশ টাকা ; সাধারণতঃ বৎসরে বৎসরে দশ টাকা করিয়া খাজনার টাকা প্রদেয় ; কিন্তু যদি পঞ্চাশ টাকা খাজনা এককালীন প্রদান করা হয় তবে, উক্ত টাকা খাজনা বিবেচনা

করা হইবে, না অগ্রিম প্রদত্ত টাকা বিবেচনা করা হইবে সে সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। হাইকোর্ট বিচারের রায়ে এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে চল্লিশ টাকা এবং দশ টাকা যদি এই দুই কিস্তিতে খাজনা প্রদান করা হয়, তবে উহা খাজনা বিবেচনা করিতে হইবে, অগ্রিম প্রদত্ত খাজনা বিবেচনা করিবার কারণ নাই। (দি ইন্‌ডিয়ান ষ্ট্যাম্প অ্যাক্‌ট্, এম, এন, বাসু—পৃঃ ৩৫৩)

'খাজনা সংরক্ষিত' অর্থে নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা একাধিক কিস্তিতে খাজনার টাকা প্রদান করিতে হইবে এইরূপ বুঝিতে হইবে (সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ধারা-১০৫ ; ভোনো ৪৪৫)। সুতরাং, হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশিত রায় ব্যতিরেকে, একত্রে সমস্ত খাজনার টাকা প্রদান করিয়া বণ্ডের ন্যায় ষ্ট্যাম্প প্রদান করিলে অনেকে অগ্রিম প্রদত্ত টাকা বিবেচনা করিতে পারেন ; সুতরাং খাজনা কমপক্ষে দুইটি কিস্তিতে প্রদান করা বিধেয়।

ডুপ্লিকেট দলিলের জন্য ডিনোটেশনের দরখাস্ত

আমরা জানি কোন ডুপ্লিকেট দলিলে সর্বোচ্চ ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল-১৫ অনুসারে প্রদেয় ; সেই সংগে ষ্ট্যাম্প আইনের ১৬-ধারা অনুসারে ডুপ্লিকেট দলিলের ষ্ট্যাম্প মাশুল ডিনোটেশনের জন্য ০·৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি প্রদানে দরখাস্ত করিতে হয়। কিন্তু মূল দলিলে যদি তিন টাকার কম ষ্ট্যাম্প মাশুল প্রদান করা থাকে, তবে ডুপ্লিকেট দলিলে মূল দলিলের ন্যায় ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। যেহেতু, ডুপ্লিকেট দলিলে মূল দলিল হইতে কম ষ্ট্যাম্প দিতে হইল না, সে জন্য ০·৭৫ পয়সার কোর্ট-ফি সহযোগে ডিনোটেশনের দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই। তবে দলিলখানি ডুপ্লিকেট কিনা তাহা জানিবার জন্য মূল দলিলখানি প্রদর্শন করাইবার প্রয়োজন আছে।

দলিল-লেখকগণের পারিশ্রমিক

পূর্ব্ব ১১৯—১২০ পৃষ্ঠায় নিয়ম ১২৬এ দলিল-লেখকগণ কিহারে পারিশ্রমিক দাবী করিতে পারেন তাহার নির্দেশ আছে। কিন্তু পশ্চিমবংগ সরকার ১৯শে ডিসেম্বর ১৯১৯ সালের এক নোটিফিকেশন মারফত উক্ত পারিশ্রমিকের হার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। লাইসেন্‌স্‌প্রাপ্ত দলিল-লেখক নিম্নলিখিত হারে পারিশ্রমিক দাবী করিতে পারেন :

(১) দলিলের মুসাবিদা (ড্রাফ্‌ট্) করিবার জন্য (অথবা মুসাবিদা না করিয়া দলিল লিখিবার জন্য প্রতি তিনশত শব্দ বা তাহার কোন অংশের জন্য—

(এ) কলিকাতা, সাউথ সুবারবান এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকান্থিত রেজিসট্রেসন অফিসে—টাকা ৩·১০ পয়সা।

(বি) অন্যান্য অফিসে—টাকা ২·৫০ পয়সা।

(২) মুসাবিদা দেখিয়া দলিল লিখিবার জন্য এবং দলিল রেজিস্ট্রী করাইবার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য, প্রতি তিন শত বা তাহার কোন অংশের জন্য :

(এ) কলিকাতা, সাউথ সুবারবান এহং হাওড়া মিউনিসিপ্যালটির এলাকস্থিত রেজিস্ট্রেসন অফিসে—টাকা ১·৫৫ পয়সা।

(বি) অন্যান্য অফিসে—টাকা ১·২৫ পয়সা।

(৩) দলিল ডেলিভারী লইবার জন্য :—প্রতি দলিলের জন্য—০·৩০ পয়সা।

(৪) সকল প্রকারের দরখাস্ত লিখিবার জন্য এবং তাহা ফাইল করিবার জন্য :—প্রতি দরখাস্তে—০·৩০ পয়সা।

(৫) সমন লিখিবার ও ফাইল করিবার জন্য :—প্রতি কপির জন্য—০·১৫ পয়সা।

(৬) প্রতি নোটিশ লিখিবার জন্য—০·৩০ পয়সা।

(৭) ইন্‌ডেক্স তল্লাস অথবা ভল্যুম পরিদর্শনের জন্য (প্রতি ব্যক্তি অথবা সম্পত্তির প্রত্যেক আইটেম-এর জন্য) : প্রতি বৎসরের জন্য—০·৩০ পয়সা।

দলিল লেখকের লাইসেন্‌স্ ফিস্

লাইসেন্‌স্ ফিস্ টাঃ ৬·২৫ পয়সা হইয়াছে।

১২১ নিয়মে (পৃঃ ১১৭) লিখিত আছে, দলিল লেখক হইতে হইলে পাঁচ টাকা লাইসেন্‌স্ ফিস জমা দিতে হয়। কিন্তু উক্ত ৯৮নং নোটিফিকেশন অনুসারে লাইসেন্‌স্ ফিস্-টাকা ৬·২৫ হইয়াছে।

লাইসেন্‌স্ রিনিউয়াল ফিস

লাইসেন্‌স্ রিনিউ করিতে এখন দুই টাকা দিতে হইবে। ১২২ নিয়মে (পৃঃ ১১৭) লিখিত আছে লাইসেন্‌স্ রিনিউ করিতে এক টাকা ফিস্ জমা দিতে হয়। কিন্তু উক্ত ৯৮নং নোটিফিকেশন বলে রিনিউয়াল ফিস দুই টাকা করা হইয়াছে।

ষ্ট্যাম্প টেবল শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা নং	ছত্র	কলম	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৪	৪	৬ (হেডিংএ)	৫৪এ	৫৮ (এ)
”	৫	৬ ”	৫৪ (বি)	(৫৮ বি)
”	১৩	৬ ”	২০·২০	২০·২৫
২০৫	১৪	৫ ”	১২৯·০০	১২৯·৬০
”	১৫	৫ ”	১৩৬·৬০	১৩৬·৮০
”	১৮	৪ ”	২৮৪·৫০	২৮৩·৫০
”	২০	৫ ”	১৬৫·৪০	১৬৫·৬০

বিবিধ স্তম্ভে শেষ ৫টী ছত্র নিম্নরূপ পঠিত হইবে :—

লিজ ৫ বৎসরের অধিক ১০ বৎসরের অনধিক	বাৎসরিক গড় খাজনার উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প (৪র্থ কলমের অনুরূপ)
” ১০ ” ” ২০ ” ”	বাৎসরিক গড় খাজনার ২ গুণের উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প (৪র্থ কলমের অনুরূপ)
” ২০ ” ” ৩০ ” ”	বাৎসরিক গড় খাজনার ৩ গুণের উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প (৪র্থ কলমের অনুরূপ)
” ৩০ ” ” ১০০ ” ”	বাৎসরিক গড় খাজনার ৪ গুণের উপর কোবালার ষ্ট্যাম্প (৪র্থ কলমের অনুরূপ)।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

[আ.—ষ্ট্যাম্প আর্টিকেল। ধা.—রেজিস্ট্রেসন আইনের ধারা
নি.—রেজিস্ট্রেসন নিয়ম।]

অংশনামা (আ. ৪৬) ১৮৭
অচলনামা ২৫৮
অনিবার্য কারণে বিলম্বের জন্য ব্যবস্থা (নি. ২৫) ৭৯
অনুদান ১১
অনুবাদ এবং কপি (নি. ৬৭) ৯৯
অনুলিপি (আ. ২৫) ১৭৪
অপরিহার্য কারণে দলিল দাখিলে বিলম্ব হইলে ব্যবস্থা (ধা. ২৫) ১৯
অন্যান্য প্রকার দলিল নিবন্ধীকরণের স্থল (ধা. ২৯) ২১
অন্যান্য রেজিস্ট্রেসন অফিসে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত রেকর্ড (নি. ১২) ৭১
অফিসের চার্জ লইবার সময় অফিসে রক্ষিত সকল বহির পরীক্ষাকরণ (নি. ১১৭) ১১৫
অফিসিয়ালদিগের প্রয়োজনে সংবাদ (নি. ১১০) ১১৩
অবর-নিবন্ধক (ধা. ৬) ৪
অবর-নিবন্ধকের অনুপস্থিতি ইত্যাদি (ধা. ১২) ৫
অব্যবহৃত ষ্ট্যাম্প ট্রেজারীতে জমা দিলে টাকা ফেরৎ পাওয়া যায় (ধা. ৪৯-৫৫) ১৫৯
অর্পণনামা ৩৪৯
অস্থাবর (ধা. ২) ৩
অস্থাবর সম্পত্তি (ধা. ২) ৩
অ্যাওয়ার্ড (আ. ১২) ১৬৬
অ্যাডমিনিস্ট্রেসন বণ্ড (আ. ২) ১৬০
অ্যাড্রিসান বা ঠিকানা (ধা. ২) ২

আংশিক ভারতে এবং আংশিক ভারতের বাহিরে সম্পাদিত দলিলের জন্য প্রণালী (নি. ৫৬) ৯৭
আজ্ঞপ্তি ১১
আঞ্চলিক বিভাগ (নি. ২০) ৭৪
আদালত কর্তৃক দলিল নাকচ হইলে রেজিস্টার বহির উপান্তে নোট প্রদান (নি. ১৭, ১৭এ) ৭২, ৭৩
আদালতে রেকর্ডপত্রাদি দাখিলকরণ (নি. ১১১) ১১৩
আদেশ ৮
আপস-রফা দলিল ৮
আবেদনপত্র গ্রহণান্তে নিবন্ধকের করণীয় (ধা. ৭৪) ৫৪
আমানতকারীর মৃত্যুতে ব্যবস্থা গ্রহণ (ধা. ৪৫) ৩৫
আরথার পল বেনথল কেস ৩১৮

ইণ্টারলাইনেশান ইত্যাদি সম্পর্কে দলিলে নোট (নি. ৯২) ১০৮
ইণ্টারলাইনেশান, ব্ল্যাঙ্ক, অল্টারেশান, ইরেজার ইত্যাদি সম্পর্কে নোট প্রদান (নি. ৭০) ১০০
ইন্‌ডেক্স ইংরাজী ভাষায় বর্ণানুক্রমে লিখিত হইবে (নি. ৮৩) ১০৫
ইনডেক্স পরিদর্শন ও তল্লাসযোগ্য সার্টিফায়েড কপি (ধা. ৫৭) ৪১
১, ২, ৩, ৪নং ইনডেক্স ফরম (নি. ৮২) ১০৫
ইনডেক্স বাঁধান সম্পর্কে (নি. ৯০) ১০৭
ইনডেক্সে কিভাবে নামের বানান লিখিতে হইবে (নি. ৮৪) ১০৬
ইন্‌সিওরেন্স পলিসি (আ. ৪৭) ১৮৭
ইম্‌প্রেসড্‌ ষ্ট্যাম্পে কেমন করিয়া নিদর্শনপত্র লিখিতে হয় (ধা. ১৩) ১৪৯
ইম্‌মুভেবল প্রপার্‌টি (ধা. ২) ২

ইস্তফানামা (আ. ৬১) ১৯৯

উইল একটি মেমোরাণ্ডাম এবং একটি চিঠিসহ কোর্টে প্রেরণ করিতে হয় (ধা. ১০০) ১১০
উইল এবং দত্তক গ্রহণের প্রাধিকার-পত্র দাখিলকারী ব্যক্তি (ধা. ৪০) ৩১
উইল এবং দত্তক গ্রহণের প্রাধিকার-পত্র নিবন্ধীকরণ (ধা. ৪১) ৩৪
উইল এবং প্রাধিকারপত্র রহিত-করণ (নি. ১০২) ১১১
উইল নিবন্ধীকৃত বা প্রত্যাখ্যাত হইলেও বিনাশ না করিয়া নিবন্ধকের অফিসে ডিপজিট দিতে হইবে (নি. ১০৩) ১১১
উইল ৫নং বহিতে এন্ট্রি (ধা. ৯৭) ১১০
উইল ডিপজিট (নি. ৯৬) ১০৯
উইল ডিপজিটের পরবর্তী প্রণালী (ধা. ৪৩) ৩৫
উইল রক্ষিত সীলকভার উন্মোচন (নি. ৯৯) ১১০
উইল রক্ষিত সীলকভার প্রতি মাসে পরীক্ষাকরণ (নি. ১০১) ১১০
উইল যে কোন সময়ে দাখিল করা যাইতে পারে (ধা. ২৭) ২০
উইল সীলকভারে আবৃত হইলে প্রত্যাহার (নি. ৯৮) ১১০
উত্তমর্ণ ৮

ঋণ স্বীকারপত্র (আ. ১) ১৬০

এই আইন (নি. ২) ৬৭
একই রকম ফরম-এর দলিলের কপির জন্য লিথু করা ফরম যোগান চলে (নি. ৭৪) ১০২
একই ষ্ট্যাম্প পেপারে একাধিক নিদর্শনপত্র লেখা চলে না (ধা. ১৪) ১৪৯
একটিমাত্র ট্রানজাক্‌সান সম্পূর্ণ করিতে একাধিক নিদর্শনপত্র ব্যবহার (ধা. ৪) ১৪৩
একরারনামা (আ. ৫) ১৬১
একাধিক উপজেলাস্থিত সম্পত্তির দলিল সম্বন্ধে ব্যবস্থা (ধা. ৬৪) ৪৪
একাধিক জেলাস্থিত সম্পত্তির দলিল সম্বন্ধে ব্যবস্থা (ধা. ৬৫) ৪৫
একাধিক ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত দলিল (ধা. ২৪) ১৮
একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত দলিলের নিবন্ধীকরণের নিয়ম (নি. ৫১) ৯১
একাধিক কপি দাখিলের জন্য ফাইন গণনার পদ্ধতি (নি. ৪১) ৮৭
একাধিক পৃথক বিষয় সম্পর্কিত নিদর্শনপত্র (ধা. ৫) ১৪৪
একাধিক পৃষ্ঠায় লিখিত দলিল সম্পর্কে (নি. ৪৪) ৮৭
এন্ট্রি গুলিরপ্রত্যেকটি ধারাবাহিক ভাবে নম্বরযুক্ত করিতে হইবে (ধা. ৫৩) ৪০
এনডোর্সড (ধা. ২) ২
এনডোর্সমেণ্ট (ধা. ২) ২, ১১
এনডোর্সমেণ্ট লিখিবার প্রণালী (নি . ৪৬) ৮৮
এনডোর্সমেণ্ট ও সার্টিফিকেট নকল করিতে হইবে, পরে দলিল ফেরৎ দিতে হইবে (ধা. ৬১) ৪৩
এফিডেভিট (আ. ৪) ১৬১
এলেন বনাম মরিসন কেস্‌ ৩১৯

ঐচ্ছিক নিবন্ধীকরণযোগ্য দলিল (ধা. ১৮) ১২

কখন শপথ গ্রহণ করা হবে (নি.৫৯) ৯৮
কটকোবালা ৩০১
কতক ক্ষেত্রে মোক্তারনামার অনুবাদ ফাইলকরণ (নি. ৯৪) ১০৯

কতক নামের জন্য ৩নং ইনডেক্সে
ভিন্ন কালির ব্যবহার (নি. ৮৭) ১০৬
কতকগুলি আইন এবং আদালতের
ক্ষমতা রক্ষাকরণ (ধা. ৪৬) ৩৬
কতকগুলি দলিলের পুনর্নিবন্ধী-
করণ (ধা. ২৩এ) ১৬
কন্‌টিনজেণ্ট ৭
কনকারমেশান্ ডিড্ ২৬৯
কন্‌ভেয়ান্‌স্ (আ. ২৩) ১৭২
কপি বা এক্সট্রাক্‌ট্ (আ. ২৪) ১৭৩
কপি এবং নোট প্রমাণীকরণ
(নি. ১৭) ৭২
কপি এবং মেমোরাণ্ডার রসিদ
(নি. ৮১) ১০৫
কপি, মেমোরাণ্ডা ইত্যাদির
ইনডেক্‌স্ (নি. ৮৯) ১০৭
কবুলিয়ত ৫৩০
কম্‌পোজিসান ডিড্ ৮
কম্‌পোজিসান ডিড বন্দোবস্ত পত্র
(আ. ২২) ১৭২
কমিশন কার্য সম্পন্ন করিবার
পরবর্তী প্রণালী (নি. ৩৮) ৮৫
কমিশন কাহাকে ইসু করা যাইবে
(নি. ৩৬) ৮৪
কমিশনের জন্য এনডোরস্‌মেণ্ট
ফরম (নি. ৩৫) ৮৪
কয়েকটি ক্ষেত্রে নিবন্ধকের দ্বারা
নিবন্ধীকরণ (ধা. ৩০) ২২
কয়েকটি ক্ষেত্রে রসিদ প্রদানের
ব্যবস্থা (ধা. ৩০) ১৫৬
কলিকাতা রেজিস্ট্রী অফিসে
সংরক্ষিত রেকর্ড সকল (নি. ১৩)৭১
কলিকাতা হাইকোর্টে এটর্নী হইবার
জন্য ষ্টাম্প মাশুল (আ. ৩০) ১৭৬
কায়েমী ৭
কারেণ্ট ইনডেক্স এবং এন্‌ট্রী
৫৪) ৪০
কালেক্টারের নিকট হইতে ইমপাউণ্ড-
কৃত দলিল ফেরত পাইবার
পরবর্তী প্রণালী (নি. ২৯) ৮২
কাস্টমস্ বণ্ড (আ. ২৬) ১৭৪
কাহাকে ষ্টাম্প মাশুল প্রদান
করিতে হয় (ধা. ২৯) ১৫৫
ক্লার্কসিপের নিয়মাবলী (আ. ১১) ১৬৬
ক্রমাগত ভাতা (ধা.২) ২
কোন্ ক্ষেত্রে সমনের সহিত অনুবাদ
কপি থাকা প্রয়োজন (নি. ১০৬)১১২
কোন্ ক্ষেত্রে সম্পত্তি সম্পর্কিত
নিবন্ধীকৃত দলিল মৌখিক চুক্তি
নাকচে কার্যকরী হইবে (ধা. ৪৮) ৩৭
কোর্ট কর্তৃক রিকুইজিশন দলিলের
জন্য তল্লাস এবং নকলের ফিস্
(নি. ১১০) ১১৩
কোম্পানী সমবায়ের নিয়মাবলী
(আ. ১০) ও (আ. ৩৯) ১৬৫,১৮৩
ক্ষতিনিষ্কৃতিপত্র (আ. ৩৪) ১৭৮
ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অশুদ্ধভাবে
দলিল রেজিস্ট্রী করিবার জন্য
শাস্তি (ধা. ৮১) ৬০

খাতক ৮
খাসমোক্তারনামা ব্যবহার করা
হইলে যে এন্‌ডোরস্‌মেণ্ট
লিখিতে হয় (নি. ৯৫) ১০৯

গাছ (ধা. ২) ২
গৃহ (ধা. ২) ২
গ্রাহ্যতার সার্টিফিকেট (নি. ৪৩) ৮৭

চার্জযুক্ত বায়না ২৬৪
চাটার পার্টি (আ. ২০) ১৭২
চুক্তিপত্র ১০

ছুটি (নি. ১১৯) ১১৬

জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য
উন্মুক্ত দলিলের রেজিস্টার
বহি (ধা. ৯১) ৬৬

জমি সংক্রান্ত কতকগুলি নিবন্ধীকৃত দলিল অনিবন্ধীকৃত দলিল নাকচে কার্যকরী হইবে (ধা. ৫০) ৩৮
জানালা (ধা. ২) ৩
জামিননামা বা মর্টগেজ (আ.৫৭) ১৯৬
জাহাজের অধ্যক্ষের প্রটেস্ট (আ. ৫১) ১৯৩
জাহাজের মাষ্টারের প্রোটেষ্ট নোট (আ. ৪৪) ১৮৬
জেলা বা উপজেলা (ধা. ৫) ৪
জেলাস্থিত রেকর্ডের কেন্দ্রীয় অফিস —নিবন্ধকের অফিস (নি. ৯) ৭০

টাইট্ল্ ডিড্ ইত্যাদি (আ. ৬) ১৬২
টাইট্ল্ : প্রারম্ভিক (নি. ১) ৬৭
টাইটল্, ব্যাপ্তি, সূচনা (ধা ১) ১
টাউট তালিকা গঠন করার ও প্রকাশ করার ক্ষমতা (ধা. ৮০এ) ৫৮
টাউট তালিকা রেজিস্ট্রেসন অফিস-গুলিতে থাকিবে (ধা. ৮০সি) ৫৯
টাউটের সম্পর্কে (নি. ১২৯) ১২১
টাউটদিগকে গ্রেপ্তার এবং বিচার (ধা. ৮০ এফ্) ৫৯
টাউটদিগকে সন্দেহজনক মনে করিলে অবর-নিবন্ধক অনুসন্ধান করিবেন (ধা. ৮০বি) ৫৮
টিপ ছাপ (নি. ৪৯) ৮৯
টিপ ছাপ সম্পর্কে অতিরিক্ত ব্যবস্থা (নি. ৫০) ৯১
ট্রাস্টনামা ৩৪৯
ট্রেডমার্ক ঘোষণাপত্র ২৭৩

ডিড্ অব্ কন্সেণ্ট ২৭০
ডিবেন্চার (আ. ২৭) ১৭৫
ডিপজিটকৃত উইলের প্রত্যাহার-করণ (ধা. ৪৪) ৩৫
ডিস্ট্রিক্ট (ধা. ২) ২
ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট (ধা. ২) ২
ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু (নি. ১২২) ১১৭

তল্লাস ও নকলের জন্য দরখাস্ত (নি. ১০৯) ১১২
৩০ (২)- উপধারামূলে নিবন্ধী-করণের পরবর্তী প্রণালী (ধা. ৬৭) ৪৬

দত্তকগ্রহণপত্র (আ. ৩) ১৬০
দলিল কখন রেজিস্টার বহিতে কপি করিতে হইবে (নি. ৬২) ৯৮
দলিল ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট কপিসহ দাখিল হইলে ব্যবস্থা গ্রহণ (নি. ৬৩) ৯৮
দলিল দাখিলকারীর সম্পর্কে (ধা. ৩২) ২৩
দলিল দাখিলের সময়কাল (ধা. ২৩) ১৬
দলিল দাখিল করিবার সময় (ধা. ১১৪) ১১৪
দলিল দাখিল গ্রহণ করা এবং নিবন্ধীকৃত দলিল ফেরত দেওয়া (নি. ১১৬) ১১৫
দলিল দাখিল হইলে রেজিস্টারিং অফিসারের কর্তব্য (ধা. ৫২) ৪০
দলিল দাখিলান্তে প্রদেয় ফিস্-আদি (ধা. ৮০) ৫৮
দলিল নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রত্যাখ্যানাদেশ রেকর্ড-করণ (নি. ৫৮) ৯৭
দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গৃহীত হইবার শর্তাবলী (নি. ২১) ৭৪
দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত ক্ষেত্র (নি. ২২) ৭৬
দলিল নিবন্ধীকরণের জন্য গ্রহণ করিবার নিয়ম (নি. ২৩) ৭৮
দলিল নিবন্ধীকরণের পর তাহা যথাশীঘ্র ফেরত দিতে হইবে (নি. ৭৬) ১০৩
দলিল পুনর্নিবন্ধীকরণের নিয়ম (নি. ৬৬) ৯৯

দলিল ভুল অফিসে দাখিলকরণ (নি. ২৭) ৮১
দলিল ভুল অফিসে নিবন্ধীকৃত হইলে ব্যবস্থা গ্রহণ (নি. ৭২) ১০১
দলিল লেখার ফিসের তালিকা প্রত্যেক অফিসে থাকিবে (নি. ১২৬) ১১৯
দলিল লেখকদিগের নামের তালিকা রেজিস্ট্রেসন অফিসে টানানো থাকিবে (নি. ১২৩) ১১৮
দলিল-লেখক সম্পর্কে মহা-নিবন্ধ-পরিদর্শকের রুল প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা (ধা. ৮০ জি) ৫৯
দলিল-লেখকদিগের হিসাববহি পরীক্ষাকরণ (নি. ১২৮) ১২১
দলিল-লেখকের লাইসেন্স রহিত করণ (নি. ১২৭) ১২০
দলিল লেখকরূপে কাজ করার জন্য লাইসেন্স প্রদান (ধা. ১২১) ১১৭
দলিল-লেখকের লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করার যোগ্য ব্যক্তি (নি. ১২০) ১১৬
দলিলে তোলাপাঠে লিখন, দোবারা, ঘর্ষণ, শূন্যতা ইত্যাদি (ধা. ২০) ১৪
দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি অংশত ভারতে এবং অংশত ভারতের বাহিরে অবস্থিত এরূপ দলিল সম্পর্কে ব্যবস্থা (নি. ৩২) ৮৩
দলিলে যে সকল বিষয় এন্ডোর্সমেণ্ট যোগ্য (ধা. ৫৮) ৪২
দলিলে স্থানাভাব ঘটিলে পৃথক কাগজ সংযোগে এন্ডোর্স্মেণ্ট (নি. ৭৩) ১০২
দলিলের এন্ডোর্সমেণ্টে রেজিস্টারিং আফসারের স্বাক্ষর ও তারিখ (ধা ৫৯) ৪৩
দলিলের কপি এবং মেমোরাণ্ডা প্রণয়ন (নি. ৭৭) ১০৪
দলিলের কপি এবং মেমোরাণ্ডার রসিদ (নি. ৮১) ১০৫
দলিলের মেমোরাণ্ডা এবং কপি প্রেরণের তারিখ রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধকরণ (নি. ৮০) ১০৫
দানপত্র (আ. ৩৩) ১৭৮
দায়সংযুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তরকালে ষ্ট্যাম্প মাশুল নির্ণয় (ধা. ২৪) ১৫১
দ্বিতীয় এবং পরবর্তীবারে বিলম্বে হাজির হইবার জন্য ফাইন গণনা (নি. ৪০) ৮৬
দেয়াল (ধা. ২) ২

ধারাবাহিকভাবে নম্বরযুক্ত এন্ট্রি (ধা. ৩৫) ৪৪

না-দাবি বা রিলিজ (আ. ৫৫) ১৯৫
নাবালক বা মাইনর (ধা. ২) ৩
নামের ইন্ডেক্স (নি. ৮৫) ১০৬
নামের বানান ইন্ডেক্সে কি ভাবে লিখিতে হইবে (নি. ৮৪) ১০৬
নিদর্শনপত্র ইম্পাউণ্ডকরণ (ধা. ৩৩) ১৫৬
নিদর্শনপত্রে কয়েকটি ক্ষেত্রে রসিদ প্রদানের ব্যবস্থা (ধা. ৩০) ১৫৬
নিদর্শনপত্রে বার্ষিক বৃত্তির ক্ষেত্রে মূল্য নির্ণয় (ধা. ২৫) ১৫২
নিদর্শনপত্রে সুদের কথার উল্লেখ থাকিলে (ধা. ২৩) ১৫১
নিদর্শনপত্রে মাশুল নির্ণয়ে যে সকল অবস্থার উল্লেখ প্রয়োজন তাহা লিখিতে হইবে (ধা. ২৭) ১৫৩
নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প অ্যাড্জুডিকেশান (ধা. ৩১) ১৫৬
নিদর্শনপত্রে ২৭-ধারার নির্দেশ অমান্য করিবার জন্য শাস্তির বিধান (ধা. ৬৪) ১৫৯
নিবন্ধক (ধা. ৬) ৪

নিবন্ধক ও অবর-নিবন্ধক অফিস (ধা. ৭) ৪
নিবন্ধক কর্তৃক প্রত্যাখ্যানাদেশ প্রদান (ধা. ৭৬) ৫৫
নিবন্ধক প্রত্যাখ্যানাদেশ দিলে মোকদ্দমা (ধা. ৭৭) ৫
নিবন্ধকের অনুপস্থিতি ইত্যাদি (ধা. ১২) ৫
নিবন্ধকের অফিসে সংরক্ষিত অতিরিক্ত রেকর্ড (নি. ৮) ৬৯
নিবন্ধকের অফিসে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত রেকর্ড (ধা. ১১) ৭০
নিবন্ধকের দ্বারা কতকক্ষেত্রে নিবন্ধীকরণ (ধা. ৩০) ২২
নিবন্ধকের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা (ধা. ৬৮) ৪৭
নিবন্ধকের ৭৫ (৪) উপধারা অনুসারে সমন ইস্যু করার ক্ষমতা (নি. ১০৪) ১১১
নিবন্ধকের রেজিস্ট্রী করিবার আদেশ দান সংক্রান্ত কার্য প্রণালী (ধা. ৭৫) ৫৪
নিবন্ধীকরণ প্রত্যাখ্যানের কারণ রেকর্ডকরণ (ধা. ৭১) ৪৮
নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ এমন দলিল সংক্রান্ত ডেলি নোটিশ (নি. ১১৫) ১১৪
নিবন্ধীকরণের সার্টিফিকেট (ধা. ৬০) ৪৩
নিবন্ধীকরণের জন্য সর্বশেষ এনডোরসমেন্টের ফরম (নি. ৬৯) ১০০
নিবন্ধীকরণের দলিল যথাযথ ষ্ট্যাম্প যুক্ত না থাকিলে ইম্পাউণ্ড-করণ (নি. ২৮) ৮১
নিবন্ধীকরণের পূর্বে রেজিস্টারিং অফিসারের অনুসন্ধান (ধা. ৩৪) ২৬
নিবন্ধীকৃত দলিল যে সময় হইতে কার্যকরী হয় (ধা. ৪৭) ৩৬
নির্দেশনামা ১১
নিদর্শনপত্র ১১
নিবন্ধীকৃত বা প্রত্যাখ্যাত উইল বিনাশ না করিয়া নিবন্ধকের নিকট ডিপজিট (নি. ১০৩) ১১১
নিয়োগ বা কার্যধারার ত্রুটির জন্য কোন কার্য নাকচ হইবে না (ধা. ৮৭) ৬৪
নিয়োগপত্র (আ. ৭) ১৬৫
নিয়োগ সম্পর্কে রিপোর্ট (ধা. ১৩) ৬
নিরূপণপত্র (আ. ৫৮এ) ১৯৭
নিরূপণপত্র রহিতকরণ (আ. ৫৮বি) ১৯৮
নোট বা মেমোরাণ্ডাম (আ. ৪৩) ১৮৫
নোটারিয়াল অ্যাক্ট (আ. ৪২) ১৮৫
ন্যাস বা ট্রাস্ট (আ. ৬৪) ২০১

৮৫-ধারামতে বেওয়ারিশ দলিল বিনাশ সম্পর্কে নোট প্রদান (নি. ১৫ ১৭১
২৫-ধারামতে ফাইন প্রদানের পর সম্পাদনের তারিখ হইতে ৮মাসের মধ্যে সম্পাদনকারী হাজির না হইলে ব্যবস্থা (নি. ৫০) ৯৪
পরিদর্শক (ধা. ৮) ৫
পরিবর্তনশীল দায় ৯
পরিশিষ্ট (নি. ২) ৬৭
পাট্টা ৩৩০
পার্টির গৃহে দলিল গ্রহণ (ধা. ৩১) ২২
পার্টির বিবৃত রেকর্ড এবং শপথ গ্রহণের ক্ষমতা (ধা. ৬৩) ৪৪
পার্টিসান ১০
পারপিচুয়াল লীজ ৩৩৩
পিওনের ফিস্ প্রদান এবং সমন জারির ব্যবস্থা (ধা. ৩৭) ৩১
পুনঃ সমর্পণপত্র (আ. ৫৪) ১৯৫
পুনর্নিবন্ধীকরণের জন্য আনীত দলিলের ম্যাপ বা প্ল্যান (নি. ৬৫) ৯৯

পূর্ব নিবন্ধীকৃত দলিলের ত্রুটি সংশোধনার্থে রচিত সাপ্লিমেণ্টারী দলিল (নি. ৭৫) ১০৩
পৃথক্ পৃথক্ রেজিস্টার বহি (নি. ৫) ৬৮
পৃষ্ঠলেখ (ধা. ২) ২
প্রক্সি বা প্রতিনিধিপত্র (আ. ৫২) ১৯৩
প্রতিনিধি (ধা. ২) ৪
প্রতিনিধি, অভিভাবক এবং এজেণ্ট-দিগের ইনডেক্স (নি. ৮৬) ১০৬
প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদন স্বীকার ১১১
প্রতিলিপি ৩৩০
প্রত্যহ (নি. ১১৮) ১১৫
প্রত্যেক সম্পাদনকারী, গ্রহীতা এবং সম্পত্তির জন্য পৃথক এন্‌ট্রি (নি. ৮৮) ১০৬
প্রমিসরি নোট (আ. ৪৯) ১৯১
প্রয়োজনীয় ফিস্-আদিসহ কমিশনের দরখাস্ত (নি. ৩৩) ৮৪
প্রাপ্তবয়স্ক (ধা. ২) ৩

ফসলী বন্ধকনামা (আ. ৪১) ১৮৫
ফাইন মুকুব (নি. ৪২) ৮৭
ফাইনের স্কেল (নি. ৩৯) ৮৫
ফাইল বহি (নি. ৬) ৬৮
ফারদার চার্জ্জ (আ. ৩২) ১৭৭
ফারদার চার্জ ৩০৫
ফি এবং ফাইন গ্রহণ (নি. ৪৫) ৮৭
ফি বহি এবং ক্যাশ বহিতে রেজিস্ট্রেসন ফি এন্‌ট্রী করিয়া ট্রেজারীতে জমা দেওয়া (নি. ১১৮) ১১৫
ফিস্-আদির প্রকাশন (ধা. ৭৯) ৫৭
ফিস্ রিফাণ্ড সম্পর্কে (নি. ১১৮) ১১৫
ফেরি (ধা. ২) ১

বংশগত ভাতা (ধা. ২) ২
বচনপত্র ৩২৫
বটমরী বণ্ড (আ. ১৬) ১৭০
বণ্টননামা বা পার্টিশান (আ. ৪৫) ১৮৬
বণ্ড বা তমসুক (আ. ১৫) ১৩৮
বর্ণানুক্রমিক ইন্‌ডেক্স ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইবে (নি. ৮৩) ১০৫
৩২-ধারার অনুকূলে যে মোক্তার নামা গ্রাহ্য (ধা. ৩৩) ২৪
বন্ধকনামা বা মর্টগেজ (আ. ৪০) ১৮৪
বন্ধকী সম্পত্তির পুনরায় দায়-সংযুক্তিপত্র (আ. ৩২) ১৭৭
বহনপত্র (বিল অব্ লেডিং) (আ. ১৪) ১৬৮
বাংলা অথবা হিন্দিভাষায় লিখিত দলিলের কপি ভিন্ন রাজ্যে ইংরেজিতে মেমো সহযোগে প্রেরণ (নি. ৭৯) ১০৫
বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণযোগ্য দলিল (ধা. ১৭) ৬
বাধ্যতামূলক নিবন্ধীকরণযোগ্য দলিল যদি নিবন্ধীকৃত না হয় (ধা. ৪৯) ৩৭
বার্ষিক বৃত্তির ক্ষেত্রে মূল্য নির্ণয় (ধা. ২৫) ১৫২
বিক্রয়ের প্রমাণপত্র (আ. ১৮) ১৭১
বিনিময়পত্র (আ. ৩১) ১৭৬
বিবাহবিচ্ছেদনামা বা তালাক-নামা (আ. ২৯) ১৭৬
বিভিন্ন জেলার সাধারণ ভাষা (নি. ১৯) ৭৩
বিভিন্ন প্রকারের ইন্‌ডেক্স (ধা. ৫৫) ৪০
বিল অব্ এক্সচেঞ্জ (আ. ১৩) ১৬৭
বিল বা নোটের প্রটেস্ট (আ. ৫০) ১৯৩
বিল, চেক ইত্যাদি ব্যতীত অন্যান্য নিদর্শনপত্রে ভারতের বাহিরে ষ্ট্যাম্প সংযুক্তিকরণ (ধা. ১৮) ১৫০
বিলম্বে সীল পাইলে ব্যবস্থা গ্রহণ (নি. ১১৩) ১১৪

বুক বা বহি (ধা. ২) ২
বৃত্তিপত্র ৩৬৪
বেওয়ারিশ দলিল ৮৫-ধারা অনুসারে বিনাশকরণ সম্পর্কে নোট প্রদান (নি. ১৫) ৭১
বেওয়ারিশ দলিলের বিনাশসাধন (ধা. ৮৫) ৬৩
ব্ল্যাংক, ইরেজার, ইত্যাদির প্রত্যয়ন (নি. ২৬) ৮১

ভারতে সম্পাদিত নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প সংযুক্তিকরণ (ধা. ১৭) ১৫০
ভারতের বাহিরে হুণ্ডি বা নোটস্ ব্যতীত অন্যান্য নিদর্শনপত্রে ষ্ট্যাম্প সংযুক্তিকরণ (ধা. ১৮) ১৫০
ভারতের বাহিরে সম্পাদিত দলিল সম্পর্কে (ধা. ২৬) ১৯
ভারতের মধ্যে সম্পাদিত নিদর্শন পত্রের ষ্ট্যাম্প সংযুক্তিকরণ (ধা. ১৭) ১৫০
ভিজিট ও কমিশনের জন্য প্রদত্ত পাথেয় সম্পর্কিত হিসাব রক্ষণ (নি. ১১৮) ১১৫
ভিজিট বা কমিশনের দরখাস্ত প্রয়োজনীয় ফিস্-আদিসহ করিতে হয় (নি. ৩৩) ৮৪
ভিন্ন জেলার জন্য দলিলের কপি এবং মেমোরাণ্ডা (নি. ৭৮) ১০৪
ভূমি সংক্রান্ত দলিল নিবন্ধীকরণের পরবর্তী প্রণালী (ধা. ৬৬) ৪৫
ভূমি সংক্রান্ত দলিল নিবন্ধীকরণের স্থল (ধা. ২৮) ২০

মণিকা বনাম জিয়াউদ্দিন কেস ৪৯
মর্টগেজ ২৯৭
মহা-নিবন্ধ পরিদর্শক (ধা. ৩) ৪
মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের তত্ত্বাবধান ও রুল প্রণয়ন ক্ষমতা (ধা. ৬৯) ৪৭
মহা-নিবন্ধ পরিদর্শকের ফাইন মুকুবের ক্ষমতা (ধা. ৭০) ৪৮
মাটির সহিত সংলগ্ন (ধা. ২) ২
মাল সম্পর্কিত ডেলিভারী অর্ডার (আ. ২৮) ১৭৬
মালের প্রমাণপত্র (আ. ৬৫) ২০২
মিথ্যা বিবরণ, মিথ্যা পরিচয় প্রদান, অশুদ্ধ কপি ইত্যাদির জন্য শাস্তি (ধা. ৮২) ৬০
মূল্য ৩২৯
মূল্য নির্ধারণ (আ ৮) ১৬৫
মোক্তারনামা (আ. ৪৮) ১৯০
মোক্তারনামা প্রামাণিককরণের ফরম (নি. ৯৩) ১০৮
মোক্তারনামা স্বীকৃতি ও অথেনটিকেশান (নি. ৯১) ১০৮
মোক্তারনামার অনুবাদ কতক ক্ষেত্রে ফাইলকরণ (নি. ৯৪) ১০৯
ম্যাপ বা প্ল্যানের কপি তসদিক (নি. ৬৪) ৯৯
মৃত সম্পাদনকারীর প্রতিনিধিগণের সকলে সম্পাদন স্বীকার না করিলে দলিল সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত ইহবে (নি. ৫১) ৯১

যাঁহারা উইল এবং দত্তক গ্রহণ প্রাধিকারপত্র দাখিল করিতে পারেন (ধা. ৪০) ৩৩
যে কোর্ট বা আধিকারিক সমন ইস্যু বা সার্ভ করিবেন (ধা. ৩৭) ৩১

রসীদপত্র (আ. ৫৩) ১৯৩
রহিতকরণ (আ. ১৭) ১৭১
রাজ্যসরকার ফিস্-আদি নির্ধারণ করিবেন (ধা. ৭৮) ৫৭
রিকনভেয়ান্স ৩০৬
রেকর্ডপত্রের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য দায়িত্ব (নি. ১৪) ৭১
রেজিস্টার বহি ইত্যাদি (ধা. ১৬) ৬
রেজিস্টার বহি ইত্যাদি সংরক্ষণ

এবং বিনাশকরণ (নি. ৩) ৬৭
রেজিস্টার বহির ফরম (নি. ৩) ৬৭
রেজিস্টার বহি ব্যবহার প্রণালী (নি. ৪) ৬৭
রেজিস্টার বহির ভুল সংশোধন করিবার নিয়ম (নি. ১৮) ৭৩
রেজিস্টার বহিতে প্রদানযোগ্য সার্টিফিকেট (নি. ১৬) ৭১
রেজিস্টার বহিতে নকলনবীশ এবং কম্পেয়ারারদিগের স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর (নি. ৬৮) ১০০
রেজিস্টার বহিতে নকলনবীশ এবং কম্পেয়ারারদিগের স্ব স্ব ব্যবস্থা অবলম্বন (নি. ৭১) ১০০
রেজিস্টার বহিতে কপি এবং নোট প্রমাণীকরণ (নি. ১৭) ৭২
রেজিস্টারিং অফিসার কমিশনারকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন (নি. ৩৭) ৮৫
রেজিস্টারিং অফিসার প্রসিকিউশান সুরু করিতে পারেন (ধা. ৮৩) ৬২
রেজিস্টারিং অফিসার সরকারী কর্মচারীরূপে বিবেচিত হইবেন (ধা. ৮৪) ৬২
রেজিস্টারিং অফিসার সরকারী পদাধিকার বলে যাহা করেন তাহার জন্য তিনি দায়ী নন (ধা. ৮৬) ৬৪
রেজিস্টারিং অফিসারের অজ্ঞাত ভাষায় লিখিত দলিল (ধা. ১৯) ১৪
রেজিস্টারিং অফিসারের অজ্ঞাত ভাষায় লিখিত দলিল দাখিল হইলে ব্যবস্থা অবলম্বন (ধা. ৬২) ৪৩
রেজিস্ট্রারিং অফিসারের নিকট কতকগুলি অর্ডার, সার্টিফিকেট ইত্যাদির কপি প্রেরণ করিতে হয় (ধা. ৮৯) ৬৫
রেজিস্টারিং অফিসারের ব্যক্তিগত স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলিলের জন্য ব্যবস্থা (নি. ৩১) ৮৩
রেজিস্টারিং অফিসারের অধীনে দলিল-লেখকগণ কাজ করিবেন (নি. ১২৪) ১১৯
রেজিস্টারিং অফিসারদিগের সংস্থা (ধা. ১৪) ৬
রেজিস্টারিং অফিসারদিগের সীল (ধা. ১৫) ৬
রেজিস্টারিং অফিসারের অজানা ভাষায় ষ্ট্যাম্প বিক্রেতার এনডোর্সমেণ্টের জন্য অবলম্বনযোগ্য ব্যবস্থা (নি. ৩০) ৮৩
রেজিস্টারিং অফিসার সমীপে সম্পাদনকারীর হাজিরে অবহেলা (নি. ৫৪) ৯৬
রেজিস্ট্রেসন অফিস (নি. ২) ৬৭
রেজিস্ট্রেসন অফিসার (নি. ২) ৬৭
রেজিস্ট্রেসন অফিস সীমার মধ্যে টাউটদিগের প্রবেশ নিষেধ (ধা. ৮০ডি) ৫৯
রেজিস্ট্রেসন অফিস সীমার মধ্যে টাউটদিগকে দেখিলে ব্যবস্থা অবলম্বন (ধা. ৮০ই) ৫৯
রেজিস্ট্রেসন অফিসে হাজির হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি (ধা. ৩৮) ৩১
রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত রেজিস্টার বহি (ধা. ৫১) ৩৯
রেজিস্ট্রেসন অফিসে সংরক্ষিত অতিরিক্ত রেকর্ড (নি. ৭) ৬৯
রেজিস্ট্রেসন আইন, ১৯০৮ ১
রেজিস্ট্রেসন আইনের উদ্দেশ্য ১
রেজিস্ট্রেসন ফিস্ ফি-বহি এবং ক্যাস-বহিতে এন্ট্রী করিয়া ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে (নি. ১১৮) ১১৫
রেস্পন্ডেন্সিয়া বণ্ড (আ. ৫৬) ১৯৫
রুল বা নিয়ম (নি. ২) ৬৭

লাইসেন্স রিনিউ করা (ধা. ১২২) ১১৭

লিখিতে অক্ষম ব্যক্তির স্বাক্ষর সম্পর্কে (নি. ৪৮) ৮৯
লীজ (ধা. ২) ৩
লীজ (আ. ৩৫) ১৭৯
লীজের হস্তান্তরপত্র (আ. ৬৩) ২০১
লেটার অব্ অ্যালটমেণ্ট অব্ শেয়ার (আ. ৩৬) ১৮৩
লেটার অব্ ক্রেডিট (আ. ৩৭) ১৮৩
লেটার অব্ লাইসেন্স (আ. ৩৮) ১৮৩

শপথ কখন গ্রহণ করা হইবে (নি. ৫৯) ৯৮
শপথ বা প্রতিজ্ঞার ফরম্ (নি. ৬০) ৯৮
শপথ ভিন্ন কাগজে রেকর্ড করিতে হইবে (নি. ৬১) ৯৮
শর্তসূচক বা সাপেক্ষ ৭
শিক্ষানবিশি চুক্তিপত্র (আ. ৯) ১৫৬
শেয়ার ওয়ারেণ্ট (আ .৫৯) ১৯৮

ষ্ট্যাম্প এড্জুডিকেশন (ধা. ৩১) ১৫৬
ষ্ট্যাম্প মাশুল ডিনোটেশান (ধা. ১৬) ১৪৯
সংশোধন করিবার নিয়ম (নি. ১৮) ৭৩
সদরে রেকর্ডপত্রাদি প্রেরণ (নি. ১০) ৭০
সন্দেহজনক টাউটদিগের সম্পর্কে অবর-নিবন্ধকের অনুসন্ধান (ধা. ৮০বি) ৫৮
সমন, কমিশন এবং সাক্ষী সম্পর্কিত আইন (ধা. ৩৯) ৩২
সমন পাওয়া সত্বেও হাজির না হইলে ব্যবস্থা অবলম্বন (নি. ১০৮) ১১২
সমনের সহিত অনুবাদ কপি কোন ক্ষেত্রে থাকা প্রয়োজন (নি. ১০৬) ১১২
সম্পত্তি সম্পর্কিত নিবন্ধীকৃত দলিল কোন ক্ষেত্রে মৌখিক চুক্তি মারফত কার্যকরী হইবে (ধা. ৪৮) ৩৭
সম্পত্তির বিবরণ—ম্যাপ বা প্ল্যান (ধা. ২১) ১৪
সম্পাদন অস্বীকার হেতু প্রত্যাখ্যানাদেশের বিরুদ্ধে নিবন্ধকের নিকট আবেদন (ধা. ৭৩) ৫৩
সম্পাদন স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হইবার পরবর্তী প্রণালী (ধা. ৩৫) ২৮
সম্পাদনকারীর সনাক্তকরণ (নি. ৪৭) ৮৮
সম্পাদনের চারিমাসের মধ্যে রেজিস্টারিং অফিসার সমীপে সম্পাদনকারী হাজির হইতে না পারিলে (নি. ৫২) ৯২
সম্পাদনের তারিখের চারিমাস অন্তে দলিলের নিবন্ধীকরণ (নি. ৫৭) ৯৭
সরকারী কর্মচারী দ্বারা বা তাঁহাদের অনুকূলে সম্পাদিত দলিল দাখিলের প্রণালী (নি. ২২এ) ৭৭
সরকারী কর্মচারিদিগের দ্বারা সম্পাদিত দলিলের নিবন্ধীকরণ (ধা. ৮৮) ৬৪
সরকারী পদাধিকার বলে রেজিস্টারিং অফিসারের দায়িত্ব (ধা. ৮৬) ৬৪
সরকারী ম্যাপ ও জরিপের নথিপত্র-মূলে বাড়ী এবং জমির বর্ণনা (ধা. ২২) ১৫
সরকারের অনুকূলে সম্পাদিত কতক দলিলের নিবন্ধীকরণ রেহাইপ্রাপ্ত (ধা. ৯০) ৬৫
সাক্ষী বা সম্পাদনকারীর উপস্থিতির প্রয়োজনবোধে গ্রহণীয় ব্যবস্থা (ধা. ৩৬) ৩১
২৭ধারার নির্দেশ অমান্য করার জন্য শাস্তির বিধান (ধা. ৬৪) ১৫৯
সাব-ডিষ্ট্রিক্ট (ধা. ২) ২
সাবালক (ধা. ২) ৩

৩৭-ধারা অনুসারে সমনের জন্য
দরখাস্ত (নি. ১০৫) ১১১
স্থাবর (ধা. ২) ৩
স্থাবর সম্পত্তি (ধা. ২) ২
স্থাবর-সম্পত্তি সংক্রান্ত সেইরূপ
দলিলের নিবন্ধীকরণ যে দলিলে
বর্ণিত সম্পত্তি দলিলখানি
দাখিল হইবার পর এলাকা
বহির্ভূত হইয়াছে (ধা. ২৪) ৭৯
সার্টিফিকেট (আ. ১৯) ১৭১
সিপিং অর্ডার (আ. ৬০) ১৯৯
সীল পাইতে বিলম্ব হইলে
অবলম্বনীয় ব্যবস্থা (নি. ১১৩) ১১৪
সীল সংরক্ষণ এবং বিনাশ সাধন
(নি. ১১২) ১১৪
স্ত্রী কর্তৃক স্বামী ত্যাগ ২৯৪
সূচনা (ধা. ১) ১
সেকসন বা ধারা (নি. ২) ৬৭
সেটেলমেণ্ট ৩৪৩
স্বেচ্ছাকৃত অস্বীকার বা হাজির
হইতে এবং সম্পাদন স্বীকার
করিতে অবহেলা (নি. ৫৪) ৯৬
হস্তান্তরপত্র বা ট্রান্‌স্‌ফার
(আ. ৬২) ১৯৯
হুণ্ডি (আ. ১৩) ১৬৭
হায়ার পারচেজ ২৫৯

অ্যাকাডেমিক পাবলিসার্স, ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯এর পক্ষে শ্রী বিমল ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং পি, এম, বাক্‌চি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯, গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬এর পক্ষে শ্রী জয়ন্ত বাক্‌চি, কর্তৃক মুদ্রিত।